রত্নাবলী নাটক।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

অনুবাদিত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের দ্বারা মুদ্রিত ও

প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

---

৩০ ভাদ্র, ১৩০৭ সাল।

মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

রত্নাবলী নাটিকা।

পাত্রগণ।

পুরুষ-বর্গ।

বৎস ... কৌশাম্বীর রাজা।

যৌগন্ধরায়ণ ... বৎস-রাজের অমাত্য।

বসন্তক। (বিদূষক) রাজার বয়স্য।

বসুভূতি ... সিংহল-রাজের অমাত্য।

বাভ্রব্য ... বৎস-রাজের কঞ্চুকী (সিংহল-রাজের নিকট প্রেরিত দূত)

সম্বরণ সিদ্ধি ... যাদুকর।

বিজয়-বর্ম্মা ... বৎস-রাজার সেনাপতি।

স্ত্রী-বর্গ।

বাসবদত্তা ... বৎস-রাজের মহিষী।

সাগরিকা (রত্নাবলী) সিংহল-রাজকুমারী।

কাঞ্চনমালা ... মহিষীর প্রধানা পরিচারিকা।

সুসঙ্গতা ... সাগরিকার সখী।

নিপুণিকা
মদনিকা
চূত-লতিকা } ... মহিষীর পরিচারিকাগণ।

বসুন্ধরা ... প্রতীহারী।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

বিক্রম-বাহু ... সিংহলের রাজা, রত্নাবলীর পিতা ও বাসবদত্তার মাতুল।

রুমণ্বান ... বৎস-রাজের সেনাপতি।

অনুবাদকের মন্তব্য।

রত্নাবলী-নাটিকা কাশ্মীর-রাজ শ্রীহর্ষ-দেবের প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু কাব্য-প্রকাশের গ্রন্থকার বলেন, ইহা তাঁহার স্বরচিত নহে। কাহারও মতে ইহা ধাবক-কবির রচিত, কাহারও মতে কাদম্বরী-প্রণেতা বাণভট্টের রচিত।

শ্রীহর্ষ-দেবের রাজত্বকাল নির্ণয় সম্বন্ধেও পণ্ডিতগণের মধ্যে মতান্তর দেখা যায়। পণ্ডিতবর উইলসন সাহেব বলেন, কাশ্মীর-রাজ শ্রীহর্ষ-দেব ১১১৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ১১২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। কিন্তু ডাক্তার হল্ সাহেব বলেন, শ্রীহর্ষ-দেব খৃষ্টাব্দ ৬১০ হইতে ৬৫০ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। জর্ম্মাণ পণ্ডিত ওএবার এই মতের পক্ষপাতী। এই মতটি গ্রহণ করিলে রত্নাবলী-নাটিকা খৃষ্টের সপ্তম শতাব্দিতে রচিত বলিয়া স্থির করিতে হয়। ইহার এক শতাব্দি পূর্ব্বে মহাকবি কালিদাসের আবির্ভাব-কাল। এই নাটিকায় বর্ণিত নায়ক-নায়িকার প্রণয়-বিলাস-চিত্রে কতকটা কালীদাসের শকুন্তলার ছায়া উপলব্ধি হয়।

কাশ্মীর-রাজ শ্রীহর্ষ দেবের আর এক নাম, শীলাদিত্য (দ্বিতীয়) ইনি প্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্যের বংশধর। প্রসিদ্ধ চীন-পর্য্যটক "হুয়েন-ৎসাং" ইহাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তখন শ্রীহর্ষ-দেব সমস্ত উত্তর-ভারতের সার্ব্বভৌমিক সম্রাট ছিলেন। খুব সম্ভব, শ্রীহর্ষ-দেবের সভা-কবি রত্নাবলী-রচয়িতা তখনকার রাজ-ঐশ্বর্য্য স্বচক্ষে দেখিয়াই বৎস রাজার "দন্ত-তোরণ", "স্ফটিক-মণি-ভবন" প্রভৃতি স্থাপত্য-বৈভবের উল্লেখ করিয়াছেন।

এই নাটিকাটি পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায়, এখন যেরূপ

এখানে ফাল্গুন চৈত্র মাসে দোলোৎসব হইয়া থাকে, তখন সেইরূপ মদনোৎসব হইত। এবং এখনকার মত তখনও সেই সময়ে "আবীর-খেলা" হইত। প্রভেদ এই, শ্রীকৃষ্ণের পূজা না হইয়া তখন মদন-দেবের পূজা হইত। কোন্ সময় হইতে এদেশে মদনোৎসব রহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের দোলোৎসব আরম্ভ হয়, ইহা একটি ঐতিহাসিক রহস্য।

এই নাটিকার পাত্রগণের মধ্যে বৎস-রাজ ও দেবী বাসবদত্তার চরিত্র অতি পরিস্ফুট ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। একদিকে রাজা বিলাস-পরায়ণ, লঘুচিত্ত ও অন্যাসক্ত; পক্ষান্তরে, রাণী একনিষ্ঠা ব্রতপরায়ণা ও পতিরতা। সর্ব্বাপেক্ষা দেবী বাসবদত্তার চিত্র অতি উৎকৃষ্ট বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। তাঁহার চরিত্রে বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ অতি নিপুণ ভাবে সম্পাদিত হইয়াছে। একদিকে যেমন তিনি তেজস্বিনী, অভিমানিনী. উদ্ধতা; পক্ষান্তরে তেমনি আবার কোমল-হৃদয়া, সুবৎসলা ও উদারভাবাপন্না। বিদূষক বসন্তকের চরিত্রেরও একটু বিশেষত্ব আছে—উহার "ভাড়ামি"র মধ্যেও একটু সহৃদয়তা প্রকাশ পায়। এই নাটিকাটি কাবত্ব-অংশে উচ্চদরের না হইলেও, নাট্যাংশে যে ইহা উৎকৃষ্ট তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহার নাটকীয় সংস্থান-গুলি ও ঘটনার পাক-চক্র কতকটা আধুনিক নাটকের ন্যায়—সেইজন্য, এখনকার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইবার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে উপযোগী। ইহার ঘটনা-গুলি ঘোরো রকমের এবং ইহার পরিণতি-সাধনে কোন অলৌকিক শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা হয় নাই। পাত্রগণও সকলেই সাধারণ মনুষ্যের রক্ত-মাংসে গঠিত। আশ্চর্য্য ঘটনার মধ্যে, কোন সন্ন্যাসী-দত্ত ঔষধীর দ্বারা নবমল্লিকা অকালে প্রস্ফুটিত করা হয়, এবং একজন

যাদুকর ভোজবাজির সাহায্যে আকাশে দেব-দেবীর নৃত্য ও প্রাসাদে অগ্নিকাণ্ড প্রদর্শন করে। ইহার মধ্যে কোনটাই অলৌকিক কিম্বা অসম্ভব নহে।

"রত্নাবলী" একটি নাটিকা। নাটিকাগুলি চারি অঙ্কে বিভক্ত হইয়া থাকে।

রত্নাবলী নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

নান্দী।

স্তন ভারে নানমিতা
গিরিজা গেলেন যবে শম্ভু-আরাধনে,
পদাঙ্গুলে ভর দিয়া
পুষ্পাঞ্জলি শিরে তাঁর দিবেন যতনে
অমনি ত্রিনেত্র তাঁর
পড়িল তাহার পরে অনুরাগ-ভরে।
পার্ব্বতী পুলকিতা
সাধ্বস-কম্পিত-তনু —স্বেদ-বিন্দু ঝরে
লজ্জা-বশে থতমত
পুষ্পাঞ্জলি হস্ত হতে হইল পতন
সেই শম্ভু তোমাদের করুন রক্ষণ॥

অপিচ :—

প্রথম সঙ্গম-কালে
সত্বর যাইয়া গৌরী মনের ঔৎসুক্যে
ফিরিয়া আইলা লাজে,
সখীজন বলি'-কহি' আনয়ে সম্মুখে।
গিরিজারে পেয়ে হর
হাসিতে হাসিতে করে আলিঙ্গন দান,
গৌরী তাহে পুলকিতা
—সরস সাধ্বস-বশে তনু কম্পমান।
—এহেন পার্ব্বতী তোমা করুন কল্যাণ ॥

অপিচ :—

ক্রোধোদ্দীপ্ত ত্রিনয়নে করি' দৃষ্টিপাত
নির্ব্বাপিত করিলা ত্রিবহ্নি একসাথ।
ভয়ার্ত্ত যাজকগণ পড়ে ভূমিতলে,
ভূতেরা উষ্ণীষ-বস্ত্র কাড়ি লয় বলে।
স্তুতি করে দক্ষ—পত্নী করেন ক্রন্দন,
দেবগণ ভয়ে সবে করে পলায়ন।
হাসিতে হাসিতে শিব দেবীর সকাশ
দক্ষ যজ্ঞনাশ-কথা করেন প্রকাশ।
—রক্ষুণ এহেন শিব নাশি' ভয়ত্রাস ॥

অপিচ :—

চন্দ্রের হউক জয়, প্রণমিগো সুরগণ-পদে,
দ্বিজোত্তম যেন সবে লোকযাত্রা করে নিরাপদে।

পৃথিবী হয় গো যেন
ধন ধান্যে পরিপূর্ণ, শস্যে ফলবতী।
শশাঙ্ক-সুন্দর-তনু
নরেন্দ্র-চন্দ্রের তাপ ভুঞ্জে বসুমতী॥

নান্দীর পর।

সূত্রধর।—অতি-প্রসঙ্গে প্রয়োজন নাই। অদ্য এই বসন্তোৎসবে, বহুমান-সহকারে আহূত হয়ে, শ্রীহর্ষদেবের যে সকল পাদ-পদ্মোপজীবী রাজগণ এখানে সমবেত হয়েছেন, তাঁরা আমাকে এই কথা বল্‌চেন ; "আমাদের প্রভু শ্রীহর্ষদেব কর্তৃক অপূর্ব্ব আখ্যানে অলঙ্কৃত যে রত্নাবলী নাটিকা রচিত হয়েছে, তার কথা আমরা শ্রবণ-পরম্পরায় শ্রুত আছি, কিন্তু তার অভিনয় কখন দেখিনি। অতএব সর্ব্বজন-হৃদয়ানন্দ সেই রাজার প্রতি সম্মান এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই নাটিকাটি আপনারা যথাবৎ অভিনয় করুন"। (পরিক্রমণ পূর্ব্বক অবলোকন করিয়া) এসো, আমরা তবে এখন বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে এঁদের অভীষ্ট সিদ্ধ করি। (সভা অবলোকন করিয়া) এই যে! বেশ বোধ হচ্চে, সভাস্থ সমস্ত লোকের মন এখন বিলক্ষণ আকৃষ্ট হয়েছে।

শ্রীহর্ষ নিপুণ কবি,
পরিষৎ গুণগ্রাহী, বৎস-রাজ-চরিত সুন্দর।
নাট্যে দক্ষ মোরা সবে,
সুচারু আখ্যান-বস্তু, গুনীগণ সবে একত্তর,
লভিতে বাঞ্ছিত ফল এই তো গো পূর্ণ অবসর॥

এখন তবে গৃহে যাই এবং গৃহিণীকে আহ্বান করে' সঙ্গীতাদি আরম্ভ করে'দি (পরিক্রমণ করত নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) এই তো আমাদের গৃহ। এইবার তবে প্রবেশ করা যাক্। (প্রবেশ করিয়া) বলি ও গিন্নি! একবার এই দিকে এসো তো।

নটীর প্রবেশ।

নটী।—এই যে আমি এসেছি। কি করতে হবে আজ্ঞা কর।

সূত্র।—দেখ, রাজারা "রত্নাবলী" দেখ্‌বার জন্য উৎসুক হয়েছেন। অতএব তোমরা সবাই বেশ-ভূষা পরিধান করে' এসো।

নটী।—(নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া উদ্বেগ-সহকারে) তুমি তো এখন নিশ্চিন্ত আছ, তুমি কেন অভিনয় কর না। আমার দুর্ভাগ্য-ক্রমে একটি মাত্র দুহিতা। তাতে আবার কোন্ দেশান্তর-বাসীকে কন্যাদান করবে বলে' তুমি বাক্‌দত্ত হয়েছ। এরূপ দূর-দেশস্থ পাত্রের সহিত কি করে' তার পাণিগ্রহণ হবে, [illegible] ত আমার মনে একটুকুও স্ফূর্ত্তি নেই—তবে এখন [illegible] করে' অভিনয় করি বল দিকি?

সূত্র।—দেখ :—

> থাকে যদি দ্বীপান্তরে
> সাগরের মধ্যে কিম্বা দিগন্ত-সীমায়,
> বিধি হলে অনুকূল
> যেথায় থাক্ না, আনি মিলন ঘটায়॥

নেপথ্যে।

সাধু, ভরত-শিষ্য সাধু! তাই বটে—তার কোন সন্দেহ নাই। ("থাকে যদি দ্বীপান্তরে" ইত্যাদি পাঠ করণ)।

সূত্র।—(কর্ণপাত করত নেপথ্যের দিকে অবলোকন করিয়া) বলি ও ঠাক্‌রুণ! তবে আর বিলম্ব করচ কেন? ঐ দেখ, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, যৌগন্ধরায়ণের ভূমিকাটি গ্রহণ করেছে। এসো তবে, আমরাও পরবর্ত্তী ভূমিকাগুলির জন্য সজ্জিত হইগে।

(প্রস্থান)

ইতি প্রস্তাবনা।

বিষ্কম্ভক।

(সহর্ষে যৌগন্ধরায়ণের প্রবেশ)

যৌগ।—তাই বটে। তার কোন সন্দেহ নাই। ("থাকে যদি দ্বীপান্তরে" ইত্যাদি পাঠ করিয়া) তা নইলেঃ—একজন সিদ্ধ-পুরুষের কথায় বিশ্বাস করে', যে সিংহলেশ্বর-দুহিতার হস্ত প্রার্থনা করা হয়েছিল, সেই কন্যাটি ভগ্নপোত হয়ে সমুদ্রে জল-মগ্ন হয়েও কি করে' একটা ফলকের আশ্রয় পেলেন বল দিকি? আর, কৌশাম্বী দেশের বণিক, সিংহল হতে ফিরে আসবার সময় কি করেইবা তাঁকে সেই অবস্থায় দেখ্‌তে পেলেন?—আর, রত্নমালা-চিহ্ন দেখে চিন্‌তে পেরে কি করেই বা তাঁকে এখানে নিয়ে এলেন? (সহর্ষে) এতে সর্ব্বপ্রকারেই আমাদের প্রভুর সৌভাগ্য সূচিত হচ্চে। (চিন্তা করিয়া) আমিও তাঁকে সগৌরবে দেবীর হস্তে সমর্পণ করে' ভালই করেছি। আবার, এ কথাও

শুনলেম, আমাদের "বাভ্রব্য"-কঞ্চুকী নাকি সিংহলেশ্বরের অমাত্য বসুভূতির সহিত কোন প্রকারে প্রাণে-প্রাণে সমুদ্র-তীরে উত্তীর্ণ হয়েছেন। আর, সেই সময়ে কৌশল-রাজ্য জয়ের জন্য সেনাপতি রুমণ্বান্ যাচ্ছিলেন, তাঁর সঙ্গেও নাকি তাঁদের দেখা হয়। তা, প্রভুর এই কার্য্যটিতো প্রায় এক রকম নিষ্পন্ন করেছি, তবু যেন আমার মন সন্তুষ্ট হচ্চে না। ওঃ! ভৃত্য-ভাবের অশেষ কষ্ট!

প্রভুর উন্নতি-আশে
স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত হয়ে এ কার্য্যেতে হইয়াছি ব্রতী।
দৈব-ও সহায় এবে,
অভ্রান্ত সিদ্ধের কথা, প্রভু-ভয়ে তবু ভীত অতি॥

নেপথ্যে কলরব।

(কর্ণপাত করিয়া) এই যে, মৃদুমধুর মৃদঙ্গবাদ্যের সঙ্গে পুরবাসীদের সঙ্গীত-ধ্বনি শোনা যাচ্চে। তাই বুঝি, এই মদন-মহোৎসবে, পৌরজনের আমোদ-প্রমোদ দেখ্‌বার জন্য রাজা প্রাসাদের দিকে যাত্রা করলেন? এই যে, প্রভু প্রাসাদের উপরে উঠেছেন দেখ্‌চি।

ক্ষান্ত হয়ে যুদ্ধালাপে
পৌরজন-চিত্তবাসী সুবৎসল বৎস-দেশ-নাথ
দেখিতে নিজ উৎসব
সাক্ষাৎ কন্দর্প যেন সমুদিত বসন্তক-সাথ॥

এখন তবে গৃহে গিয়ে আরব্ধ কার্য্যটা কিরূপে শেষ করা যায় তার চিন্তা করিগে। (প্রস্থান)

ইতি বিষ্কম্ভক।

বসন্তোৎসব-বেশধারী রাজা ও বিদূষক প্রাসাদোপরি আসীন।

রাজা।—(সহর্ষে অবলোকন করিয়া) সখা বসন্তক !

বিদূ।—আজ্ঞা করুন মহারাজ।

রাজা।—

জিত-শত্রু রাজ্য এই,
সুযোগ্য সচিবে ন্যস্ত এ রাজ্যের ভার,
সম্যক্-পালিত প্রজা,
প্রশমিত উপদ্রব সর্ব্ব-অত্যাচার।
প্রদ্যোৎ-তনয়া সেই
প্রেয়সী বাসবদত্তা রাণী,
তুমি বসন্তক ওগো
প্রিয় সখা বসন্ত সমানি।
করুন সে কামদেব
নামে মাত্র তুষ্টি অনুভব,
এ তাঁর উৎসব নহে
—আমারি এ মহান্ উৎসব॥

বিদূ।—(সহর্ষে) মহারাজ! তা নয়। আপনি যে উৎসবের কথা বল্‌চেন, আমি বলি সে আপনারও নয়, কামদেবেরও নয়, সে শুধু এই ব্রাহ্মণ বটুরই উৎসব। সে কথা থাক্। এখন ঐদিকে একবার তাকিয়ে দেখুন দিকি মহারাজঃ—পৌরজনেরা কেমন মধুপানে মত্ত হয়ে, কামিনীজনের স্বেচ্ছাকৃত কণ্ঠলগ্ন হয়ে, পিচ্‌কারি-দিয়ে পরস্পরের গায়ে জল-প্রহার

করচে—আর, নৃত্য করতে করতে চারিদিকে ঘোরতর গর্জ্জন করচে। মাদলের উদ্দাম বাদ্য-নিনাদে রথ্যা-মুখ মুখরিত—বিকীর্ণ আবীর-চূর্ণে দিগ্‌দিগন্ত আচ্ছন্ন—এই সমস্ত মিলে মদনোৎসবের কেমন অপূর্ব্ব শোভা হয়েছে!

বিকীর্ণ আবীর-চূর্ণে আহা যেন অরুণ উদয়,
কুঙ্কুমের-চূর্ণে দেখ পীতবর্ণ চারিদিকময়।
স্বর্ণ-আভরণ-আভা "কিঙ্কিরাত"-পুষ্প ফুটে কত,
গুচ্ছ-গুচ্ছ-পুষ্প-ভারে তরু-শির কিবা অবনত।
বেশ দেখি হয় মনে
কুবের-ভাণ্ডার যেন মানে পরাজয়।
জন-পরিচ্ছদ সব
খচিত কাঞ্চন-দ্রবে পীতবর্ণময়।
—কৌশাম্বে অপূর্ব্ব হেন শোভার উদয়॥

অপিচ:—

ধারা-যন্ত্র হতে মুক্ত
সমুদায় জলরাশি চারিধার করয়ে প্লাবন,
খেলিতে আবীর-খেলা
পদ-বিমর্দ্দনে সদ্য কর্দ্দমিত গৃহের প্রাঙ্গন।
উদ্দাম প্রমদা যত
তাদের কপাল বাহি' পড়ে ঝরি সিন্দুরের জল,
তাহে পদ হয়ে সিক্ত
সিন্দুর করিয়া তোলে সমুদয় কুট্টিমের তল॥

বিদূ।—(দেখিয়া) আবার ঐ দেখুন মহারাজ, রসিক নাগরেরা

বারবিলাসিনীদের গায়ে পিচ্‌কারি করে' জল দিচ্চে, আর ওরা অম্‌নি শীৎকার শব্দ করে' কত রকম অঙ্গভঙ্গি করচে।

রাজা।—(দেখিয়া) তাই তো—তুমি তো ঠিক্ লক্ষ্য করেছ।

বিকীর্ণ আবীর-জালে
চারিদিক ঘন অন্ধকার,
মণিময়-ভূষণের
মণি হতে রশ্মির বিস্তার।
এই ধারা-যন্ত্রগুলি
বিস্তারিত ফণার আকৃতি
—পাতাল-ভুজঙ্গলোক
মনে করি' দেয় যেন স্মৃতি॥

বিদূ।—(দেখিয়া) দেখুন মহারাজ! মদনিকা ও চূত-কলিকা মদন-বসন্তের ভাব প্রকাশ করে' কেমন নাচ্‌তে নাচ্‌তে এই দিকে আস্‌চে।

গাহিতে গাহিতে ও নাচিতে নাচিতে দুইজন দাসীর প্রবেশ।

মদনিকা।—(গান করণ।)

মানিনী মানের খিল ঈষৎ করি' শিথিল,
ফুটায়ে অযুত চূত—মদনের প্রিয় দূত,
বহে কিবা দক্ষিণ পবন।

ছুটে বকুল-সৌরভ, চাহে তরুণী বল্লভ,
চেয়ে চেয়ে পথ তার না পারি থাকিতে আর
ভ্রমে শেষে বন-উপবন।

প্রথমেতে ঋতুমধু জন-চিত্ত করে মুগ্ধ,
পশ্চাৎ কুসুম-শর বুঝি দিব্য অবসর
ফুল-বাণে বেঁধে প্রাণ-মন॥

রাজা।—(নিরীক্ষণ করিয়া) ওহোহো! এদের নৃত্যগীত বড়ই মধুর!

স্তনভরে ক্ষীণ-মধ্য
ভাঙ্গে বুঝি—তাহে নাহি কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করি'
উন্মত্ত হইয়া নাচে
—পুষ্পদাম-শোভা ত্যজি' এলাইয়া পড়য়ে কবরী।
চরণে নূপুর ওই
দ্বিগুণ দ্বিগুণতর ফুকারিয়া করিছে ক্রন্দন।
অঙ্গের স্পন্দন-ভরে
কণ্ঠহার অবিরত বক্ষদেশ করিছে তাড়ন॥

বিদূ।—(সহর্ষে) দেখুন মহারাজ, আমিও ঐ কোমর-বাঁধা মেয়েগুলর মধ্যে গিয়ে নৃত্য-গীত করে' মদনোৎসবের মান রক্ষা করি।

রাজা।—(সস্মিত) হাঁ তাই কর সখা।

বিদূ।—যে আজ্ঞে। (উঠিয়া নর্ত্তকীদ্বয়ের মধ্যে গিয়া নৃত্য)

ও গো মদনিকে, ওগো চূতলতিকে, আমাকে এই "চচ্চরী" গীতটি শিখিয়ে দেও না।

মদ।—(হাসিয়া) আরে মুখ্খু, এতো "চচ্চরী" গীত নয়।

বিদূ।—তবে এটা কি ?

মদ।—আরে মুখ্খু, একে বলে "দ্বিপদীখণ্ড !"

বিদূ।—(সহর্ষে) বেশ বেশ ! যে চিনির খণ্ডে মোয়া কিম্বা নাড়ু তৈরি হয় তাই তো ?

মদ।—(হাসিয়া) আরে না মুখ্খু, এতে মোয়াও হয় না—নাড়ুও হয় না।

বিদূ।—(সবিষাদে) ওতে যদি মোয়াও না হয়, নাড়ুও না হয়, তবে ওতে আমার কাজ কি—আমি বরং তার চেয়ে রাজার কাছে যাই। (তথা করণ)

উভয়।—(টানাটানি)

বিদূ।—(টানাটানি)

উভয়।—(হাত ধরিয়া) আরে অপ্পেয়ে ! নৃত্য-গীত না করে' যাচ্চিস্ কোথা ? (বিবিধ প্রকারে তাড়না)

বিদূ।—(হাত ছিনাইয়া লইয়া পলাইয়া রাজার নিকট আগমন) মহারাজ ! আজ খুব নাচন নেচে এসেছি যাহোক্ !

রাজা।—নৃত্য-গীত হল সখা ?

বিদূ।—নৃত্য-গীত ? বাবারে ! যে টানাটানি, প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি এই ঢের !

চূত।—দেখ মদনিকে, আজ অনেকক্ষণ ধরে' নাচ-গান করা গেছে, এখন, দেবী মহারাজকে যে কথা বল্‌তে বলেছেন, এসো আমরা এই বেলা তাঁকে সেই কথাটা বলি গিয়ে।

মদ।—চূতকলিকে, ঠিক্ মনে করে' দিয়েছ, চল যাওয়া যাক্।

উভয়ে।—(পরিক্রমণ করিয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া) মহারাজের জয় হোক্! দেবী মহারাজকে এই আজ্ঞা করেছেন—(এই অৰ্দ্ধোক্তি করিয়া সলজ্জে) নানা—এই নিবেদন করেছেন—

রাজা।—(হাসিয়া সাদরে) মদনিকে! "দেবী আজ্ঞা করেছেন" এই কথাটি বড় মিষ্টি—বিশেষত আজকের এই মদনোৎসবের দিনে।

বিদূ।—আরে বেটি বল্‌না—দেবী কি আজ্ঞা করেছেন।

দাসীদ্বয়।—দেবী এই কথা বল্লেন যে "মদনোত্থানে রক্ত-অশোকের তলায় যে মদন-দেবের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, আজ আমি সেখানে গিয়ে তাঁর পূজা-অর্চ্চনা করব, মহারাজও যেন সেইখানে উপস্থিত থাকেন।"

রাজা।—বয়স্য, কি আর বল্‌ব—এ যে দেখ্‌চি এক উৎসবের পর আর এক উৎসব উপস্থিত!

বিদূ।—তবে চলুন মহারাজ, সেইথানেই যাওয়া যাক্—তাহলে এই ব্রাহ্মণসন্তানও কিঞ্চিৎ স্বস্তিবাচনের ভাগ পায়।

রাজা।—দেবীকে বলগে, আমি এখনি মদনোদ্যানে গিয়ে উপস্থিত হচ্চি।

দাসীদ্বয়।—যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান।)

রাজা।—এসো বয়স্য—আমরা নীচে নেমে যাই।

(উভয়ের প্রাসাদ হইতে অবতরণ।)

রাজা।—বয়স্য! মদনোদ্যানের পথটা দেখিয়ে দেও।

বিদূ।—এইদিক্ দিয়ে মহারাজ এইদিক্ দিয়ে।

(পরিক্রমণ।)

(সম্মুখে অবলোকন করিয়া) এই যে সেই মদনোদ্যান—আসুন আমরা ভিতরে প্রবেশ করি। (সবিস্ময়ে) দেখুন মহারাজ, আপনার অভ্যর্থনার জন্য আজ যেন মদনোদ্যান, মলয়-মারুত-আন্দোলিত মুকুলিত সহকার-মঞ্জরীর পরাগ-জালে একটি চন্দ্রাতপ প্রস্তুত করে রেখেছে; আর, মত্ত মধুকর-নিকরের মধুর ঝঙ্কারের সহিত কোকিলের ললিত আলাপ মিলিত হয়ে, কি অপূর্ব্ব সুখাবহ সঙ্গীতই উচ্ছ্বসিত হচ্চে!

রাজা।—(চারিদিকে অবলোকন করিয়া) আহা! মদনোদ্যানের কি অপূর্ব্ব শোভা!—

পল্লব প্রবাল-কান্তি
আহা কিবা তাম্ররুচি করয়ে ধারণ,
শাখা-পরে অলি-বৃন্দ
মধুর অস্ফুট রবে করয়ে গুঞ্জন।
বিচলিত শাখা সবে
ঘুর্ণিত-মস্তকে দোলে মলয়-আহত,
মধুকালোচিত মধু
পান করি' মত্ত যেন বন-তরু যত॥

অপিচ:—

বকুলের পাদমূল
তরুণীর মুখ-মদ্যে হয় গো সিঞ্চিত,
বকুল-কুসুম-বৃষ্টি
সেই গন্ধে তাই বুঝি হয় সুরভিত।
তরুণীর মুখশশি
মধুপানে ঈষৎ অরুণ,

বহুদিন পরে আজি
ফুটাইল চম্পক কুসুম।
তরুণীর পদাঘাতে
অশোকের মূলে হয় নূপুর-ঝঙ্কার
অলিকুল করে গান
করি অনুকরণ সে শবদ তাহার॥

বিদূ।—(কর্ণপাত কবিয়া) দেখুন মহারাজ! এ নূপুর-ধ্বনি মধুকর-দের অনুকরণ নয়—এ দেবীব সহচরীদের প্রকৃত নূপুর-ধ্বনি।

রাজা।—বয়স্য! তুমি ঠিক্ ঠাউরেছ।

রাজ-বিভবোচিত পরিজন-পরিবৃত হইয়া বাসব-দত্তার, কাঞ্চনমালার ও পূজোপকরণ হস্তে সাগরিকার প্রবেশ।

বাস।—ওলো কাঞ্চনমালা! মদনোদ্যানের পথটা আমাকে দেখিয়ে দেতো।

কাঞ্চ।—এই দিক দিয়ে ঠাকরুণ, এই দিক দিয়ে।

বাস।—(পরিক্রমণ করিয়া) ওলো কাঞ্চনমালা, যেখানে ভগবান মদনদেবের পূজা করতে হবে সেই রক্ত-অশোক গাছটা এখান থেকে কতদূর?

কাঞ্চ।—ঠাকরুণ আমরা তার খুব নিকটে এসেছি। ঐ দেখ্‌ছেন না, আপনার সেই মাধবীলতাটি যাতে রাতদিনই কত ফুল ফুটে থাকে, আর ঐ নবমল্লিকা লতা যার ফুল অকালে ফুটবে বোলে

মহারাজ প্রতিদিন কত যত্ন করেন—ঐদুটি ছাড়ালেই সেই অশোকগাছটি দেখা যাবে—ঐ দেখুন এইবার দেখা যাচ্চে।

বাস।—তবে আয়, আমরা শীঘ্র ঐখানেই যাই।

কাঞ্চ।—এই দিক দিয়ে আসুন দেবি!

(সকলের পরিক্রমণ)

বাস।—এই তো সেই রক্তাশোক গাছ, এইখানে আজ আমার পূজা করতে হবে। দ্যাখ্ কাঞ্চনমালা, পূজার সামগ্রীগুলি তবে এইখানে নিয়ে আয়।

সাগ।—(সম্মুখে অগ্রসর হইয়া) দেবি! এই দেখুন সব আয়োজন প্রস্তুত।

বাস।—(সাগরিকাকে নিরীক্ষণ করিয়া স্বগত) এই দাসীটা একটা আপদ হয়েছে। ও যাতে ওঁর চখে না পড়ে তার জন্য ওকে এত করে লুকিয়ে রাখি—আর ঐ কি না আজ ওঁর চোখের সাম্‌নে এসে পড়ল। আচ্ছা, এই রকম করে ওকে বলি। (প্রকাশ্যে) ও লো সাগরিকা! আজ লোক জন সবাই মদন মহোৎসবে ব্যস্ত, তুই কেন বল দেখি সারিকাটিকে ছেড়ে এখানে চলে এলি?—পূজার সমস্ত সামগ্রী কাঞ্চনমালার হাতে দিয়ে তুই শীঘ্র ফিরে যা।

সাগ।—যে আজ্ঞা দেবি। (কিয়ৎ পদ যাইয়া স্বগত) আমি তো সারিকাটিকে সুসঙ্গতার হাতে রেখে এসেছি। এখন আমার বড় জান্‌তে ইচ্ছে কচ্চে—পিতার অন্তঃপুরে ভগবান অনঙ্গদেবের যে রকম পূজা-অর্চ্চনা হয়, এখানেও সেই রকমটি হয় কি না—আড়াল থেকে এই সমস্ত আমার দেখ্‌তে হবে।

যতক্ষণ না পূজার সময় হয়, ততক্ষণ আমিও ভগবান মদন-দেবের পূজার জন্ত ফুল তুলি।

(পরিক্রমণ করত অবলোকন ও কুসুম চয়ন)

বাস।—কাঞ্চনমালা! এই অশোক-তলায় ভগবান মদনদেবের প্রতিষ্ঠা কর্ দিকি।

কাঞ্চ।—যে আজ্ঞে ঠাকরণ। (তথা করণ)

বিদূ।—(পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) দেখুন মহারাজ, যখন নূপুরের শব্দ থেমে গেছে, তখন নিশ্চয়ই বোধ হচ্চে অশোক-তলায় দেবী এসেছেন।

রাজা।—বয়স্য! ঠিক্ ঠাউরেছ। দেখ দেবী আজ কেমন :—

কুসুম-কোমলা-মূর্ত্তি,
ক্ষীণতর মধ্যদেশ ব্রত-উপবাসে,
শোভে ধনুর্যষ্টি-সম
—যাহা ওই আছে হোথা মদনের পাশে॥

এসো তবে আমরা ওঁর নিকটে এগিয়ে যাই।

রাজা।—(নিকটে অগ্রসর হইয়া) প্রিয়ে বাসবদত্তে!

বাস।—(দেখিয়া) এই যে মহারাজ তুমি! জয় হোক্! আসন গ্রহণ করে' এই স্থানটি একবার অলঙ্কৃত কর দিকি এসো, এই আসনটিতে বোসো।

রাজা।—(উপবেশন)

কাঞ্চ।—ঠাকরণ! এইবার কুসুম কুঙ্কুম চন্দনাদি দিয়ে রক্তাশোক গাছটিকে স্বহস্তে সাজিয়ে ভগবান মদনদেবের পূজা আরম্ভ করুন।

বাস।—পূজার সামগ্রীগুলি নিয়ে আয় দিকি।

কাঞ্চ।—(সামগ্রী আনয়ন)

বাস।—(তথা করণ)

রাজা।—প্রিয়ে বাসবদত্তে!

সদ্যঃস্নানে পূত-কান্তি,
কৌসুম্ভ-রঞ্জিত-রাগে সমুজ্জ্বল সুচারু বসন
—পূজিছ মদনে তুমি;
নব-কিশলয়-শোভী তরু-হ'তে লতাটি যেমন
হইয়া উদ্ভব শোভে,
তেমতি অতুল শোভা প্রিয়ে আজি করেছ ধারণ॥

অপিচ:—

মদনের পূজা-তরে
পরশিছ অশোকেরে প্রিয়ে ওই চারু হস্তে তব
—মনে হয় আহা যেন
তরু হতে উদ্‌ভিন্ন মৃদুতর অপর পল্লব॥

অপিচ:—

অনঙ্গ অনঙ্গ বলি'
নিশ্চয় সে মনে মনে নিন্দে আপনায়,
কেন না, এখন আর
ও-হস্ত-পরশ-সুখ পাইবে না হায়॥

কাঞ্চ।—ঠাক্‌রুণ, ভগবান মদনদেবের পূজা তো হয়ে গেল, এইবার মহারাজের রীতিমত পূজা-সৎকার আরম্ভ করুন।

বাস।—আচ্ছা, পূজার কুসুম চন্দনাদি এইখানে তবে নিয়ে আয়।

কাঞ্চ।—দেবি, এই দেখুন, সমস্ত প্রস্তুত।

বাস।—(রাজাকে পূজা করণ)

সাগ।—(কুসুম-হস্তে স্বগত) হায় হায়! ফুল তোল্‌বার লোভে আমার বড় বিলম্ব হয়ে গেল—এখন এই সিন্ধুবার গাছের আড়াল থেকে দেখা যাক্। (দৃষ্টিপাত করিয়া) আহা! ইনি সাক্ষাৎ কন্দর্পদেব—এমন রূপ তো আমি কখনও দেখিনি। আমাদের পিতার অন্তঃপুরে শুধু চিত্রিত মদনের পূজা হয়—আজ আমি মদনকে প্রত্যক্ষ কর্‌লেম। আমিও তবে এইখান থেকে এই ফুলগুলি দিয়ে ভগবান মদনদেবের পূজা করি। (পুষ্প নিক্ষেপ) ভগবন্ কুসুমায়ুধ! তোমাকে প্রণাম। আজ যেন তোমার এই দর্শন শুভ-দর্শন হয়—আজ যেন এই দর্শন অব্যর্থ হয়—আহা! আজ যা দেখ্‌বার তা দেখ্‌লেম। (প্রণাম করণ) আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! একবার দেখেও আশ মিট্‌চে না—আবার দেখ্‌তে ইচ্ছে কর্‌চে। এখন যাতে আমাকে কেউ দেখ্‌তে না পায় এই ভাবে এখান থেকে চলে যেতে হবে। (কতিপয় পদ গমন)

কাঞ্চ।—(বিদূষকের প্রতি) ঠাকুর আপনিও আসুন—আপনিও স্বস্তিবাচন গ্রহণ করুন।

বিদূ।—(সম্মুখে অগ্রসর)

বাস।—(কুসুম চন্দনাদি দান করিয়া) ঠাকুর! এই স্বস্তিবাচন গ্রহণ করুন। (অর্পণ)

বিদূ।—(সহর্ষে গ্রহণ করিয়া) কল্যাণ হোক্!

(নেপথ্যে বৈতালিকের পঠন)

আকাশের পর-পারে
যায় রবি অস্তাচলে নিঃক্ষেপিয়া সমস্ত কিরণ।
সন্ধ্যা-সমাগমে এবে,
ওই দেখ সমাগত সভাস্থলে যত নৃপজন।
পদ্মদ্যুতি-অপহারী
চরণ করিতে সেবা, সাধিতে চরম নেত্র-সুখ
—উদয়ন-চন্দ্রোদয়
দেখিবারে চেয়ে আছে নৃপজন হয়ে ঊর্দ্ধমুখ॥

সাগ।—(শুনিয়া, সহর্ষে ফিরিয়া আসিয়া, সতৃষ্ণ নয়নে দেখিয়া স্বগত) কি?—ইনিই সেই রাজা উদয়ন, পিতা যাঁর সঙ্গে আমার বিবাহ দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছেন! (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) হা! ওঁকে দর্শন করে অবধি, দাসী-কার্য্যে রত আমার এই হীন শরীরও যেন এখন গৌরবের বস্তু বলে' মনে হচ্চে।

রাজা।—কি আশ্চর্য্য! সন্ধ্যা হয়ে গেছে, উৎসবের আমোদে মত্ত হয়ে তা আমরা এতক্ষণ লক্ষ্যই করি নি। দেবি ঐ দেখঃ—

রমণীর পাণ্ডু মুখে
যথা তার হৃদিস্থিত প্রিয়জন হয় অনুমিত,
সেইরূপ পূর্ব্বদিক্
উদয়-গিরিতে-ঢাকা নিশানাথে করিছে সূচিত॥

দেবি! এখন তবে ওঠো—গৃহে যাওয়া যাক্।

(উত্থান করিয়া সকলের পরিক্রমণ।)

সাগ।—কি! দেবী চলে গেলেন? এই বেলা আমিও তবে শীঘ্র যাই। (রাজাকে সতৃষ্ণভাবে দেখিয়া ও নিঃশ্বাস ফেলিয়া) হা আমার অদৃষ্ট! প্রিয়তমকে আরও খানিকক্ষণ দেখ্‌তে পেলেম না?

(প্রস্থান।)

রাজা।—(পরিক্রমণ করত)

দেবি! দেখ দেখ—

শশি-শোভা-তিরস্কারী
হেরি' তব মুখপদ্ম, সহসা মলিনা সরোজিনী।
লজ্জায় মুকুল-লীনা
ভৃঙ্গাঙ্গনা, বারাঙ্গনা সখীদের গীতধ্বনি শুনি'॥

(সকলের প্রস্থান)

ইতি প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

প্রাসাদের উদ্যান।

সারিকা-পিঞ্জর-হস্তে ব্যতিব্যস্তা সুসঙ্গতার প্রবেশ।

সুসং।—আঃ! আমার হাতে সারিকাটি ফেলে দিয়ে প্রিয়সখী সাগরিকা না জানি কোথায় গেল।

(অন্য দিকে দৃষ্টি করিয়া) এই যে, নিপুণিকা এই দিকে আস্‌চে, ভাল, ওকেই জিজ্ঞাসা করে' দেখি।

নিপুণিকার প্রবেশ।

নিপু।—(স্বগত) আমি মহারাজের কাছ থেকে সমস্ত বৃত্তান্ত জান্‌তে পেরেছি, এইবার দেবীকে সেই কথা নিবেদন করি গে।

(পরিক্রমণ)

সুসং।—সখি নিপুণিকে! যেন কিসের বিস্ময়ে মগ্ন হয়ে আমাকে না দেখেই আমার পাশ দিয়ে চলে যাচ্চ—কোথায় যাচ্চ বল দিকি?

নিপু।—এ কি! সুসঙ্গতা যে! সখি তুমি ঠিক্‌ই ঠাউরেছ। আমার বিস্ময়ের কারণটা কি শোনো বলি। আজ শ্রীপর্ব্বত হতে শ্রীখণ্ড দাস নামে একজন সন্যাসী-পুরুষ এসেছেন। তাঁর কাছ থেকে মহারাজ অকালে ফুল ফোটাবার একটা দ্রব্যগুণ

শিখে নিয়েছেন। আর আজি নাকি সেই দ্রব্যটি দিয়ে তাঁর পালিত নব মল্লিকাটিকে একেবারে ফুলে ফুলে ভরিয়ে দেবেন। এই বৃত্তান্ত জান্‌বার জন্য দেবী আমাকে পাঠিয়েছিলেন। তুমি কোথায় যাচ্চ বল দিকি ?

সুসং।—প্রিয়সখী সাগরিকাকে খুঁজ্‌তে।

নিপু।—সখি আমি দেখলেম, সাগরিকা চিত্রফলক ও রঙের পেট্‌রা নিয়ে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে কদলীবনের মধ্যে প্রবেশ করচে। তুমি সখি সেইখানে তবে যাও। আমি ঠাকরুণের ওখানে চল্লেম।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কদলী-কুঞ্জ।

চিত্রোপকরণ হস্তে প্রেমাসক্তা সাগরিকার প্রবেশ।

সাগ।—হৃদয়! শান্ত হ। শান্ত হ। দুর্লভ জনকে কেন এরূপ পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা ?—কেন তোর এ বৃথা পণ্ডশ্রম ? তা ছাড়া, যাকে দেখে তোর এরূপ সন্তাপ উপস্থিত, তাকেই তুই আবার দেখ্‌তে ইচ্ছে করচিস্‌ ?—এ তোর কিরূপ মূঢ়তা বল্‌ দেখি ? ওরে নিষ্ঠুর হৃদয়! যে আজন্ম তোর সঙ্গে একত্র বর্দ্ধিত তাকে ছেড়ে তুই কি না আজ এক জন অপরিচিত ব্যক্তিতে আসক্ত হলি—তোর কি লজ্জা হয় না ? অথবা তোর কি দোষ, অনঙ্গের শরাঘাত-ভয়েই তুই বুঝি এইরূপ করচিস্‌ ?—আচ্ছা, তবে আমি অনঙ্গ-দেবকেই ভর্ৎসনা করি।

(সাশ্রু-লোচনে, কৃতাঞ্জলি-হস্তে, নতজানু হইয়া) ভগবান কুসুমায়ুধ! সমস্ত সুরাসুরকে জয় করে' শেষে কিনা তুমি এক-জন অবলা রমণীকে বাণ-প্রহার কর্‌তে উদ্যত হলে—এতে কি তোমার লজ্জা হয না? (চিন্তা করিয়া) হা! এ হতভাগিনীর নিশ্চয়ই মরণ উপস্থিত—আর, তারই দেখ্‌চি এই অশুভ সূচনা। (চিত্র-ফলক অবলোকন করিয়া) তা, যতক্ষণ না কেউ এখানে আসে ততক্ষণ প্রিয়তমকে চিত্রে দর্শন করে' মনের সাধ মেটাই (স্তম্ভিত ভাবে, একমনা হইয়া, ফলক গ্রহণ পূর্ব্বক নিঃশ্বাস ত্যাগ) তাঁর দর্শনের আর তো কোন উপায় নেই। কিন্তু আমার হাত যে থর্‌থর্ করে' কাঁপচে। যাই হোক্, এখন কোন প্রকারে তাঁর চিত্রটি এঁকে তাঁকে দর্শন করি। (চিত্র করণ)

সুসঙ্গতার প্রবেশ।

সুসং।—এই তো কদলী-কুঞ্জ, এইবার তবে প্রবেশ করি। (প্রবেশ করত অবলোকন করিয়া সবিস্ময়ে) এই যে আমার প্রিয়-সখী সাগরিকা।—খুব আগ্রহের সহিত এক-মনে কি-একটা লিখ্‌চে, আমাকে চখে দেখ্‌তেও পাচ্চে না। আচ্ছা, ও আমাকে না দেখ্‌তে পায়, এম্‌নি ভাবে আড়াল থেকে দেখি কি লিখ্‌ছে। (আস্তে আস্তে পৃষ্ঠের পশ্চাতে গমন ও দেখিয়া সহর্ষে স্বগত) বাঃ! এ যে মহারাজের চিত্র দেখ্‌চি। বাঃ সাগরিকা বেশ! তাও বলি, কমল-সরোবর ছেড়ে রাজ-হংসীর কি আর কোথাও ভাল লাগে?

সাগ।—(সাশ্রুলোচনে স্বগত) চিত্রটি তো আঁক্‌লেম, কিন্তু চখের জলে যে কিছুই দেখ্‌তে পাচ্চি নে।

(মুখ উঠাইয়া অশ্রু নিবারণ করিতে করিতে সুসঙ্গতাকে দেখিতে পাইয়া ওড়নার মধ্যে চিত্র লুকাইয়া সস্মিত ভাবে) এ কি! প্রিয়সখি সুসঙ্গতা যে!

(উঠিয়া হস্ত ধারণ করত) সখি সুসঙ্গতে, এইখানে বোসো।

সুসং।—(উপবেশন করিয়া চিত্রফলকটি বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া দর্শন) সখি, এ কাকে তুমি এঁকেচ বল দিকি?

সাগ।—(সলজ্জ) এটি সেই মদনোৎসবের ভগবান অনঙ্গদেবের চিত্র।

সুসং।—(সস্মিত) বাঃ! সখি তোমার কি গুণপনা! কিন্তু এই চিত্রটি কেমন ফাঁকা-ফাঁকা বলে' মনে হচ্চে। আচ্ছা দেখ, আমি এর পাশে রতির ছবি এঁকে রতিপতির সঙ্গে রতির মিলন ঘটিয়ে দি। (রং লইয়া রতিচ্ছলে সাগরিকার চিত্র রচনা)

সাগ।—(দেখিয়া সরোষে) সখি, আমাকে কেন তুমি এখানে আঁক্‌লে?

সুসং।—(হাসিয়া) কেন অকারণে রাগ করচ সখি? তুমিও যেমন মদন এঁকেছ, আমিও দেখ তেমনি রতি এঁকেছি। ওছাড়া তোমার মনে যদি আর কিছু থাকে, তবে ও সব কথা রেখে দিয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত আমাকে খুলে বল।

সাগ।—(সলজ্জা স্বগত) প্রিয়সখী দেখ্‌চি সমস্তই জান্‌তে পেরেছেন। (প্রকাশ্যে) প্রিয়সখি আমার বড় লজ্জা করচে, দেখো যেন আর কেউ না টের পায়।

সুসং।—সখি লজ্জা কোরো না, এইরূপ কন্যা-রত্নের এইরূপ বরে অভিলাষ হওয়াই স্বাভাবিক। তা, যাতে আর কেউ না এ কথা টের পায় তা আমি কর্‌ব। তবে, এই মেধাবী

সারিকাটির দ্বারা প্রকাশ হলেও হতে পারে। আমাদের মধ্যে যে কথা হল—তার অক্ষরগুলি শিখে' পাছে সে অন্যের সামনে আওড়ায়, সেই এক ভয়।

সাগ।—(উদ্বেগ সহকারে) সখি! আমারও সেই ভাবনা।

(মদনাবস্থার ভাবভঙ্গী প্রকাশ)

সুসং।—(সাগরিকার বক্ষে হস্ত দিয়া) সখি ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর—আমি ঐ দিঘি হতে পদ্মপত্র মৃণাল প্রভৃতি এখনি নিয়ে আসচি। (প্রস্থান করত পুনঃ প্রবেশ এবং পদ্মপত্রে শয্যা রচনা করিয়া অবশিষ্ট পদ্মপত্র সাগরিকার বক্ষ-দেশে নিঃক্ষেপ)

সাগ।—সখি, এই পদ্মপত্র ও মৃণাল-বলয়গুলি এখান থেকে নিয়ে যাও, ওতে আমার কি হবে?—কেন তুমি বৃথা কষ্ট কচ্চ বল দিকি? শোনো বলি, আমার—

বাসনা দুর্লভ জনে,
লজ্জা গুরুতর অতি, তাহে পুন পরবশ মন,
বিষম প্রণয় সখি,
এবে মোর মরণ শরণ শুধু মরণ শরণ॥

(মূর্চ্ছা)

সুসং।—(সকরুণ ভাবে) প্রিয়সখি সাগরিকা, ধৈর্য্য ধর ধৈর্য্য ধর।

নেপথ্যে।

সোনার শিকল ছিঁড়ি,
বাকি টুকুরাটি তার গলায় করিয়া
পোষা বানরটা ওই
অশ্বশালা হতে দেখ পলায় ছুটিয়া।

হেলায় যাইছে চলি
আঙটা-ঘুঙ্গুরগুলি বাজে তার পায়।
ভয়াকুলা নারীগণ,
অশ্বপাল পথে আসি' পিছে পিছে ধায়।
বানরটা খেয়ে তাড়া
ভয়ে ভয়ে দেখ অবশেষে
লঙ্ঘিয়া দুয়ার সব
নৃপের মন্দিরে আসি' পশে॥

(নেপথ্যে পুনর্ব্বার)

অন্তঃপুরে ক্লীবগণ
যাদের গণেনা কেহ মনুষ্য বলিয়া
পলায় প্রাণের ভয়ে
না মানি শরম-লজ্জা উলঙ্গ হইয়া।
বামন সে ভয়ত্রাসে
কঞ্চুকী-কঞ্চুক-মাঝে প্রবেশি লুকায়,
কিরাত সীমান্তবাসী
স্বনাম সার্থক করি' তারাও পলায়।
কুব্জগণ নীচু হয়ে গুড়ি-গুড়ি যায়
চোখে পড়ে পাছে তার—এই আশঙ্কায়॥

সুসং।—(কর্ণপাত করিয়া, সম্মুখে অবলোকন করিয়া, ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিয়া, সাগরিকার হস্তধারণ পূর্ব্বক) সখি ওঠো ওঠো, ঐ দেখ, দুষ্ট বানরটা এই দিকে আস্‌চে।

সাগ।—এখন ত:ব কি করা যায় ?

সুসং।—এস আমরা ঐ তমাল-কুঞ্জের অন্ধকারে প্রবেশ করি—যতক্ষণ না বানরটা চলে যায় ততক্ষণ আমরা ঐখানেই থাকি।

(উভয়ে পরিক্রমণ করিয়া সভয়ে দেখিতে দেখিতে একান্তে অবস্থান)

দৃশ্য।—উদ্যানের অপর অংশ।

সাগ।—সুসঙ্গতা, তুমি চিত্রফলকটা ফেলে এলে?—যদি কেউ দেখ্‌তে পায়।

সুসং।—আর এখন চিত্রফলক নিয়ে কি করবে?—ঐ দেখ, সেই "দধি-ভক্ত-লম্পট" নামে বানরটা এইমাত্র খাঁচার দরজাটা খুলে দিয়ে গেল, আর আমাদের "মেধাবিনী"-সারিকাটিও দেখ ঐ দিকে উড়ে যাচ্চে। এসো আমরা পিছনে পিছনে দৌড়ে গিয়ে পাখিটাকে ধরিগে। ও যেরূপ অক্ষর কণ্ঠস্থ করতে পারে, তাতে কি জানি যদি আমাদের কথাবার্ত্তা কারও সামনে বলে ফ্যালে।

সাগ।—হাঁ সখি, চল যাওয়া যাক্ (পরিক্রমণ)

নেপথ্যে।

হিঃ হিঃ হিঃ! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

সাগ—(দেখিয়া) সেই দুষ্ট বানরটা আবার বুঝি এই দিকে আস্‌চে।

সুসং।—(দেখিয়া হাস্য করত) সখি ভয় নেই, ও মহারাজার সহচর বসন্তক ঠাকুর।

বসন্তকের প্রবেশ।

বস।—হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! সাবাস্‌ রে শ্রীখণ্ড দাস-সন্ন্যাসী, সাবাস্‌!

সাগ।—(সতৃষ্ণ নয়নে দেখিয়া) সখি সুসঙ্গতে, ইনি দেখ্‌বার যোগ্য পুরুষ বটে।

সুসং।—ওঁকে দেখে এখন কি হবে। সারিকাটা পালিয়ে গেছে, এখন তাকে ধর্‌তে যাওয়া যাক্ চল।

বস।—সাবাস্ রে শ্রীখণ্ড দাস সন্ন্যাসী, সাবাস্ বলি তোরে! সেই দ্রব্য দেবামাত্রই নবমল্লিকাটি পুষ্প-পল্লবে একেবারে ছেয়ে গেছে —আহা কি শোভাই হয়েছে—দেখে মনে হয় যেন দেবীর পালিত মাধবীলতাটিকে উপহাস করচে। এখন তবে মহা-রাজের কাছে গিয়ে এই সংবাদটা দি। (পরিক্রমণ করত অবলোকন করিয়া) এই যে মহারাজ হর্ষোৎফুল্ললোচনে এই দিকেই আস্‌চেন। এমনি ওঁর বিশ্বাস জন্মেছে যে যদিও এখনও নবমল্লিকা লতাটিকে দেখেন নি, তবু ওর ফুল-ফোটা' যেন প্রত্যক্ষ দর্শন করচেন। এখন তবে ওঁর কাছে এগিয়ে যাই। (নির্গত হইয়া রাজার অভিমুখে গমন)

পূর্ব্বোক্তভাবে রাজার প্রবেশ।

দৃশ্য।—উদ্যানের অপর অংশ।

রাজা।—(সহর্ষে)

প্রেমাসক্তা নারীসম
　　উদ্যানের চারুলতা সে নব-মল্লিকা
উদ্দাম প্রাচুর্য্য-ভরে
　　প্রস্ফুটিত এবে তার যৌবন-কলিকা।
পাণ্ডুর বদন-কান্তি,
　　আধো ফোটা পুষ্প-মুখে বিষাদ-জৃম্ভন,

সৌরভ-নিঃশ্বাস ছাড়ি
হৃদয়-বেদনা সদা করে নিবেদন।
এ হেন লতায় হেরি' সপত্নী ভাবিয়া
নিশ্চয় দেবীর নেত্র উঠিবে রাঙিয়া॥

বিদূ।—(সহসা সম্মুখে অগ্রসর হইয়া) জয় হোক্ জয় হোক্! মহারাজ আপনার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন—সেই দ্রব্যোষধি দেবামাত্রই নবমল্লিকা লতাটি পুষ্প-পল্লবে একেবারে ছেয়ে গেছে।

রাজা।—বয়স্য তাতে কি কোন সন্দেহ হতে পারে? আমি জানি মণি-মন্ত্রৌষধির অচিন্তনীয় প্রভাব। দেখ

জনার্দ্দন-কণ্ঠে মণি হেরি' শত্রু পলায় সমরে,
মন্ত্র-বলে বশীভূত ভুজঙ্গম ভূতলে বিচরে।
পূর্ব্বেতে লক্ষ্মণবীর—আর যত কপি-সৈন্যগণ
বাঁচিল ঔষধি-ঘ্রাণে—ইন্দ্রজিৎ করিলে নিধন॥

আচ্ছা এখন তবে সেই লতাটির কাছে আমাকে নিয়ে চল—সেটিকে দেখে আমার চক্ষু সার্থক করি।

বিদূ।—(সোৎসাহে) এই দিক দিয়ে মহারাজ—এই দিক দিয়ে।

রাজা।—তুমি আগে আগে যাও।

উভয়ে।—(সগর্ব্বে পরিক্রমণ পূর্ব্বক)

বিদূ।—(কর্ণপাত করিয়া, সভয়ে ফিরিয়া আসিয়া রাজার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ভয়-ব্যাকুল ভাবে) মহারাজ, এখান থেকে পালানো যাক্।

রাজা।—কেন বল দিকি?

বিদূ।—দেখুন, ঐ বকুলগাছে একটা ভূত আছে।

রাজা।—দুর মূর্খ—ভয় নেই—এখানে আবার ভূত কোথায়?

বিদূ।—দেখুন, ওখানে কে যেন পষ্ট-পষ্ট করে অক্ষর উচ্চারণ করচে। যদি আমার কথায় না বিশ্বাস হয়, একটু এগিয়ে গিয়ে শুনুন মহারাজ।

রাজা।—(তথা করিয়া শ্রবণ)

স্পষ্টাক্ষর কথাগুলি,
নারী-কণ্ঠ, সুমধুর বাণী,
—মনে হয় মৃদুস্বরে
কহিছে সারিকা ক্ষুদ্র প্রাণী॥

(ঊর্দ্ধে নিরীক্ষণ ও নিপুণভাবে অবলোকন করিয়া) এই যে, সারিকাই তো।

বিদূ।—(বিচার করিয়া) তাই তো, এ যে সত্যিই সারিকা।

রাজা। (সস্মিত) তাই বটে বয়স্য।

বিদূ।—মহারাজ আপনি বড় ভাতু, আপনি ওকে ভূত মনে করে-ছিলেন ?

রাজা।—দূর মূর্খ! নিজে ভয় পেয়ে' শেষে আমার নামে দোষ ?

বিদূ।—আচ্ছা তাই যদি হয়, আমাকে আট্‌কাবেন না বল্‌চি (সরোষে যষ্টি উত্তোলন করিয়া সারিকার প্রতি) আরে বেটি তুই কি মনে কচ্চিস সত্যিই বসন্তক ভয় পেয়েছে ?—এই দেখ, খলের মন যেমন আঁকা-বাঁকা, আমার এই লাঠিটি তেমনি—রোস্—এর একঘায়ে তোকে পাকা কদ্-বেলটির মত বকুলগাছ থেকে এখনি মাটিতে পেড়ে ফেল্‌চি। (লাঠির দ্বারা মারিতে উদ্যত)

রাজা।—(নিবারণ করিয়া) আরে মূর্খ! দেখ দিকি, কেমন মিষ্টি-

মিষ্টি করে' কথা বল্‌চে, কেন ওকে ভয় দিচ্চ? থামো, এখন ওর কথাগুল শোনা যাক্। (উভয়ে কর্ণপাত করিয়া)

বিদূ।—মহারাজ ও আর কি বল্‌বে—ও বল্‌চে, এই ব্রাহ্মণকে কিছু খেতে দেও।

রাজা।—পেটুকের খাওয়া বই আর কথা নেই, ও-সব পরিহাস রেখে দিয়ে এখন সত্যি বল দিকি সারিকাটি কি বল্‌চে।

বিদূ।—(কর্ণপাত করিয়া) মহারাজ শুন্‌লেন ও কি বল্‌চে?—ও এই কথা বল্‌চে—"সখি, আমাকে কেন তুমি আঁক্‌লে"?—"কেন অকারণে রাগ করছ সখি। তুমিও যেমন মদন এঁকেছ, আমিও দেখ তেমনি রতি এঁকেচি।"—মহারাজ! একি ব্যাপার?—এর অর্থ কি?

রাজা।—বয়স্য আমার মনে হয়, কোন রমণী অনুরাগবশত নিজ হৃদয়-বল্লভের চিত্র এঁকে, কামদেবের চিত্র বলে সখীর কাছে ভাঁড়িয়ে ছিল; তার সখীও চিন্‌তে পেরে, রতির চিত্র আঁক্‌বার ছলে তাকেই চিত্রিত করেছে।

বিদূ।—(হাতে তুড়ি দিয়া) ঠিক্ ঠাউরেছেন মহারাজ, এই কথাই ঠিক্।

রাজা।—বয়স্য একটু চুপ্ কর, ঐ শোন আবার কথা কচ্চে। (উভয়ের শ্রবণ)

বিদূ।—আবার বল্‌চে:—"সখি লজ্জা কোরো না, এরূপ কন্যা-রত্নের এইরূপ বরে অভিলাষ হওয়াই স্বাভাবিক।" তা, মহারাজ, যার চিত্র এঁকেছে সে কন্যাটি নিশ্চয়ই দেখ্‌বার যোগ্য।

রাজা।—তা হোক্, আগে কথাগুল মনোযোগ দিয়ে শোনা যাক্—কৌতূহল চরিতার্থ করবার ঢের সময় আছে।

বিদূ।—মহারাজ আপনার পাণ্ডিত্য-গর্ব্ব রেখে দিন—ওর কথা বোঝা আপনার কর্ম্ম নয়। আমি ওর মুখে কথাগুলি শুনে সমস্ত আপনার কাছে ব্যাখ্যা করে' বল্‌চি। (উভয়ে কর্ণপাত)

বিদূ।—শুন্‌লেন কি বল্‌চে? বল্‌চে—"সখি এই পদ্মপত্র মৃণাল-বলয় এখান থেকে নিয়ে যাও। ওতে আমার কি হবে, কেন মিথ্যে কষ্ট কচ্চ বল দিকি"।

রাজা।—শুধু শুন্‌লেম তা নয়—ওর তাৎপর্য্যও বুঝেছি।

বিদূ।—এখনও বেটি কুর্‌কুর্ কুর্‌কুর্ করে' কি বল্‌চে। রসুন্—আমি শুনে সমস্ত আপনাকে ব্যাখ্যা করে বল্‌চি।

রাজা।—ঠিক্ বলেছ—এখনও কি কথা বল্‌চে বটে (পুনর্ব্বার কর্ণপাত করিয়া)

বিদূ।—দেখুন মহারাজ, সারিকাটি এবার চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণের মত, যেন কি একটা বেদ-মন্ত্র আওড়াচ্চে।

রাজা।—বয়স্য বল দিকি কথাটা কি বল্লে, আমি অন্যমনস্ক ছিলেম —ঠিক্ ধর্‌তে পারিনি।

বিদূ।—ও বল্‌চে:—

বাসনা দুর্ল্লভ জনে,
লজ্জা গুরুতর অতি, তাহে পুন পরবশ মন,
বিষম প্রণয় সখি,
এবে মোর মরণ শরণ শুধু মরণ শরণ॥

রাজা। (সস্মিত) বয়স্য তোমার মত ব্রাহ্মণ ছাড়া এ রকম বেদ-মন্ত্রে পণ্ডিত আর কে বল!

বিদূ—বেদ-মন্ত্র নয়?—তবে এটা কি?

রাজা।—এ একটা কবিতার শ্লোক।

বিদূ।—আচ্ছা এই শ্লোকটির অর্থ কি বলুন দিকি মহারাজ?

রাজা।-দেখ বয়স্য, কোন পূর্ণ-যৌবনা রমণী নিজ প্রিয়তমকে লাভ করতে না পেরে, জীবনে উদাসী হয়ে এই কথা বলেছে।

বিদূ।—(উচ্চ হাস্য করিয়া) বাঁকা কথাটা একটু সোজা করেই বলুন না যে "আমাকে লাভ করতে না পেরে"। নৈলে এমন আর কে আছে যার চিত্র দেখে মদন বলে ভ্রম হতে পারে? (হাতে তালি দিয়া উচ্চ হাস্য)

রাজা।—(ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া) দূর মূর্খ, হাহা করে হেসে বেচারা পাখিটিকে উড়িয়ে দিলে—ঐ দেখ উড়ে কোথায় চলে গেল।

বিদূ।—(দেখিযা) কোথায় আর যাবে, ঐ কদলী-কুঞ্জে নিশ্চয় গেছে—তা চলুন মহারাজ, ঐ দিকে যাওয়া যাক্।

(পরিক্রমণ।)

দৃশ্য।—কদলী-কুঞ্জ।

রাজা।—

হৃদে ধরি' দুর্নিবার মদন-সন্তাপ
কামিনী বলে গো যাহা নিজ সখীজনে,
শুক, শিশু, সারী পুন করে তা' আলাপ
—ভাগ্যবান হয় ধন্য শুনিয়া শ্রবণে॥

বিদূ।—এই কদলী-কুঞ্জ, আসুন আমরা প্রবেশ করি।

(উভয়ের প্রবেশ)

বিদূ।—দেখুন মহারাজ, সেই সারিকাটার অন্বেষণ করে' আর কি হবে, আসুন এই কদলী-তলায় শিলাতলে বসে একটু বিশ্রাম

করা যাক্। দেখুন, দক্ষিণের বাতাসে কদলীর এই নূতন পাতাগুলি কেমন দুল্‌চে, আর কদলী-তলাটিও কেমন ঠাণ্ডা হয়েছে।

রাজা।—আচ্ছা তোমার যা অভিরুচি।

(উপবেশন ও নিঃশ্বাস ফেলিয়া)

হৃদে ধরি' দুর্নিবার মদন-সন্তাপ
কামিনী বলে গো যাহা নিজ সখীজনে
শুক শিশু, সারী পুন করে তা' আলাপ,
—ভাগ্যবান হয় ধন্য শুনিয়া শ্রবণে॥

বিদূ।—(পার্শ্বে অবলোকন করিয়া) ঐ দেখুন মহারাজ, সেই সারিকার খাঁচাটা এইখানে পড়ে আছে। বোধ হয় সেই দুষ্ট বানরটা খাঁচার দরজাটা খুলে দিয়ে চলে গেছে।

রাজা।—ওটা কি খাঁচা ?—বয়স্য ভাল করে ঠাউরে দেখ দিকি।

বিদূ।—যে আজ্ঞে, দেখ্‌চি।

(পরিক্রমণ পূর্ব্বক অবলোকন করিয়া)

একি!—এ যে একটা চিত্র-ফলক! আচ্ছা এটা উঠিয়ে নেওয়া যাক্। (গ্রহণ করিয়া নিরীক্ষণ পূর্ব্বক হর্ষ প্রকাশ)

রাজা।—(সকৌতুকে) বয়স্য ওটা কি ?

বিদূ।—মহারাজ আপনার অদৃষ্ট ভাল ; আমি যা বল্‌ছিলেম তাই— আপনার চিত্রই এতে আঁকা আছে বটে ; নৈলে আর কার চিত্র মদনের চিত্র বলে সহজে চালিয়ে দেওয়া যায় বলুন ?

রাজা।—(সহর্ষে দুই হাত বাড়াইয়া) দেখি সখা দেখি।

বিদূ।—না, আমি দেখাব না। সেই কন্যাটিরও চিত্র এতে আঁকা আছে, বিনা পারিতোষিকে কি এমন কন্যা-রত্নকে দেখান যায় ?

রাজা।—(বলয় অর্পণ করিয়া সবলে গ্রহণ পূর্ব্বক দর্শন) (দেখিয়া সবিস্ময়ে) দেখ বয়স্য :—

লীলায় টলায়ে পদ্ম
বাজ-হংসী পশে যেন মানস-সরসী
—চিত্রপটে চিত্রগতা
মম প্রেমে পক্ষপাতী কে গো এ রূপসী ?
এ হেন অপূর্ব্বতর
পূর্ণশশি-মুখখানি করিয়া নির্ম্মাণ
নিমীলিত পদ্মাসনে
কায়-ক্লেশে বিধি যেন করে অবস্থান ॥

সাগরিকা ও সুসঙ্গতার প্রবেশ।

সাগ।—সখি সুসঙ্গতে! সারিকাকে তো পাওয়া গেল না—চল এখন শীঘ্র কদলীকুঞ্জে গিয়ে চিত্র-ফলকটা নিয়ে আসা যাক্।

সুসং।—আচ্ছা চল। (অগ্রসর হইয়া কদলীকুঞ্জের নিকটে আগমন)

বিদূ।—আচ্ছা মহারাজ, রমণীটিকে এরূপ নতমুখী করে চিত্রিত করেচে কেন বলুন দিকি ?

সুসং।—(কর্ণপাত করিয়া) বসন্তকের কথা যখন শোনা যাচ্চে তখন মহারাজও বোধ হয় ঐখানেই আছেন।—তা, এসো আমরা কদলীর বেড়ার আড়াল থেকে ওঁদের দেখি। (উভয়ে কর্ণপাত করিয়া অবস্থান)

রাজা।—দেখ বয়স্য —

এ হেন অপূর্ব্বতর
পূর্ণ-শশি মুখ-খানি করিয়া নির্ম্মাণ

নিমীলিত পদ্মাসনে
কায়ক্লেশে বিধি যেন করে অবস্থান॥

সুসং।—সখি তোমার অদৃষ্ট ভাল, ঐ দেখ তোমার হৃদয়বল্লভ তোমার রূপের বর্ণনা করচেন।

সাগ।(সলজ্জে) কেন আমাকে উপহাস করচ সখি?

বিদূ।—(রাজাকে ঠেলিয়া) আচ্ছা, রমণীটিকে নতমুখী করে' কেন চিত্রিত করা হয়েছে আমি বলব?

রাজা।—বয়স্য, সারিকাটি যে পূর্ব্বেই তা বলে দিয়েছে।

সুসং।—সখি, সারিকাটি দেখ্‌চি এর মধ্যেই তার বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে।

বিদূ।—চিত্রটি দেখে আপনার নেত্র সুখ হচ্চে কিনা বলুন দিকি?

সাগ।—(সাধ্বস-সহকারে স্বগত) না জানি এর কি উত্তর দেন—আমি যে এখন জীবন-মরণের মধ্যস্থলে রয়েছি।

রাজা।—বয়স্য নেত্র-সুখের কথা কি বলচ—আমার নেত্রের দশা যা হয়েছে তা তোমায় বলি শোনো।

কষ্টে ছাড়ি' উরুযুগ
বিলম্বে এমিলা ক্রমে নিতম্ব প্রদেশ,
বিষম ত্রিবলীযুত
মধ্য-দেহে আসি' পরে হয় অনিমেষ।
ক্রমে উঠি ধীরে ধীরে
তুঙ্গ স্তনে, শেষে এই তৃষিত নয়ন
বাষ্পপূর্ণ নেত্র তার
রাগভরে বারম্বার করে নিরীক্ষণ॥

সুসং।—শুন্‌লে সখি?

সাগ।—সেই শুনুক যার চিত্র-বিদ্যার এত প্রশংসা হচ্চে।

বিদূ।—দেখুন মহারাজ, যাঁকে পেলে এহেন সুন্দরীরাও সৌভাগ্য মনে করে, তার নিজের উপর কেন এত অবজ্ঞা বলুন দিকি?—মহারাজ, কি আশ্চার্য্য! আপনি কি এই চিত্রটিতে আপনার সাদৃশ্য দেখ্‌তে পাচ্চেন না?

রাজা। (নিরীক্ষণ করিয়া) ইনি যে সযত্নে আমাকেই চিত্রিত করেছেন তা কি আর আমি দেখ্‌তে পাচ্চিনে সখা?

আঁকিতে আঁকিতে ছবি
নেত্র হতে চিত্রে পড়ে অশ্রুজল তাঁর,
ও কর-পরশে যেন
দেখা দেছে স্বেদবিন্দু দেহেতে আমার॥

বিদূ।—(পার্শ্বে অবলোকন করিয়া) দেখুন মহারাজ, এইখানে পদ্ম-পত্র ও মৃণালের শয্যা পড়ে আছে—এতে বোধ হয় সুন্দরীর বিলক্ষণ মদনাবস্থা উপস্থিত।

রাজা।—সখা তুমি ঠিক ঠাউরেছ। তাই বটে:—

পীন স্তন জঘনের লাগি ঘরষণ
পত্রগুলি ধরিয়াছে মলিন বরণ।
কটির নিম্ন ভাগে যে পাতাটি স্থিত
তাহার বরণ দেখ এখনো হরিত।
শিথিল ভুজলতার প্রক্ষেপ-তাড়নে
ছড়িভঙ্গ পত্রগুলি ছড়ায় শয়নে।
তাই এ পঙ্কজ-দল-শয়ন-রচনা
কৃশাঙ্গীর মনোজ্বালা করয়ে সূচনা॥

বিশাল নলিনী-পত্র
রাখিল বিছায়ে বুঝি বক্ষের মাঝারে,
অতি-তাপে তাই উহা
ম্লান-রেখা ধরিয়াছে মণ্ডল-আকারে ;
স্তন-পরিমাপ ইথে
হইতেছে পরকাশ দেখ বিলক্ষণ,
যে পত্রে ঢাকিল মধ্য
তাহে শুধু নাহি ব্যক্ত মদন-লক্ষণ॥

বিদূ।—(মৃণাল-মালা গ্রহণ করিয়া)
দেখুন মহারাজ, তাঁর পীনস্তন হতে এই কোমল মৃণাল-মালাটি পড়ে শুকিয়ে গেছে।

রাজা।—(গ্রহণ করিয়া বক্ষে রাখিয়া ও বুদ্ধি-বিভ্রমবশতঃ)
শোনো বলি জড়-প্রকৃতি !

হইয়া গো পরিচ্যুত কুচ-কুম্ভ হতে তাঁর
সত্য কি তাপিত-চিত্ত তুমি গো মৃণাল-হার ?

সূক্ষ্ম তন্তু একটিও
যে নিবীড় স্তন-মাঝে নাহি পায় স্থান
সেখানে কেমনে বল
তুমি গিয়া সহজে করিবে অধিষ্ঠান ?

সুসং।—(স্বগত) আহা ! অনুরাগের আবেশে মহারাজ পাগলের মত কতকি অসম্বদ্ধ কথা বলতে আরম্ভ করেছেন— আর এখন অপেক্ষা করে' থাকা উচিত হয় না। আচ্ছা তবে

এইরূপ বলি (প্রকাশ্যে) সখি, যাঁর জন্য তুমি এখানে এসেছ তিনি তোমার সম্মুখেই উপস্থিত।

সাগ।—(কোপের ভাণ করিয়া) আমি আবার কার জন্ত এখানে এসেছি—আর, কেইবা এখানে উপস্থিত ?

সুসং।—(হাসিয়া) না না, আর কিছু বল্‌চিনে—সেই চিত্র-ফলকটির জন্ত কিনা এসেছ তাই বল্‌চি—তা, সেই চিত্র-ফলকটি এইবার খুঁজে নেও না।

সাগ।—(সরোষে) আমি তোমার ও সব কথা কিছু বুঝ্‌তে পারিনে। তুমি যদি ও রকম করে বল তাহলে আমি এখান থেকে চলে যাব বল্‌চি। (গমনে উদ্যত)

সুসং।—সখি রাগ কর কেন, একটু দাঁড়াও না—আমি বরং ঐ কদলী-কুঞ্জ থেকে চিত্র-ফলকটা এখনি নিয়ে আস্‌চি।

সাগ।—আচ্ছা যাও সখি।

সুসং।—(কদলী-কুঞ্জ-অভিমুখে পরিক্রমণ)

বিদূ।—(সুসঙ্গতাকে দেখিয়া ভয়-ব্যস্তভাবে) মহারাজ! চিত্র-ফলকটা শীঘ্র লুকোন্, শীঘ্র লুকোন্! দেবীর পরিচারিকা সুসঙ্গতা আস্‌চে।

রাজা।—(বস্ত্রে ফলক আচ্ছাদন)

সুসং।—(নিকটে অগ্রসর হইয়া) মহারাজের জয় হোক্!

রাজা।—এসো সুসংগতে—এইখানে বোসো।

সুসং।—(উপবেশন)

রাজা।—সুসঙ্গতে, কি করে' জান্‌লে আমি এখানে আছি ?

সুসং।—(হাসিয়া) শুধু তা নয় মহারাজ—আমি চিত্রফলকের কথা পর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্তই জান্‌তে পেরেছি—আমি এখনি গিয়ে দেবীর কাছে সমস্ত কথা বলে' দিচ্চি। (যাইতে উদ্যত)

বিদূ।—(জনান্তিকে সভয়ে) দেখুন মহারাজ, ওর পক্ষে সকলি সম্ভব, দাসী-বেটি বড় মুখরা, ওকে কিছু পারিতোষিক স্বীকার করুন।

রাজা।—তুমি ঠিক্ বলেছ!

(সুসঙ্গতার হস্ত ধারণ করিয়া) দেখ সুসঙ্গতে, ও কিছুই নয়—ও একটা আমরা রঙ্গ-তামাসা করছিলেম, বুঝ্‌লে?—ও সব কথা বলে' দেবীর মনে অকারণে কষ্ট দিও না। এই লও তোমার পারিতোষিক।

সুস°।—মহারাজ! ও কানের গহনায় আমার কাজ নেই। মহারাজের শ্রীচরণ-প্রসাদে আমি ওরূপ সামগ্রী ঢের পেয়েছি। মহারাজ, কোন ভয় নেই; আমি কেন এসেছি তবে বলি শুনুন;—এই চিত্রফলকে আমার প্রিয়সখী সাগরিকার ছবি এঁকেছি বলে' প্রিয়সখী আমার উপর রাগ করে' ঐ খানে দাঁড়িয়ে আছেন—এখন আপনি গিয়ে ওঁর হাতটি ধরে' যদি একটু সান্ত্বনা করেন তাহলেই আমার যথেষ্ট পুরস্কার হবে।

রাজা।—(ব্যস্ত সমস্ত ভাবে উঠিয়া) কোথায় কোথায়?—তিনি কোন্‌খানে আছেন?

সুসং।—এই কদলী কুঞ্জের বেড়ার আড়ালে।

রাজা।—(সহর্ষে) কোথায়?—সেইখানে আমাকে নিয়ে চল।

সুসং।—এই দিক দিয়ে মহারাজ এইদিক্ দিয়ে।

(কদলীকুঞ্জ হইতে সকলের প্রস্থান)

সাগ।—(রাজাকে দেখিয়া সহর্ষে, সাধ্বস ভরে স্বগত) ওঁকে দেখে বুকের মধ্যে কি একরকম কচ্চে আর, এক পাও যেন নড়তে পারচিনে—এখন করি কি?

বিদূ।—এই চিত্র-ফলকটা আমি নিয়ে রাখি—কি জানি আবার যদি এতে কোন কাজ হয়। (সাগরিকাকে দেখিয়া) হি হি হি হি! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! এমন কন্যারত্ন তো মনুষ্য-লোকে দেখা যায় না; মনে হয়, এঁকে সৃষ্টি করে' প্রজাপতিও বিস্মিত হয়েছিলেন।

রাজা।—সখা, আমারও তাই মনে হয়।

জগত-ললাম রূপা এই ললনায় বিধি
করিয়া সৃজন,
বিস্ফারিয়া নেত্র তাঁর—ম্লান-দ্যুতি যার কাছে
পঙ্কজ-আসন—
বিস্ময়ের বশে বিধি নাড়িতে নাড়িতে নিজ
মস্তক-নিচয়
চতুর্ম্মুখে এক-কালে "সাধু সাধু" আপনারে
বলিলা নিশ্চয়॥

সাগ।—(সকোপে সুসঙ্গতাকে অবলোকন করিয়া) সখি, এই বুঝি তোমার চিত্র-ফলক? (যাইতে উদ্যত)

রাজা।—ও-দৃষ্টি যদিও তব, রোষ-ভরে হতেছে পতন
শোনো গো মানিনি!
এ-দৃষ্টি সখীর তবু, রুক্ষভাব না করে ধারণ
—স্নিগ্ধ এমনি।
যেও না করিয়া ত্বরা স্খলিত চরণে
ও গুরু নিতম্ব তব ব্যথিবে গমনে॥

সুসং।—মহারাজ উনি বড় অভিমানিনী, ওঁকে আপনি হাতে ধরে' সান্ত্বনা করুন।

রাজা।—(সানন্দে) তুমি ঠিক্ বলেছ। (সাগরিকাকে হস্তে ধারণ করিয়া স্পর্শ-সুখের অভিনয়)

বিদূ।—দেখুন মহারাজ, আজ আপনার যে লক্ষ্মীলাভ হল, এরূপ আপনার ভাগ্যে কখন ঘটেনি।

রাজা।—বয়স্য সে কথা সত্য।

মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী ইনি,
করতল যেন পারিজাতের পল্লব।
নাহিক অন্যথা তাহে,
স্বেদচ্ছলে আহা যেন ঝরে সুধা-দ্রব॥

সুসং।—সখি, তুমি এখন বড় কঠোর হয়েছ; মহারাজ অমন করে' তোমাকে ধরে' আছেন, তবু তোমার রাগ গেল না?

সাগ।—(সভ্রুভঙ্গে) সুসঙ্গতা তুমি কি থাম্‌বে না?

রাজা।—দেখ, তোমার সখীর উপর এতক্ষণ রাগ করে' থাকা উচিত নয়।

বিদূ।—ও গো তুমি ক্ষুধিত ব্রাহ্মণের মত রাগ করে আছ. কেন বল দেখি?

সুসং।—সখি, তোমার সঙ্গে আমি আর কথা কব না।

রাজা।—দেখ, সমপ্রাণা সখীর প্রতি তোমার এরূপ করা উচিত নয়।

বিদূ।—ইনি যে দেখ্‌ছি দ্বিতীয় বাসবদত্তা!

রাজা।—(সচকিতভাবে সাগরিকার হস্ত ত্যাগ)

সাগ।—(ভয়-ব্যাকুল হইয়া) সুসঙ্গতে! এখানে থেকে এখন কি করব?

সুসং।—সখি, এসো আমরা এই কদলী-বীথির মধ্য দিয়ে বেরিয়ে যাই। (প্রস্থান।)

রাজা।—(পার্শ্বে অবলোকন করিয়া সবিস্ময়ে) কৈ?—বাসবদত্তা কোথায়?

বিদু।—কৈ, আমি তো জানিনে মহারাজ। আমার তখন বড় রাগ হয়েছিল, তাই বলেছিলেম, "ইনি দেখ্‌চি দ্বিতীয় বাসবদত্তা"।

রাজা।—দূর মূর্খ!

দৈবযোগে কোন রূপে
পেনু যদি ব্যক্ত-রাগ রতন-মালায়,
যেমন পরিব গলে
—হস্ত হতে ভ্রষ্ট তুই করিলি তাহায়॥

বাসবদত্তা ও কাঞ্চনমালার প্রবেশ।

বাস।—বলি ও কাঞ্চনমালা, এখান থেকে মহারাজের পালিত নব-মল্লিকা-লতাটি কত দূর?

কাঞ্চ।—ঐ কদলীকুঞ্জ ছাড়িয়ে ঐ দেখা যাচ্চে।

বাস। —আমাকে সেই দিকে নিয়ে চল্‌।

কাঞ্চ।—এই দিক দিয়ে ঠাকরূণ এইদিক দিয়ে।

রাজা।—বয়স্য, প্রিয়তমাকে এখন কোথায় দেখ্‌তে পাওয়া যায় বল দেখি?

কাঞ্চ।—ঠাকরূণ, মহারাজের কথা যখন শোনা যাচ্চে, তখন বোধ

হয় ঠাকরুণের জন্যই মহারাজ ঐখানে অপেক্ষা করচেন। আসুন তবে ঐদিকে এগিয়ে যাওয়া যাক্।

বাস।—(সম্মুখে অগ্রসর হইয়া) জয় হোক্!

রাজা।—(চুপি-চুপি) বয়স্য চিত্রফলকটা লুকিয়ে ফ্যালো।

বিদূ।—(লইয়া বগলের ভিতর লুকাইয়া)

বাস।—মহারাজ, নবমল্লিকার কি ফুল ধরেছে ?

রাজা।—(সবিস্ময়ে) আমরা তোমার আগে এখানে এসেছি, এসে তোমাকে দেখ্‌তে পাই নি। দেবি, তোমার আস্‌তে বড় বিলম্ব হয়ে গেছে—এসো এখন আমরা দুজনে মিলে লতাটি দেখিগে।

বাস।—(নিরীক্ষণ করিয়া) মহারাজ, তোমার মুখের ভাবেই জানা যাচ্চে নবমল্লিকার ফুল ধরেছে—তবে আর গিয়ে কি হবে ?

বিদূ।—ফুল যদি ধরে থাকে, সে তো আমাদেরই জিৎ। আমাদেরই জিৎ—আমাদেরই জিৎ!—আমাদেরই জিৎ! (বাহু প্রসারণ করিয়া নৃত্য করিতে করিতে, কক্ষ হইতে চিত্রফলক পতন ও তৎপ্রযুক্ত বিপদগ্রস্ত)

রাজা।—(আড়ালে বসন্তের মুখের পানে চাহিয়া অঙ্গুলী নির্দ্দেশে ইঙ্গিত করণ)

বিদূ।—(জনান্তিকে) রাগ করবেন না মহারাজ, এর যা উত্তর দিতে হয় আমি দেব।

কাঞ্চ।—(ফলকটি গ্রহণ করিয়া) ঠাকরুণ দেখুন, এই চিত্রফলকে কার চিত্র আঁকা।

বাস।—(নিরীক্ষণ করিয়া স্বগত) এতো মহারাজ—আর এ তো সাগরিকা। (প্রকাশ্যে রাজার প্রতি রাগের হাসি হাসিয়া) মহারাজ! কে এ চিত্র আঁক্‌লে ?

রাজা।—(অপ্রস্তুতের হাসি হাসিয়া বসন্তকের প্রতি চুপি চুপি) বয়স্য এখন কি বলি ?

বিদূ।—(চুপি চুপি) কোন চিন্তা নেই—আমি উত্তর দিচ্চি। (প্রকাশ্যে বাসবদত্তাব প্রতি) ঠাকরুণ অন্য কিছু ভাব্‌বেন না। আমি মহারাজকে বলছিলেম, আপনাকে আপনি আঁকা বড় কঠিন ; তা এই কথা শুনেই মহারাজ এই চিত্র-বিদ্যাব পরিচয় দিলেন।

রাজা।—বসন্তক যা বল্লেন তাই বটে।

বাস।—(ফলক নিরীক্ষণ করিয়া) তোমার পাশে আর একটি যে চিত্র রয়েছে এটি কি বসন্তক ঠাকুরের বিদ্যে ?

রাজা।—(অপ্রতিভ-ভাবে ঈষৎ হাসিয়া) এ বোধ হয় কেউ মন থেকে এঁকেছে—একে আমি পূর্ব্বে কখন দেখি নি।

বিদূ।—আমিও পৈতে ছুঁয়ে শপথ করচি, একে পূর্ব্বে কখন দেখিনি।

কাঞ্চ।—(চুপি চুপি অন্তরালে) ঠাকরুণ, কখন কখন ঘুণ ধরে' অক্ষরের মত দেখায়, কিন্তু আসলে তা অক্ষর নয়। এ স্থলে বোধ হয় তাই ঘটেছে। তা, আর রাগ করে' কি হবে।

বাস।—(চুপি চুপি আড়ালে) না কাঞ্চনমালা, এ ঘুণাক্ষরের ঘটনা নয়। তোর সরল মন, তুই ওর বাকা কথা কি বুঝ্‌বি বল্‌—ও যে-সে লোক নয়—ও বসন্তক ঠাকুর! (প্রকাশ্যে রাজার প্রতি) মহারাজ এই চিত্র দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমার মাথা ব্যথা করচে—তুমি সুখে থাকো—আমি চল্লেম। (উঠিয়া গমনোদ্যত)

রাজা।—(আঁচল ধরিয়া) দেবি !

"শান্ত হও" এই কথা বলিব কি করে'
যদি না করিয়া থাকো রাগ মোর পরে।
যদি বলি "হেন কর্ম্ম করিব না আর"
তবে পষ্ট করা হয় দোষের স্বীকার।

যদি বলি "নহি দোষী"
—মিথ্যা বলি' তুমি তাহা ভাবিবে গো মনে॥
এখন কি করি আমি,
কি বলিব নাহি জানি, ওগো প্রিয়তমে॥

বাস।—(সবিনয়ে অঞ্চল ছাড়াইয়া লইয়া) মহারাজ, অন্য কিছু মনে কোরো না—সত্যই আমার মাথা ধরেচে—আমি তবে এখন যাই। (প্রস্থান)

বিদূ।—আ বাঁচা গেল। অকাল-বাদল বাসবদত্তা চলে গেলেন, আপনার পক্ষে ভালই হল।

রাজা।—দূর মূর্খ! এখন আর আহ্লাদ করে' কাজ নেই। দেবীর মনে মনে বিলক্ষণ রাগ হয়েছে তা কি বুঝ্‌তে পার নি ?

দেখ—

ললাটে ভ্রূভঙ্গ হ'ল সহসা উদ্‌গত,
তাহা ঢাকিবারে মুখ করিলেন নত।
মর্ম্মভেদী হাসিটুকু করিয়া বর্ষণ
একটি না কহিলেন নিষ্ঠুর বচন।
অশ্রুজলে বিজড়িত নয়ন তাঁহার
কিছুতেই মেলিতে না পারিলেন আর॥

যদিও মুখেতে তাঁর প্রকটিত রাগ,
তবু না ত্যজিলা দেবী স্নেহ-নম্র ভাব॥

বিদূ।—দেবী বাসবদত্তা তো চলে গেছেন, এখন তবে মহারাজ কেন মিছে অরণ্যে রোদন করচেন বলুন দিকি?

রাজা।—আরে মুর্খ, দেবী রাগ করেছেন তাকি তুমি লক্ষ্য করনি? এখন তাঁকে সান্ত্বনা করা ভিন্ন আর কোন উপায় নেই। এসো, এখন তবে অন্তঃপুরে গিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা করিগে।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

তৃতীয় অঙ্ক।

দৃশ্য।—প্রসাদের অভ্যন্তরস্থ ঘর।

মদনিকার প্রবেশ।

মদ।—(আকাশে) কৌশাম্বিকে! মহারাজার কাছে কাঞ্চনমালা আছে কি না দেখেছিস্? (কর্ণপাত করত শ্রবণ করিয়া) কি বলছিস?—খানিক ক্ষণ সেখানে থেকে এইমাত্র চলে গেছে? কোথায় তবে এখন তাকে খুঁজে বেড়াই। (সম্মুখে অবলোকন করিয়া) এই যে! কাঞ্চনমালা এই দিকেই আস্‌চে। ওর কাছে এগিয়ে যাওয়া যাক্।

কাঞ্চনমালার প্রবেশ।

কাঞ্চ।—(দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) সাবাস্ রে বসন্তক—সাবাস! সন্ধি যুদ্ধের ফন্দিতে তুই যৌগন্ধরায়ণকেও ছাড়িয়ে উঠেছিস্।

মদ।—(সস্মিতভাবে অগ্রসর হইয়া) ওলো কাঞ্চনমালা, বসন্তক আজ এমন কি কাজ করেছে যাতে তার এত প্রশংসা হচ্চে?

কাঞ্চ।—ওলো মদনিকা, ও কথায় তোর দরকার কি?—সে কথা তুই পেটে রাখ্‌তে পারবি নে।

মদ।—আমি পা ছুঁয়ে দিব্যি করচি, আমি কারও সাম্‌নে প্রকাশ করব না।

কাঞ্চ।—আচ্ছা তবে বলি শোন্। আজ রাজবাড়ি থেকে ফিরে

আস্‌বার সময়, চিত্রশালার দুয়ারের কাছে বসন্তক ও সুস-ঙ্গতার কথাবার্ত্তা শুন্‌তে পেলেম।

মদ।—(সকৌতুকে) কিসের কথাবার্ত্তা সখি ?

কাঞ্চ।—বসন্তক সুসঙ্গতাকে বল্‌ছিল "দেখ সুসঙ্গতা, সাগরিকা ছাড়া মহারাজের আর কোন অসুখের কারণ নেই—এখন কিসে তার প্রতিকার হতে পারে ভেবে দেখ দিকি।"

মদ।—তাতে সুসঙ্গতা কি বল্লে ?

কাঞ্চ।—তাতে সে এই কথা বল্লে "রাণী-ঠাকরণ চিত্রফলকের ব্যাপারে, নিতান্ত ভীত হয়ে, সাগরিকাকে আমার হাতে সমর্পণ করেছেন ; আর, আমাকে খুসি করবার জন্য আপনার কাপড়-চোপড়ও দান করেছেন। এখন. রাণী-ঠাকরণের বেশে সাগ-রিকাকে সাজিয়ে, আর আমি কাঞ্চনমালার বেশ পরে', আজ সন্ধ্যার সময় সাগরিকাকে রাজার কাছে নিয়ে যাব ঠিক্ করেছি—আর আপনিও এইখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে থাক্‌বেন। তার পর, মাধবীলতা-মণ্ডপে তার সঙ্গে মহা-রাজের মিলন হবে"।

মদ।—দ্যাখ্ সুসঙ্গতা তুই ভারি খারাপ, ঠাকরণ আমাদের এত ভাল বাসেন,—আর, তুই কি না তাঁকে এই রকম করে' ঠকাচ্চিস্!

কাঞ্চ।—ওলো মদনিকা, তুই এখন কোথায় যাচ্চিস্ বল্ দিকি ?

মদ।—মহারাজের অসুখ করায় তুমি তাঁর কুশল সংবাদ জান্‌তে গিয়েছিলে—কিন্তু তোমার এত বিলম্ব দেখে, দেবী আবার আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

কাঞ্চ।—ঠাকরণের মন বড়ই সরল যে তিনি এ কথায় এখনও বিশ্বাস করচেন। (পরিক্রমণ করত অবলোকন করিয়া) এই যে!

মহারাজ অসুখের ছল করে’ নিজের মদনাবস্থা গোপন করে’, দন্ত-তোরণ-মণ্ডপে দিব্যি বসে আছেন দেখ্‌চি—আর এখন এই কথাটা ঠাকরুণকে জানিয়ে আসি।

ইতিপ্রবেশক।

দৃশ্য।—তোরণ মণ্ডপ।

মদন-পীড়িত রাজা উপবিষ্ট।

রাজা।—(উৎকণ্ঠার সহিত নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া)

শোন্ হৃদি বলি তোরে,
এবে সহ্য কর্ এই মদন-সন্তাপ ;
উপশম নাহি যদি
কেনরে করিস্ তবে বৃথা পরিতাপ।
এমনি গো মূঢ় আমি,
পাইনু যদি বা সেই চন্দন-পরশ-কর,
কেন না রাখিনু আহা
বহুক্ষণ ধরি’ তায় এ বক্ষের উপর ॥

অহো! কি আশ্চর্য্য!

স্বভাবত দুর্লক্ষ্য চঞ্চল-পরাণ,
তবু স্মর কেমন করিয়া
বিঁধিলেন তারে, করি’ অমোঘ সন্ধান
সব তাঁর শরগুলি দিয়া ॥

(ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া) শোনো ওগো ফুল-ধনু!

একথা প্রসিদ্ধ আছে, মদনের পঞ্চবাণ
নিয়ত করয়ে লক্ষ্য আমাবিধ বহু জন পরে ;
তার বিপরীতে করি' অনেক শর-সন্ধান
পঞ্চত্ব ঘটাও কেন, এক জনে বিঁধি তব শরে ?

(চিন্তা করিয়া) আমার যে এইরূপ অবস্থা হয়েছে তাঁর জন্য আমি ততটা ভাবিনে, কিন্তু সাগরিকাকে দেখে দেবীর যে মনে মনে অত্যন্ত রাগ হয়েছে, আমার এখন সেই ভাবনা। বোধ হয়, এখন প্রিয়া আমার—

লাজে অধোমুখ সদা
—মনে ভাবে, তার কথা জানে সর্ব্বজনে।
শুনিলে আলাপ কারো
—তারি কথা কহিতেছে এই ভাবে মনে।
সখীরা হাসিলে মৃদু
লাজে হয় আরক্তিম বদন-মণ্ডল,
হৃদয়ে নিহিত শঙ্কা
প্রিয়া মোর সততই বিকল বিহ্বল ॥

বসন্তককে তাঁর সংবাদ জান্‌তে পাঠিয়েছি—কেন সে এত বিলম্ব করচে ?

হৃষ্ট-মুখে বসন্তকের প্রবেশ।

বস।—(সপরিতোষে) হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ ! এই সংবাদটা শুন্‌লে প্রিয়সখার যতটা আহ্লাদ হবে সমস্ত কৌশাম্বী রাজ্য পেলেও

ততটা হয় কি না সন্দেহ। এইবার তবে সখাকে এই সংবাদটা দিইগে যাই। (পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) এই যে! সখা যখন এইদিক পানেই চেয়ে আছেন তখন নিশ্চয় আমার জন্যই প্রতীক্ষা করচেন। এইবার তবে নিকটে যাই (সম্মুখে আসিয়া) জয় হোক্ মহারাজ! •একটা সুসংবাদ আছে—আপনি যা চাচ্ছিলেন তা হয়েছে।

রাজা।—(সহর্ষে) সখা, প্রিয়তমা সাগরিকার কুশল তো?

বিদূ।—(সগর্ব্বে) তিনি স্বয়ং এসে এখনি সে কথা আপনাকে জানাবেন।

রাজা।—(সপরিতোষে) বল কি সখা, প্রিযার দর্শন লাভ হবে?

বিদূ।-(সাহঙ্কারে) হবে না তো কি?—অবশ্যই হবে। এই যে আপনার ক্ষুদ্র অমাত্যটিকে দেখ্চেন -ইনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতির পিতামহ!

রাজা।—(হাসিযা) সখা, সে কথা বড়'মিথ্যা নয়, তোমার অসাধ্য কিছুই নাই! এখন সমস্ত আনুপূর্ব্বিক বল দেখি শুনি।

বিদূ।—(কাণে কাণে কথন)

রাজা।—(সপবিতোষে) এই লও তোমার পারিতোষিক। (হস্ত হইতে বলয় প্রদান)

বিদূ।—(বলয পরিধান করিযা আপনাকে নিরীক্ষণ করিয়া) এই খাঁটি সোনাব বালাটি হাতে পরে' এখন ব্রাহ্মণীকে দেখাইগে যাই।

রাজা।—(হাত ধরিয়া নিবারণ) সখা, এব পর দেখিও—এখন না। এখন কত বেলা হযেছে বল দেখি?

বিদূ।—(পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া সহর্ষে) ঐ দেখুন মহা-

রাজ, সন্ধ্যা-বধূর সঙ্কেতে, ভগবান সহস্র-রশ্মি অনুরাগের আবেশে চঞ্চল-চিত্ত হয়ে অস্তাচল-শিখর-কাননে সন্ধ্যা-বধূর অভিসারে যাত্রা করচেন।

রাজা।—(দেখিয়া সহর্ষে) সখা, তুমি ঠিক্ লক্ষ্য করেছ, দিবা অবসান হয়েছে বটে।

সমস্ত ভুবন ভ্রমি', অতিক্রমি' অতি দীর্ঘ পথ,
এক-চক্র সূর্য্যদেব অস্তাচলে থামাইলা রথ।
প্রভাতে না পান পাছে আরোহিতে নিজ রথোপরি,
চিন্তাভারে ভারাক্রান্ত এই কথা মনে মনে করি',
সন্ধ্যাগমে আকর্ষিয়া অবশিষ্ট ছিল যত কর
তা দিয়া যোজিলা পুন দিক্-চক্রে স্বর্ণময় অর॥

অপিচ ঃ—

অস্তাচল-শিরে ভানু নিজ কর করিলা স্থাপন
পদ্মিনী-প্রত্যয়-তরে কহিয়া এ শপথ-বচন ;—
"যাই তবে কমল-নয়নে, দেখ সময় হইল মোর ;
জাগাইব কাল পুন—এবে থাকো নিদ্রায় বিভোর"॥

এখন তবে চল—সেই সংকেত-স্থান মাধবীলতা-মণ্ডপে গিয়ে প্রিয়তমার প্রতীক্ষা করা যাক্।

বিদূ।—বেশ বলেছেন মহারাজ। (উত্থান)

বিদূ।—(দেখিয়া) দেখুন মহারাজ, ঘন-ঘোর অন্ধকারে পূর্ব্ব-দিক্‌টা ক্রমশ ছেয়ে আস্‌চে—মনে হচ্চে যেন কতকগুল স্থূল কায় বন-বরাহ ও মহিষের দল গায়ে পাঁক মেখে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তি ধারণ করেছে ; আর, ফাঁক্-ফাঁক্ গাছগুলও যেন এখন খুব নিবিড় বলে' মনে হচ্চে।

রাজা।—(সহর্ষে চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া) সখা তুমি ঠিক্ লক্ষ্য করেছ। তাই বটে :—

প্রথমে পূরব দিক্,
পরে পরে অন্য দিক-চয়,
ক্রমে গিরি, তরু, পুরী,
—আচ্ছাদন করি' সমুদয়
হর-কণ্ঠ-দ্যুতি-হর
মহা ঘোর আঁধার গহন
ক্রমে হয়ে গাঢ়তর
লোক-দৃষ্টি করিল হরণ॥

সখা, এখন আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।

বিদূ।—এইদিক দিয়ে মহারাজ এইদিক্ দিয়ে।

(পরিক্রমণ।)

বিদূ।—(নিরীক্ষণ করিয়া) দেখুন মহারাজ, ঐ যেখানে মেলাই গাছ-পালায় অন্ধকারের পিণ্ডি পাকিয়ে আছে, ঐটি বোধ হয় "মকরন্দ" উদ্যান—কিন্তু এখন অন্ধকারে পথ কিছুই লক্ষ্য হচ্চে না।

রাজা।—(গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া) সখা তুমি আগে আগে চল—এ পথ আমার বেশ জানা আছে।

এই সেই চম্পকের শ্রেণী,
এই সে সুন্দর সিন্ধুবার,
নিবিড় বকুল-বীথী,
এই তো সে পাটলের সার।

নানাবিধ চিহ্ন হেরি',
করি' নানা গন্ধের আঘ্রাণ,
দ্বিগুণ হোক্ না তম,
তবু পাব পথের সন্ধান ॥
(পরিক্রমণ।)

দৃশ্য ।—মাধবীলতা-মণ্ডপ।

বিদূ।—আমরা মাধবীলতা-মণ্ডপেই এসেছি বটে। দেখুন না কেন, অলিকুল বকুলফুলে বসে' কেমন গুন্ গুন্ করে' গান করচে; বকুলের সৌরভে চারিদিক কেমন আমোদিত হয়েছে; আর, এই মরকত-মণিময় মসৃণ শিলাতলের উপর চলে' কেমন আরাম বোধ হচ্চে। আপনি তবে এইখানে ততক্ষণ বসুন, আমি সাগরিকাকে দেবীর বেশ পরিয়ে এখনি এখানে নিয়ে আস্চি।

রাজা।—তুমি তবে শীঘ্র যাও।

বিদূ।—মহারাজ অত উতলা হবেন না—আমি এলেম বলে'।
(প্রস্থান।)

রাজা।—আচ্ছা, আমিও ততক্ষণ এই মরকত-শিলার বেদীর উপর বোসে প্রিয়ার প্রতীক্ষায় থাকি।
(উপবেশন করিয়া চিন্তিত ভাবে)
অহো! নিজ গৃহিণী ছেড়ে নব-রমণীর প্রতি কামীজনের কি আশ্চর্য্য পক্ষপাত! বোধ হয় তার কারণঃ—

সঙ্কেত-গামিনী নারী
সশঙ্কিতা হয়ে আসি' সংকেতের স্থানে,

প্রেমের বিষদ দৃষ্টি
নাহি পারে নিঃক্ষেপিতে নায়ক-বয়ানে।
কণ্ঠ-আলিঙ্গন-কালে
না ছোঁয়ায় পয়োধর রসাবেশ-ভরে,
যত্নে ধরি' রাখিলেও
বারম্বার তারা শুধু "যাই যাই" করে।
যদিও গো এইরূপ
রসভঙ্গ করে তারা হৃদয়-আতঙ্কে,
তবু তাই লাগে ভাল
—আরো যেন উত্তেজিত করে গো অনঙ্গে॥

আঃ! বসন্তক এত বিলম্ব করচে কেন? তবে কি দেবী বাসবদত্তা এ সব বৃত্তান্ত জান্‌তে পেরেছেন?

দৃশ্য।— রাজ-অন্তঃপুর।

বাসবদত্তা ও কাঞ্চন-মালার প্রবেশ।

বাস।—শোন্ কাঞ্চনমালা, আমার বেশ পরে' সত্যই কি সাগরিকা মহারাজের উদ্দেশে আজ অভিসারে যাবে?

কাঞ্চ।—ঠাকরণের কাছে আমরা কি মিথ্যে বল্‌তে পারি? অত কথায় কাজ কি, চিত্রশালার দুয়োরের সাম্‌নে বসন্তকঠাকুর এখনো বসে আছে, তাকে দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারবেন আমাদের কথা সত্যি কি না।

বাস।—তবে চল্ সেইখানে যাই।

কাঞ্চ।—এই দিক দিয়ে ঠাকরূণ এই দিক দিয়ে।

(পরিক্রমণ)

দৃশ্য।—চিত্র-শালার দ্বারদেশে বসন্তক মুড়িসুড়ি দিয়া মুখ ঢাকিয়া উপবিষ্ট।

বিদূ।—(কর্ণ-পাত করিয়া) চিত্রশালার দ্বারে যখন পদশব্দ শোনা যাচ্চে তখন নিশ্চয়ই বোধ হচ্চে সাগরিকা এসেছে।

কাঞ্চ।—ঠাকরূণ এই চিত্র-শালা, এইখানে একটু অপেক্ষা করুন—আমি বসন্তককে একটু জানান্ দি। (হাতে তুড়ি দিয়া)

বিদূ।—(ঈষৎ হাসিতে হাসিতে সহর্ষে অগ্রসর হইয়া) সুসঙ্গতা, তোমার বেশটিতো ঠিক্ কাঞ্চনমালার মত হয়েছে—এখন সাগরিকা কোথায় বল দেখি ?

কাঞ্চ।—(অঙ্গুলীর দ্বারা প্রদর্শন) ঐ যে!

বিদূ।—বাঃ! এ যে পট্ট দেবী বাসবদত্তা।

বাস।—(সভয়ে স্বগত) আমাকে চিন্‌তে পেরেছে না কি—তবে আমি যাই। (যাইতে উদ্যত)

বিদূ।—বলি ও সাগরিকা, কোথায় যাচ্চ, এই দিকে এসো না।

বাস।—(হাসিয়া কাঞ্চনমালাকে অবলোকন)

কাঞ্চ।—(মুখ আড়াল করিয়া অঙ্গুলীর দ্বারা বসন্তককে তর্জ্জন) দেখ্ হতভাগা! যা বল্লি তা যেন স্মরণ থাকে।

বিদূ।—সাগরিকা চল চল—আর বিলম্ব না। ঐ দেখ পূর্ব্বদিকে ভগবান চন্দ্রদেবের উদয় হচ্চে।

বাস।—(ব্যস্ত সমস্তভাবে মুখ ফিরাইয়া) ভগবান শশাঙ্কদেব!

তোমাকে প্রণাম করে' এই অনুনয় করি, আরও খানিকক্ষণ তুমি প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকো—আমি ওর ভাবগতিকটা একবার দেখেনি।

(সকলের পরিক্রমণ)

দৃশ্য।—মাধবী-লতামণ্ডপ।

রাজা।—(উৎকণ্ঠিত চিত্তে স্বগত) এখনি প্রিয়ার সহিত মিলন হবে, তবু আমার মন কেন এত উৎকণ্ঠিত হচ্চে? অথবা—

মদনের তীব্র তাপে আদিতে যতনা
নিকট হইলে আরো অধিক যাতনা।
প্রাবৃটে দিবস যবে আসন্ন-বর্ষণ,
আরো সমধিক তাপ করে উৎপাদন॥

বিদূ।—(শুনিয়া) দেখ সাগরিকা, প্রিয়সখা তোমার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে আস্তে আস্তে কি কথা বল্‌চেন শোনো। তুমি এইখানে দাঁড়াও, আমি ওঁকে জানিয়ে আসি তুমি এসেছ।

বাস।—(মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে সম্মতি দান)

বিদূ।—(রাজার নিকট আসিয়া) মহারাজ আর দেখ্‌চেন কি, আমি সাগরিকাকে এনেছি।

রাজা।—(সহর্ষে সহসা উত্থান করিয়া) কোথায় তিনি?—কোথায় তিনি?

বিদূ।—(সভ্রূভঙ্গে) ঐ যে।

রাজা। (অগ্রসর হইয়া) প্রিয়ে সাগরিকে!

শীতাংশু-বদন তব
উৎপল-নয়ন, পাণি পঙ্কজের সম,
রম্ভাগর্ভ উরু-যুগ,
ও তোমার বাহু দুটি মৃণাল-উপম।

সন্তাপ-হারিণি অই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরি !
অসঙ্কোচে আলিঙ্গন দেও শীঘ্র করি'।
অনঙ্গ-তাপেতে এবে দহে মোর চিত,
আলিঙ্গন-দানে তাপ কর নির্ব্বাপিত ॥

বাস।—(সাশ্রুলোচনে, মুখ ফিরাইয়া) দেখ্ কাঞ্চনমালা, উনি নিজ-মুখে এই রকম করে বল্লেন, আবার না জানি কোন্ মুখে আমার সঙ্গে কথা কবেন। আশ্চর্য্য !

কাঞ্চ।—(মুখ ফিরাইয়া) ঠাকরুণ, এই যখন করতে পারলেন, তখন নির্লজ্জ পুরুষদের কোনও কাজই অসাধ্য নেই।

বিদূ।—দেখ সাগরিকা, প্রিয়সখার সঙ্গে মন খুলে আলাপ করচ না কেন ? এখনও সেই নিত্য-রুষ্টা দেবী বাসবদত্তার দুর্ব্বচনে প্রিয়সখার কাণ ঝালাপালা হয়ে আছে, এখন তোমার মিষ্টি কথা শুন্‌লে ওঁর কাণ জুড়িয়ে যাবে।

বাস।—(মুখ ফিরাইয়া, রাগের হাসি মুখে ব্যক্ত করিয়া) ওলো কাঞ্চনমালা ! আমিই কটুভাষিণী, আর বসন্তক ঠাকুরের কথা বড় মিষ্টি।

কাঞ্চ।—(মুখ ফিরাইয়া অঙ্গুলীর দ্বারা তর্জ্জন করত) হতভাগা ! এ কথাটাও মনে থাকে যেন !

বিদূ।—(দেখিয়া) সখা দেখ দেখ, কুপিত কামিনীর কপোলের মত, কেমন পূর্ব্বদিকে ভগবান শশাঙ্ক দেবের উদয় হয়েছে।

রাজা।—(নিরীক্ষণ করিয়া ব্যগ্রভাবে) প্রিয়ে দেখ দেখ :—

ও তব বদন-চাঁদ
এ চাঁদের মুখ-কান্তি সুরবস্ব করেছে হরণ।

প্রতীকার তরে তাই
ঊর্দ্ধ-বাহু নিশানাথ শৈলশিরে করে আরোহণ॥

কিন্তু এইরূপ উদয় হয়ে উনি কি আপনারই মূঢ়তা প্রকাশ করচেন না?

ও চন্দ্র-বদন তব
করে না কি পদ্ম-প্রভা ম্লান?
জগজন-চিত্ত-মাঝে
করে না কি আনন্দ বিধান?
মদনের উদ্দীপন
হয় না কি তব দরশনে?
অমৃতের দর্প যদি
নিশানাথ করে মনে মনে
তাহাও তো আছে জানি
ওই তব বিম্বাধর-কোণে॥

বাস।—(সরোষে অবগুণ্ঠন অপসারিত করিয়া) মহারাজ, সত্যই আমি সাগরিকা, সাগরিকা-চিন্তায় উন্মত্ত হয়ে তুমি এখন সকলই সাগরিকাময় দেখ্‌চ।

রাজা।—(দেখিয়া অপ্রতিভ হইয়া মুখ ফিরাইয়া) কি সর্ব্বনাশ! এ যে দেবী বাসবদত্তা, এ কি ব্যাপার সখা?

বিদূ।—(সবিষাদে) আর কিছুই নয়—এখন আমারই প্রাণ-সংশয় উপস্থিত।

রাজা।—(কৃতাঞ্জলি হইয়া উপবেশন) প্রিয়ে বাসবদত্তে! রাগ কোরো না—লক্ষীটি রাগ কোরো না।

বাস।—(সম্মুখে অশ্রুপাত করিয়া) ছি! মহারাজ, আমাকে ও কথা বোলো না—ও সব কথা আর একজনকে বল। ও কথা আমাকে বলা শোভা পায় না।

বিদূ।—(স্বগত) ও কথার উত্তরে কি বলি এখন—আচ্ছা এই বলা যাক্। (প্রকাশ্যে) দেবি আপনি অতি উদার-চরিত্র, সখার এই প্রথম অপরাধটি অনুগ্রহ করে' মার্জ্জনা করুন।

বাস।—দেখ বসন্তক ঠাকুর, মহারাজের এই প্রথম মিলনের সময়ে বাধা দিয়ে আমিই অপরাধী হয়েছি, ওঁর তো কোন অপরাধ নেই।

রাজা।—আমার অকার্য্যটি স্বচক্ষে দেখেছেন, এখন কি বলি, যাহোক তবু একটা কথা বলে' দেখি।

দেবি!

আমি অপ্রতিভ লাজে, চরণে মস্তক পাতি'
লাক্ষা-জাত তাম্ররাগ এখনিগো মুছাব যতনে,
কোপ রাহু-গ্রাসে তাম্র তব মুখচন্দ্র-ভাতি,
তাহাও হরিতে পারি, যদি চাহ করুণ নয়নে॥

(পদতলে পতন।)

বাস।—(হস্ত দ্বারা নিবারণ করিয়া) ওকি মহারাজ—ওঠ ওঠ, সে অতি নির্লজ্জ যে আর্য্যপুত্রের হৃদয়ের ভাব জেনেও আবার রাগ করে; নাথ তুমি সুখে থাকো, আমি চল্লেম! (যাইতে উদ্যত)

কাঞ্চ।—ঠাকরুণ ক্ষান্ত হোন্, মহারাজ পায়ে পড়লেন, আর কি রাগ করতে আছে? মহারাজকে এই অবস্থায় রেখে চলে গেলে শেষে আবার কষ্ট পাবেন।

বাস।—দূর হ, তুই ভারি নির্ব্বোধ! পরে আবার কিসের কষ্ট? চল্ তবে এখন যাওয়া যাক্। (প্রস্থান)

রাজা।—দেবি! আমার পরে একটু প্রসন্ন হও ("আমি অপ্রতিভ লাজে" ইত্যাদি পুনঃ পঠন।)

বিদূ।—এখন উঠুন, দেবী বাসবদত্তা চলে গেছেন, এখন আর কেন মিছে অরণ্যে রোদন করেন?

রাজা।—(মুখ তুলিয়া) একি! প্রসন্ন না হয়েই দেবী চলে গেলেন?

বিদূ।—এ তাঁর প্রসন্নভাব নয় তো কি। এখনও যে আমরা অক্ষত শরীরে আছি এতেই তাঁর যথেষ্ট প্রসন্নতা প্রকাশ পাচ্চে।

রাজা।—দূর মূর্খ! তুই আবার উপহাস করচিস্? তো হতেই তো এই সব বিপদ উপস্থিত হল।

দিন দিন প্রণয়ের আদর-যতনে
প্রীতি যাঁর উঠিয়াছে চূড়ান্ত সীমায়,
সেই তিনি দেখিলেন আপন নয়নে
অকৃত-পূরব মোর অকার্য্যটি হায়!

সহিতে না পারি' ইহা
প্রিয়া করিবেন আজি প্রাণ বিসর্জ্জন,
বড়ই অসহ্য হয়
উচ্চতম প্রণয়ের দারুণ পতন॥

বিদূ।—দেবী যেরূপ রুষ্ট হয়েছেন, তাতে তিনি কি করেন বলা যায় না। আমার মনে হয় সাগরিকার প্রাণ বাঁচানো দুষ্কর হবে।

রাজা।—সখা আমিও তাই ভাব্‌চি। হা প্রিয়ে সাগরিকে!

বাসবদত্তা-বেশধারিণী সাগরিকার প্রবেশ।

সাগ।—(উদ্বেগ সহকারে) ভাগ্যি আমি মহিষীর বেশভূষা পরে-ছিলেম, তাই সঙ্গীত-শালা হতে বেরিযে আস্‌তে পেরেছি, কেউ আমাকে দেখ্‌তে পায় নি। যাহোক্, এখন কি করি ? (সাশ্রুনয়নে চিন্তা)

বিদূ।—মহারাজ! অমন মূঢ়ের মত হতবুদ্ধি হ'যে আছেন কেন ? একটা প্রতীকারের উপায় চিন্তা করুন।

রাজা।—সেই বিষয়ই তো চিন্তা করচি। দেবীর প্রসন্নতা ভিন্ন আর অন্য কোন উপায় দেখিনে। এখন তবে চল, সেই খানেই যাওয়া যাক্। (পরিক্রমণ)

সাগ।—(সাশ্রুলোচনে মনে মনে বিচার) বরং উদ্‌বন্ধনে প্রাণ-ত্যাগ করব, তবু অভিসারের বৃত্তান্ত দেবী জান্‌তে পেরেছেন জেনেও সুসঙ্গতার মত অপমানিত হয়ে জীবন ধারণ করব না। এখন তবে অশোক-তলায় গিয়ে আমার মনের বাসনা পূর্ণ করি।

(পরিক্রমণ)

বিদূ।—(শুনিয়া) একটু থামুন, একটু থামুন, কার যেন পায়ের শব্দ শোনা যাচ্চে। আমার বোধ হচ্চে দেবীর অনুতাপ হও-য়ায় আবার এখানে এসেছেন।

রাজা।—সখা, আমি জানি দেবীর উদার অন্তঃকরণ, দেখ দিকি তাই বা যদি হয়।

বিদূ।—যে আজ্ঞে। (প্রস্থান)

সাগ।—(অগ্রসর হইয়া) এই মাধবীর লতায় ফাঁস তৈরি করে' অশোকগাছে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করি। পিতা তুমি কোথায়

—মা তুমি কোথায়? এই হতভাগিনী অনাথা তোমাদের কাছে জন্মের মত বিদায় নিচ্চে।

বিদূ।—(দেখিয়া) এ আবার কে? এই যে দেবী বাসবদত্তা। (ব্যস্তসমস্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে) মহারাজ রক্ষা করুন রক্ষা করুন, দেবী বাসবদত্তা উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করচেন।

রাজা।—(ব্যস্তসমস্ত ভাবে অগ্রসর হইয়া) সখা, কোথায় তিনি—কোথায় তিনি?

বিদূ।—ঐ যে।

রাজা।—(কণ্ঠ হইতে ফাঁস সরাইয়া) এ কি ভয়ানক দুঃসাহসের কাজ! এ অকার্য্য কেন করচ প্রিয়ে?

তব কণ্ঠে পাশ হেরি' প্রাণ মোর হল কণ্ঠগত,
স্বার্থ-চেষ্টা পরিহরি' এ কার্য্যেতে হও গো বিরত॥

সাগ।—(রাজাকে দেখিয়া) ও মা! এই যে মহারাজ! (সহর্ষে স্বগত) একি! এঁকে দেখে যে আবার আমার বাঁচ্‌তে ইচ্ছে করচে।—না না তা কখনই হবে না। যা হোক্, এই শেষ দেখা দেখে নিলেম—কৃতার্থ হলেম—এখন সুখে মর্‌তে পারব। (প্রকাশ্যে) ছাড় মহারাজ আমাকে ছাড়। এ অভাগিনী পরাধীনা, মরবার এমন অবসর আর পাব না। তুমিও মহারাজ দেবীর নিকট অপনাকে আর অপরাধী কোরো না। (পুনর্ব্বার কণ্ঠে ফাঁস লাগাইতে উদ্যত)

রাজা।—(সহর্ষে নিরীক্ষণ করিয়া) একি! আমার প্রিয়া সাগরিকা যে! (কণ্ঠ হইতে ফাঁস অপসারিত করিয়া দূরে নিক্ষেপ)

ক্ষান্ত হও দুঃসাহসে—এ নহে উচিত,
লতা-পাশ কণ্ঠ হতে ত্যজহ ত্বরিত।

শোনো ওগো প্রাণেশ্বরি
তব কণ্ঠে পাশ হেরি' যায় বুঝি এ মোর জীবন
ক্ষণতরে মোর কণ্ঠে
তব বাহুপাশ দিয়া নিবারো গো তাহারে এখন॥

(বাহুপাশে কণ্ঠ জড়াইয়া স্পর্শ-সুখ অভিনয় পূর্ব্বক বিদূষকের প্রতি) সখা, একেই বলে "বিনা মেঘে বর্ষণ"।

বিদূ।—এইরূপই হয়ে থাকে। তবে, কি না দেবী বাসবদত্তা অকাল-বাদলের মত এসে পড়লে এমনটি আর হয় না।

বাসবদত্তা ও কাঞ্চনমালার প্রবেশ।

বাস।—ওলো কাঞ্চনমালা, অমন করে' মহারাজ আমার পায়ে পড়লেন, তবু তা ভ্রুক্ষেপ না করে' চলে এলেম—এখন মনে হচ্চে, কাজটা বড় নিষ্ঠুর হয়েছ। তাই একবার নিজে গিয়ে তাঁর সাধ্য-সাধনা করব মনে করচি।

কাঞ্চন।—এমন কথা দেবী নৈলে আর কে বল্‌তে পারে? বরং মহারাজ দুর্জনের মত ব্যবহার করতে পারেন—কিন্তু দেবী তা কখনই পারেন না—এই দিক্ দিয়ে দেবি এই দিক্ দিয়ে।

(পরিক্রমণ।)

রাজা।—অয়ি সরলে! এখনও আমার প্রতি উদাসীন?—আমার মনের বাসনা পূর্ণ করবে না?

কাঞ্চ।—(কান পাতিয়া) ঠাকরূণ! নিকটে মহারাজের কথা

শুন্‌তে পাচ্চি, বোধ হয় তিনিও আবার সাধ্য-সাধনার জন্য এখানে এসেছেন। তবে ঠাকরুণ এইবার এগিয়ে চলুন।

বাস।—(সহর্ষে) আচ্ছা, উনি না জান্‌তে পারেন, আস্তে আস্তে পিঠের দিকে গিয়ে, গলা জড়িয়ে ধরে' ওঁকে সান্ত্বনা করি।

বিদূ।—ওগো সাগরিকা, চুপ্‌ করে' আছ কেন, এখন প্রাণ খুলে মহারাজের সঙ্গে কথা কওনা।

বাস।—(শুনিয়া সবিষাদে) কাঞ্চনমালা! এই যে, সাগরিকাও এইখানে আছে দেখ্‌চি। আগে সব শোনা যাক, তার পর ওখানে যাওয়া যাবে এখন। (তথা করণ)

সাগ।—মহারাজ, তোমার এ মিথ্যা আদর দেখিয়ে কাজ কি? তোমার প্রাণাধিকা মহিষীর কাছেই বা আপনাকে কেন আবার অপরাধী কর্‌বে বল দেখি?

রাজা।—দেখ, সাগরিকা তুমি যা বল্‌চ তা ঠিক্ নয়। কেন না—

শ্বাস-প্রশ্বাসের ভরে
কাঁপিলে সে কুচ-যুগ কাঁপি গো অমনি,
মৌন যদি দেখি তাঁরে
সবিনয়ে প্রিয়ভাষে তুষি গো তখনি,
ভ্রূভঙ্গ দেখিলে মুখে
অমনি চরণে তাঁর হই গো পতন,
রাখিতে মহিষী-মান
স্বভাবত করি তাঁর শুশ্রূষা-যতন।
প্রণয়-বন্ধন-হেতু
যেই অনুরাগ মোর হয়েছে বর্দ্ধিত

সেই সে প্রকৃত প্রেম

একমাত্র তোমা পরে করেছি স্থাপিত॥

বাস।—(নিকটে আসিয়া সরোষে) মহারাজ! এ কথা তোমারি যোগ্য বটে!

রাজা।—(দেখিয়া অপ্রতিভভাবে) দেবি, আমাকে অকারণে কেন তিরস্কার কচ্চ? বেশ-সাদৃশ্যে প্রতারিত হয়ে, তোমাকে মনে করেই এখানে এসেছিলেম, আমাকে ক্ষমা কর। (চরণে পতন)

বাস।—(সরোষে) ওকি কর মহাবাজ—ওঠো ওঠো! এখনও কি মহিষীর মান রাখ্‌বার জন্য এই কষ্ট কচ্চ?

রাজা।--(স্বগত) দেবা এ কথাটাও শুনেছেন দেখ্‌চি। তবে এখন নিরুপায়—উনি যে আবার প্রসন্ন হবেন এ আশাও আর নাই। (অধোমুখে অবস্থান)

বিদূ।—দেবি! বেশ-সাদৃশ্য দেখে মনে করেছিলেম আপনিই বুঝি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলেন, তাই সখাকে আমিই এখানে ডেকে এনেছিলেম। যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, তো এই লতার ফাঁসটি দেখুন। (লতাপাশ প্রদর্শন)

বাস।—(সকোপে) ওলো কাঞ্চনমালা, এই লতাপাশ দিয়ে এই ব্রাহ্মণটাকে বেঁধে নিয়ে আয় তো, আর ঐ দুষ্ট মেয়েটাও যেন আগে-আগে যায়।

কাঞ্চ।—যে আজ্ঞা ঠাকরণ (বসন্তকের গলায় লতাপাশ বাঁধিয়া তাড়না)

হতভাগা, এখন আপনার কুকার্য্যের ফলভোগ কর্। "দেবীর দুর্বচনে কান ঝালাপালা হয়ে আছে" তখন যে বলিছিলি এখন সে কথা মনে পড়ে তো? সাগরিকা তুমিও আগে আগে চল।

সাগ।—(স্বগত) হায়! আমি কি পাপিষ্ঠ, ইচ্ছা-সুখে মর্‌তেও পেলেম না?

বিদূ।—(সবিষাদে) মহারাজ! দেবীর আদেশে বন্ধন-দশায় পড়েছি —এই অনাথ ব্রাহ্মণকে যেন মনে থাকে। (রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত)

(বাসবদত্তা রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, সাগরিকা ও বসন্তককে ধৃত করিয়া কাঞ্চনমালার সহিত প্রস্থান।)

রাজা।—(সখেদে) ওঃ! কি কষ্ট! কি কষ্ট!

দীর্ঘকাল রোষহেতু দেবীর বদনে
নাহি আর সে মধুর মৃদু-স্নিগ্ধ হাসি,
সাগরিকা ত্রস্তা অতি দেবীর তর্জ্জনে,
বসন্তকে লয়ে গেল বাঁধি’গলে ফাঁসি।
সবার্‌ই বেদনা প্রাণে যার্‌ই মুখে চাই,
ক্ষণকাল তরে হৃদে শান্তি নাহি পাই॥

তবে আর এখানে থেকে কি ফল, এখন অন্তঃপুরেই যাই। দেখি দেবীকে যদি আবার প্রসন্ন করতে পারি।

(সকলের প্রস্থান।)

সঙ্কেত নামক তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ অঙ্ক।

দৃশ্য।—অন্তঃপুর।

রত্নমালা-হস্তে সাশ্রুলোচনে সুসঙ্গতার প্রবেশ।

সুসং।—(করুণভাবে নিঃশ্বাস ফেলিয়া) হা প্রিয়সখি সাগরিকা! তুমি এমন লজ্জাবতী, সখীজনবৎসলা, উদার-চরিত্র, সৌম্যদর্শন, তুমি কোথায় গেলে?—আমার কথার উত্তর দেও। (রোদন) (ঊর্দ্ধদিকে অবলোকন ও নিঃশ্বাস ফেলিয়া) আরে পোড়া বিধি! তুই কি নিষ্ঠুর!—এমনতর অসামান্য রূপলাবণ্য দিয়ে যদি তাকে প্রথমে নির্ম্মাণ করলি, তবে আবার তার এরূপ অবস্থা কেন করলি বল দিকি? প্রিয়সখী সাগরিকা জীবনে হতাশ হয়ে এই রত্নমালাটি আমার হাতে সঁপে দিয়ে গেছে; আর আমাকে বলে দিয়েছে, কোন একজন ব্রাহ্মণকে এইটি দান করবে। এখন তবে একজন ব্রাহ্মণের অন্বেষণ করি।

হৃষ্ট হইয়া বসন্তকের প্রবেশ।

বস।—হি হি হি হি! আজ প্রিয়সখা দেবী বাসবদত্তাকে প্রসন্ন করেছেন; তাই দেবী তুষ্ট হয়ে আমার বন্ধন মোচন করে', স্বহস্তে মেঠাই-মণ্ডা দিয়ে আমার উদরটি পরিপূর্ণ করেছেন; আর, এই এক যোড়া পট্টবস্ত্র, আর এই কানের অলঙ্কারটিও দিয়েছেন। এখন তবে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিগে যাই। (পরিক্রমণ)

সুসং।—(রোদন করিতে করিতে সহসা নিকটে আসিয়া) ওগো বসন্তকঠাকুর, একটু দাঁড়াও দিকি।

বিদূ।—(দেখিয়া) একি! সুসঙ্গতা যে! এখানে কাঁদ্‌চ কেন? সাগরিকা কি আত্মঘাতী হয়েছে?

সুসং।. কি হয়েছে বলি .শোনো। বেচারা সাগরিকাকে দেবী উজ্জয়িনীতে পাঠিয়ে দিয়েছেন এইরূপ একটা জনরব রাষ্ট্র করে' দিয়ে, অৰ্দ্ধ রাত্রিতে কোথায় যে তাকে নিয়ে গেলেন কিছুই বল্‌তে পারি নে।

বিদূ।—(সোদ্বেগে) হা! সাগরিকা, তোমার কি অসামান্য রূপ-লাবণ্য, আহা তোমার মুখের কি মৃদু মৃদু মধুর কথা, তুমি এখন কোথায় গেলে? একবারটি আমার কথার উত্তর দেও। ওঃ! দেবী কি নিষ্ঠুর কাজই করেছেন!

সুসং।—দেখ বসন্তক ঠাকুর, প্রিয়সখী জীবনে হতাশ হয়ে এই রত্ন-মালাটি আমার হাতে দিয়ে বল্লেন, এইটি বসন্তক ঠাকুরকে দিও। তা তুমি এই রত্নমালাটি গ্রহণ কর।

বিদূ।—(সাশ্রুলোচনে সকরুণভাবে কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া) সুসঙ্গতে! তোমার ও কথা শুনে রত্নমালাটি নিতে কি আর হাত সরে? (উভয়ে রোদন)

সুসং। (কৃতাঞ্জলি হইয়া) না, তা হবে না ঠাকুর, অনুগ্রহ করে এটি গ্রহণ করতেই হবে।

বিদূ। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা দেও, মহারাজ সাগরিকার বিরহে উৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন, এইটি দেখ্‌লেও কতকটা তাঁর সান্ত্বনা হবে।

সুসং।—(বসন্তকের হস্তে রত্নমালা প্রদান)

বিদূ।—(গ্রহণ করত নিরীক্ষণ করিয়া সবিস্ময়ে) তিনি এই রত্ন-মালাটি কোথায় পেলেন বল্‌তে পার?

সুসং।—ঠাকুর, আমারও কৌতূহল হওয়ায় আমি তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেম।

বিদূ।—তাতে তিনি কি বল্লেন?

সুসং।—তাতে সখী ঊর্দ্ধদিকে চোখ্ করে', নিঃশ্বাস ফেলে আমাকে বল্লেন, "সুসঙ্গতে, এখন তোমার এ কথায় প্রয়োজন কি"—এই বলে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন।

বিদূ।—যদিও সাগরিকা নিজ মুখে বলেন নি, তবু এই বহুমূল্য দুর্লভ অলঙ্কারটি দেখে মনে হয় তিনি সম্ভ্রান্ত-কুলোদ্ভবা। সুসঙ্গতে, মহারাজ এখন কোথায় বল দিকি?

সুসং।—দেখ ঠাকুর, মহারাজ এই মাত্র দেবীর মহল থেকে বেরিয়ে স্ফটিক-শিলা-মণ্ডপে গেলেন। আচ্ছা ঠাকুর, তুমি এখন যাও। আমিও দেবীর সেবায় চল্লেম। (প্রস্থান)

ইতি প্রবেশক।

দৃশ্য।—স্ফটিক-শিলা-মণ্ডপে রাজা আসীন।

রাজা।—(চিন্তা করিয়া)

কত রূপ ছল করি'
তাঁর কাছে শপথ করিনু শত শত,
যোগাইয়া মন তাঁর
প্রিয়-বাক্য বলি' তাঁরে তুষিলাম কত,
অপ্রতিভ কত যেন
তাঁহার চরণ-তলে হইনু পতন,

সখীরা বলিল কত
তবু তাঁর প্রসন্নতা পেনু না তথন।
রোদন করিয়া এবে
অশ্রুজলে কোপ দেবী করিলা ক্ষালন॥

(সোৎকণ্ঠে নিঃশ্বাস ফেলিয়া) দেবী তো এখন প্রসন্ন হয়েছেন, এখন কেবল সাগরিকার চিন্তাতেই আমার মন ব্যাকুল।

পঙ্কজ-কোমল-তনু সেই মোর প্রিয়া,
আলিঙ্গিনু তারে নব অনুরাগ ভরে,
দ্রব হয়ে মদনের শর-ছিদ্র দিয়া
পশিল সে তনু যেন প্রাণের ভিতরে॥

(চিন্তা করিয়া) হায়! আমার বিশ্রাম-স্থান যে বসন্তক, তাকেও দেবী আট্‌কে রাখ্‌লেন—এখন তবে কার কাছে অশ্রু মোচন করি?

বসন্তকের প্রবেশ।

বস।—(পরিক্রমণ করত অবলোকন করিয়া সবিস্ময়ে) এই যে আমার প্রিয়সখা—উৎকণ্ঠায় ক্ষীণ হয়ে, মুখশ্রীর লাবণ্য যেন দ্বিতীয়ার চন্দ্রের মত আরও বৃদ্ধি হয়েছে—এইবার তবে নিকটে যাই।

(নিকটে গিয়া) কল্যাণ হোক্! দেবীর হাতে পড়েও আপনাকে যে আবার চক্ষে দেখ্‌তে পেলেম এই আমার পরম ভাগ্যি।

রাজা।—(দেখিয়া) এই যে, বসন্তক এসেছ যে; এসো সখা আমাকে আলিঙ্গন কর।

বিদূ।—(আলিঙ্গন করিয়া) দেখুন মহারাজ, দেবী আমার পরে আজ বড় প্রসন্ন।

রাজা।—তোমার বেশভূষাতেই দেবীর প্রসন্নতার পরিচয় পাওয়া যাচ্চে। এখন বল দিকি, সাগরিকার সংবাদ কি।

বিদূ।—(অপ্রতিভ ভাবে অধোমুখে অবস্থান)

রাজা।—সখা, বল্‌চ না যে ?

বিদূ।—অপ্রিয় সংবাদ, তাই বল্‌তে পারচিনে মহারাজ।

রাজা।—(সোদ্বেগে শশব্যস্ত হইয়া) অপ্রিয় কিরূপ সখা ? তবে কি সত্যই প্রিয়তমা প্রাণত্যাগ করেছেন ? হা ! প্রিয়ে সাগরিকে ! (মূর্চ্ছা)

বিদূ।—(ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া) মহারাজ, শান্ত হোন, শান্ত হোন্।

রাজা।—(সংজ্ঞা লাভ করিয়া সাশ্রুলোচনে)

বলি শোন্ প্রাণ ওরে !
যা চলি' ছাড়িয়া মোরে—নরাধম আমি,
গেল যেথা প্রিয়া মোর
দয়া করি' শীঘ্র তাঁর হ' রে অনুগামী।
না যাস্ যদি রে মূঢ়,
পড়ে' থাক্ হেথা হয়ে ব্যর্থ-মনোরথ,
গজেন্দ্র-গামিনী ধনী
এতক্ষণে গেল চলি' বহুদূর পথ ॥

বিদূ।—দেখুন মহারাজ, অন্য কিছু ভাব্‌বেন না, সে হতভাগিনীকে দেবী উজ্জয়িনীতে পাঠিয়ে দিয়েছেন এইরূপ লোকমুখে শোনা যাচ্চে, তাই বল্‌ছিলেম অপ্রিয় সংবাদ।

রাজা।—কি ?—উজ্জয়িনীতে পাঠিয়ে দিয়েছেন ? আশ্চর্য্য ! আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রতি দেবীর ভ্রুক্ষেপ মাত্র নেই। সখা কে তোমাকে এ কথা বল্লে ?

বিদূ।—সুসঙ্গতা। তা ছাড়া, সাগরিকা এই রত্নমালাটি কি উদ্দেশে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন তা জানি নে।

রাজা।—আর কি উদ্দেশ্য—আমার সান্ত্বনার জন্য পাঠিয়েছেন। আচ্ছা সখা দেওদিকি দেখি।

বিদূ।—(রত্নমালা প্রদান)

রাজা।—(গ্রহণ করত রত্নমালাটি নিরীক্ষণ করিয়া হৃদয়ে স্থাপন)

কণ্ঠ-আলিঙ্গন লভি'
পুন সেই কণ্ঠ হতে হয়েছে স্খলিত,
তুল্যাবস্থা কিনা মোর,
তাই সখী-সম মোরে করে আশ্বাসিত ॥

সখা, এইটি তুমি গলায় পর, তা দেখেও আমার কতকটা সান্ত্বনা হবে।

বিদূ।—যে আজ্ঞে মহারাজ। (কণ্ঠে পরিধান)

রাজা।—(সাশ্রুলোচনে নিঃশ্বাস ফেলিয়া) সখা, প্রিয়ার সঙ্গে আমার আর এ জন্মে দেখা হবে না।

বিদূ।—(সভয়ে চারিদিক অবলোকন করিয়া) মহারাজ অত চেঁচিয়ে কথা কবেন না ; কি জানি, দেবীর লোকজন যদি এখানে কেউ থাকে।

বেত্র-হস্তা প্রতীহারী বসুন্ধরার প্রবেশ।

বসু।—(সম্মুখে আসিয়া) মহারাজের জয় হোক্। সেনাপতি

রুমণ্বানের ভাগিনেয় বিজয়বর্ম্মা কি একটা কথা নিবেদন কর্বার জন্য দ্বারে উপস্থিত।

রাজা।—তাঁকে অবিলম্বে নিয়ে এসো।

বসু।—যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান করিয়া বিজয়বর্ম্মার সহিত পুনঃ প্রবেশ) মহারাজ, বিজয়বর্ম্মা এসেছেন (বিজয়বর্ম্মার প্রতি) মহাশয় আপনি মহারাজের সম্মুখে এগিয়ে যান।

বিজয়।—(সম্মুখে আসিয়া) মহারাজের জয় হোক্! সৌভাগ্যক্রমে রুমণ্বান্ বিজয়ী হয়েছেন।

রাজা।—(পরিতুষ্ট হইয়া) বিজয়বর্ম্মন্! কোশল-রাজ্য কি জয় হয়েছে?

বিজয়।—আজ্ঞা হাঁ, মহারাজের প্রবলপ্রতাপে জয় হয়েছে।

রাজা।—সাধু রুমণ্বান্ সাধু! অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তুমি একটি বৃহৎ কার্য্য সমাধা করেছ। বিজয়বর্ম্মন্ এখন বল, আমি আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শুন্‌তে চাই।

বিজয়।—মহারাজ শ্রবণ করুন। আমরা প্রথমে তো মহারাজের আদেশ-অনুসারে এখান হতে নির্গত হই। তার পর, কিছু দিনের মধ্যেই বহুসংখ্যক গজ-অশ্ব-পদাতি প্রভৃতি দুর্জয় বৃহৎ সৈন্য সঙ্গে নিয়ে, যেখানে কোশল-রাজ অবস্থিতি করছিলেন সেই বিন্ধ্যগিরি-দুর্গের দ্বার অবরোধ করে' সেইখানেই সৈন্য-সন্নিবেশ করা গেল।

রাজা।—তার পর?—তার পর?

বিজয়।—তার পর, রুমণ্বানের এই আক্রমণ-স্পর্দ্ধা নিতান্ত অসহ্য হওয়ায়, কোশল-রাজ মহা দর্পে হস্তি-ভূয়িষ্ঠ নিজ অসংখ্য সৈন্য সজ্জিত করলেন।

বিদূ।—ওগো চটপট্ করে' বলে' ফ্যালো না, আমার বুকটা যে ধড়াস্ ধড়াস্ করচে।

রাজা।—তার পর, তার পর?

বিজয়।—তার পর কোশল-রাজ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়ে

বিন্ধ্য হতে বাহিরিয়া
করিতে সম্মুখ যুদ্ধ হৈলা উপস্থিত,
অসংখ্য পদাতি-গজে
দ্বিতীয় বিন্ধ্যের সম করিলা বেষ্টিত।
হেনকালে রুমণ্বান্
গজ পৃষ্ঠে শত্রু-মাঝে পড়িলা ঝাঁপিয়া,
মদমত্ত গজরাজ
চলিল অরাতি-দলে চরণে দলিয়া।
হানিতে হানিতে বাণ
জয়াশায় রুমণ্বান চলিলেন রুথে,
মুহূর্ত্তের মাঝে তিনি
হইলেন উপস্থিত নৃপতি-সম্মুখে॥

শস্ত্রাঘাতে শিরস্ত্রাণ করি' লণ্ডভণ্ড,
শত্রু-মুণ্ড মুহূর্ত্তে করিলা খণ্ড খণ্ড।
রক্তনদী বহে গেল, অস্ত্র-ঝন্ঝনা,
ছুটিল কবচ হতে আগুনের কণা,
মুখ্য-সৈন্য হলে নষ্ট, আহ্বানিলা নৃপে দর্প-ভরে——

রাজা।—কি বলিলে?—মুখ্য-সৈন্য নষ্ট মোর সম্মুখ-সমরে?

বিজয়।—একা বধিলেন সেই গজারোহী ভূপে শত শরে॥

বিদূ।—জয় মহারাজের জয়! আমাদের জয়—আমাদের জয়!
(নৃত্য)

রাজা।—সাধু কোশল-পতি সাধু! শ্লাঘ্য তোমার মৃত্যু, যখন শত্রু-রাও তোমার এইরূপ পৌরুষের প্রশংসা করচে। তার পর—তার পর?

বিজয়।—মহারাজ! তার পর রুমণ্বান্ আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জয়বর্ম্মাকে কোশল-রাজ্যে স্থাপন করে', শস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হস্তি-ভূয়িষ্ঠ অসংখ্য সৈন্যের সঙ্গে ধীরে ধীরে এইদিকে যাত্রা করলেন। বোধ করি তিনি আগত প্রায়।

রাজা।—বসুন্ধরে, যৌগন্ধরায়ণকে বল, বিজয়বর্ম্মাকে আমার প্রসাদ-স্বরূপ যথোচিত পারিতোষিক যেন তিনি প্রদান করেন।

বসু।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

(বিজয়বর্ম্মার সহিত প্রস্থান)

কাঞ্চনমালার প্রবেশ।

কাঞ্চ।—দেবী আমাকে এই কথা বল্লেন যে, "যাও কাঞ্চনমালা, এই যাদুকরকে মহারাজের কাছে নিয়ে যাও" (পরিক্রমণ ও অবলোকন) এই যে মহারাজ। এখন তবে ঐখানে এগিয়ে যাই।

(সম্মুখে আসিয়া) মহারাজের জয় হোক্! মহারাজ, দেবী আমাকে এই আজ্ঞা করলেন, "উজ্জয়িনী থেকে সম্বর-সিদ্ধি নামে একজন যাদুকর এসেছে, তা কাঞ্চনমালা তুমি তাকে নিয়ে গিয়ে মহারাজের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেও।" তাই মহারাজ আমি এসেচি।

রাজা।—যাদুকরকে শীঘ্র নিয়ে এসো, আমার তাকে দেখ্‌তে ভারি কৌতূহল হচ্ছে।

কাঞ্চ।—যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান করিয়া চামর-ধারী যাদু-করকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ।)

কাঞ্চ।—এই দিকে মহাশয় এই দিকে।

যাদুকর।—(পরিক্রমণ)

কাঞ্চ।—ইনিই মহারাজ সেই যাদুকর। (যাদুকরের প্রতি) আপনি মহারাজের সাম্‌নে এগিয়ে যান্।

যাদুকর।—(সম্মুখে আসিয়া) মহারাজের জয় হোক্! (ময়ূর পুচ্ছের চামর ঘুরাইতে ঘুরাইতে বিবিধ প্রকারে হাস্য করিয়া)

যাঁহার প্রসাদে লাভ করিয়াছি ঐন্দ্রজাল নাম,
যাঁহার প্রসাদে এবে সুপ্রতিষ্ঠ মোর যশো মান,
সেই ইন্দ্রে "সম্বর" অম্বুবে দোঁহে করি গো প্রণাম॥

মহারাজ আজ্ঞা করুন কি করতে হবে—

ধরায় শশাঙ্ক কিম্বা ব্যোমে গিরিরাজ,
সলিলে অনল কিম্বা মধ্যাহ্নেতে সাঝ,
বলুন কি ঘটাব বলুন মহারাজ,
এখনি হইবে সিদ্ধ নিমেষের মাঝ॥

অথবাঃ—

বহু বাক্য-আড়ম্বরে কিবা বল কাজ?
যা কিছু হৃদয়ে বাঞ্ছা দেখিবারে আজ
এখনি সে বস্তু হেথা দেখিবারে পাবে,
—এখনি আনিয়া দিব মন্ত্রের প্রভাবে॥

বিদু। মহারাজ, মনোযোগ দিয়ে দেখুন। যেরূপ বাকাড়ম্বর দেখ্‌ছি, ও তো সবই করতে পারে।

রাজা।—দেখ বাপু তুমি একটু অপেক্ষা কর। কাঞ্চনমালা তুমি দেবীকে গিয়ে বল, "তোমার সেই যাদুকরটি এসেছে—আর এখানকার সমস্ত লোক জনকেও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে—তুমি এখানে এসো, দুজনে আমরা একত্র বোসে এই ভোজবাজি দেখ্‌ব"।

কাঞ্চ —যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান করিয়া বাসবদত্তার সহিত প্রবেশ।)

বাস।—দেখ্‌ কাঞ্চনমালা, যাদুকরটি উজ্জয়িনী থেকে এসেছে বোলেই ওর উপর আমার এত টান্‌।

কাঞ্চ!—বাপের বাড়ির লোকদের উপর ঠাকরুণের খুব আদর যত্ন আছে কি না, তাই। এই দিক্‌ দিয়ে ঠাকরুণ এই দিক্‌ দিয়ে।

কাঞ্চ।—মহারাজ, দেবী এসেছেন। (বাসবদত্তার প্রতি) আসুন দেবি।

বাস।—(সম্মুখে আসিয়া) জয়হোক্‌!

রাজা।—দেবি! এ লোকটাতো নানাপ্রকার আস্ফালন করচে—এসো এখন এইখানে বোসে ওর কাণ্ড-কারখানা সব দেখা যাক্‌।

বাস।—(উপবেশন)

রাজা।—বাপু, এইবার তবে ভোজ-বাজি আরম্ভ করে দেও।

যাদুকর।—যে আজ্ঞা মহারাজ। (নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী করত চামর ঘুরাইতে ঘুরাইতে)

হরিহর ব্রহ্মা আদি যত দেবগণ,
আর ওই দেবরাজে করি যে দর্শন।

সিদ্ধ বিদ্যাধর আদি, সুর-বধূ-সাথে
ওই দেখ শূন্যে সব নৃত্যামোদে মাতে ॥

(সকলের সবিস্ময়ে দর্শন)

রাজা।—(ঊর্দ্ধে দেখিয়া আসন হইতে অবতরণ) আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য।

বিদূ।—বাহবা! বাহবা!

রাজা।—দেবি,

ওই দেখ ব্রহ্মা বসি' সরোজ-আসনে,
শশাঙ্ক-শেখর ওই শঙ্কর গগনে।
ধনু অসি গদা চক্র চিহ্ন যার চারি
সেই বিষ্ণু চতুর্ভুজে ওই যে নেহারি।
ওই ইন্দ্র ঐরাবতে—আর যত সুর
নাচে সুরাঙ্গনা-সাথে—চরণে নূপুর ॥

বাস।—আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

বিদূ।—(মুখ ফিরাইয়া অন্যের অগোচরে) আরে বেটা! দেবতা অপ্সরা এ সব দেখিয়ে কি হবে, যদি মহারাজকে তুষ্ট কর্‌তে চাস্ তবে সাগরিকাকে এনে দেখা।

বসুন্ধরার প্রবেশ।

বসু।—(রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া) মহারাজের জয় হোক্! অমাত্য যৌগন্ধরায়ণের নিবেদন এই, "বিক্রমবাহু তাঁর প্রধান অমাত্য বসুভূতিকে এখানে পাঠিয়েছেন, এখন দিব্য অবসর সময়

এই সময়ে তাঁকে দর্শন দেওয়া মহারাজের কর্ত্তব্য, আমিও কার্য্য শেষ করে' এখনি আসচি"।

বাস।—মহারাজ। এই ভোজবাজিটা এখন থামিয়ে দেও। মাতুল গৃহ হতে অমাত্য-প্রধান বসুভূতী এসেছেন, তাঁকে মহারাজের একবার দর্শন দিতে হবে"।

রাজা।—আচ্ছা, দেবি, তাই হবে। (যাদুকরের প্রতি) বাপু, এখন তুমি একটু বিশ্রাম কর।

যাদুকর।—(পুনর্ব্বার চামর ঘুরাইতে ঘুরাইতে) যে আজ্ঞা দেবি। (প্রস্থান করিতে করিতে) আমার আর একটি খেলা আছে, মহারাজকে তা অব্যিশ্যি করে' দেখ্‌তে হবে।

রাজা।—আচ্ছা, পরে দেখা যাবে।

বাস।—কাঞ্চনমালা, ওকে তোমার সঙ্গে নিযে গিযে সমুচিত পারি-তোষিক দিতে বল।

কাঞ্চ।—যে আজ্ঞা দেবি। (যাদুকরের সহিত প্রস্থান)

রাজা।—বসন্তক তুমি এগিয়ে গিয়ে যথোচিত সমাদরের সহিত বসু-ভূতিকে এখানে নিযে এসো।

বিদূ।—যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান)

রাজা।—এই দিক দিয়ে অমাত্যবর এই দিক্ দিয়ে।

বসু।—(চারি দিকে অবলোকন করিয়া) অহো! বৎসেশ্বরের কি অতুল প্রভাব!

রাজার বিজয়-হস্তী
আর তাঁর প্রিয় অশ্বগণে
হেরিয়া বিস্মিত আমি,
বিমোহিত সঙ্গীত শ্রবণে।

দেখে এনু রাজসভা দাঁড়ায়ে নীরবে।
বিস্ময়ে দেখেছি বটে সিংহল-বিভবে,
তবু এ প্রকোষ্ঠ-দেশে দ্বারস্থ হইয়া
গ্রাম্য-সম কুতূহলী আছি দাঁড়াইয়া॥

বাভ্রব্য।—(স্বগত) অনেক দিনের পর প্রভুকে আজ দেখ্‌ব। আমার এমনি আনন্দ হচ্চে, যে কি বল্‌ব। মনে হচ্চে যেন আমার কি এক প্রকার অবস্থান্তর উপস্থিত।

ভৃত্য ভাবোচিত ভযে
বার্দ্ধক্যের কম্প আরো অধিক প্রকাশ।
একেতো অস্পষ্ট দৃষ্টি
আনন্দাশ্রু-বারি ঝরি' আরো দৃষ্টি-নাশ।
একেতো স্খলিত বাণি
গদগদ ভাবে আরো জড়াইয়া যায়,
জড়তা না করি' দূর
বরং এ আনন্দ হল জরার সহায়॥

বিদূ।—(অগ্রবর্ত্তী হইয়া) এই দিকে অমাত্যবর এই দিকে।

বসু।—(বিদূষকের কণ্ঠে রত্নমালা দেখিয়া তাহাকে চুপি চুপি) দেখ বাভ্রব্য, আমার মনে হয়, এটি সেই রত্নমালা যা মহারাজ রাজকুমারীকে যাবার সময়ে দিয়েছিলেন।

বাভ্র।—আজ্ঞা হাঁ, সেই রকমটি মনে হচ্চে বটে। তবে কি বসন্তককে জিজ্ঞাসা করে দেখ্‌ব কোথা থেকে এটি পেলেন?

বিদূ।—(রাজাকে দেখাইয়া) ইনিই বৎসরাজ, অমাত্যবর সম্মুখে এগিয়ে যান্‌।

বসু।—(সম্মুখে আসিয়া) জয় মহারাজের জয়!

রাজা।—(গাত্রোত্থান করিয়া) প্রণাম অমাত্যবর।

বসু।—প্রভুত কল্যাণ হোক্!

রাজা।—অমাত্যের জন্য আসন—আসন।

বিদূ।—(আসন আনিয়া) এই যে আসন। বস্‌তে আজ্ঞা হোক্ অমাত্যবর।

বসু।—(উপবেশন)

কঞ্চু।—মহারাজ, বাভ্রব্যের প্রণাম গ্রহণ করুন।

রাজা।—(পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া) বাভ্রব্য এইখানে বোসো।

কঞ্চু।—(বসিয়া) দেবি! বাভ্রব্যের প্রণাম গ্রহণ করুন।

বিদূ।—অমাত্যবর! দেবী বাসবদত্তা আপনাকে প্রণাম করচেন।

বাস।—প্রণাম, আর্য্য!

বসু।—আয়ুষ্মতি! বৎস-রাজ-সদৃশ পুত্রলাভ কর।

রাজা।—আর্য্য বসুভূতি! মহারাজ সিংহলেশ্বরের সমস্ত কুশল তো?

বসু।—(ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া ও নিঃশ্বাস ফেলিয়া) মহারাজ হতভাগ্য আমি কি বল্‌ব জানি না। (অধোমুখে অবস্থান)

বাস।—(সবিষাদে স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! না জানি এখন বসুভূতী কি বল্‌বেন।

রাজা।—বসুভূতি! বল কি হয়েছে—আমাকে আর উৎকণ্ঠিত কোরো না।

বাভ্র।—(চুপি চুপি) কিছুকাল পরে যা বল্‌তেই হবে তা এখনই কেন বলুন না।

বসু।—(সাশ্রু লোচনে) মহারাজ কিছুতেই সে কথা বল্‌তে পারচিনে—তবু, না বলেই বা করি কি। শুনুন তবে। একজন

সিদ্ধপুরুষ গুণে বলেছেন, রত্নাবলী নামে সিংহলেশ্বরের দুহি-
তার যিনি পাণিগ্রহণ করবেন তিনি সার্ব্বভৌম রাজা হবেন

রাজা।—তার পর ?—তার পর ?

বসু।—সেই বিশ্বাসে যৌগন্ধরায়ণ মহারাজের জন্য সিংহল-রাজের
নিকট বারম্বার প্রার্থনা করেন কিন্তু পাছে বাসবদত্তার মনে কষ্ট
হয়, তাই বৎস-রাজকে কন্যাদান করতে তিনি সম্মত হলেন না।

রাজা।—(চুপি চুপি) দেবি, তোমার মাতুলের অমাত্য এসব কি
অলীক কথা বল্‌চেন ?

বাস।—(মনে মনে বিচার করিয়া) মহারাজ জানি না এস্থলে কার
কথা অলীক।

বিদূ।—তার পর কি হল ?

বসু।—তার পর, দেবী বাসবদত্তা অগ্নিদাহে প্রাণত্যাগ করে-
ছেন এই কথা যৌগন্ধরায়ণ সিংহল-বাসীদের মধ্যে রটিয়ে
দিয়ে পরে বাভ্রব্যকে সিংহলে পাঠিয়ে দেন। বাভ্রব্য গিয়ে
পুনর্ব্বার রাজার নিকট প্রার্থনা করেন। আমাদের সহিত
একেবারে সম্বন্ধ লোপ না হয় এই মনে করে' সিংহলেশ্বর সেই
প্রার্থনা গ্রাহ্য করে' কন্যাদানে প্রতিশ্রুত হন। তার পর
মহারাজকে সম্প্রদান করবার জন্য রত্নাবলীকে এইখানে নিয়ে
আস্‌ছিলেম, এমন সময়ে সমুদ্র-পথে অর্ণব-যান ভগ্ন হওয়ায়
তিনি জলমগ্ন হয়ে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হলেন। (কাঁদিতে
কাঁদিতে অধোমুখে অবস্থান)

বাস।—(সাশ্রু-লোচনে) হায় হায়! কি সর্ব্বনাশ। রত্নাবলী
হতভাগিনী ভগিনী আমার, তুমি এখন কোথায় ?—আমার
কথার উত্তর দেও।

রাজা।—দেবি ধৈর্য্য ধর—ধৈর্য্য ধর। দৈবের গতি বোঝা ভার। তার সাক্ষী দেখনা কেন, পোতভগ্ন হয়েও এঁরা অক্ষত শরীরে আবার ফিরে এসেছেন। (বসুভূতী ও বাভ্রব্যকে অঙ্গুলীর দ্বারা দেখাইয়া)

বাস।—সে কথা ঠিক্—কিন্তু আমার কি তেমন কপাল?

রাজা।—(চুপি চুপি) বাভ্রব্য, এ কি ব্যাপার? আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চি নে।

বাভ্র।—মহারাজ ঐ শ্রবণ করুন ঃ—

(নেপথ্যে ভীষণ কোলাহল)

("আগুন লেগেছে"—"আগুন লেগেছে'' ইত্যাদি।)

হর্ম্ম্যোপরি জ্বলে শিখা
　　কনক-শিখর শোভা ধরি',
জ্বলিয়া উদ্যান-তরু
　　তীব্র তাপে দিক যায় ভরি'।
কোথাও বা ক্রীড়া-গিরি
　　ধূম-যোগে জলদ-শ্যামল,
দাহ-ভয়াকুলা নারী,
　　অন্তঃপুরে ভীষণ অনল।
"দেবী দগ্ধ অগ্নিদাহে"
　　যে কথা সিংহলে প্রচারিত
সত্য ক'রে' তুলি' তাহা
　　যেন এই অগ্নি সমুত্থিত॥

(সকলে ব্যস্তসমস্ত হইয়া দর্শন)

রাজা।—কি ?—অন্তঃপুরে অগ্নি ? (ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে গাত্রোত্থান করিয়া) কি ?—বাসবদত্তা দগ্ধ হয়েছেন ?

বাস।—মহারাজ! রক্ষা কর, রক্ষা কর।

রাজা।—কি আশ্চর্য্য! পার্শ্বে দেবী বসে আছেন, ভয়-ব্যাকুল হয়ে আমি তা লক্ষ্য করিনি।

(দেবীর হস্তগ্রহণ করিয়া আলিঙ্গন)

দেবি! ভয় নাই ভয় নাই।

বাস।—মহারাজ আমি আমার নিজের জন্য বল্‌চিনে। আমি নির্দ্দয় হয়ে সাগরিকাকে এখানে শৃঙ্খল-বদ্ধ করে' রেখেছি—তারই সর্ব্বনাশ উপস্থিত।

রাজা।—কি! দেবি, সাগরিকার সর্ব্বনাশ উপস্থিত ? এখনি আমি যাচ্চি।

বসু।—মহারাজ, অকারণে কেন আপনি পতঙ্গ-বৃত্তি অবলম্বন কর-চেন ?

বাভ্রব্য।—মহারাজ! বসুভূতি ঠিক্‌ই বলেছেন।

বিদূ।—(রাজার উত্তরীয় ধরিয়া) মহারাজ ওরূপ দুঃসাহসের কাজ করবেন না করবেন না।

রাজা।—(উত্তরীয় ছাড়াইয়া লইয়া) আরে মূর্খ, সাগরিকার সর্ব্ব-নাশ উপস্থিত, তা দেখেও এখন আমি নিজের প্রাণরক্ষার চেষ্টা করব ? (অনলে প্রবেশ ও ধূমে অভিভূত)

ক্ষান্ত হও ক্ষান্ত হও

ধূমোদ্‌গার কোরো না অনল!

বল দেখি কেন তুমি
প্রকটিছ শিখার মণ্ডল ?
প্রলয়-দহন-সম
প্রিয়ার বিরহ-দাহে দগ্ধ যেই জন
বল দেখি হে অনল
কি তার করিতে পার করিয়া দহন ?

বাস।—হা একি হল! আমার কথায় উনি অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ্ দিলেন? আমি আর কেন তবে থাকি, আমিও ওঁর সঙ্গে যাই।

বিদূ—(পরিক্রমণ পূর্ব্বক অগ্রগামী হইয়া) আমিও তবে পথ-প্রদর্শক হয়ে আগে আগে যাই।

বসু।—কি! বৎসরাজ অগ্নি মধ্যে প্রবেশ করিলেন? রাজকুমারীর এই বিপদ দেখে আমিই বা কি করে' নিশ্চেষ্ট থাকি—ঐ প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে আমিও তবে আপনাকে আহুতি দি।

কঞ্চু।—(সাশ্রুলোচনে) হা মহারাজ! কেন অকারণে ভরত-কুলকে সংশয়েব তুলাদণ্ডে নিঃক্ষেপ করচেন? অথবা বৃথা বচনায় কাজ কি, আমিও প্রভুভক্তির অনুরূপ কাজ করি।

(সকলের অগ্নি-প্রবেশ।)

রাজা।—(দক্ষিণ বাহুর স্পন্দন উপলব্ধি করিয়া) এরূপ অবস্থায় আমার শুভফল কিরূপে ঘট্‌বে? (সম্মুখে অবলোকন এবং হর্ষ ও উদ্বেগ-সহকারে) এই যে! সাগরিকা অগ্নির নিকটবর্ত্তী, আমি এখনি গিয়ে ওঁকে উদ্ধার করি।

শৃঙ্খল-বদ্ধা সাগরিকার প্রবেশ।

সাগ।—(চারিদিকে অবলোকন করিয়া) আ বেশ হয়েছে! চারি-দিকে আগুন জ্বলে উঠেছে—আজ আমার কষ্টের অবসান হবে।

রাজা।—(সত্বর নিকটে আসিয়া) দেখ প্রিয়ে! আমার প্রতি তুমি কি এখনও উদাসীন?

সাগ।—(রাজাকে দেখিয়া স্বগত) এ কি, আমার প্রাণেশ্বর যে—এঁকে দেখে আবার যে আমার বাঁচবার ইচ্ছে হচ্চে। (প্রকাশ্যে) মহারাজ, রক্ষা কর—রক্ষা কর!

রাজা।—ক্ষণকাল সহ্য কর,

হতেছে বহুল ধূমোদ্গম।

(সম্মুখে অবলোকন করিয়া)

হায় হায়! জ্বলিতেছে

স্তন হতে স্খলিত বসন।

(দেখিয়া)

বারম্বার কেন তুই হোস্ রে স্খলিত?

(সূক্ষ্মরূপে নিরীক্ষণ করিয়া)

একি প্রিয়ে! এখনো যে তুমি শৃঙ্খলিত।

চল চল নিয়ে যাই তোমারে সত্বর,

আমা-পরে কর ন্যস্ত শরীরের ভর॥

(কণ্ঠে লইয়া নিমীলিত নয়নে স্পর্শ-সুখের অভিনয়)

অহো! মুহূর্তের মধ্যে আমার সমস্ত সন্তাপ দূর হল! প্রিয়ে! আর কোন ভয় নাই।

দেখ প্রিয়ে!

অগ্নি লাগিলেও গাত্রে দহনে অক্ষম,
তব স্পর্শে সর্ব্ব তাপ হয় উপশম॥

(নেত্র উন্মীলিত করিয়া নিরীক্ষণ পূর্ব্বক)

কি আশ্চর্য্য!

কোথায় সে অগ্নিকাণ্ড?—না দেখি তো আর,
অন্তঃপুর ধরে যেগো পূর্ব্বেরি আকার॥

(বাসবদত্তাকে দেখিয়া)

কোথায় প্রিয়া?—এ কি! এ যে অবন্তি-রাজ-দুহিতা বাসব-দত্তা!

বাস।—(রাজার শরীর স্পর্শ করিয়া সহর্ষে) আ বাঁচা গেল! মহারাজের শরীর বেশ অক্ষত আছে।

রাজা।—এই যে বাভ্রব্য!

বাভ্রব্য।—মহারাজের জয় হোক্! কি সৌভাগ্য! আমরা সবাই বেঁচে গিছি।

রাজা।—এই যে বসুভূতি!

বসু।—মহারাজের কি সৌভাগ্য!

রাজা।—এই যে সখা!

বিদূ।—মহারাজের জয়-জয়কার হোক্!

রাজা।—(মনে মনে বিচার করিয়া)

এ কি ব্যাপার?—কিছুইতো বুঝ্‌তে পারচিনে—একি স্বপ্ন-বিভ্রম, না ইন্দ্রজাল?

বিদূ।—দেখুন মহারাজ, কিছু মাত্র সন্দেহ নেই, এ নিশ্চয় সেই ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার। মনে নেই মহারাজ?—সে যাদুকর ব্যাটা বলেছিল "আমার আর একটা খেলা আছে, তা মহারাজের অবিশ্যি করে' দেখ্‌তে হবে"।—এই সেই খেলা আর কি।

রাজা।—দেবি! তোমার আদেশ-ক্রমেই সাগরিকাকে এখানে আনা হয়েছে।

বাস।—(হাসিয়া) মহারাজ! সে সব আমি জানি।

বসু।—(সাগরিকাকে দেখিয়া চুপি চুপি) দেখ বাভ্রব্য, আমাদের রাজকুমারীর সহিত এঁর বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে না?

বাভ্র।—হাঁ, আমারও তাই মনে হয়।

বসু।—(প্রকাশ্যে রাজার প্রতি) এই কন্যাটি কোথা হতে পেলেন মহারাজ?

রাজা।—দেবী জানেন।

বসু।—দেবি! এই কন্যাটিকে কোথা হতে পেলেন?

বাস।—দেখ অমাত্য, সাগর হতে পাওয়া গেছে এই কথা বোলে যৌগন্ধরায়ণ এঁকে আমার হাতে সোঁপে দিয়েছিলেন। তাই একে আমরা সাগরিকা বলে ডাকি।

রাজা।—(স্বগত) কি?—যৌগন্ধরায়ণ মহিষীর হাতে সোঁপে দিয়েছিলেন? আমাকে না জানিয়ে তিনি কি কিছু করবেন?

বসু।—(চুপি চুপি) দেখ বাভ্রব্য, বসন্তকের গলায় রত্নমালা ও সাগরিকাকে সাগর হতে পাওয়া—এ দুটোই মিল্‌চে, অতএব ইনিই নিশ্চয় সিংহলেশ্বরের দুহিতা রত্নাবলী। (নিকটে আসিয়া প্রকাশে) বৎসে রাজকুমারি রত্নাবলি! তোমায় এই-রূপ অবস্থা হয়েছে?

সাগ।—(বসুভূতিকে দেখিয়া সাশ্রু লোচনে) এ কি! অমাত্য বসুভূতি যে!

বসু।—হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ!—আমি কি হতভাগ্য!

(ভূতলে পতন)

সাগ।—হা! পিতা তুমি কোথায়?—মা তুমি কোথায়?—এই হতভাগিনীর কথার উত্তর দেও। (ভূতলে পড়িয়া মূর্চ্ছিতা)

বাস।—(শশব্যস্ত ভাবে) কঞ্চুকি! ইনিই কি আমার ভগিনী রত্নাবলী?

কঞ্চুকী।—হাঁ দেবি!

বাস।—(রত্নাবলীকে আলিঙ্গন করিয়া) শান্ত হও বোন্ শান্ত হও।

রাজা।—কি? মহাকুল-সম্ভব সিংহলেশ্বর বিক্রম-বাহুর ইনি আত্মজা?

বিদূ।—(রত্নমালা দেখিয়া স্বগত) আমি প্রথমেই বুঝেছিলেম, সামান্য লোকের এরূপ অলঙ্কার কখনই হতে পারে না।

বসু।—(গাত্রোত্থান করিয়া) শান্ত হও রাজকুমারি! শান্ত হও। ঐ দেখ তোমার জন্য তোমার ভগিনী কত কাতর হয়েছেন। ওঁকে তুমি একবার আলিঙ্গন কর।

রত্না।—(সংজ্ঞালাভ করিয়া ও রাজাকে আড়-চক্ষে দেখিয়া স্বগত) আমি কত অপরাধ করেছি—এখন কি করে' দেবীর কাছে মুখ দেখাব?

বাস।—(সাশ্রু-লোচনে বাহু প্রসারণ করিয়া) এসো বোন্ এসো—আমি তোমার প্রতি কত নিষ্ঠুরতা করেছি—সে সব ভুলে গিয়ে এখন আমাকে ভগিনীর স্নেহ-চক্ষে একবারটি দেখ। (কণ্ঠ আলিঙ্গন)

(রত্নাবলীর পদস্খলন)

বাস।—(চুপি চুপি) দেখ মহারাজ, আমার নিষ্ঠুরতার জন্য আমি অত্যন্ত লজ্জিত, এর বন্ধনটা শীঘ্র খুলে দেও।

রাজা।—(সপরিতোষে) এখনি খুলে দিচ্চি।

(সাগরিকার বন্ধন মোচন)

বাস।—যৌগন্ধরায়ণই আমার এই সমস্ত নিষ্ঠুরতার মূল। কারণ, তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত জেনেও আমাকে কিছু বলেন নি।

যৌগন্ধরায়ণের প্রবেশ।

যৌগ।—(স্বগত)

আমার বচন শুনি'
সাগরিকায় মহিষী দিলেন আশ্রয়,
সপত্নীরে জুটাইয়া
দেবীরে বিচ্ছেদ-কষ্ট দিলাম নিশ্চয়।
হলে প্রভু পৃথ্বীপতি
অবশ্য দেবীর হবে আনন্দ তখন,
তবুও লজ্জায় আমি
কিছুতে পারিতেছি না দেখাতে বদন॥

অথবা কি করা যায়, আমি যেরূপ স্বামি-ভক্তি-ব্রত অবলম্বন করেছি, তাতে অত্যন্ত মাননীয় ব্যক্তির অনুরোধেও স্বামীর হিতসাধনে নিরস্ত থাকা যায় না।

(নিরীক্ষণ করিয়া) এই যে মহারাজ, এইবার তবে নিকটে যাই। (সম্মুখে আসিয়া) মহারাজের জয় হোক্! (পদতলে পড়িয়া) আমি একটা কাজ মহারাজকে না জানিয়েই করেছি, আমাকে ক্ষমা করুন।

রাজা।—না জানিয়ে কি কাজ করেছ মন্ত্রি আমাকে বল।

যৌগ।—মহারাজ আসন গ্রহণ করুন, আমি সমস্ত নিবেদন করচি।

(রাজার সহিত সকলের যথাস্থানে উপবেশন)

যৌগ।—মহারাজ শুনুন তবে। একজন সিদ্ধ-পুরুষ এই ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, যিনি সিংহলেশ্বরের এই দুহিতার পাণিগ্রহণ করবেন তিনি সার্ব্বভৌম রাজা হবেন। সেই কথায় বিশ্বাস করে' আমি মহারাজের জন্য সিংহলেশ্বরের নিকট বারম্বার প্রার্থনা করি, কিন্তু দেবী বাসবদত্তার মনোবেদনা হবে বোলে তিনি কিছুতেই তাতে সম্মত হন নি।

রাজা।—তখন তুমি কি করলে?

যৌগ।—(সলজ্জভাবে) তখন, দেবী বাসবদত্তা গৃহ-দাহে দগ্ধ হয়েছেন, সিংহলবাসীদের মধ্যে এইরূপ একটা জনরব রটিয়ে দিয়ে, বাভ্রব্যকে সিংহলেশ্বরের নিকট পাঠিয়ে দিলেম।

রাজা।—দেখ যৌগন্ধরায়ণ, তার পর কি হল আমি শুনেছি। কিন্তু কি মনে করে' সাগরিকাকে দেবীর হস্তে অর্পণ করলে বল দিকি?

বিদূ।—আমাকে না বল্লেও আমি ওঁর অভিপ্রায় বুঝ্‌তে পেরেছি, অন্তঃপুরে থাক্‌লে সহজে মহারাজের চোখে পড়বে কি না, তাই আর কি।

রাজা।—দেখ যৌগন্ধরায়ণ, তোমার অভিপ্রায় বসন্তক ঠিক্‌ই বুঝেছেন।

যৌগ।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

রাজা।—আমার মনে হয়, এই ভোজবাজির ব্যাপারটাও তোমার মন্ত্রণাতেই হয়েছে।

যৌগ।—মহারাজ এইরূপ কৌশল না করলে, অন্তঃপুরে শৃঙ্খলবদ্ধা

সাগরিকাকে মহারাজই বা কি করে' দেখ্‌বেন, আর বসুভূতি পূর্ব্বে যাকে কখনও দেখেন নি, তিনিই বা কি করে তাঁকে চিন্‌তে পারবেন? (হাসিয়া) এখন দেবীতো ওঁকে ভগিনী বোলে জান্‌তে পেরেছেন, এখন ভগিনীর প্রতি দেবীর যা কর্ত্তব্য দেবী তা করুন।

বাস।—(সস্মিত) অমাত্য-মহাশয়, স্পষ্ট করেই বলুন না কেন "রত্নাবলীকে তুমি এইবার মহারাজের হাতে সমর্পণ কর"।

বিদূ।—দেবি, আপনি অমাত্যের মনের ভাব ঠিক্‌ই বুঝেচেন।

বাস।—(হস্তদ্বয় প্রসারণ করিয়া) এসো রত্নাবলী এসো। তুমি আর আমার সপত্নী নও—তুমি এখন আমার ভগিনী, এসো।

(স্বকীয় আভরণে সাগরিকাকে ভূষিত করিয়া এবং তাহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক, রাজার সমীপে আগমন)

মহারাজ, এই নেও, রত্নাবলীকে তোমার হাতে সমর্পণ করলেম।

রাজা।—(সহর্ষে হস্ত প্রসারণ করিয়া) দেবীর প্রসাদ কেনা সাদরে গ্রহণ করে? (সাগরিকাকে গ্রহণ)

বাস।—দেখ মহারাজ, এঁর জ্ঞাতি-কুটুম্ব দূরদেশে আছেন, এঁর প্রতি এরূপ ব্যবহার করবে যাতে উনি তাঁদের স্মরণ করবার অবসর পর্য্যন্ত না পান।

রাজা।—দেবীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য!

বিদূ।—(সহর্ষে নৃত্য) হি হি হি হি! মহারাজের জয় হোক্! এতক্ষণে সমস্ত পৃথিবীটা সখার হস্তগত হল।

বসু।—রাজকুমারি, দেবী বাসবদত্তাকে প্রণাম কর।

রত্নাবলী।—(তথা করণ)

বাভ্র।—দেবি! যথার্থই আপনি দেবী শব্দের বাচ্য।

বাস।—(রত্নাবলীকে আলিঙ্গন করিয়া) রত্নাবলি! আজ হতে তুমিও দেবী-পদে অভিষিক্ত হলে।

বাভ্র।—এখন আমার সমস্ত পরিশ্রম সফল হল।

যৌগ।—এখন বলুন, মহারাজের আর কি প্রিয় কার্য্য করতে পারি?

রাজা।—এর পর প্রিয় কার্য্য আর কি হতে পারে?

হলেন বিক্রম-বাহু আত্মীয় আমার,
লভিলাম প্রিয়া মোর—অবনীর সার,
—সার্ব্বভৌম প্রভুত্বের যিনি গো নিদান,
দেবীও ভগিনী-লাভে হরষিত-প্রাণ।

হইল কোশল জয়,
থাকিতে গো তোমা-সম অমাত্য-প্রবর
কি আছে অভাব মোর
যার তরে লালায়িত হইবে অন্তর?

যা হোক্, এখন এই মাত্র প্রার্থনা:—

ইন্দ্রদেব যথা-কালে বরষিয়া জল
করুন্ প্রচুর শস্যে পূর্ণ ধরাতল।
ইষ্ট-যাগে সদ্‌বিপ্র তুষুন দেবগণে,
কাটুক সুখেতে কাল সজ্জন-সঙ্গমে।
বজ্রবৎ সুদুর্জ্জয় খল-বাক্য-বাণ
নিঃশেষ হইয়া যেন করে অন্তর্ধান॥

ইতি রত্নাবলী সমাপ্ত।

মৃচ্ছকটিক।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-কর্ত্তৃক

অনুবাদিত।

কলিকাতা।

২৬ নং স্কটস্‌ লেন, ভারতমিহির যন্ত্রে

সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা

মুদ্রিত।

মূল্য ১৷৷০ টাকা মাত্র।

ভূমিকা।

মৃচ্ছকটিক, "প্রকরণ"-জাতীয় নাটক। ইহা দশ অঙ্কে বিভক্ত। রাজা শূদ্রক ইহার রচয়িতা। শূদ্রক রাজার রাজত্ব-কাল শকারী বিক্রমাদিত্যেরও পূর্ব্ববর্ত্তী—এইরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত। তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, খৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দিতে তাঁহার রাজত্বকাল নির্দ্ধারিত করিতে হয়। কিন্তু এদিকে আবার, করনেল্ উইলফোর্ড সাহেব সারগর্ভ যুক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, মগধের অন্ধ্ৰ রাজবংশের তিনিই প্রথম রাজা। তিনি আনুমানিক ১৯২ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করেন। সে যাহাই হউক, সমস্ত প্রচলিত সংস্কৃত নাটক-গুলির মধ্যে, "মৃচ্ছকটিক" যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহার প্রাচীনত্বের আর একটি প্রমাণ এই, মৃচ্ছকটিক নাটকে "নাণক" নামক একটি মুদ্রার উল্লেখ আছে। এই "নাণক"-মুদ্রা কাশ্মীরাধিপতি শক-বংশীয় রাজা কনিষ্কের সময়ে প্রচলিত ছিল। কনিষ্ক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বাধীনেই বৌদ্ধদিগের চতুর্থ সভার অধিবেশন হয়। তিনি খৃষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দিতে রাজত্ব করেন এবং তাঁহার একটি পদবী ছিল—"বাসুদেব"। মৃচ্ছকটিকের একটি পাত্র "শকার," আস্ফালন করিয়া মধ্যে মধ্যে বলেন, "আমি কি কম লোক?—আমি দ্বিতীয় বাসুদেব"। আমার মনে হয়, এই স্থলে, কনিষ্ককে মনে করিয়াই এই বাসুদেব-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। কনিষ্ক, খৃষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দিতে কাশ্মীর ও সমস্ত উত্তর-ভারতের রাজা ছিলেন। ইহা হইতেই অনুমান হয়, মৃচ্ছকটিক খৃষ্টের প্রথম দুই এক শতাব্দির মধ্যেই বিরচিত হইয়াছিল।

সেই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের বিলক্ষণ প্রভাব ছিল, অথচ বৌদ্ধ ও হিন্দুদিগের মধ্যে কোন প্রকার বিদ্বেষ-ভাব ছিল না। সাধারণ লোকে

যদিও প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম-অনুসারেই পূজা-অর্চ্চনা ক্রিয়া-কর্ম্ম সমস্তই করিত, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিও তাহাদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল এবং তাহাদের আচরণেও বৌদ্ধ-নীতির প্রভাব বিলক্ষণ সংক্রামিত হইয়াছিল। "যে যেমন কর্ম্ম করে, পরলোকে সেইরূপ তার গতি হয়"—"সৎকুলে জন্মগ্রহণ করিলেই সৎ হয় না, অসৎকুলে জন্ম গ্রহণ করিলেই অসৎ হয় না"—"ধর্ম্মার্জ্জন উচ্চ নীচ সকল জাতীয় লোকেরই সাধ্যায়ত্ত ও সাধনা-সাপেক্ষ" "আত্ম-সংযমী হইবে"—"প্রাণ দিয়াও পরের উপকার করিবে, শরণাগত জনকে আশ্রয় দান করিবে"—"সত্য পালন করিবে" —"অপকারীকে উপকারের দ্বারা জয় করিবে" ইত্যাদি বৌদ্ধধর্ম্মের নীতি-তত্ত্বগুলি এই নাটকে অতি জীবন্তভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

তাই, বেশ্যাকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও বসন্তসেনা সদ্‌গুণে বিভূষিত, রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও "শকার" যারপর নাই নীচ-ভাবাপন্ন, "স্থাবরক" দাস হইয়াও ধর্ম্মপরায়ণ এবং "শর্ব্বিলক" ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও, চৌর্য্য-বৃত্তি-রত।

এই নাটকে পরস্পর-বিসদৃশ দুই শ্রেণীর চরিত্রের চিত্র পাশাপাশি চিত্রিত হইয়াছে। যেমন এক দিকে, চারুদত্ত সাধুজনের আদর্শ-চিত্র, তেমনি অন্য দিকে, শকার অসাধুজনের আদর্শ-চিত্র। সাধুজনের সমস্ত লক্ষণ চারুদত্তের চরিত্রে এবং অসাধুজনের সমস্ত লক্ষণ শকারের চরিত্রে পূর্ণরূপে বিদ্যমান।

এই নাটক পাঠে জানা যায়, সে সময় দাসত্ব-প্রথা প্রচলিত ছিল এবং গ্রীকদিগের "হিটিরির" ন্যায় একদল উচ্চ শ্রেণীর বেশ্যাও ছিল। তৎকালে নাগরিক * সমৃদ্ধি ও বিলাসিতা যে চূড়ান্ত সীমায় উঠিয়াছিল

---

* ইংরাজি civilization শব্দের মূল ধরিয়া অনুবাদ করিতে হইলে, উহাকে "নাগরিকতা" অথবা "নাগরিক সভ্যতা" বলা যাইতে পারে।

তাহা বসন্তসেনার ভবন-বিভবের বর্ণনা পাঠ করিলেই বিলক্ষণ উপলব্ধি হয়।

সে সময়কার সরল বিচার-পদ্ধতিতে যদিও এখনকার ন্যায় ততটা বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মতা ছিল না, তবু দেখা যায়, সুবিচারের দিকে বিবারপতির বিশেষ দৃষ্টি ছিল এবং বিশুদ্ধ রীতি-অনুসারেও বিচার-কার্য্য সম্পাদিত হইত। তবে, দণ্ড বিধানের ক্ষমতা রাজার হস্তে থাকায়, বাস্তবিক সুবিচার হওয়া না হওয়া অনেকটা রাজার উপর নির্ভর করিত।

এই নাটকটি আলঙ্কারিক কৃত্রিমতা হইতে অনেক পরিমাণে মুক্ত। যেযে স্থলে হাস্য-রসের প্রসঙ্গ আছে তাহা "বিদূষক"-শ্রেণীয় হাস্যরস অপেক্ষা উচ্চদরের—তাহাতে বেশ একটু নূতনত্ব আছে। এবং ইহার করুণা রসের উক্তিগুলিও স্থান-বিশেষে মর্ম্মস্পর্শী—অতীব স্বাভাবিক।

আমাদের নিকট এই নাটকটির আর একটি বিশেষ মূল্য এই—সেই সময়কার আইন-আদালৎ পুলিস-চৌকিদার রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার—এক কথায় সমস্ত নাগরিক জীবনের চিত্র ইহাতে জীবন্তরূপে চিত্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। ফল কথা, এই শ্রেণীর নাটক সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে আর দ্বিতীয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

পাত্রগণ।

পুরুষ-বর্গ।

চারুদত্ত।—ব্রাহ্মণ বণিক।

রোহসেন।—চারুদত্তের বালক-পুত্র

মৈত্রেয়।—চারুদত্তের সখা (বিদূষক)

বর্দ্ধমানক।—চারুদত্তের দাস।

সংস্থানক।—রাজার শ্যালক (শকার)

বিট।—শকারের পণ্ডিত-পারিষদ্।

স্থাবরক।—শকারের দাস।

আর্য্যক।—একজন গোয়ালা—রাজ-বিদ্রোহী—পরে সিংহাসনাধিকারী।

শর্ব্বিলক।—ব্রাহ্মণ-চোর—মদনিকার প্রণয়ী।

সম্বাহক।—গাত্র মর্দ্দন-ব্যবসায়ী—পরে বৌদ্ধ-ভিক্ষু।

মাথুর।—জুয়ার আড্ডার আড্ডাধারী।

দর্দ্দুরক।—একজন জুয়ারি।

আর একজন জুয়ারি।

কর্ণপূরক।—বসন্তসেনার হস্তিপালক (মাহুৎ)

বিচার-পতি।

শ্রেষ্ঠী
কায়স্থ } —বিচারপতির সহকারী কর্ম্মচারীদ্বয়;

চন্দনক
বীরক } —নগর-রক্ষক দিগের সর্দ্দার।

কুম্ভীলক।—বসন্তসেনার দাস।

চণ্ডালদ্বয় ।—জল্লাদ ।

শোধনক ।—বিচারালয়ের ভৃত্য ।

স্ত্রী-বর্গ ।

ধূতা ।—চারুদত্তের স্ত্রী ।

বসন্তসেনা ।—বেশ্যা—চারুদত্তের প্রণয়িনী ।

বসন্তসেনার মাতা ।

মদনিকা ।—বসন্তসেনার দাসী—শর্ব্বিলকের প্রণয়িনী ।

আর একজন দাসী ।

রদনিকা ।—চারুদত্তের দাসী ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

পালক ।—উজ্জয়িনীর রাজা ।

রেভিল ।—গায়ক ।

বসন্তসেনার ভ্রাতা । ইত্যাদি ।

মৃচ্ছকটিক।

অনুবাদকের নিবেদন।

অসুস্থতা প্রযুক্ত "প্রুফ" সংশোধনের সময় মূলের সহিত ভাল করিয়া মিলাইয়া দেখিতে পারি নাই। সেই হেতু, কতকগুলি ভ্রম-প্রমাদ ঘটিয়াছে এবং পাত্র-বিশেষের দুই একটি উক্তিও কোন কোন স্থানে পরিত্যক্ত হইয়াছে। ভরসা করি, সহৃদয় পাঠক এই ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। এক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ গুরুতর ভুলগুলি সংশোধন করিয়া একটি শুদ্ধিপত্র প্রকাশ করিলাম। পাঠক সংশোধিত বাক্যগুলি নিজহস্তে যথাস্থানে লিখিয়া রাখিলে পাঠ-কালে সুবিধা হইতে পারে।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা—১৪। পংক্তি—১৬। ১৭ (পরিত্যক্ত অংশ)—বিট।—ভয় নাই, ভয় নাই। বস।—মাধবিকে! মাধবিকে! (অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অংশ) শকার।—(সভয়ে) ও পণ্ডিত! এখানে লোকজন আছে দেখ্‌ছি॥ পৃ—২০। পং—১২। (পরিত্যক্ত) তুমি খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাও। (পূর্ব্ববর্ত্তী) প্রদীপটা নিবে গেল॥ পৃ—২০। পং—২০। (অশুদ্ধ) রদনিকাকে। (শুদ্ধ) দাসকে॥ পৃ—২০। পং—১৮। ১৯। ২০। (অশুদ্ধ) দাসী (শুদ্ধ) দাস॥ পৃ—২২। পং—৬। (পরিত্যক্ত) শকার।—ও পণ্ডিত! মানুষ, মানুষ। (পূর্ব্ববর্ত্তী) ও গো রদনিকে॥ পৃ—২২। পং—৭। (অশুদ্ধ) শকার।—এটা ঠিক নয় ইত্যাদি (শুদ্ধ) বিদূ।—ওটা ঠিক্ নয় ইত্যাদি॥ পৃ—২২। পং—৭ (অশুদ্ধ) বিদূষককে দেখিয়া (শুদ্ধ) শকারকে দেখিয়া॥ পৃ—৩১। পং—২১। (অশুদ্ধ) চোরেও তো নিয়ে যেতে পারে। (শুদ্ধ) তা যদি হয়, তবে চোরে নিয়ে যাক্ না॥ পৃ—৫৭। পং—৮। (অশুদ্ধ) দিনের বেলায় আপনার—আর রাত্রে আমার। (শুদ্ধ) দিনের বেলায় আমার, আর রাত্রে আপনার॥ পৃ—৬১। পং—১২। ১৩ (অশুদ্ধ) আগে ভেবে দেখি। (শুদ্ধ) একটা মানুষের প্রতিমূর্ত্তি রেখে দি॥ পৃ—৬৩। পং—৩। (অশুদ্ধ) "তবে এই বার প্রবেশ করি—এই ঠিক্ অবসর"। এই অংশ উঠিয়া যাইবে॥ পৃ—৬৪। পং—শেষ। (অশুদ্ধ) প্রস্থান (শুদ্ধ) পরিক্রমণ॥ পৃ—৬৫। গোড়ায়। (পরিত্যক্ত) শর্ব্বি।—(রদনিকাকে মারিতে ইচ্ছুক হইয়া ও নিরীক্ষণ করিয়া) একি! একজন স্ত্রীলোক যে! তবে যাই (প্রস্থান)। (পূর্ব্ববর্ত্তী) মৈত্র মহাশয়কে ডাক্ দি (প্রস্থান)॥ পৃ—৬৫। পং—৫। (অশুদ্ধ) রদ।—(উঠিয়া)

ইত্যাদি। (শুদ্ধ) বিদূ।—(উঠিয়া) ইত্যাদি॥ পৃ—৬৫। পং—৭। (পরিত্যক্ত) রদ।—হতভাগা! এখন আর ঠাট্টায় কাজ নেই—দেখ্‌চ না কি হয়েচে। (পূর্ব্ববর্ত্তী) সিঁধ কেটে চোর পালিয়ে গেল॥ পৃ—১০০। পং—১৭। (পরিত্যক্ত) আরাম-প্রাসাদের বেদিকার উপর ব'সে পায়রারা খেলা কব্‌চে—ওরাই বোধ হয় ফেলে থাক্‌বে। (পূর্ব্ব-বর্ত্তী) কে রে আমাকে ঢিল ছুঁড়ে মার্‌চে॥ পৃ—১০২। পং—১। (অশুদ্ধ) বিদূ। (শুদ্ধ) দাস॥ পৃ—১০২। পং—২১। (অশুদ্ধ) না না উল্টো করে' বলুন। (শুদ্ধ) একটু ঘুরিয়ে বলুন দিকি॥ পৃ—১০২। পং—২২। (অশুদ্ধ) (অক্ষর বদ্‌লাইয়া)। (শুদ্ধ) (নিজ দেহকে ঘুরাইয়া)॥ পৃ—১০২। পং—২৩। (অশুদ্ধ) দাস।—আরে মূর্খ বটু, পদটা উল্‌টিয়ে বল। (শুদ্ধ) দাস।—পদটা উল্‌টিয়ে বলুন। বিদূ।—(নিজের পা উল্টাইয়া)—সেনাবসন্তে। দাস।—আরে মূর্খ বটু, অক্ষ-রের পদটা উল্‌টিয়ে বল॥ পৃ—১০৭। পং—১৫। (পরিত্যক্ত) তীব্ররূপে। (পূর্ব্ববর্ত্তী) ধরা করে ভেদ॥ পৃ—১৫১। পং—১২। "পরের কামিনী আছে" ইত্যাদি—বিটের উক্তি, শকারের উক্তি নহে॥ পৃ—২১৮। পং—৩। (অশুদ্ধ) চারু। (শুদ্ধ) শকার॥ পৃ—২২৩। পং—২০। (পরিত্যক্ত) নেপথ্যে—চারুদত্ত মহাশয়! ওকে ছাড়ুন—ওকে ছাড়ুন, আমরা ওকে বধ করি। শকার।—(চারুদত্তের প্রতি) আপনি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়। আমাকে রক্ষা করুন (পূর্ব্ববর্ত্তী) (পদতলে পতন)॥ পৃ—২২৮। পং—১৪। (পরিত্যক্ত) ধূতা।—পদ্মিনী যে অচেতন, তাই ওর সম্বন্ধে ও কথা খাটে। (পূর্ব্ববর্ত্তী) পদ্মিনী কি মুদে গো নয়ন॥

প্রথম অঙ্ক।

নান্দী।

পর্য্যঙ্ক-আসন যাঁর,
জানু বদ্ধ দুই ফের ভূজগ-বন্ধনে,
বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত
অন্তঃপ্রাণ অবরোধ—ইন্দ্রিয় সংযমে,
তত্ত্ব-দৃষ্টি দিয়া যিনি
দেখেন আত্মার মাঝে নিরিন্দ্রিয় পরম-আত্মার,
শূন্য-দৃষ্টি সেই শম্ভু
ব্রহ্মের ধ্যানেতে মগ্ন —তোমাদের রক্ষুন সবার

অপিচ ঃ—

কণ্ঠের বরণ যাঁর
শ্যাম-জলধরোপম,
গৌরী-ভুজলতা যাহে
রাজে বিদ্যুল্লতা সম,
নীলকণ্ঠ প্রভু সেই
করুন সবে রক্ষণ॥

নান্দীর পর সূত্রধার।

সূত্রধার।—এখন অভিনয় দেখবার জন্য উপস্থিত সভাসদ্গণের অত্যন্ত কৌতূহল হয়েছে—তাই অধিক বাক্যাড়ম্বরে তার ব্যাঘাত কর্‌তে আমি ইচ্ছা করিনে। অতএব উপস্থিত মহামান্য বহুশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত-মণ্ডলীকে প্রণাম করে' এই নিবেদন করচি, আজ এই মৃচ্ছকটিক-প্রকরণ আমরা আপনাদের সমক্ষে অভিনয় করব বলে' স্থির করেছি। যে কবি এই প্রকরণের রচয়িতা ঃ—

গজপতি গতি তাঁর, চকোর-নয়ন,
পূর্ণেন্দু বদন চারু, শরীর শোভন,
ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ তিনি, গম্ভীর-হৃদয়,
খ্যাত কবি শূদ্রক নামেতে পরিচয়॥

অপিচ ঃ—ঋগ্‌বেদ, সামবেদ,
অঙ্ক শাস্ত্র, হস্তি-বিদ্যা, কলা আদি চৌষট্টি প্রকার
এ সব করিয়া শিক্ষা,
শিবের প্রসাদে লভি' জ্ঞান-নেত্র বিগত-আঁধার,
পুত্রেরে রাজত্ব দিয়া
মহাসমারোহে করি' অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন,
পশিলেন হুতাশনে
শতবর্ষ দশদিন পরমায়ু করিয়া যাপন॥

অপিচ ঃ—
যুদ্ধাসক্ত, অবহিত,
বেদজ্ঞগণের শ্রেষ্ঠ, আর তপোধন,
ছিলেন শূদ্রক নৃপ
গজসনে বাহুযুদ্ধে সতত প্রবণ॥

তাঁরই বিরচিত এই প্রকরণে ঃ—

উজ্জয়িনী পুরী-মাঝে

বাণিজ্যর ব্যবসায়ী চারুদত্ত যুবক নির্ধন

যাঁর গুণে অনুরক্তা

গণিকা বসন্ত-সেনা—বসন্ত-শ্রী যে করে ধারণ॥

উত্তম সুরতোৎসব, নীতির প্রচার,

খলের স্বভাব-চিত্র, দুষ্ট-ব্যবহার,

দুর্ব্বার অপ্রতিহত ভবিতব্য-গতি,

সমস্ত বর্ণিলা ইথে শূদ্রক-নৃপতি॥

(পরিক্রমণপূর্ব্বক অবলোকন করিয়া)

একি! আমাদের এই সঙ্গীতশালা যে শূন্য! আমাদের নটেরা না জানি কোথায় গেছেন—(চিন্তা করিয়া) ওঃ! বুঝেচি।

নাহি যার গৃহে পুত্র শূন্য গৃহ সেই,

চির-শূন্য গৃহ, যার সৎ-মিত্র নেই,

মূর্খের নিকটে শূন্য দিক্ সমুদয়,

দরিদ্র যে, তার কাছে সব্ই শূন্যময়॥

আমার সঙ্গীত তো হয়ে গেছে। অনেক ক্ষণ সঙ্গীত সেবা করে' গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড সূর্য্য-কিরণে পদ্মবীজ যেমন শুকিয়ে যায়, ক্ষুধার জ্বালায় আমার চোখের তারা তেমনি শুকিয়ে খট্ খট্ করচে। এখন তবে গৃহিণীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে' দেখা যাক্ ঘরে প্রাতরাশ কিছু আছে কি না। প্রয়োজনের অনুরোধে, আর অভিনয়ের অনুরোধে এখন তবে প্রাকৃত ভাষায় বাক্যালাপ করা যাক্। ওঃ কি কষ্ট! অনেক ক্ষণ সঙ্গীত চর্চ্চা করে শুক্নো পদ্মের ডাঁটার মত আমার সমস্ত অঙ্গ যেন শুকিয়ে গেছে। এখন তবে গৃহে গিয়ে জানি, গৃহিণী আগে থাক্তে কিছু যোগাড়

করে' রেখেছেন কিনা। এই তো আমাদের গৃহ। এখন ভিতরে যাওয়া যাক্। (প্রবেশ) এখন দেখচি এখানে অন্য প্রকারের আয়োজন হচ্চে। পথে চাল-ধোয়া জলের দীর্ঘ স্রোত বয়ে যাচ্চে—যুবতীরা কপালে তিলক কাটলে যেমন তাদের শোভা বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ লোহার কড়ার ঘসা-ঘসিতে মাটিতে কাল দাগ পড়ে' তেমনি শোভা হয়েছে। পাকের স্নিগ্ধ গন্ধে ক্ষুধার আরো উদ্রেক হয়ে ক্ষুধার জ্বালা দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। তবে কি পূর্ব্ব-পুরুষদের সঞ্চিত কোন গুপ্ত ধন পেয়ে এই উৎসব-আনন্দের আয়োজন হচ্চে? অথবা আমি ক্ষুধিত বলেই সমস্ত সংসারই আজ অন্নময় দেখচি। কৈ, ঘরে তো প্রাতরাশ কিছুই দেখছিনে। ক্ষুধার জ্বালায় আমার প্রাণ যে বেরিয়ে গেল। এখানে তো সকলই অন্য রকমের উদ্যোগ দেখচি। কেউ বা রং পিসচে, কেউ বা মালা গাঁথচে। ব্যাপারটা কি? আচ্ছা, গৃহি-ণীকে ডেকে আসল কথাটাই জানা যাক্। গিন্নি! একবার এই দিকে এসো তো।

নটীর প্রবেশ।

নটী।—ওগো কি বলচ?—এই আমি এসেছি।

সূত্র।—এসেছ?—বেশ বেশ, এসো এসো।

নটী।—কি করতে হবে বল।

সূত্র। অনেকক্ষণ সঙ্গীতচর্চ্চা করে' আমার শরীর একেবারে শুকিয়ে গেছে, তা ঘরে খাবার দাবার কিছু আছে কি?

নটী।—সবই আছে।

সূত্র।—কি কি আছে?

নটী।—এই গুড়ের পায়েস আছে, দধি আছে, ঘৃত আছে, তণ্ডুল আছে—তোমার খাবার মত সরস উপাদেয় সব জিনিসই আছে। তবে এখন দেবতাদের ইচ্ছে।

সূত্র।—কি ? আমাদের ঘরে যা বলচ সবই আছে ?—না তুমি পরিহাস করচ ?

নটী।—(স্বগত) পরিহাসই বটে। (প্রকাশ্যে) সবই আছে—কিন্তু দোকানে।

সূত্র।—(সক্রোধে) দূর অনার্য্যা ! এইরূপ যেন তোরও আশা ভঙ্গ হয়—অন্নাভাব উপস্থিত হয়।—ইঁট পাটখেলের মত উপরে ছুঁড়ে শেষে আমাকে দশহাত নীচে ফেলে দিলি ?—আঁ্যা ?

নটী।—আমাকে মাপ কর—মাপ কর—আমি পরিহাস করচিলেম।

সূত্র।—এ সব নূতন আয়োজন তবে কিসের ? একজন রং পিষচে, আর একজন ফুলের মালা গাথ্‌চে—এই সব পাঁচ-রঙা ফুলে ঘরের মেজে সাজানো।

নটী।—আজ উপবাস নিয়েচি।

সূত্র।—কিসের উপবাস ?

নটী।—"সুন্দর পতিলাভ"-ব্রতের উপবাস।

সূত্র।—কি রকম পতি গিন্নি ?—ইহলৌকিক না পারলৌকিক ?

নটী।—ওগো, পারলৌকিক।

সূত্র।—(সরোষে) দেখুন মহাশয়রা সব ! ঘরের ভাত বাধ করে পারলৌকিক ভর্ত্তার অন্বেষণ হচ্চে !

সূত্র।—এ উপবাস করতে কে উপদেশ দিলে ?

নটী।—তোমার প্রিয় সখা চূর্ণবৃদ্ধ।

সূত্র।—আরে বেটা চূর্ণবৃদ্ধ ! রাজা কুপিত হয়ে নব বধূর সুগন্ধ চুলের মত তোকে কবে কুচি কুচি করে' কেটে ফেলবে তাই আমি একবার দেখতে চাই।

নটী।—ওগো—চোটো না—ঠাণ্ডা হও। তুমিই যাতে জন্মান্তরে আমার স্বামী হও তার জন্যই এই উপবাস করচি।

সূত্র।—ও তাই? ওঠো ঠাকরণ ওঠো; এই ব্রত-উপবাসে কি করতে হবে বল দিকি?

নটী।—আমরা যে অবস্থার লোক তারই উপযুক্ত ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করতে হবে।

সূত্র।—আচ্ছা গিন্নি তুমি তবে যাও—আমাদের অবস্থার উপযুক্ত ব্রাহ্মণাদি আমি নিমন্ত্রণ করচি।

নটী।—আচ্ছা আমি তবে চল্লেম (প্রস্থান)।

সূত্র।—(পরিক্রমণ করিয়া) আশ্চর্য্য! এই সুসমৃদ্ধ উজ্জয়িনী নগরে আমাদের অবস্থার মত ব্রাহ্মণ এখন কোথায় খুঁজে পাই? এই যে চারুদত্তের বন্ধু মৈত্রেয় এই দিকে আস্‌চেন। আচ্ছা ভাল, ওঁকেই জিজ্ঞাসা করি। মৈত্রেয় মহাশয়, সর্ব্বপ্রথমে আপনি আমাদের গৃহে এসে আজ আহার করুন।

নেপথ্যে।—ওহে, অন্য ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ কর, আমি কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত।

সূত্র।—মহাশয়! ভোজন প্রস্তুত—আর স্থানটিও নিঃশত্রু—আহারের কোন ব্যাঘাত হবে না। তা ছাড়া কি দক্ষিণা চান্ বলুন।

নেপথ্যে।—ওহে! প্রথমেই তো আমি তোমার নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করেছি—তবু বার বার আমাকে জিজ্ঞাসা করচ কেন?

সূত্র।—ইনি তো আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন না—আচ্ছা ভাল, অন্য কোন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করা যাক। (প্রস্থান)

ইতি প্রস্তাবনা।

দৃশ্য।—চারুদত্তের গৃহ।

উত্তরীয় হস্তে মৈত্রেয়ের প্রবেশ।

মৈত্রেয়। "অন্য কোন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করা যাক।" আমি মৈত্রেয় আমাকে কি না এখন পরের ঘরে নিমন্ত্রণ খেয়ে খেয়ে বেড়াতে হচ্চে। হা! আমার কি শোচনীয় অবস্থা! কিছু দিন পূর্ব্বে চারুদত্তের দৌলতে, অহোরাত্র সুগন্ধ মোদক আহার করে' উদ্গার করতেম; চতুঃশালা-ঘরের মধ্যে বোসে, নানাবিধ ব্যঞ্জনপাত্রে পরিবৃত হয়ে, চিত্রকরের মত আঙ্গুল দিয়ে চেঁচে-পুঁচে সমস্ত শেষ করতেম; নগর-চত্বরের বৃষভের মত বসে বসে রোমন্থন করতেম; সেই আমি এখন কিনা দরিদ্রতার দরুণ, যেখানে সেখানে চরে' বেড়িয়ে ঘোরো পায়রার মত এখন গৃহে ফিরে আস্‌চি। ভাল কথা, চারুদত্তের প্রিয়সখা চূর্ণবৃদ্ধ জাতী-কুসুমবাসিত এই উত্তরীয়টি পাঠিয়েছেন—চারুদত্তের দেবকার্য্য শেষ হলে এইটি তাঁকে দিতে বলে' দিয়েছেন। আচ্ছা তবে চারুদত্তকে জিজ্ঞাসা করি—এই যে, চারুদত্ত দেবকার্য্য সম্পন্ন করে' গৃহদেবতাদের পূজা দিয়ে এই দিকেই আস্‌চেন।

চারুদত্ত ও রদনিকার প্রবেশ।

চারু। (ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া উদাসভাবে নিঃশ্বাস ফেলিয়া)

যে গৃহ-অঙ্গনে মোর
হংস ও সারসকুল বলিদ্রব্য করিত ভক্ষণ
তৃণাচ্ছন্ন সেই স্থানে
কীট-মুখ-দংষ্ট বীজ এবে দেখ হয়েছে পতন॥

(ধীরে ধীরে পরিক্রমণ করিয়া উপবেশন)

বিদূ।—এই যে চারুদত্ত। ওঁর নিকটে তবে যাওয়া যাক। (নিকটে গিয়া) কল্যাণ হোক, শ্রীবৃদ্ধি হোক!

চারু।—এই যে আমার সর্ব্বকালের মিত্র। এসো সখা এসো—এই-খানে বোসো।

বিদূ।—এই বসৃচি! দেখ সখা, তোমার প্রিয়বয়স্য চূর্ণবৃদ্ধ জাতী ফুলের গন্ধে ভরপুর এই চাদরটি পাঠিয়েছেন, আর বলে দিয়েছেন, "দেবকার্য্য শেষ হয়ে গেলে চারুদত্তকে এইটি দেবে"। (সমর্পণ)

চারু। (গ্রহণ করিয়া সচিন্তভাবে অবস্থান)।

বিদূ। ওহে! ভাবচ কি?

চারু। সখা!

ঘন অন্ধকারে যথা দীপের দর্শন
দুঃখ-ভোগ-পরে সুখ তেমনি শোভন।
যে জন সুখের পর ধন-বিরহিত
শরীর ধারণ করি' বাঁচিয়া সে মৃত॥

বিদূ।—আচ্ছা সখা, মরণ ও দারিদ্র্য এ দুয়ের মধ্যে তোমার কিসে অভিরুচি?

চারু। সখা! দারিদ্র্য মৃত্যুর মধ্যে

মৃত্যুতেই রুচি মোর জেনো তুমি বেশ।
অল্পই মরণে কষ্ট,
দারিদ্র্যের অবস্থায় যাতনা অশেষ॥

বিদূ।—সখা, দুঃখ করে' আর কি হবে? যে ধন-ঐশ্বর্য্য সহৃজ্জনের মধ্যে সংক্রামিত হয়, তা সুরলোকের পীতশেষ প্রতিপদ-চন্দ্রের মত অধিকতর রমণীয়।

চারু।—সখা, অর্থ-দৈন্যে আমার কষ্ট হয় না—কিন্তু :—

এই শুধু দুঃখ মোর
—অর্থহীন বোলে গৃহে না আসে অতিথী,

মদ-কাল হলে গত
করী-গণ্ডে মদ যবে শুষ্ক হয় অতি,
ভ্রমন্ত ভ্রমরগণ
আর নাহি ইচ্ছা-সুখে কভু যায় তথি॥

বিদূ।—দেখ সখা, এই অর্থলোলুপ অতিথি ব্যাটারা গোপাল-বালকের মত যে মাঠে যতক্ষণ সুবিধা পায় সেই মাঠেই ততক্ষণ গরু চরিয়ে বেড়ায়।

চারু। দেখ সখা!
ধননাশ হেতু নহি আকুল চিন্তায়,
ভাগ্যবশে ধন আসে, ভাগ্যে ধন যায়।
শুধু দুঃখ এই মোর—নষ্ট হলে ধন
লোকের শিথিল হয় সৌহার্দ্দ বন্ধন॥

অপিচ :—
দারিদ্র্য হইতে লাজ,
লজ্জিত জনের দেখ তেজ হয় ক্ষয়,
নিস্তেজের অপমান,
অপমানে চিত্ত-মাঝে বৈরাগ্য উদয়।
বৈরাগ্যেতে শোকোৎপত্তি
শোক আক্রমণে বুদ্ধি করয়ে প্রস্থান,
নির্বুদ্ধি বিনাশ পায়,
সর্ব্ব আপদের তাই দারিদ্র্য নিদান॥

বিদূ।—দেখ সখা, যাদের কেবল অর্থের সঙ্গে সম্পর্ক, সেই দু দিনের বন্ধুদের কথা ভেবে কেন বৃথা কষ্ট পাচ্চ?

চারু। সখা, দারিদ্র্যই পুরুষের ঃ—

চিন্তার আশ্রয়-স্থান
পর-তিরস্কার-ভূমি, শত্রুতা-কারণ,
মিত্রের ঘৃণার পাত্র
স্বজন আত্মীয়দের বিদ্বেষ-ভাজন।
বনে যেতে মন যায় দরিদ্র জনের
লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহে নিজ কলত্রের।
না দহে গো একেবারে হৃদি-শোকানল
মর্ম্মে মর্ম্মে দেয় তীব্র সন্তাপ কেবল॥

গৃহে-দেবতাদের পূজা আমার শেষ হয়েছে—এখন তুমি রাজপথের চৌমাথায় গিয়ে মাতৃগণের পূজা দিয়ে এসো।

বিদু।—না আমি যাব না।

চারু।—কেন বল দিকি?

বিদু।—এত পূজা-আর্চ্চা করেও যখন দেবতারা তোমার প্রতি প্রসন্ন হলেন না—তখন দেবতাদের পূজা দিয়ে কি ফল?

চারু। সখা! নানা তা নয়। এটি গৃহস্থের নিত্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

মনোবাক্য তপস্যায়
বলি-উপহারে পূজা দিলে দেবতারে
পরিতুষ্ট হন তাঁরা,
শান্ত-চিত্তজনদের কি ফল বিচারে?

অতএব যাও, মাতৃদের পূজা দিয়ে এসো।

বিদু।—না হে না, আমি যাচ্চিনে। আর কেউ গিয়ে পূজা দিয়ে আসুক। আমার মত ব্রাহ্মণের সকলি বিপরীত ফল ফলে।—আর্শির ভিতরকার ছায়ার মত বাম দিক দক্ষিণ হয়ে যায়, দক্ষিণ দিক বাম হয়ে

যায়। তা ছাড়া, এই সন্ধ্যার সময় রাজপথে, বেশ্যা, ধূর্ত্ত লম্পট, নীচ জাতীয় দাস, রাজার প্রিয়-পাত্র এরা সব বেড়িয়ে বেড়ায়। তাই বলছি মণ্ডূক-লুব্ধ কালসর্পের মুখে মুষিক পড়লে যেরূপ হয়, এদের হাতে পড়ে', আমার সেইরূপ প্রাণটা যাবে। আচ্ছা তুমি এখানে বসে' কি করবে বল দিকি?—তুমিই যাও না।

চারু।—আচ্ছা, একটু দাঁড়াও, আমার জপটা শেষ করি।

নেপথ্যে।—দাঁড়াও গো বসন্তসেনা দাঁড়াও।

দৃশ্য—রাজপথ।

অগ্রে বসন্তসেনা, তৎপশ্চাৎ পণ্ডিত-পারিষদ্ "বিট," রাজশ্যালক "শকার," ও নীচ জাতীয় দাসগণের প্রবেশ।

বিট।—বসন্ত সেনা, একটু দাঁড়াও গো দাঁড়াও।

বল দেখি কেন ভয়ে, ত্যজিয়া মৃদুল গতি
নৃত্যের বিধানে যেন দ্রুতভাবে ফেলিছ চরণ,
উদ্বিগ্ন-চঞ্চল-দৃষ্টে করিয়া কটাক্ষপাত
ব্যাধ-ধৃতা সচকিতা মৃগী-সম করিছ গমন॥

শকার।—দাঁড়াও গো বসন্ত সেনা, একটু দাঁড়াও।

কোথা যাও কোথা ধাও
পালাও কোথায় বালা স্খলিত চরণে?
ভয় নাই ভয় নাই
মাথা খাও, মাথা খাও, দাঁড়াও ললনে!

কামের দহনে দহে হৃদি অসহায়
অঙ্গার রাশির মাঝে মাংস-খণ্ড-প্রায়॥

একজন দাস।—ঠাকরণ একটু দাঁড়াও গো দাঁড়াও।

ওগো দিদি ভয়ে কোথা করিছ গমন
গ্রীষ্ম-ময়ূরীয় মত ধরিয়া প্যাখোম?
যাচ্চেন মোদের প্রভু দেখ তোমা কাছে
কুক্কুট-শাবক যেন অরণ্যের মাঝে॥

বিট।—ওগো বসন্ত সেনা, বলি একটু দাঁড়াও।

কোথা যাও সুন্দরি লো!
বাল-কদলীর সম বিকম্পিত কায়,
রক্তাম্বর পরিধান,
বিলোল অঞ্চল কিবা পবনে দুলায়।
যাইতেছ কমল-মুকুল যেন করি' বিকীরণ
অস্ত্র দিয়া মনঃশিলা-গুহা যেন করি' বিদীরণ॥

শকার।— দাঁড়াও বসন্ত সেনা একটু দাঁড়াও।

মদন-আগুন কেন জ্বালাও দ্বিগুণ?
নিশি-শয্যা কেন কর কণ্টক-দারুণ?
ভয়-ভীতা হয়ে কোথা
যাইতেছ পলাইয়া স্খলিত চরণে,
কুন্তী যথা রাবণের
—আমার হইবে বশ তুমি গো ললনে॥

বিট।— আমা চেয়ে দ্রুত পদে চলেছ কোথায়?
খগেন্দ্রের ভয়ে ভীতা ভুজঙ্গিনী-প্রায়?

বায়ুরে করিতে পারি বেগে অতিক্রম
কিন্তু নিগ্রহিতে তোমা নাহি মোর মন ॥

শকার।—ও পণ্ডিত! ও পণ্ডিত!

তস্কর-প্রেয়সী, নৃত্য-বিলাসিনী, মৎস্যের লোলুপ,
সর্ব্বনাশী, কুলনাশী, অবশিকা কামের সিন্দুক,
বেশ-বধূ, বেশাঙ্গনা, বেশবতী, দশ নামে ডাকি,
তবু তো চাহে না মোরে বেশ্যা-বেটি কেন বল দেখি?

বিট।—

চলেছ কোথায় ওগো ভয়েতে বিহ্বল,
গণ্ড-পার্শ্ব ঘরষিয়া দুলিছে কুণ্ডল!
নখাহত বীনা সম বিকম্পিত-কায়,
জলদ-গর্জ্জন-ভীতা সারসীর প্রায় ॥

শকার।—

বিবিধ ভূষণ অঙ্গে
বাজিতেছে ঝন্ ঝন্ ঝন্
রাম ভয়ে কৃষ্ণা যেন
করিতেছ কেন পলায়ন?
এখনি হরিব তোমা
হরিলা গো সবলে যেমনি
হনুমান সুভদ্রায়
—সেই বিশ্বাবসুর ভগিনী ॥

দাস।— রাজার বল্লভে ভজো.
মৎস্য মাংস খাইবে প্রচুর,

তাজা মৎস্য মাংস পেলে
মৃত দেহ না খায় কুক্কুর॥

বিট।—ওগো বসন্ত সেনা!

কটি-তটে নিবেশিয়া
তারা-সম সমুজ্জ্বল চারু চন্দ্র-হার
মনঃশিলা-চূর্ণ-লেপ
মাখিয়া মুখের পরে করিয়া বাহার,
সভয়ে বিস্ময়-ভরে অতি দ্রুত পায়
নগর-দেবতা সম চলেছ কোথায়?

শকার।—

বনে যথা কুক্কুরেরা
মহাবেগে তাড়া করে শৃগাল-পশ্চাতে
মোদের আক্রমণে তুমি
পলাইছ, মন প্রাণ কাড়ি লয়ে সাথে।

বস।—ও পল্লবক পল্লবক!—ওলো পরভৃতিকে পরভৃতিকে!

শকার।—(সভয়ে) ও পণ্ডিত! এখানে লোকজন আছে দেখচি।

বিট।—(হাসিয়া) দূর মূর্খ!—ও যে পরিচারিকাদের ডাক্‌চে।

শকার।—কি বল্‌চ পণ্ডিত?—স্ত্রীলোকদের ডাক্‌চে?

ইহার।—হাঁ।

শকার।—স্ত্রীলোক একশজন আসুক্ না—এখনি আমি তাদের মেরে তাড়িয়ে দেব।—তারা জানে না আমি কত বড় বীর।

বস।—(শূন্যপানে তাকাইয়া) কি সর্ব্বনাশ—আমার লোকজনেরাও যে পিছিয়ে পড়েছে—আচ্ছা আমি তবে আপনাকেই আপনি রক্ষা করব।

বিট।—ডাকো ডাকো, তোমার লোকজনদের ডাকো।

শকার।—বসন্তসেনা, ডাকো ডাকো—তোমার পল্লবকে ডাকো. তোমার পরভৃতিকাকে ডাকো—সমস্ত বসন্ত ঋতুকে ডাকো না কেন—আমি তোমাকে তাড়া করে ধর্‌বই ধর্‌ব, দেখি কে তোমাকে রক্ষা করে।

কোথায় সে ভীমসেন—জমদগ্নি-পুত্র ?
কুন্তীর নন্দন কোথা—দশানন কুত্র ?
ডাকো না গো যত আছে তব বীর-কুল,
দুঃশাসন সম দেখ ধরি তব চুল ॥

এই দেখ—

সুতীক্ষ্ণ অসির ঘায়ে দেখিবি এখনি
কাটিব রে মুণ্ড তোর করিয়া দুখানি ॥
কি আর হইবে বল করে' পলায়ন
মুমূর্ষু যে জন তার নিশ্চয় মরণ ॥

বস।—মহাশয়—আমি অবলা রমণী।

বিট।—তাই তোমার রক্ষে।

শকার।—তাই আজ বেঁচে গেলে।

বস।—(স্বগত) এর আশ্বাস-বাক্যেতেও ভয় হয়। যা হবার তা হবে। (প্রকাশ্যে) মহাশয়, আপনি কি আমার অলঙ্কারগুলি চান্ ?

বিট।—ছি ছি—সে কি কথা ? উদ্যান-লতা হতে কি ফুল কেউ ছিঁড়তে পারে ? তা, তোমার ও অলঙ্কারে আমাদের কি প্রয়োজন ?

বস।—তবে এখন কি চান্ ?

শকার।—আমি দেবপুরুষ, আমি মনুষ্য বাসুদেব, আমি তোমার ভালবাসা চাই।

বস।—(সক্রোধে) থামুন, আর না।

শকার।—(হাতে তালি দিয়া হাসিয়া) "থামুন, আর না"—হা হা হা

—ও পণ্ডিত ও পণ্ডিত দেখ—আমার উপর মমতা করে' কি বলচে শোনো—বলচে, "থামো, আর না, এখানে এসো, কত শ্রান্ত হয়েছ, কত ক্লান্ত হয়েচ"—বলি ও ঠাকরুণ, তোমার মাথার দিবিব, আমি গ্রামান্তরেও যাই নি, নগরান্তরেও যাইনি, তোমার পিছনে পিছনে ছুটেই আমি শ্রান্ত ক্লান্ত হয়েছি।

বিট।—(স্বগত) আশ্চর্য্য! ও শুধু বলেছে "থামো—আর না"—আর ও থেকে মূর্খ মনে করেছে—ওকে বলেছে "তুমি শ্রান্ত হয়েছ—ক্লান্ত হয়েছ"—কত কি। (প্রকাশ্যে) দেখ বসন্তসেনা, তুমি যা বল্লে, ও যে বেশ্যালয়ের বিরুদ্ধ কথা হল।

ভেবে দেখ, যুবার আশ্রয়-স্থান বেশ্যার আলয়।
গণিকা সে মার্গ-জাতা লতা ইহা জানিবে নিশ্চয়।
ধন-ক্রেয়াপণ্যসম দেহ তব করিছ ধারণ,
প্রিয় কি অপ্রিয় দুই সমভাবে করিবে সেবন।

অপিচ :—দীর্ঘিকায় করে স্নান
বিজ্ঞ, দ্বিজ, মূর্খ নরাধম।
বিকসিত লতা পরে
শিখী কাক দুয়েরি আসন॥
ব্রহ্ম, ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র
তরীতে না পার হয় কে বা?
বাপী লতা তরী-সম
বেশ্যা তুমি, সবে কর সেবা॥

বস।—গুণই অনুরাগের কারণ, বলপ্রয়োগে অনুরাগ জন্মে না।

শকার।—ও পণ্ডিত দেখ! এই গর্ভদাসীটা যে অবধি কামদেবের মন্দির-উদ্যানে সেই দরিদ্র চারুদত্তকে দেখেছে সেই অবধি তার প্রতি

অনুরক্ত। চারুদত্তের গৃহও খুব নিকটে। দেখো পণ্ডিত, যেন আমাদের হাত-ছাড়া না হয়।

বিট।—(স্বগত) যে কথা চেপে যাওয়া দরকার সেই কথাই মূর্খ চেঁচিয়ে বল্‌চে।—চারুদত্তের গৃহ নিকটে, বসন্তসেনাকে জানিয়ে দিলে। বসন্তসেনা চারুদত্ত মহাশয়ের প্রতি অনুরক্তা, কথাটা ঠিকই বলেছে—রত্ন রত্নের সঙ্গেই মেশে। তা বসন্ত সেনা এই বেলা যাও—তা হলে মূর্খটার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে। (প্রকাশ্যে)—দেখ শকার, নিকটেই সেই বণিকের গৃহ।

শকার।—হাঁ, নিকটেই তার গৃহ।

বস।—(স্বগত) আশ্চর্য্য! সত্যই তো নিকটে তাঁর গৃহ! এই দুষ্ট লোকটা মন্দ করতে গিয়েও আমার উপকার করলে—আমার প্রিয়জনের সঙ্গে মিলন ঘটিয়ে দিলে।

শকার।—দেখ পণ্ডিত, মাষ কলাইয়ের রাশির মধ্যে যেমন একটা মসীর গুট্‌লি মিশে যায়, সেই রকম এই অন্ধকারের মধ্যে বসন্তসেনা কোথায় মিশিয়ে গেল।

বিট।—কি ঘোর অন্ধকার!

বিশাল নয়ন মোর
সহসা তিমিরে পশি, দৃষ্টি-বিরহিত।
এই অন্ধকার-মাঝে
উন্মীলিত নেত্রদ্বয় যেন নিমীলিত॥

অপিচ—অন্ধকারে অঙ্গ লিপ্ত,
অঞ্জন বরিষে নভস্তল।
অসাধুর সেবা সম
দৃষ্টি মোর এবে গো নিষ্ফল॥

শকার।—দেখ পণ্ডিত, আমি বসন্তসেনাকে একবার খুঁজে দেখি।

বিট।—ওগো শকার!—কোন কিছু চিহ্ন কি লক্ষ্য হচ্চে?

শকার।—কি চিহ্ন পণ্ডিত?

বিট।—এই যেমন ভূষণের শব্দ, অঙ্গের সৌরভ, কি মালার গন্ধ?

শকার।—হাঁ হাঁ—আমি মালার গন্ধ স্পষ্ট শুন্‌তে পাচ্চি—অন্ধকারে আমার নাক একেবারে ভরে গেছে—কিন্তু কৈ ভূষণের শব্দ তো দেখ্‌তে পাচ্চি নে।

বিট।—(জনান্তিকে) দেখ বসন্তসেনা!

প্রদোষ-তিমির-মাঝে তোমারে না দেখা যায়,
জলদ-উদরে লীনা তুমি সৌদামিনী-প্রায়।
তোমারে জানায়ে দেয় মাল্যের সৌরভ তব,
আর তব চরণের মুখর নূপুর-রব॥

শুন্‌লে বসন্তসেনা?

বস।—(স্বগত) শুনেছি—বুঝেওছি। (নূপুর ও মাল্য অপসারিত করিয়া, কিঞ্চিৎ পরিক্রমণ পূর্ব্বক—হস্তের দ্বারা স্পর্শ করিয়া) ও মা! এই যে, দেয়ালে হাত বুলিয়ে জান্‌তে পারচি এইটি খিড়কির দরজা—কিন্তু এ যে বন্ধ।

দৃশ্য।—চারুদত্তের গৃহের অভ্যন্তর।

চারুদত্ত।—সখা, আমার জপ শেষ হয়েছে। এখন তবে যাও, মাতৃগণের বলি উপহার দিয়ে এসো।

বিদূ।—না হে না, আমি যাব না।

চারু।—হায়, কি কষ্ট!

দারিদ্র্যে বান্ধব-জন

দরিদ্রের বাক্য নাহি করে গো গ্রহণ,

সুহৃদ বিমুখ হয়,

বিপদ বিপুল ভাব করয়ে ধারণ,

প্রাণ-বল হয় হ্রাস

চরিত্র-শশাঙ্ক-কান্তি হয় পরিম্লান,

অপরে করে যে পাপ

দরিদ্রের কৃত বলি' হয় অনুমান॥

অপিচ :— সংসর্গ করে না কেহ দরিদ্রের সনে,

নাহি করে সম্ভাষণ সাদর বচনে।

ধনীর উৎসব-গৃহে

লোকে সবে দেখে তারে অবজ্ঞার সাথে,

স্বল্প পরিচ্ছদ বলি'

বড় লোক হতে রহে লজ্জায় তফাতে।

তাই বলি নির্ধনতা অতীব জঘন্য,

মহাপাতকের মধ্যে ষষ্ঠ বলি' গণ্য॥

অপিচ :— হে দারিদ্র্য! তব তরে

সকাতরে শোক আমি করি গো প্রকাশ;

পরম সুহৃদ্ ভাবি'

এতদিন মোর দেহে করিলে নিবাস,

এই হতভাগ্য দেহ যখন করিব বিসর্জ্জন

—এই চিন্তা হয় মোর—তুমি যাবে কোথায় তখন?

বিদূ।—(অপ্রতিভ হইয়া) আচ্ছা সখা, যদি আমার যেতেই হয়, তবে রদনিকাও আমার সহায় হয়ে আমার সঙ্গে চলুক।

চারু।—রদনিকে! তুমি মৈত্রেয়ের সঙ্গে যাও।

দাসী।—যে আজ্ঞা।

বিদূ।—দেখ রদনিকে, এই বলি-দ্রব্য ও প্রদীপ তুমি ধর, আমি খিড়কির দরজাটা খুলি।—(তথা করণ)

গৃহের বাহিরে।

বস।—না জানি কে অনুগ্রহ করে' খিড়কির দরজাটা খুলে দিলে—এইবার তবে প্রবেশ করি। এ কি! একটা প্রদীপ যে (বস্ত্রাঞ্চলে নির্ব্বাণ করিয়া প্রবেশ।)

গৃহের অভ্যন্তরে।

চারু।—মৈত্রেয়! এ কি হল?

বিদূ।—খিড়কির দরজাটা খুলে যাওয়ায় একটা দম্‌কা হাওয়া এসে প্রদীপটা নিবে গেল। আমি ভিতর-বাড়ী থেকে প্রদীপটা জ্বেলে নিয়ে আস্‌চি। (প্রস্থান)

গৃহের বাহিরে।

শকার।—দেখ পণ্ডিত, আমি বসন্তসেনাকে একবার খুঁজে দেখি।

বিট।—খোঁজো—খোঁজো।

শকার।—(তথা করণ) পণ্ডিত! আমি ধরিচি—ধরিচি।

বিট।—আরে মূর্খ—এ যে আমি।

শকার।—পণ্ডিত তুমি তবে একটু এখান থেকে সরে দাঁড়াও। (অন্বেষণ করিতে করিতে রদনিকাকে ধরিয়া) ও পণ্ডিত! ধরেছি, ধরেচি।

দাসী।—মশাই, আমি দাসী।

শকার।—এই দিকে যাও পণ্ডিত—দাসী এই দিকে যাও—ও পণ্ডিত—ও দাসী—ও দাসী—ও পণ্ডিত—তোমরা পাশে সরে' যাও। (পুনর্ব্বার

অন্বেষণ করিতে করিতে রদনিকার কেশ ধরিয়া) দেখ পণ্ডিত, এইবার বসন্তসেনাকে ধরেছি, ধরেছি।

অন্ধকারে পালাচ্ছিলে
মালার গন্ধে জানান্ দিলে
ধরনু কেশ—যাবে কোথা ?
চাণক্য দ্রৌপদী যথা॥

বিট।—যৌবনের দর্পভরে কুলপুত্র-জন-পিছে
সদা তুমি করহ গমন,
সুসেব্য সুচারু কেশ কুসুম-ভূষিত তব
কে দেখগো করে আকর্ষণ॥

শকার।— ধরিয়াছি এই দেখ ও-চুলের-মুঠি
দেখিব কেমনে এবে পালাও গো ছুটি।
গলা ছাড়ি যত পার চ্যাঁচাও চ্যাঁচাও,
বল শিব, শঙ্কর, ঈশ্বর—যা চাও॥

রদ।—(সভয়ে) মশায়রা করেন কি ?

বিট।—ওগো শকার! এ যে আর একজনের কণ্ঠস্বর।

শকার।—দেখ পণ্ডিত, দই-সরের লোভে বেড়াল যেমন গলার স্বর বদলায়, এ বেটিও তেমনি আপনার গলার স্বর বদলেছে।

বিট।—কি! স্বর পরিবর্ত্তন করেছে? কি আশ্চর্য্য! কিম্বা এতে বিচিত্রই বা কি!

পশি' রঙ্গভূমে ওগো
নানাবিধ নাট্য-কলা করেছে অভ্যাস
বঞ্চনা-পণ্ডিত তাই
স্বরের নৈপুণ্য এবে করিছে প্রকাশ॥

বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূ।—হি! হি! হি! ওহে! পশুবধের স্থানে ছাগলকে নিয়ে এলে যেমন তার প্রাণটা ধড়্-ফড়্ করতে থাকে, এই প্রদীপটাও সেই রকম সন্ধ্যার বাতাসে ফুর্-ফুর্ কচ্চে। (অগ্রসর হইয়া রদনিকাকে দেখিয়া) ওগো রদনিকে!

শকার।—(বিদূষককে দেখিয়া) এটা ঠিক নয়—এটা উচিত নয় যে এখন চারুদত্ত গরিব হয়ে গেছে বলে' একজন পরপুরুষ তার গৃহে এসে ঢুকবে।

রদ।—মৈত্রেয়-মশায়! দেখুন, আমাকে এরা কি অপমানটাই কর্‌চে।

বিদূ।—তোমার অপমান—না, আমাদের অপমান?

রদ।—হাঁ, এতে আপনাদেরই অপমান।

বিদূ।—কি?—বলপ্রয়োগ নাকি?

রদ।—হাঁ, মশায়।

বিদূ।—সত্যি?

রদ।—সত্যি বল্‌চি!

বিদূ।—(সক্রোধে লাঠি উঠাইয়া) তা কিছুতেই হবে না। ওহে দেখ, নিজ গৃহে কুকুরটাও রুখে ওঠে, তা আমিতো ব্রাহ্মণ; তা, এই আমার শুক্‌ন বাঁশের বাঁকা লাঠি দিয়ে তোর মাথাটা ভেঙ্গে গুঁড়ো করে' দি আয়।

বিট।—ওগো মহাব্রাহ্মণ, মেরো না, মেরো না, ক্ষান্ত হও।

বিদূ।—(বিটকে দেখিয়া) না, এ কোন অপরাধ করেনি—ঐ লোকটাই অপরাধী। ওরে ব্যাটা রাজার শালা!—সংস্থানক!—দুর্জ্জন!—দুর্ম্মুখ্য! এই কি তোর উচিত কাজ? যদিও চারুদত্ত মহাশয় এখন দরিদ্র হয়েছেন, তবু কি তাঁর গুণে সমস্ত উজ্জয়িনী অলঙ্কৃত নয়? তবে

কি সাহসে তুই তার গৃহে প্রবেশ করে' তাঁর পরিজনের এই রকম অপমান করিস ?

দুরবস্থা হলে' কারো নাহি অপমান,
দৈবও না করে তার দণ্ডের বিধান।
চারিত্র্য-বিহীন হয়ে যদি হয় ধনী,
তাহারি প্রকৃতপক্ষে দুরবস্থা গণি॥

বিট।—(অপ্রতিভ হইয়া) মহাব্রাহ্মণ ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন। আর একজনকে মনে করে' ভুলক্রমে আমরা এই কাজটা করেছি—

খুঁজিতেছিলাম মোরা
কামাতুরা নারী একজনা—

বিদূ।—কি ! এই স্ত্রীলোকটীকে খুঁজছিলে ?

বিট।—না না, ছি ছি—উহারে না
—কোন এক স্বাধীন-যৌবনা।
পলাল কোথায় সে গো
তারি ভ্রমে এই বিড়ম্বনা॥

মশায় আমাদের ক্ষমা করুন—আমাদের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করুন। (খড়্গ ফেলিয়া দিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া পদতলে পতন)

বিদূ।—তুমি দেখচি ভাল লোক—ওঠো ওঠো। তোমাকে না জেনে তিরস্কার করেছিলেম। এখন জান্‌তে পেরেছি, আমাকে ক্ষমা করবে।

বিট।—আমিই আপনার নিকট অপরাধী—আমিই আপনার ক্ষমার যোগ্য। একটা যদি কথা দেন, তা হলে আমি উঠি।

বিদূ। কি কথা, বল।

বিট।—এই বৃত্তান্তটা যদি চারুদত্ত মহাশয়কে না বলেন।

বিদূ।—আচ্ছা, আমি বলব না।

বিট।—

প্রণয়-বচন তব

শির-পরে ওহে বিপ্র করিলাম ধৃত,

সশস্ত্র যদিও মোরা

তব গুণ-অস্ত্রে মোরা হইনু বিজিত॥

শকার।—(অসূয়া-সহকারে) কেন বল দিকি পণ্ডিত, কৃতাঞ্জলি হয়ে এই দুষ্ট বাওনটার পায়ে পড়ে আছ ?

বিট।—আমি বড় ভীত হয়েছি।

শকার।—কার কাছে ভীত ?

বিট।—সেই চারুদত্তের গুণের কাছে।

শকার।—যার ঘরে গিয়ে কেউ এক মুঠো অন্ন পায় না, তার আবার গুণ কিসের ?

বিট।—না না—ও কথা বলো না।

আমাবিধ জনে তার

ধনক্ষয় করিলগো প্রণয়ের দানে ;

ধন যাচি' তার কাছে

কেহ নাহি ফিরিলগো বিষণ্ণ-পরাণে।

নিদাঘ কালেতে ছিল পূর্ণ জলাশয়

—লোকতৃষ্ণা নিবারিয়া এবে শুষ্কপ্রায়॥

শকার।—(অসহিষ্ণু হইয়া) সে ব্যাটার-ছেলে কে হে ?

পাণ্ডব না শ্বেতকেতু কোন্ মহাবীর ?

রাধাপুত্র রাবণ সে—না সে যুধিষ্ঠির ?

কুন্তীর গরভে আর রামের ঔরসে

জনমিল কি সে বীর ?—অশ্বথামা কি সে ?

জটায়ু—না, ইন্দ্র-দত্ত—বল দেখি কেটা ?
কার গুণ গাইতেছ ?—কেহে সেই বেটা ?

বিট।—আরে মূর্খ ! যার কথা বলচি তিনি মহাত্মা চারুদত্ত।

দীনজন-কল্পতরু,
নিজ গুণ-ফল-ভারে অবনত বিনীত-অন্তর ;
সাধুর আত্মীয় তিনি,
শিক্ষিত-জন-আদর্শ, সুচরিত-নিকষ-প্রস্তর ;
শীল-সিন্ধু-বেলা তিনি,
সদাচারী, না করেন কারো অপমান,
পুরুষ গুণের নিধি,
দাক্ষিণ্যেতে বিভূষিত উদার-পরাণ।
গুণাধিক্যে হয়ে শ্লাঘ্য
আছেন এ ধরাধামে তিনি গো জীবিত,
অপরে জীবিত শুধু
নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস মাত্র করি' উচ্ছ্বসিত ॥

এসো এখন, এখান থেকে যাওয়া যাক্।

শকার।—বসন্তসেনাকে না নিয়ে আমি—

বিট।—বসন্তসেনা পালিয়েছে।

শকার।—পালাল কি করে' ?

বিট।—

অন্ধজন দৃষ্টি,
আতুরের পুষ্টি,
মূর্খজন বুদ্ধি,
অলসের সিদ্ধি,

স্বল্প-স্মৃতি ব্যসনীর বিদ্যার অর্জ্জন,
নিজ-শত্রুজন-পরে প্রণয় যেমন,
তোমাতে তাহাতে দেখি তেমতি মিলন ;
তোমা হেরি' তাই সে গো করে পলায়ন ॥

শকার।—বসন্তসেনাকে না নিয়ে আমি যাব না।

বিট।—এ কথাটি কি তুমি কখন শোনোনি ?—

স্তম্ভে বাঁধা যায় হাতি, বল্‌গা-রজ্জু দিয়া হয়
অশ্বের বন্ধন,
হৃদে বাঁধা যায় নারী, তা যদি না পার তবে
করহ গমন ॥

শকার।—যদি যেতে হয় তুমিই যাও—আমি যাচ্চিনে।

বিট।—আচ্ছা আমি তবে চল্লেম। (প্রস্থান)

শকার।—পণ্ডিতটা যে চলে গেল। (বিদূষকের প্রতি) কাক-পদ-টিকি-ওয়ালা ওরে বিট্‌লে বাওন! একটু বোস্—একটু বোস্।

বিদূষক।—আমাদের তো বসিয়েই দিয়েছে—আর বস্‌ব কি।

শকার।—কে বসিয়ে দিলে ?

বিদূষক।—দৈব, আবার কে ?

শকার।—তবে ওঠ্।

বিদূ।—উঠ্‌ব এক সময়ে।

শকার।—কখন ?

বিদূ।—যখন দৈব আবার অনুকূল হবেন।

শকার।—তবে এখন বসে বসে কাঁদ্।

বিদূ।—কাঁদিয়েই তো রেখেছে—আর কাঁদ্‌ব কি।

শকার।—কাঁদালে কে?

বিদূষক।—দারিদ্র্য—আবার কে?

শকার।—তবে হাস্।

বিদূষক।—হাস্‌ব এক সময়ে।

শকার।—কখন?

বিদূ।—আবার যখন চারু দত্ত-মহাশয়ের ধন-ঐশ্বর্য্য হবে।

শকার।—ওরে দুষ্ট বটু, আমার নাম করে,' দরিদ্র চারু দত্তকে তবে এই কথা বলিস্ঃ—"নব নাটকের সূত্রধারের মত, স্বর্ণ-কাঞ্চনে ভূষিতা, বসন্তসেনা নামে একজন বেশ্যা কামদেবের মন্দির-উদ্যানে তোমাকে দেখে অবধি তোমার প্রতি অনুরক্তা—আমরা তার প্রতি বল-প্রয়োগ করায়, তোমার ঘরে সে প্রবেশ করেছে; তা এখন যদি তুমি আপনা হতে—বিচারালয়ের বিনা-নালীসে—তাকে আমার হাতে সমর্পণ কর, তাহলে তোমার সঙ্গে আমার প্রীতি-সদ্ভাব থাক্‌বে—নচেৎ আমরণ তোমার সঙ্গে আমার শত্রুতা হবে। ভেবে দেখঃ—

যে কুষ্মাণ্ডের বৃন্ত গোময়ে লেপিত,
শুষ্ক শাক, ভাজা মাংস ঘৃতাদি-শোধিত,
যে ভাত হয়েছে সিদ্ধ হেমন্তের রাতে,
বেলা গতে তবু নাহি পূতি-গন্ধ তাতে"॥

এই কথাগুলি আমার হয়ে তুই শীঘ্র তাকে বল্‌গে যা।—আমি ততক্ষণ আমাদের নূতন প্রাসাদের ছাদে পায়রার টঙের উপর বসে থাকিগে, সেইখান থেকে তোর কথা আমি শুন্‌তে চাই। আর যদি না বলিস্, তা হলে কপাটের-তলে-ভাঙ্গা কদ্‌বেলের মত মাথাটা তোর মড় মড় করে' ভাঙ্‌ব।

বিদূ।—আচ্ছা বলব।

শকার।—(চুপি চুপি) হ্যাঁরে দাস! পণ্ডিত কি সত্যি চলে গেছে?

দাস।—হাঁ, গেছে।

শকার।—তবে আয় আমরাও যাই।

দাস।—প্রভু, এই অসিটা নিন্।

শকার।—ওটা তোর হাতেই থাক্।

দাস।—প্রভু এই নিন্—আপনার অসি।

শকার।—(উল্টো দিকে ধরিয়া)

নিস্তক্-মূলার-বর্ণ
অসিটিরে কাঁধে রাখি', সাবধানে কোষ মধ্যে পূরি'
চলিয়াছি গৃহ পানে
শৃগালের মত, পিছে গরজিছে কুক্কুর-কুক্কুরী॥

(পরিক্রমণ করিয়া প্রস্থান)

বিদূ।—দেখ রদনিকে! তোমার এই অপমানের কথা চারুদত্তের কাছে বোলো না—অ্যাকে তো তিনি দারিদ্র্য-কষ্ট ভোগ করচেন, এ কথা শুন্‌লে তাঁর দ্বিগুণ কষ্ট হবে।

রদ।—মৈত্রেয়-মশায়, আপনি এ বেশ জান্‌বেন, রদনিকার মুখ আল্‌গা নয়।

বিদূ।—তা জানি।

গৃহের অভ্যন্তর।

চারু।—(বসন্তসেনার প্রতি) রদনিকে! এই সন্ধ্যার বাতাসে রোহসেনের ঠাণ্ডা লাগ্‌বে, ওকে ঘরের ভিতরে নিয়ে এসো—আর এই চাদরটা দিয়ে ঢেকে আনো (চাদর প্রদান)

বস।—(স্বগত) আমাকে ওঁর দাসী বলে' মনে করচেন দেখ্‌চি (চাদর লইয়া অঘ্রাণ ও সস্পৃহভাবে স্বগত) ও মা! চাদরটাতে জাতী-ফুলের

গন্ধ যে! তবে দেখ্‌চি এখনও যৌবনের সুখে ওঁর ঔদাস্য হয় নি। (অন্তরালে গমন)

চারু।—শোনো রদনিকে, রোহসেনকে নিয়ে ভিতরে এসো।

বস।—(স্বগত) উনি জানেন না, এই হতভাগিনীই এখন ভিতরে আছে।

চারু।—কি! রদনিকে!—উত্তর নেই?—ওঃ কি কষ্ট!

দৈব-বশে মানবের
ভাগ্য-ক্ষয় হয় গো যখন,
মিত্র সে অমিত্র হয়,
বিরক্ত সে অনুরক্ত জন॥

বিদূষক ও রদনিকার প্রবেশ।

বিদূ।—ওহে! এই যে রদনিকা।

চারু।—ও যদি গো রদনিকা—ও কে তবে পাশে?
—দূষিতা হয়েছে পর-পুরুষের বাসে?

বস।—(স্বগত) দূষিতা নহে গো, তারে ভূষিতাই জেনো।

চারু।—শারদ-জলদে ঢাকা চন্দ্র-লেখা যেন॥
কিন্তু না, পরস্ত্রী দর্শন করা উচিত নয়।

বিদূ।—ওহে, পরস্ত্রী দর্শনের ভয় নাই। ইনি বসন্তসেনা, কামদেবের মন্দির-উদ্যানে তোমাকে দেখে অবধি ইনি তোমার প্রতি অনুরক্তা।

চারু। তাই তো, এ যে বসন্তসেনা! (স্বগত)

প্রচুর ঐশ্বর্য্য মোর যখন নিঃশেষ
তখনি উদয় হৃদে প্রেমের আবেশ।
কাপুরুষ-ক্রোধ যথা গাত্রে হয় লয়,
তেমতি এ তৃষ্ণা মোর ক্রমে হবে ক্ষয়॥

বিদূ।—দেখ সখা, রাজার শালা তোমাকে এই কথা বল্‌তে বলেছে—

চারু—কি?

বিদূ।—"নব নাটকের সূত্রধারের মত, স্বর্ণ-কাঞ্চনে ভূষিতা, বসন্তসেনা নামে একজন বেশ্যা কামদেবের মন্দির-উদ্যানে তোমাকে দেখে অবধি তোমার প্রতি অনুরক্তা। আমরা তাকে পাবার জন্য বল প্রয়োগ করায় সে তোমার গৃহে প্রবেশ করেছে"।

বস।—(স্বগত) "তাকে পাবার জন্য বল-প্রয়োগ"?—এই কথাগুলিতে আমি আপনাকে সম্মানিত বলে' মনে করচি।

বিদূ।—আরও এই কথা বল্‌তে বলেছে—"এখন যদি বিচারালয়ের বিনা নালিশে, আপনা হতেই আমার হাতে তাকে সমর্পণ কর, তা হলে তোমার সঙ্গে আমার প্রীতি-সদ্ভাব থাক্‌বে—নচেৎ আমরণ তোমার সঙ্গে আমার শত্রুতা হবে।"

চারু।—(অবজ্ঞার সহিত) সে নিতান্ত মূর্খ। (স্বগত) আহা! এই যুবতীটি দেবতার মত উপাস্য। যখন রোহসেনকে গৃহাভ্যন্তরে আন্‌তে বল্লেম, সেই সময়ে—

অনুরুধ্য হইয়াও
গৃহে মোর না করে প্রবেশ,
পাছে এ দুরবস্থায়
পাই আমি আতিথ্যের ক্লেশ।
যদিও এমনি সে গো বলে বহু কথা,
পুরুষ-সমক্ষে নাহি করে প্রগল্‌ভতা॥

(প্রকাশ্যে) দেখ বসন্তসেনা, আমি তোমায় না চিন্‌তে পেরে, আমার দাসী ভেবে তোমার প্রতি যে আচরণ করেছি, তার জন্য আমি অপরাধী এখন নত-মস্তকে তোমায় অনুনয় করচি, আমাকে মার্জ্জনা কর।

বস।—আমার মত অযোগ্য লোক যে আপনার গৃহে প্রবেশ করেছে এতে আমিই অপরাধী। আমিই নতশিরে প্রণাম করে' আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করি।

বিদূ।—ওগো তোমরা দুজনে ক্ষেতের ধানের মত পরস্পরে মাথা নোয়া-নুয়ি কর—আমিও উষ্ট্র-শিশুর হাঁটুর মত নুয়ে তোমাদের দুজনেরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করচি।

চারু।—হয়েছে, আর অনুনয়-বিনয়ে কাজ নেই।

বস।—(স্বগত) এঁর বাক্যালাপ কি পরিপাটী ও মধুর। কিন্তু আজ এখানে এরূপ ভাবে এসে বেশি ক্ষণ থাকা উচিত নয়। আচ্ছা এই রকম তবে বলি। (প্রকাশ্যে) দেখুন মহাশয়, যদি আমার প্রতি এতই অনুগ্রহ হয়ে থাকে, তা হলে আমি এই অলঙ্কারগুলি আপনার গৃহে রেখে যেতে ইচ্ছা করি, এই অলঙ্কারগুলির জন্যই ঐ দুষ্ট লোকগুল আমার পিছনে পিছনে আস্‌চে।

চারু।—এ গৃহ এখন অলঙ্কার রাখবার উপযুক্ত স্থান নয়।

বস।—ও কথা বলবেন না। লোকে যে জিনিস রাখে সে মানুষের কাছেই রাখে—ঘরের কাছে নয়।

চারু।—মৈত্রেয়! এই অলঙ্কারগুলি রাখো।

বস।—অনুগৃহীত হলেম। (অলঙ্কার অর্পণ)

বিদূ।—(গ্রহণ করিয়া) তোমার কল্যাণ হোক।

চারু।—আরে মূর্খ! এ দান নয়—এ গচ্ছিত বস্তু।

বিদূ।—(চুপি চুপি) আচ্ছা তা যেন হ'ল, কিন্তু চোরেও তো নিয়ে যেতে পারে।

চারু।—কিছু দিনের জন্য এখানে থাক্‌বে।

বিদূ।—এখনতো উনি আমাদের হাতেই এগুলি দিলেন।

চারু।—আবার ফিরিয়ে দিতে হবে।

বস।—মশায়! আমার ইচ্ছে, ইনি আমার সঙ্গে গিয়ে আমার বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দেন।

চারু।—মৈত্রেয়! ওঁর সঙ্গে যাও।

বিদূ।—তুমিই এই কল-হংস-গামিনীর সঙ্গে রাজহংসের মত যাও না কেন—এ তোমাকেই শোভা পায়। আমি গরিব ব্রাহ্মণ, রাস্তার চৌমাথায় গেলে লোকগুল কুকুরের মত আমাকে খেতে আসবে—আমি তা হলে মারা যাব।

চারু।—আচ্ছা আমি তবে নিজেই ওঁর সঙ্গে যাচ্চি। দেখ, রাজ-পথে যাবার উপযুক্ত মশালগুল জ্বালাও দিকি।

বিদূ। ও বর্দ্ধমানক! মশালগুল জ্বালাওতো হে।

দাস।—(জনান্তিকে) আরে, বিনা-তেলে কখন মশাল জ্বালানো যায়?

বিদূ।—(জনান্তিকে) ওহে দেখ, আমাদের এই মশালগুল, অপমানিত দরিদ্র নায়কের বেশ্যার মত এখন তৈল-শূন্য ও স্নেহ-শূন্য!

চারু।—মৈত্রেয়!—মশালে আর কাজ নেই।

উদিছে শশাঙ্ক এবে
—রাজমার্গ দীপ—সাথে লয়ে গ্রহগণ,
বিরহে বিধুরা অতি
কামিনীর গণ্ড সম পাণ্ডুর বরণ।
তমো-মাঝে এই রশ্মি কিবা শুভ্র পারা,
শুষ্ক পঙ্কোপরি যেন পড়ে ক্ষীরধারা॥

(অনুরাগ-সহকারে) ওগো বসন্তসেনা—এই তোমার গৃহ—এখন প্রবেশ কর।

(বসন্তসেনা অনুরাগ-দৃষ্টিভরে অবলোকন করিয়া প্রস্থান)

চারু।—সখা! বসন্তসেনা গেলেন—এখন এসো আমরাও গৃহে ফিরে যাই।

রাজপথ শূন্য হেরি'
রক্ষিগণ চারি দিকে ইতস্তত করে বিচরণ,
এড়াইতে হবে এবে
চৌর্য্য প্রতারণা, রাত্রি বহু দোষ করে গো পোষণ॥

(পরিক্রমণ করিয়া) এই স্বর্ণ-অলঙ্কারগুলি আজ রাত্রে তোমার কাছে রেখে দেও, কাল দিনের বেলা বর্দ্ধমানকের হাতে দিও।

বিদূ।—যে আজ্ঞা। (উভয়ের প্রস্থান)

ইতি অলঙ্কার-ন্যাস নামক প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দৃশ্য—বসন্তসেনার গৃহ।

প্রধানা দাসীর প্রবেশ।

প্র-দাসী।—মা একটা কথা বল্‌তে ঠাকরণের কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন। (পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) এই যে ঠাকরণ,—মনে মনে কি ভাবচেন। এইবার তবে এগিয়ে যাই।

মদনিকার সহিত বসন্তসেনা আসীনা।

বস।—ওলো, তার পর, তার পর?

মদ।—ঠাকরুণ, কিছু বলচ কি?—"তার পর তার পর" কেন বল্‌চ?

বস।—কি আমি বলেছি?

মদ।—বলছিলে "তার পর—তার পর"।

বস।—(সভ্রূক্ষেপে) হাঁ, তাই বটে।

(প্রধানা দাসী অগ্রসর হইয়া)

প্র-দাসী।—ঠাকরুণ, মা আজ্ঞা করলেন—স্নান করে' দেবতাদের যেন পূজো করা হয়।

বস।—ওলো! মাকে বল্‌, আমি আজ স্নান করব না। আর, আমার হয়ে বাওন-ঠাকুরই যেন আজ পূজা করেন।

প্র-দাসী।—যে আজ্ঞে।

মদ।—ঠাকরুণ, ভালবাসি বলেই একটা কথা জিজ্ঞাসা করচি—তোমার আজ এরূপ ভাব কেন বল দিকি?

বস।—মদনিকা, আমাকে তুই কি রকম দেখ্‌চিস্‌?

মদ।—ঠাকরুণকে আজ ভারি আন-মনা দেখ্‌চি—যেন ঠাকরুণের প্রাণের ভিতর কেউ আছে—আর, তাকেই পাবার জন্য প্রাণটা অস্থির হয়েছে।

বস।—তুই ঠিক বুঝিচিস্‌। মদনিকা, তুই পরের হৃদয় বুঝতে খুব পণ্ডিত!

মদ।—এতো খুব সুখের কথা। তা, বল দিকি ঠাকরুণ, কোন্‌ যুবাপুরুষকে অনুগ্রহ করে তোমার যৌবন-উৎসবে নিমন্ত্রণ করেছ?—কোন রাজা না রাজবল্লভ, কার সেবা করবে বল দিকি?

বস।—ওলো! আমি ভালবাস্‌তে চাই, সেবা করতে চাই নে।

মদ।—কোনও বিদ্যালঙ্কার ব্রাহ্মণ-যুবাকে কি তোমার মনে ধরেছে?

বস।—ব্রাহ্মণ আমার পূজনীয়।

মদ।—অনেক অনেক নগরে গিয়ে যার ধন-ঐশ্বর্য্য খুব বেড়ে গেছে এমন কোন বণিক-যুবাকে কি মনে ধরেছে?

বস।—ওলো! খুব ভালবাসা হলেও বণিক-যুবা প্রণয়িনীকে পরিত্যাগ করে' দেশান্তরে চলে যায় বলে', সময়ে সময়ে ভয়ানক বিচ্ছেদ-কষ্ট ভোগ করতে হয়।

মদ।—ঠাকরণ! রাজা নয়—রাজবল্লভ নয়—ব্রাহ্মণ নয়—বণিকও নয়—তবে না জানি ঠাকরণের কাকে মনে ধরেছে।

বস।—ওলো! তুই আমার সঙ্গে কামদেবের মন্দির-উদ্যানে গিয়েছিলি কি?

মদ।—ঠাকরণ, গিয়েছিলেম বৈ কি।

বস।—তবে যেন কিছুই জানিসনে এইরূপ ভাবে জিজ্ঞেস করচিস্ কেন বল্ দিকি?

মদ।—ও বুঝেছি। ঠাকরণ যাঁর ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলে তিনি বুঝি?

বস।—তাঁর নাম কি?

মদ।—সেই যিনি বণিক-পটিতে থাকেন।

বস।—ওলো, আমি তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করচি।

মদ।—ঠাকরণ তিনি চারুদত্ত মহাশয়।

বস।—(সহর্ষে) বাঃ! মদনিকা তুইতো ঠিক বুঝিচিস্।

মদ।—কিন্তু ঠাকরণ, শুনতে পাই নাকি তিনি দরিদ্র।

বস।—সেই জন্যই তো আমি তাঁকে চাই। বেশ্যারা দরিদ্র পুরুষে আসক্ত হলে লোকে তাদের ভারি নিন্দা করে, আমি তা জানি।

মদ।—ঠাকরণ, সহকার-বৃক্ষ পুষ্পহীন হলে মধুকরেরা কি আর তার সেবা করে?

বস। সেই জন্য পুরুষদেরই তো মধুকর বলে।

মদ।—ঠাকরুণ, তাঁকেই যদি আপনার মনে ধরে' থাকে, তবে এখনি কেন তাঁর সঙ্গে দেখা করুন না।

বস।—ওলো, সহসা দেখা কর্‌তে গেলে, প্রত্যুপকার করবার ক্ষমতা নেই বলে পাছে তিনি না দেখা দেন, তাই আমি দেখা করিনে।

মদ।—সেই জন্য বুঝি আপনার অলঙ্কারগুলি তাঁর কাছে গচ্ছিৎ রেখেছেন?

বস।—ওলো, তুই তো ঠিক্ বুঝেছিস। (প্রস্থান)

দৃশ্য—রাজপথের ধারে শূন্য মন্দির।

(নেপথ্যে কোলাহল)

নেপথ্যে।—দেখুন কর্ত্তারা, ঐ লোকটা জুয়ো-খেলায় দশ স্বুবর্ণ হেরেচে—এখন কিছু না দিয়েই পালিয়ে যাচ্চে—ওকে ধর্—ধর্—দাঁড়া দাঁড়া—ওরে! দূর থেকে তোকে দেখ্‌তে পাচ্চি।

(ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া সংবাহকের প্রবেশ)

সং।—ওঃ কি যন্ত্রণা! জুয়ারিদের শেষে এই অবস্থাই ঘটে! দড়া-ছেঁড়া গাধার মত আমাকে ধরে প্রহার করচে—আর অঙ্গরাজ কর্ণের বল্লমে যেমন ঘটোৎকচ মারা গিয়েছিল, আমাকেও দেখচি তেমনি খুঁচিয়ে মারবে।

আড্ডাধারী লেখা-কার্য্যে ছিলেন মগন
এমন সময়ে আমি করি পলায়ন।
এখন তো পথ মাঝে পড়েছি আসিয়া,
কোথায় আশ্রয় পাই দেখিগো ভাবিয়া॥

একজন জুয়ারি ও আড্ডাধারী দুজনেই আমাকে খুঁজতে বেরিয়েছে —এই সময়ে আমি পিছু হেঁটে এই শূন্য দেব-মন্দিরের মধ্যে ঢুকে মন্দিরের দেবতা হয়ে বসি। (নানাপ্রকার নাট্যভঙ্গী করিয়া সেইরূপে অবস্থান)

মাথুর নামক জুয়া-আড্ডার আড্ডাধারী ও একজন জুয়ারির প্রবেশ।

মাথুর।—দেখুন মশায়রা, দশ সুবর্ণ হেরে গিয়ে ঐ জুয়ারিটা পালাচ্চে —পালালো—ধর্ ধর্—দাঁড়া দাঁড়া—আমি তোকে এখান থেকে দেখতে পাচ্চি। পালাবি কোথা?

জুয়ারি।— পাতালে যদি বা যাস,
ইন্দ্রের আশ্রয় যদি করিস গ্রহণ,
এড়াইয়া আড্ডাধারী
রুদ্রও নারিবে তোরে করিতে রক্ষণ॥

মাথুর।— সর্ব্ব-অঙ্গ-কম্পমান
হতেছিস পদে পদে স্খলিত-চরণ,
কুলমানে কালি দিয়ে
আড্ডাধারী সুজনেরে করি প্রতারণ
কোথায় বল্‌রে তুই পালাবি এখন?

জুয়ারি।—(পদচিহ্ন দেখিয়া) এই পথ দিয়ে চলে গেছে—এই পর্য্যন্ত পদচিহ্ন আছে, তার পর মিলিয়ে গেছে।

মাথুর।—(দেখিয়া বিচারপূর্ব্বক) এইখান থেকে উল্টো পায়ের চিহ্ন দেখা যাচ্চে—এই দেব-মন্দির প্রতিমা-শূন্য—ধূর্ত্ত জুয়ারিটা উল্টো দিকে মুখ করে' পিছিয়ে পিছিয়ে দেব-মন্দিরে দেখছি প্রবেশ করেছে।

জুয়ারি।—তা, আসুন আমরা ওর সন্ধানে যাই।

মাথু।—হাঁ, চল।

(উভয়ে দেবগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিয়া পরস্পরের প্রতি সঙ্কেত)

জুয়ারি।—এ কি কাঠের প্রতিমা ?

মাথুর।—না হে না, এটা পাথরের প্রতিমা। (বহু প্রকারে নাড়া দিয়া সঙ্কেত করণ)—আচ্ছা ভাল—এসো আমরা এইখানে বোসে জুয়া খেলি। (বহু প্রকারে জুয়া-খেলা আরম্ভ করণ)।

সংবা।—(জুয়া খেলার ইচ্ছা বহুপ্রকারে সম্বরণ করিয়া স্বগত) ওরে !

"কর্‌তা-কর্‌তা"-রব জুয়ার খেলায়
নির্ধনের হৃদি-মন হরি' লয়ে যায়,
রাজ্যভ্রষ্ট-নৃপ যথা শুনি ঢক্কা ধ্বনি
উল্লাসে উৎফুল্ল হয়ে উঠেন অমনি।

জানি আমি, খেলিব না,
জুয়া-খেলা—সুমেরুর চূড়া হতে পতন-সমান,
কোকিল-মধুর তবু
জুয়ার "কর্‌তা"-রব—জুয়ারির হরে মনঃপ্রাণ।

জুয়ারি।—আমার "পাঠে"—আমার "পাঠে"।

মাথু।—না হে না, আমার "পাঠে," আমার "পাঠে।"

সংবা।—(অন্য দিক হইতে সহসা অগ্রসর হইয়া) না না—আমার "পাঠে।"

জুয়ারি।—এই সেই লোকটা হে।—ধর ধর।

মাথুর।—(ধরিয়া) পাজি জুয়া-চোর কোথাকারে, এইবার ধরা পড়েচিস্।—দে এখন সেই দশ সুবর্ণ।

সং।—আজই আমি দেব।

মাথু।—এখনি দে।

সং।—আমি দেবো বলচি—আমাকে অনুগ্রহ করে ছেড়ে দিন।

মাথু।—ওরে, এখনি দিতে হবে।

সংবা।—আমার মাথা ঘুরচে।

(ভূতলে পতন—উভয়ে বহুবিধ তাড়না)

মাথু।—জুয়ারি-দলের কাছে তুই এখন আবদ্ধ রইলি।

সংবা।—(উঠিয়া সবিষাদে) কি ?—এইখানে আমাকে আবদ্ধ থাক্‌তে হবে ? ওঃ কি কষ্ট ! এই জুয়া-খেলার নিয়ম অলঙ্ঘনীয়—এখন কোথা থেকে দি।

মাথু।—ওরে, একটা বন্দোবস্ত কর্‌—একটা বন্দোবস্ত কর্‌।

সংবা।—আচ্ছা তাই কর্‌চি—অৰ্দ্ধেক তোমাদের দিচ্চি—আর অৰ্দ্ধেক আমাকে ছেড়ে দেও।

জুয়ারি।—আচ্ছা, তাই হোক্‌।

সংবা।—(আড্ডাধারীর নিকটে গিয়া) অৰ্দ্ধেক দিচ্চি—আর অৰ্দ্ধেক আমাকে ছেড়ে দেওয়া হোক্‌।

মাথু।—আপত্তি কি—আচ্ছা তাই হোক্‌।

সংবা।—(প্রকাশ্যে) মশায়, অৰ্দ্ধেক কি ছেড়ে দিলেন ?

মাথু।—হাঁ ছেড়ে দিলেম।

সংবা।—(জুয়ারির প্রতি) অৰ্দ্ধেক তুমিও ছেড়ে দিলে ?

জুয়ারি।—হাঁ ছেড়ে দিলেম।

সংবা।—এখন তবে আমি বিদায় হই।

মাথু।—দশ সুবর্ণ দিয়ে যাও—এখনি যাচ্চ কোথায় ?

সংবা।—দেখুন কর্ত্তারা, একি বিপদ ! এই মাত্র অৰ্দ্ধেকের বন্দোবস্ত

করলুম—আর বাকি অর্দ্ধেক ছাড়ান পেলুম—তবু এখনও দেখুন, এই নাচার ব্যক্তির কাছ থেকে আবার দাওয়া কচ্চে।

মাথু।—(ধরিয়া) ধূর্ত্ত কোথাকারে! আমি সব বুঝি—আমার নাম মাথুর—আমার কাছে চালাকি না। জুয়াচোর কোথাকারে—সুবর্ণগুল এখনি দে।

সংবা।—কোথ্ থেকে দেব?

মাথু।—বাপকে বিক্রী করে' দে।

সংবা।—কোথায় আমার বাপ?

মাথু।—মাকে বিক্রী করে' দে।

সংবা।—কোথায় আমার মা?

মাথু।—আপনাকে বিক্রী করে' দে।

সংবা।—অনুগ্রহ করে' তবে আমাকে রাজমার্গে নিয়ে চলুন।

মাথু।—চল্।

সংবা।—আচ্ছা তাই যাচ্চি। (পরিক্রমণ) ও মশায়রা! দশ সুবর্ণ দিয়ে এই আড্ডাধারীর হাত থেকে আমাকে কিনে নিন্। (আকাশে দেখিয়া) কি কাজ করব তাই জিজ্ঞাসা করচ?—তোমার গৃহের কার্য্য-কারক হব। কি? উত্তর না দিয়েই চলে গেল?—আচ্ছা ভাল এই কথা তবে আর কাউকে বলি। কি!—এও আমাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে' চলে গেল?—হায় হায়! চারুদত্ত মহাশয় নির্ধন হওয়াতেই আমার মত হতভাগ্যের এই দশা হয়েছে।

মাথু।—দে বলচি।

সংবা।—কোথ্ থেকে দেবো? (পতন ও মাথুর ধরিয়া টানা-টানি)।

সংবা।—মশায়রা আমাকে রক্ষা করুন—রক্ষা করুন।

দর্দ্দুরকের প্রবেশ।

দর্দ্দু।—দেখ, জুয়া-খেলাতেই পুরুষের বিনা-সিংহাসনে রাজ্যভোগ হয়।

কাহা-হতে পরাভব দ্যূত নাহি করয়ে গণন,
নিত্য অর্থ-রাশি করে নৃপসম দান ও হরণ,
আয়বান নৃপ-সম ধনশালী জন
মন-সাধে জুয়া-খেলা করে গো সেবন॥

অপিচ :— দ্রব্য লব্ধ দ্যূতেতেই,
দারা মিত্র দ্যূতেতেই,
দত্ত, ভুক্ত, দ্যূতেতেই,
সর্ব্ব নষ্ট দ্যূতেতেই॥

অপিচ :—

পড়িলে "তিয়া"র দান সরবস্ব যায়,
"দোয়া" দান পড়িলে গো শরীর শুখায়,
"একায়" খেলার মার্গ করে প্রদর্শন
"চারি" দানে বিনিপাত—করে পলায়ন॥

(সম্মুখে অবলোকন করিয়া) এই যে আমাদের পূর্ব্ব-অড্ডাধারী এই দিকে আস্‌চে। কি করি, এখন তো আর পালাবার যো নাই। তবে এইখানে মুড়ি-সুড়ি দিয়ে থাকি। (বহুবিধ নাট্যভঙ্গী-সহকারে অবস্থান এবং নিজ উত্তরীয় নিরীক্ষণ করিয়া)

এই চাদরের, হয়ে গেছে, সূত্র-গুলা পাতলা,
এই চাদরের স্থানে স্থানে, ছিদ্র আছে ম্যালা,
এই চাদরে গাত্র মোর ঢাকা নাহি যায়,
এই চাদরটা হয়ে গেছে যেন পিণ্ড-প্রায়॥

আমি তো নিরুপায়—এখন করি কি ? শেষে দেখ্‌চি—

এক-পা গগনে তুলে এক-পা ভূতলে
যাবৎ ভাস্কর র'বে, থাক্‌তে হবে ঝুলে॥

মাথুর।—দাও দাও, তোমার সেই টাকাটা দাও।

সংবা।—কোথ্‌ থেকে দেব? (মাথুরের টানাটানি)

দর্দ্দু।—একি! সম্মুখে একি হচ্চে? (আকাশে) কি বল্লেন? আড্ডাধারী এই জুয়ারির প্রতি অত্যাচার কর্‌চে?—কেউ ছাড়িয়ে দিচ্চে না?—আচ্ছা আমি দুর্দ্দুর আমিই ছাড়িয়ে দিচ্চি। (সম্মুখে অগ্রসর হইয়া) —সরে যাও—সরে' যাও,—যাবার পথ দেও। (দেখিয়া) একি! সেই ধূর্ত্ত মাথুর যে! আর এই যে সেই বেচারা সংবাহক।

সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত যে গো, নাহি থাকে নত-শিরে
লম্বিত ভাবে,
লোষ্ট্রের ঘর্ষণে যার পৃষ্ঠদেশ নাহি ছায়
কাল্‌ শিরা-দাগে,
অহরহ জঙ্ঘা যার
জুয়ারি-কুক্কুর সবে না করে চর্ব্বণ,
কোমলাঙ্গ সে জনের
জুয়ার খেলায় বল কিবা প্রয়োজন?

আচ্ছা, মাথুরকে আমি ঠাণ্ডা করচি। (নিকটে আসিয়া) মাথুর নমস্কার!

মাথুর।—নমস্কার!

দর্দ্দু।—ব্যাপারটা কি?

মাথু।—এ লোকটা দশ সুবর্ণ আমার ধারে।

দর্দ্দু।—এ তো সামান্য কথা।

মাথু।—(দর্দ্দুরের বগলে পুঁটুলি-পাকানো চাদর টানিয়া) দেখুন

মশায়রা, ছেঁড়া-কুটিকুটি ছাদর পরে' এ লোকটা বলে কিনা, দশ সুবর্ণ সামান্য কথা!

দর্দ্দু।—ওরে মূর্খ! আমি দশ সুবর্ণ "কট্" খেলে দেব। যার ধন আছে, সে কি ধন কোলে করে' নিয়ে ব'সে লোকদের দেখায়?

অতি হীন জাতি তুই
অধঃপাতে গিযাছিস ওরে!
দশ সুবর্ণের লাগি
বধিস্ রে পঞ্চেন্দ্রিয় নরে?

মাথু।—মহাশয়, আপনার পক্ষে দশ সুবর্ণ সামান্য কথা, কিন্তু ঐ আমার ঐশ্বর্য্য।

দর্দ্দু।—আচ্ছা তবে একটা কথা বলি শোনো, আর দশ সুবর্ণ ওকে দেও; ঐ রেস্ত নিয়ে আর একবার ও খেলুক।

মাথু।—তা হলে কি হবে?

দর্দ্দু।—যদি জেতে তা হলে দেবে।

মাথু।—যদি না জেতে?

দর্দ্দু।—তা হলে দেবে না।

মাথু।—রেখে দে ওসব বাজে কথা ধূর্ত্ত কোথাকারে! তুমি ওকে দেও না। আমি ধূর্ত্ত মাথুব—জুয়াখেলায় অন্যকে ঠকিয়ে বেড়াই—কাউকে আমি ভয় করিনে। আমার কাছে চালাকি?—ধূর্ত্ত পাজি কোথাকারে!

দর্দ্দু।—ওরে, পাজি কে বল্ দিকি?

মাথু।—তুই পাজি।

দর্দ্দু।—তোর বাপ পাজি। (সংবাহককে পলাইতে ইঙ্গিত করণ)

মাথু।—বেশ্যাপুত্র কোথাকারে! তুইও কি জুয়া খেলিস্ নে?

দর্দ্দু।—হাঁ আমিও জুয়ো খেলি। খেল্‌ব না কেন?

মাথু।—ওরে সংবাহক, দশ স্মুবর্ণ এখনি দে।

সংবা।—আজ দেব গো দেবো।

(মাথুর সংবাহককে ধরিয়া টানাটানি)

দর্দ্দু।—মূর্খ, অসাক্ষাতে যাই করিস না কেন, আমার সাম্‌নে ওকে ও রকম ক'রে কষ্ট দিতে পারবি নে।

(মাথুর সংবাহককে টানিয়া নাসিকাগ্রে মুষ্টি প্রহার, সংবাহক রক্তাক্ত ও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতন—দর্দ্দুরক অগ্রসর হইয়া উভয়ের মধ্যে আগমন—মাথুর ও দর্দ্দুরকের মধ্যে মারামারি)

মাথু।—পাজি বেশ্যা-পুত্র কোথাকারে, এর ফল তুই পাবি।

দর্দ্দু।—ওরে মূর্খ, তুই আমাকে আজ রাজপথে মার্‌লি, আচ্ছা কাল তুই আমাকে রাজবাড়ীতে গিয়ে মারিস্‌, তখন মজাটা দেখ্‌তে পাবি।

মাথু।—আচ্ছা তা দেখা যাবে।

দর্দ্দু।—কি রকম ক'রে দেখ্‌বি বল্‌ দেখি।

মাথু।—(চক্ষু প্রসারিত করিয়া) এই রকম ক'রে দেখ্‌ব।

(দর্দ্দুর মাথুরের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া সংবাহককে পলাইতে সংকেত করণ। মাথুর চক্ষের যাতনায় ভূতলে পতন —সংবাহকের পলায়ন)

দর্দ্দু।—(স্বগত) প্রধান আড্ডাধারী মাথুরের সঙ্গে আমার বিরোধ হ'ল—এখানে আর থাকা উচিত হয় না। আমার প্রিয় সখা শর্বিলক আমাকে বলেছিলেন, আর্য্যক নামে কোন গোয়ালার ছেলে রাজা হবে বলে' একজন সিদ্ধ পুরুষের আদেশ হয়েছে—তাই আমার মত লোক সবাই এখন তার পিছনে ছুটেচে—তা, আমিও কেন তার ওখানে যাই না। (প্রস্থান)

দৃশ্য—বসন্তসেনার গৃহ।

সংবা।—(সত্রাসে পরিক্রমণ পূর্ব্বক দেখিয়া) না জানি এ কার গৃহ—খিড়কির দ্বার খোলা। তা, এই গৃহেই প্রবেশ করা যাক্। (প্রবেশ করিয়া বসন্তসেনাকে অবলোকন) ঠাকরুণ! আমি আপনার শরণাগত হলেম।

বস।—শরণাগত জনকে অভয় দিচ্চি। ওলো! খিড়কীর দরজা'টা বন্দ করে' দে। (দাসীর তথা করণ)

বস।—কার ভয়ে পালিয়ে এসেছ?

সংবা।—পাওনাদারের ভয়ে।

বস।—ওলো! এখন খিড়কির দরজাটা বন্ধ করে' রাখ্।

সংবা।—(স্বগত) আমার-মত এঁরও দেখচি পাওনা-দারের ভয়। এ কথা যে বলেছে সে ঠিকই বলেচে:—

আত্মবল জানি', পরে তারি উপযুক্ত ভার
নিজ স্কন্ধে যে করে বহন,
না হয় স্খলন কভু, কান্তার-মাঝেও তার
নাহি হয় অনর্থ ঘটন॥

দৃশ্য।—গৃহের বাহিরে রাজপথ।

মাথু।—(চোখ্ মুছিয়া জুয়ারীর প্রতি) ওরে দে দে।

জুয়ারি।—কর্ত্তা! আমরা যখন দর্দুরের সঙ্গে ঝগড়া করছিলেম সেই সময়ে সে পালিয়াছে।

মাথু।—আমার মুষ্টি-প্রহারে সেই জুয়ারিটার নাক ভেঙ্গে রক্ত পড়েছিল—এখন এস, সেই রক্ত-পথ ধরে' ধরে' তার সন্ধান করি। (অনুসরণ)

জুয়ারি।—কর্ত্তা! সে বসন্তসেনার বাড়ীতে ঢুকেচে।

মাথু।—তবে আমার দশ সুবর্ণ গেল দেখ্‌চি।

জুয়া।—আসুন, রাজবাড়ীতে গিয়ে নালিশ করি।

মাথু।—তা হলে ধূর্ত্তটা এই দিক থেকে বেরিয়ে অন্য দিক দিয়ে পালিয়ে যাবে; এখন তার পালাবার পথ বন্ধ করে তাকে ধরতে হবে।

বসন্ত-সেনার গৃহ।

(বসন্তসেনা মদনিকাকে সঙ্কেত করণ)

মদ।—কোথ্‌ থেকে আস্‌ছেন মশায়? আপনি কে মশায়? নিবাস কোথায় মশায়? কি কাজ করেন মশায়?—কার ভয়ে পালিয়ে এসেছেন মশায়?

সংবা।—শোনো ঠাকরণ বলি। ঠাকরণ, পাটলিপুত্র আমার জন্ম-ভূমি, আমি গৃহস্থ-সন্তান, গা টিপে দেওয়া আমার ব্যবসা।

বস।—আপনি তো বেশ একটী সুকুমার কলা শিক্ষা করেছেন দেখ্‌চি।

সংবা। ঠাকরণ, প্রথমে সখ্‌ করে' এই বিদ্যেটি শিক্ষা করি, কিন্তু এখন এটি আমার উপজীবিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দাসী।—উত্তরটাতে মনের কষ্ট প্রকাশ পাচ্চে। তার পর—তার পর?

সংবা।—তার পর ঠাকরণ, ভিক্ষুকদের মুখে শুনে নূতন দেশ দেখবার কৌতূহল হওয়ায় এখানে আমি এলেম। এখানে এসে উজ্জয়িনী নগরে প্রবেশ করে' এক জন বড় লোকের সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত হলেম—তিনি এমন প্রিয়দর্শন ও প্রিয়বাদী যে কি বল্‌ব—তিনি দান করে' প্রকাশ করেন না, ও অপকারের কথা ভুলে যান। অত কথায় কাজ কি, এমনি তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্য যে, পরকে তিনি আপনার মত দেখেন; তা ছাড়া, 'তিনি শরণাগত-বৎসল।

দাসী।—ঠাকরণের যিনি মনের মানুষ তাঁরই গুণ চুরি করে’ না জানি কে এখন উজ্জয়িনী-নগর অলঙ্কৃত করচেন?

বসং।—ওলো তুই ঠিক বলেচিস—আমিও তাই মনে মনে ভাবছিলেম।

দাসী।—তার পর মশায়, তার পর?

সংবা।—ঠাকরণ, তিনি করুণার বশবর্ত্তী হয়ে দান করে’ করে’…

বসং।—তাঁর ধন নিঃশেষ হয়ে গেল?

সংবা।—না বল্‌তে বলতেই আপনি কি করে’ জানতে পারলেন?

বসং।—এ আর জান্‌তে কি—ধন-ঐশ্বর্য্য দুর্লভ বস্তু—যে পুষ্করিণীর জল কেউ পান করে না, তাতেই অনেক জল থাকে।

দাসী।—মশায়, তাঁর নামটি কি?

সংবা।—ঠাকরণ, সেই ধরণীচন্দ্রের নাম কে না জানে? তাঁর বণিক-পটিতে বাস। তাঁর লোকপূজ্য নাম শ্রীযুক্ত চারুদত্ত।

বসং।—(সহর্ষে আসন হইতে নামিয়া) তাঁরই কোন আত্মীয়ের এই গৃহ। ওলো, এঁকে বস্‌তে আসন দে। তাল-পাখা নিয়ে আয়। ওঁর অত্যন্ত পরিশ্রম হয়েছে।

(দাসীর তথাকরণ)

সংবা।—(স্বগত) কি আশ্চর্য্য! চারুদত্তের নামকীর্ত্তনেই আমার এত আদর? সাধু আর্য্য-চারুদত্ত সাধু। পৃথিবীতে তুমিই জীবিত—আর সকলে কেবল শ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগ করে মাত্র (পদতলে পড়িয়া) থাক্ ঠাকরণ থাক্—ঠাকরণ আপনি আসনে বসুন।

বসং।—(আসনে বসিয়া) মহাশয়, সে পাওনাদার কোথায়?

সংবা।—সদাচার্‌ই সাধুর এক্ ঐশ্বর্য্য-সম্বল,

ধন-অর্থ কার্ নাহি হয় চলাচল?

যে লোক পূজিতে নাহি জানে একেবারে
সে কি পারে পূজিতে গো বিশেষ প্রকারে ?

বসং।—তার পর—তার পর ?

সংবা।—তার পর, তিনি আমাকে তাঁর বেতন-ভুক পরিচারক করলেন, তাঁর যখন সমস্ত ধন নিঃশেষ হয়ে শুধু চারিত্র্য মাত্র অবশিষ্ট রইল, তখন আমি জুয়াখেলার ব্যবসায় ধরলেম। তার পর, দুর্ভাগ্যক্রমে সেই জুয়া-খেলায় আজ দশ সুবর্ণ হেরেচি।

গৃহের বাহিরে।

মাথু।—আমাকে উচ্ছন্ন দিলেরে—সমস্ত টাকা আমার ঠকিয়ে নিলে রে !

গৃহের অভ্যন্তরে।

সংবা।—সম্প্রতি ঠাকরুণ আমায় আশ্রয় দিয়েছেন শুনে, আড্ডাধারী ও জুয়ারি দুজনেই আমার সন্ধানে এসেছে দেখচি।

বসং।—দেখ্ মদনিকা ! বাসা-গাছ ভেঙ্গে গেলে পাখীরাও ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায়। ওলো তুই যা, "উনি দিলেন" এই কথা বলে' সেই আড্ডাধারী ও জুয়ারিকে এই হাতের গহনাটা দিয়ে আয়।

দাসী।—(গ্রহণ করিয়া) যে আজ্ঞে। (প্রস্থান)

গৃহের বাহিরে।

মাথু।—উচ্ছন্ন দিলেরে—সব ঠকিয়ে নিলেরে !

দাসী।—এরা দুজনেই উর্দ্ধদিকে চেয়ে আছে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে দুঃখ করচে, দরজার দিকে চোক্ রেখে আপনাদের মধ্যে কথা বার্ত্তা ক'চ্চে—তাই মনে হচ্চে এরাই সেই আড্ডাধারী ও জুয়ারি। মহাশয় নমস্কার।

মাথু।—সুখী হও।

দাসী।—তোমাদের মধ্যে আড্ডাধারী কে?

মাথু।—

কৃশোদরি! যার সনে কহিতেছ কথা এবে
মনোহর-বাক্যে
আমি সেই আড্ডাধারী যার পানে চাহিতেছ
মধুর কটাক্ষে॥

আমার এখন অর্থ নেই—অন্যত্রে যাও।

দাসী।—এই রকম যখন তোমার কথার ধরণ—তখন তুমি জুয়ারি নও। এমন কেউ আছে কি যে তোমার ধারে?

মাথু।—একজন দশ স্বুবর্ণ ধারে বটে—কি তার?

দাসী।—সেই জন্য, ঠাকরণ—না না, সেই লোকটি—এই হাতের গহনাটা তোমাকে দিলেন।

মাথু।—(সহর্ষে গ্রহণ করিয়া) ওগো! কুলের সেই সুপুত্রটিকে বলগে "এ বেশ ব্যবস্থা হয়েছে; এসো, আবার জুয়ো খেলসে"। (প্রস্থান)

গৃহের অভ্যন্তরে।

দাসী।—(বসন্তসেনার নিকট আসিয়া) ঠাকরণ, আড্ডাধারী ও জুয়ারি দুজনেই পরিতুষ্ট হয়ে চলে গেল।

বসং।—তবে এখন আপনি যান—গিয়ে আত্মীয় স্বজনকে সান্ত্বনা করুন গে।

সংবা।—ঠাকরণ, যাবার আগে একবার এ দাসকে অনুমতি দিন আমার বিদ্যার দ্বারা একটু সেবা করি।

বসং।—মহাশয় যাঁর দরুণ এই বিদ্যা শিক্ষা করেছেলেন, ও পূর্ব্বে যাঁর সেবা করেছেলেন, এই বিদ্যার দ্বারা তাঁরই সেবা-শুশ্রূষা করা উচিত।

সংবা ।—(স্বগত) ঠাকরুণ বেশ সুকৌশলে আমাকে ত্যাগ করলেন যা হোক্ ৷ কিন্তু আমি এখন কি করে' ওঁর প্রত্যুপকার করি ? (প্রকাশ্যে) ঠাকরুণ ! আমি এই জুয়া-খেলার অপমানের দরুণ বৌদ্ধ পরিব্রাজক হব বোলে স্থির করেছি । তা, এই কথাগুলি ঠাকরুণ মনে রাখ্‌বেন যে "জুয়ারি সংবাহক বৌদ্ধ-পরিব্রাজক হয়েছে ।"

বসং ।—মহাশয়—কেন এরূপ হতাশ হচ্ছেন ?

সংবা ।—ঠাকরুণ, আমি এ বিষয়ে মন ঠিক্ করে' ফেলেচি ।

সবার সমক্ষে আমি
হত-মান হইলাম জুয়া-খেলা হতে
মুণ্ডিত-মস্তকে এবে
ভ্রমণ করিব আমি রাজ-পথে পথে ॥

(নেপথ্যে কলরব) ।

সংবা ।—(শুনিয়া) ওরে ! ব্যাপারটা কি ? (আকাশে) কি বল্‌চ ? —বসন্তসেনার খুটমোড়ক নামে দুষ্ট হাতিটা ছুটে বেড়াচ্ছে ?—কি সর্ব্বনাশ ! ঠাকরুণের মত্ত হাতিটাকে দেখি গিয়ে—কিন্তু না, ও দেখে আমার কি হবে, আমি যা মনে করেছি তাই করি । (প্রস্থান)

(তাড়াতাড়ি সহর্ষে বিকট-উজ্জ্বল বেশে কর্ণপূরকের প্রবেশ)

কর্ণ ।—কোথায় ঠাকরুণ কোথায় ?

দাসী ।—আরে মিন্‌সে, তোর এত ভাবনা কিসের ?—সম্মুখে ঠাকরুণ বসে আছেন তবু দেখ্‌তে পাচ্চিস্‌ নে ?

কর্ণ ।—(দেখিয়া) ঠাকরুণ, প্রণাম ।

বসং।—কর্ণপূরক! তোকে যে আজ বেশ প্রফুল্ল দেখ্‌ছি—ব্যাপারটা কি?

কর্ণ।—(সবিস্ময়ে) ঠাকরণ! একটা বড় সুযোগ হারালেন, কর্ণ-পূরকের আজ বিক্রমটা দেখ্‌তে পেলেন না।

বসং।—কর্ণ-পূরক! কি—কি?—ব্যাপারটা কি?

কর্ণ।—ঠাকরণ শুনুন তবে। ঠাকরণের সেই খুট্‌মোড়ক নামে দুষ্ট হাতিটা বাঁধনের থাম ভেঙ্গে, সর্দ্দার-মাহুতকে বধ করে' সমস্ত স্থান তোলপাড় করে' রাজপথে বেরিয়ে পড়েছে—আর লোকেরা চীৎকার করে বল্‌চে:—

সরাও বালকজনে,
বৃক্ষ ও প্রাসাদে শীঘ্র কর আরোহণ,
দেখিছ না দুষ্ট হাতি
এই দিকে মত্ত ভাবে করে আগমন?

অপিচ:—

বাজিছে নূপুর পায়ে,
ছিঁড়িয়া পড়িছে মণি-খচিত মেখলা,
খসি পড়ে নারীদের
রত্নাঙ্কুর-জালবদ্ধ মনোহর বালা॥

তার পর সেই দুষ্ট হাতিটা, পা, শুঁড় ও দাঁত দিয়ে, পদ্ম ফুলটির মত এমন যে উজ্জয়িনী নগর তাকে তোলপাড় করে', শুঁড় দিয়ে জল ছিটিয়ে এক-জন পরিব্রাজককে ভিজিয়ে, তাকে দুই দাঁতের মাঝে ফেলে দিলে—ভয়ে তার হাত থেকে দণ্ড-কমণ্ডলু পড়ে গেল—আর রাস্তার লোকেরা তাই দেখে চীৎকার করে' বল্‌তে লাগ্‌ল—"পরিব্রাজককে মেরে ফেল্লেরে মেরে ফেল্লে"!

বসং।—(ভয়-ব্যাকুল হইয়া) ওঃ! কি বিপদ—কি বিপদ!

কর্ণ।—ভয় নেই ঠাকরণ, শুনুন। তার পর, পরিব্রাজকের শিকলি-গুল জড়িয়ে-মড়িয়ে গেছে, হাতিটা তাকে দাঁতের মধ্যে নিয়ে তুলে ধরেছে—কর্ণপূরক—না না'—আপনার অন্ন-দাস—এই ব্যাপারটা দেখেই, বক্র গতিতে গিয়ে, "ওরে! এ সেই জুয়ারি" এই কথা চীৎকার করে' বল্‌তে বল্‌তে দোকান থেকে একটা লোহদণ্ড নিয়ে সেই দুষ্ট হাতিটাকে ডাক্ দিলুম।

বসং।—তার পর—তার পর?

কর্ণ।—

বিন্ধ্য-শৈল-শিখরাভ
হাতিটারে দণ্ডাঘাতে করিয়া দমন
দন্ত-মধ্য-অবস্থিত
পরিব্রাজকেরে আমি করিনু মোচন॥

বসং।—ঠিক কাজ করেছ—তার পর—তার পর?

কর্ণ।—তার পর ঠাকরণ! "সাবাস্‌রে কর্ণপূরক! সাবাস্" এই কথা বল্‌তে বল্‌তে, বিষম-বোঝাই নৌকার মত সমস্ত উজ্জয়িনী নগর যেন এক দিকে ঝুঁকে পড়ল। তার পর ঠাকরণ, একজন শূন্য আভরণের স্থানগুলিতে নিজ অঙ্গে হাত বুলিয়ে, উপর-পানে চোখ্ করে', দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে, এই চাদরটা আমার উপর ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

বসং।—কর্ণপূরক! চাদরটাতে জাতি-ফুলের গন্ধ আছে কিনা বল্‌তে পার?

কর্ণ।—ঠাকরণ, মদ-গন্ধে সে গন্ধ ঠিক বুঝ্‌তে পারচি নে।

বসং।—কারও নাম কি দেখ্‌তে পাচ্চ?

কর্ণ।—এ নাম ঠাকরণই পড়তে পারেন। (চাদর প্রদান)

বসং।—আর্য্য চারুদত্ত। (পাঠ করিয়া আগ্রহ-সহকারে গ্রহণ করিয়া তদ্দারা গাত্র আচ্ছাদন)।

দাসী।—কর্ণপূরক! এই চাদরটিতে ঠাকরণকে বেশ মানিয়েছে।

কর্ণ।—হাঁ, বেশ মানিয়েছে।

বসং।—কর্ণপূরক! এই নেও তোমার পরিতোষিক। (আভরণ প্রদান)

কর্ণ।—(মস্তকে গ্রহণ ও প্রণাম) ঠাকরণকে এখন চাদরটাতে বেশ মানিয়েছে।

বসং।—কর্ণপূরক! এই সময়ে চারুদত্ত মহাশয় কোথায়?

কর্ণ।—এই পথ দিয়ে বাড়ি যাচ্চেন।

বসং।—ওলো! আয় আমরা উপরের অলিন্দে উঠে দত্ত-মশায়কে দেখি। (সকলের প্রস্থান)

দ্যূতকর-সংবাহক নামক দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক।

দৃশ্য।—চারুদত্তের গৃহের অভ্যন্তর।

দাসের প্রবেশ।

দাস :— স্বজন প্রভৃতি মোর
ধনহীন হইয়াও ধরে কত গুণ।
ধনগর্ব্বী দুর্জন যে
দুঃসেব্য প্রভু সেই,—শেষে নিদারুণ॥

অপিচ :— শস্য-লুব্ধ বলীবর্দ্দ না মানে বারণ,
পর-স্ত্রী-আসক্ত জন না মানে বারণ,
দ্যূতাসক্ত নর কভু না মানে বারণ,
স্বাভাবিক দোষ কভু না মানে বারণ॥

কতক্ষণ হল চারুদত্ত মহাশয় গীত-বাদ্য শুন্‌তে গেছেন—অর্দ্ধ রাত্রি হয়ে গেল তবু এখনও এলেন না। ততক্ষণ আমি তবে বা'র-দরজার দালানে ঘুমুইগে। (তথা করণ)

দৃশ্য—চারুদত্তের গৃহের বাহির।

চারুদত্ত ও বিদূষকের প্রবেশ।

চারু।—ওহো ওহো! "রেভিল" কি চমৎকার গেয়েছিল! আর, তার বীণাযন্ত্রটি অসমুদ্রোৎপন্ন রত্ন বিশেষ!

উৎকণ্ঠিত-জন-সখী,
—বীণা হৃদি-বেদনা জুড়ায়,
বিলম্বিলে প্রণয়িনী
—উৎকৃষ্ট বিনোদ উপায়।
প্রেয়সী-বিরহাতুর
প্রণয়ীর সান্ত্বনা-কারণ,
প্রেমিকের প্রেমানল
বীণা করে আরো উদ্দীপন॥

বিদূ।—ওহে! এসো গৃহে যাওয়া যাক্।

চারু।—আহা! সঙ্গীত-পণ্ডিত রেবিল কি সুন্দর গেয়েছিল!

বিদূ।—আমার এই দুয়েতেই হাসি পায়,—স্ত্রীলোককে সংস্কৃত পাঠ কর্‌তে দেখ্‌লে, আর পুরুষকে মিহি সুরে গাইতে দেখলে। স্ত্রীলোক যখন সংস্কৃত পাঠ করে, নূতন-নাকে-দড়ি-দেওয়া গরুর মত ক্রমাগত "সু সু" শব্দ কর্‌তে থাকে ; আর, পুরুষও যখন মিহি সুরে গান করে, তখন শুক্‌নো-মালা-পরা বৃদ্ধ পুরোহিতের মন্ত্র-জপের মত মনে হয়—আদপে ভাল লাগে না।

চারু।—সখা! সঙ্গীত-পণ্ডিত রেভিল কিন্তু আজ অতি সুন্দর গেয়েছিল—তোমার কি ভাল লাগে নি? তাঁর সঙ্গীত

মধুর সুরাগ-যুক্ত
পরিস্ফুট, পূর্ব্ব-পর সম,
সুললিত, ভাবান্বিত,
তাঁর গান অতি মনোরম।
বহু প্রশংসায় মোর কিবা প্রয়োজন,
—মনে হয়, নর-বেশে নারী কোন জন॥

তা ছাড়া,

থামিয়াছে গীত তাঁর,
তবু যেন যাইতেছি শুনিতে শুনিতে
সেই তাঁর স্বরক্রম,
মৃদু বাক্য, যুক্তস্বর বীণাতন্ত্রীটিতে ;
মূর্চ্ছনায় উঠে উচ্চে
গীত-ধ্বনি—সমাপনে হয় মৃদুতর,
হেলায় সংযম করি'
পুনর্ব্বার ধরে গান—দ্বিরুক্তি সুন্দর॥

বিদূ।—দেখ সখা! বাজারের রাস্তার উপর কুকুরগুলও সুখে ঘুমচ্চে।

আর, ভগবান শশাঙ্ক-দেবও অন্ধকারের আবরণ ফাঁক করে' আকাশের প্রাসাদ থেকে নাব্‌চেন।

চারু।—তুমি ঠিক্ বলেছ।

সমুন্নত-অগ্রভাগ
ইন্দু ওই, তিমিরকে এবে তিনি দিয়া অবকাশ
হতেছেন অস্তগামী
জলমগ্ন করী যথা দন্ত-অগ্র করে গো প্রকাশ॥

বিদু।—ওহে! এই আমাদের গৃহ! বর্দ্ধমানক! বর্দ্ধমানক! দরজা খোলো।

গৃহের অভ্যন্তর।

দাস।—মৈত্রেয়-মশায়ের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্চে—বোধ হয় দত্ত-মশায়ও এসেছেন—এইবার তবে দরজাটা খুলে দি। প্রণাম মৈত্রেয়-মশায়। আপনাকেও প্রণাম—এই বড় আসনে আপনারা দুজনেই বসুন।

(উভয়ে প্রবেশ করিয়া উপবেশন)

বিদু।—বর্দ্ধমানক! বদনিকাকে ডাকো—পা ধুইয়ে দেবে।

চারু।—(অনুকম্পা-সহকারে) ঘুমন্ত লোককে জাগিয়ে আর কি হবে।

দাস।—মৈত্রেয়-মশায়! আমি জল দিচ্চি—আপনি পা ধুইয়ে দিন।

বিদু।—(সক্রোধে) দেখ সখা! এই দাসের ব্যাটা দাস জল ধরবে, আর আমি ব্রাহ্মণ আমাকে কিনা পা ধোয়াতে বলে।

চারু।—সখা মৈত্রেয়! তুমি জল ধর, বর্দ্ধমানক পা ধুইয়ে দিক্।

দাস।—মৈত্রেয়-মশায়—জল দিন।

(বিদূষক তথা করণ—দাস চারুদত্তের পদপ্রক্ষালন করিয়া প্রস্থান)

চারু।—ওরে! ব্রাহ্মণকে পাদোদক দে।

বিদূ।—আমার পাদোদকে কি হবে?—আমি মার্-খাওয়া গাধার মত আবার এখনি মাটিতে লোটাব।

দাস।—মৈত্রেয়-মশায়—আপনি ব্রাহ্মণ—

বিদূ।—সকল সাপের মধ্যে যেমন ঢোঁড়া-সাপ—সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে আমি তেমনি ব্রাহ্মণ!

দাস।—মৈত্রেয় মহাশয়, তা হোক্, তবু ধুইয়ে দি, আসুন। (তথা করিয়া) দেখুন, সোনার গহনাগুলি দিনের বেলায় আপনার—আর রাত্রে আমার জিম্মে। এই নিন্। (দিয়া প্রস্থান)

বিদূ।—(লইয়া) এখনও পর্য্যন্ত এগুলি রয়েছে দেখ্‌চি। উজ্জয়িনীতে কি কোন চোর নেই যে আমার এই নিদ্রা-চোরগুলিকে চুরি করে নিয়ে যায়। দেখ সখা, অন্তঃপুরে এগুলিকে নিয়ে যাই।

চারু।— কি হবে সেথায় লয়ে—নাহি প্রয়োজন,
বেশ্যা-অঙ্গ-পরিধৃত এগুলি যখন।
যাবৎ না তারে পুন করি সমর্পণ
তাবৎ তুমিই বিপ্র করহ ধারণ॥

(নিদ্রিত হইয়া "থামিয়াছে গীত তাঁর" ইত্যাদি নিদ্রা-ঘোরে আবৃত্তি)

বিদূ।—ওহে ঘুমচ্চ?

চারু।—হাঁ।

এবে এই নিদ্রা মোর
ললাট হইতে নামি আশ্রিল নয়ন,
অদৃশ্য জরার মত
নর-বল পরাভবি' হয়গো বর্দ্ধন॥

বিদূ।—ঘুমোনো যাক্ তবে। (নিদ্রা)

শর্বিলকের প্রবেশ।

শর্বি।—

যাহাতে সহজে দেহ হয় গো প্রবেশ
হেন সিঁধ-পথ গৃহে করিয়া বিশেষ
শিক্ষা-বলে দেহ-বলে, আমি তার পর
ভূ-বিবরে ঘষি' পার্শ্ব, যথা বিষধর
পশিব খোলোস ছাড়ি' ঘরের ভিতর॥

(আকাশ অবলোকন করিয়া সহর্ষে) কি ?—ভগবান শশাঙ্কদেব কি অস্ত যাচ্চেন ?—হাঁ তাইতো,

রাজপুরুষের ভয়ে, সশঙ্কিত প্রসিদ্ধ যে বীর
পরগৃহ লুটিবারে, সাবধানে চলে অতি ধীর ;
তম-আবরিণী নিশি জননীর প্রায়
যতনে আবৃত করি রাখেন তাহায়॥

বাগানের জমিতে সিঁধ কেটে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করেছি—এইবার ঘরের দেওয়ালে সিঁধ কাটি।

সুবিশ্বস্ত নিদ্রাকালে যার বৃদ্ধি হয়
সেই চৌর্য্য "নীচ অতি"—সাধুজনে কয়,
"বঞ্চনায় বল তার—চৌর্য্য শৌর্য্য নয়।"
স্বাধীন এ চৌর্য্য ভাল আমি কিন্তু বলি,
করিতে না হয় সেবা হয়ে কৃতাঞ্জলি।
অশ্বত্থামা এই পথ করে প্রদর্শন
নরপতি সৌপ্তিকেরে করিয়া নিধন॥

এখন সিঁধটা কোথায় কাটি।

কোথা সেই স্থান যাহা শিথিল সলিল-সেকে
—শব্দ যেথা না পশে শ্রবণে,
প্রশস্ত ভিত্তির সন্ধি যেথাকার, সহজে না
পড়ে কভু লোকের নয়নে।
লোণা-ধরা ইট-ধসা হর্ম্ম্যের সে কোন্ অংশ ?
কোথা দেখা না যায় রমণী?
হেন স্থান পাই যদি, কাটিলে গো সিঁধ সেথা
কার্য্যসিদ্ধি হইবে তখনি॥

(দেওয়ালের গায়ে হাত বুলাইয়া) এই যে। ক্রমাগত রৌদ্রে পুড়ে ও জলে ভিজে এই জমিটা খারাপ হয়ে গেছে, লোণা ধরেছে, আর এখানে ইঁদুরেও মাটি তুলেছে। ভ্যালা মোর বাপ, এইবারই কার্য্যসিদ্ধি! কার্ত্তিকের শিষ্য চোরদের কার্য্যসিদ্ধির এই প্রথম লক্ষণ। এখন আরম্ভে কিরূপ সিঁধ কাটা যায়?—কার্ত্তিক ঠাকুরতো সিঁধটা কাটবার চার রকম উপায় দেখিয়ে দিয়েছেন। যেমন, ঝামা-ইঁট টেনে তোলা, আমা-ইঁট ছেদন করা, মাটির দেয়ালে জল ঢালা, কাঠের দেওয়াল কেটে ফেলা ইত্যাদি। এস্থলে ঝামা ইঁট—কাজেই টেনে তুল্‌তে হবে। এখন কি রকম আকারের ছিদ্র করা যায়?

ফুল্ল পদ্ম, দিবাকর, কিম্বা বাল-শশি,
বড় পুষ্করিণী কিম্বা, স্বস্তিক-কলসি ?
কোন্ স্থানে শিল্প নিজ করি প্রকটিত
—কল্য যাহে পৌরজন হবে গো বিস্মিত ?

এই ঝামা ইঁটে কলসির আকারের সিঁধই ঠিক খাটবে। তবে এইরূপ সিঁধই কাটা যাক্।

লোণা-ধরা অসমান

অপর ভিত্তির গায়ে সিঁধ আমি কাটিলে গো রাতে,

দূষিয়াছে মোরে, তবু

বাখানেছে গুণপনা প্রতিবেশী আসিয়া প্রভাতে॥

নমো নমো বরপ্রদে, কুমার কার্ত্তিক-পদে

হস্তে যাঁর সোনার বল্লম।

দেবব্রত ব্রহ্মণ্যেরে নম।

প্রণমি ভাস্করানন্দে, যোগাচার্য্যে দাস বন্দে

যার শিষ্য আমি গো প্রথম।

তিনিই পরিতুষ্ট হয়ে এই যোগ-রচনার দ্রব্যগুলি আমাকে দান করেন।

এ দ্রব্য করিলে লাভ রক্ষিগণ দেখিতে না পায়

শস্ত্র আঘাতেও ব্যথা কিছুমাত্র নাহি লাগে গায়॥

(তথা করণ) হায় হায়! মাপ্‌বার সুতোটা ভুলে এসেছি—(চিন্তা করিয়া) হাঁ এই যজ্ঞোপবীতটাই এখন আমার মাপবার সুতো হবে। যজ্ঞোপবীত ব্রাহ্মণের অনেক কাজে লাগে—বিশেষতঃ আমার মত ব্রাহ্মণের।

এই যজ্ঞ-সূত্র দিয়ে

সিঁধ-পথ-মুখ মাপা যায়

পরিহিত অলঙ্কার

টানি' লই ইহারি কৃপায়,

যন্ত্র-বদ্ধ কপাটেরে

এরি যোগে করি উদ্ঘাটন,

কাল-সর্পে দংশে যদি

অঙ্গ এতে করি গো বেষ্টন॥

এইবার মাপ-জোক্ করে' কর্ম্ম আরম্ভ করি। (তথা করিয়া অবলোকন) এই সিঁধে কেবল একটা ইঁট এখন বাকি আছে।

উঃ! আমাকে সাপে কামড়েছে। (যজ্ঞোপবীতে অঙ্গুলি বন্ধন করিয়া বিষ-বেগের অভিনয়। পরে চিকিৎসা করিয়া) যাক্—ভাল হয়ে গেছে। (পুনর্ব্বার কার্য্যারম্ভ ও অবলোকন)

এ কি! একটা প্রদীপ জ্বলছে না কি?—হাঁ তাইতো।

প্রদীপ-শিখাটি ওই সুবর্ণ-বরণ,
সিঁধ-মুখ দিয়া আলো হয় নিগমন।
চারিধার অন্ধকারে রয়েছে বেষ্টিত,
সুবর্ণের রেখা যেন নিকষে স্থাপিত॥

(পুনর্ব্বার কার্য্যারম্ভ) যাক্, সিঁধটা শেষ হয়েছে। এইবার তবে প্রবেশ করি। না, এখনও প্রবেশ ক'রে কাজ নেই—আগে ভেবে দেখি। (চিন্তা করিয়া) কেউ কি নেই? কার্ত্তিক ঠাকুরকে প্রণাম। (প্রবেশ করিয়া দর্শন) এই যে দুজন লোক ঘুমচ্চে। আচ্ছা, পালাবার জন্য বাহিরের দরজাটা খুলে রাখি। আঃ! পুরোণো বাড়ী ব'লে কপাটটায় ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ হচ্চে, তা দেখি যদি কোথাও একটু জল পাই। জল না জানি কোথায় আছে। (ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিয়া জল লইয়া ভয়ে ভয়ে কপাটে জল নিক্ষেপ) না, কাজ নেই—জল ভূমিতে পড়ে' শব্দ হচ্চে। এ পর্য্যন্ত তো এক রকম হল। (পৃষ্ঠে ভর দিয়া কপাট উদ্ঘাটন)—এখন তবে পরোখ করে' দেখি এরা মিছিমিছি ঘুমচ্চে, না সত্যিই ঘুমচ্চে। (নানাপ্রকার ভয় দেখাইয়া ও পরীক্ষা করিয়া) বোধ হয় সত্যিই ঘুমচ্চে। তাই বটে

নিশ্বাস নিদ্রার মাঝে পড়িছে সমান;
তাই বলি, নাহি কোন আশঙ্কার স্থান।

গাঢ়তর নিমীলিত নয়ন যুগল,
নহেক কৃত্রিম, নহে তারকা চঞ্চল।
শিথিল দেহের সন্ধি,
শয্যা-সীমা অঙ্গগুলি করে অতিক্রম।
সম্মুখে রয়েছে দীপ
মিথ্যা নিদ্রা হলে হ'ত নেত্রের পীড়ন॥

(চারিদিকে অবলোকন করিয়া) একি! মৃদঙ্গ যে, এই দর্দ্দুর, এই ভেরী, এই বীণা, এই সব বাঁশি, এই সব পুস্তক, তবে কি এটা নাট্যা-চার্য্যের বাড়ী? আমি কি একটা বড় বাড়ী দেখেই প্রবেশ করেছি? তবে লোকটা কি নিতান্ত দরিদ্র? অথবা রাজার ভয়ে, চোরের ভয়ে টাকা কড়ি মাটির ভিতর পুঁতে রেখেছে? আমি শর্ব্বিলক শর্ম্মা, মাটিতে-পোঁতা ধন সেতো আমারি। বীজ ফেলে দেখি (তথা করণ) কৈ—বীজ পড়ে' তো ফুলে উঠল্ না। লোকটা নিতান্তই দরিদ্র বটে। তবে আর এখানে কি হবে, যাওয়া যাক্।

বিদূ।—(স্বপ্নে কথা কহন) দেখ সখা! সিঁধ দেখা যাচ্চে, চোর এসেছে, এই স্বর্ণ অলঙ্কারগুলি তুমি রাখো।

শর্ব্বি।—দরিদ্রের বাড়ীতে প্রবেশ করেছি বলে আমাকে কি উপ-হাস করচে?—তবে কি একে যমালয়ে পাঠাব? অথবা লঘু প্রকৃতি বলেই এইরূপ স্বপ্ন দেখ্‌চে? (দেখিয়া) এই যে! ছেঁড়া-খোঁড়া স্নানের গাম্‌ছায় বাঁধা সত্যই কতকগুলি অলঙ্কার, প্রদীপের আলোয় ঝক্‌মক্ করচে—আচ্ছা নেওয়া যাক্। কিন্তু না, আমার মত তুল্যাবস্থার ভদ্র সন্তানকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়—আমি তবে যাই।

বিদূ।—(স্বপ্নে) দেখ সখা! তোমার গোব্রাহ্মণের দিব্যি, যদি এই অলঙ্কারগুল তুমি না নেও।

শর্ব্বি।—গোব্রাহ্মণের দিব্যি লঙ্ঘন করা যায় না—তবে নেওয়া যাক্। কিন্তু প্রদীপটা যে জল্‌চে। আমার কাছে প্রদীপ নেবাবার জন্য এক রকম আগুনের পোকা আছে। তবে এইবার প্রবেশ করি—এই ঠিক অবসর। এইবার পোকাটাকে ছেড়ে দি। (তথা করণ) পোকাটা প্রদীপের উপর নানাভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে—এইবার ওর পাখার বাতাসে দীপটা নিবে গেল। কি ঘোর অন্ধকার! কিন্তু আমি এই ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে' অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্চি? আমি চতুর্ব্বেদবেত্তা অপ্রতিগ্রাহক ব্রাহ্মণের সন্তান শর্ব্বিলক শর্ম্মা—আমি কিনা বেশ্যা মদনিকার জন্য এইঅকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছি? যা হোক্, এখন এই ব্রাহ্মণের অনুরোধটা রক্ষা করি। (হাত বুলাইতে বুলাইতে অগ্রসর)

বিদূ।—(স্বপ্ন) দেখ সখা, তোমার হাতটা বড় ঠাণ্ডা।

শর্বি।—কি বিপদ! জল ঘেঁটে আমার হাতটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে বটে। আচ্ছা, বগলের মধ্যে হাতটা রাখি। (ডান হাত গরম করিয়া অলঙ্কার গ্রহণ)।

বিদূ।—নিয়েছ?

শর্বি।—ব্রাহ্মণের অনুরোধ অলঙ্ঘনীয়—তাই নিলেম।

বিদূ।—জিনিস বিক্রী হয়ে গেলে বণিক যেমন সুখে ঘুমোয় আমিও এখন সেইরকম সুখে ঘুমোতে পারব। (নিদ্রা)

শর্বি।—ওহে মহাব্রাহ্মণ—এখন তুমি শত বর্ষ ধরে' ঘুমোও। আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। আমার এখন এইমাত্র কষ্ট, সেই বেশ্যা মদনিকার জন্য সমস্ত ব্রাহ্মণ-কুলকে নরকে ডোবালেম—কিম্বা আপনিই নরকে ডুবলেম।

ধিক্ ধিক্ দারিদ্র্যরে!

পৌরুষের নাম মাত্র নাই,

মন্দ বলি নিন্দি যারে
অনায়াসে করিগো তাহাই ॥

এখন তবে মদনিকার দাসত্বমোচন করতে বসন্তসেনার বাড়ীতে যাওয়া যাক্। (পরিক্রমণ ও অবলোকন) এই যে, কার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্চে।—প্রহরীদের না তো? আচ্ছা আমি থামের মত চুপটি করে এখানে দাঁড়িয়ে থাকি। কিন্তু তাও বলি, প্রহরীরা শর্বিলক-শর্ম্মার কি করতে পারে? সে শর্বিলক শর্ম্মা।

নিঃশব্দ পদ-চারে মার্জ্জার যেমতি,
মৃগ-সম পলায়নে অতি দ্রুতগতি।
গ্রহণ-ছেদন-কার্য্যে বাজের মতন,
সুপ্তাসুপ্ত চিনিবারে কুক্কুর যেমন,
আঁকিয়া বাঁকিয়া যেতে ভুজঙ্গের প্রায়
মায়ার সমান ছদ্মবেশ-রচনায়,
বাণী-সম সুপণ্ডিত নানা ভাষা-জ্ঞানে,
রাত্রে দীপ—অশ্বতর সংকটের স্থানে।
স্থল পথে অশ্ব যেগো—নৌকা জল-পথে
কি ভয় তাহার বল রক্ষিগণ হতে?

অপিচ:— গতিতে ভুজঙ্গ সম, স্থিরত্বে পর্ব্বত,
লক্ষ্যের চৌদিকে ফেরে গরুড়ের মত,
শশ-সম চতুর্দ্দিক নেহারে নয়নে,
ধরিতে বৃকের সম, কেশরী বিক্রমে ॥

রদনিকার প্রবেশ।

রদ।—কি সর্ব্বনাশ! বা'র-দরজার দালানে বর্দ্ধমানক শুয়ে ছিল—তাকেও তো দেখতে পারচিনে—আচ্ছা মৈত্র-মশায়কে ডাক্ দি। (প্রস্থান)

রদ।—(ভয়ে ভয়ে গিয়া) সর্ব্বনাশ হয়েছে! সর্ব্বনাশ হয়েছে! আমাদের ঘরে সিঁধ কেটে চোর বেরিয়ে যাচ্চে। আচ্ছা' আমি গিয়ে মৈত্রেয়কে জাগিয়ে দি। ও মৈত্রেয়-মশায়! উঠুন উঠুন—আমাদের ঘরে সিঁধ কেটে চোর পালিয়ে গেল।

রদ।—(উঠিয়া) আরে বেটি বলিস্ কি?—সিঁধ কেটে চোর পালিয়ে গেল?

বিদু।—আরে, বেটি বলিস্ কি?—দ্বিতীয় দরজাটা খোলা? চারুদত্ত! সখা! ওঠো ওঠো, আমাদের ঘরে চোর সিঁধকেটে পালিয়েছে।

চারু।—তা হোক—তোমার আর পরিহাস করতে হবে না।

বিদু।—ওহে পরিহাস না—তুমি বরং নিজে এসে দেখ।

চারু।—কোন্ খানে?

বিদু।—এই খানে।

চারু।—(দেখিয়া)

হইয়াছে উর্দ্ধ হতে
সিঁধ-মাঝে ইষ্টক পতন,
সংকীর্ণ উপরিভাগ,
মধ্যদেশ বিপুলায়তন।
অযোগ্য জনেরা যেথা
প্রবেশিতে মনে পায় ভয়
ফাটিয়া গিয়াছে সেই
সুবৃহৎ হর্ম্ম্যের হৃদয়।

এই কাজে কি চমৎকার দক্ষতা প্রকাশ পাচ্চে।

বিদু।—দেখ বয়স্য! দুজনের মধ্যে একজন নিশ্চয়ই এই সিঁধটা

দিয়েছে—হয় কোন আগন্তুক, নয় কোন শিক্ষার্থী—নৈলে এই উজ্জয়িনী-নগরে আমাদের আর্থিক অবস্থা কে না জানে ?

চারু।— হয় কোন বৈদেশিক
অজ্ঞানে করেছে এই কাজ,
অথবা অভ্যস্ত চোর
সিঁধ কাটিয়াছে গৃহমাঝ।
বিশ্বস্ত-নিদ্রায় মগ্ন
নির্ধন এ জনে সে তো জানিত না আগে,
শুধু বড় গৃহ দেখি'
প্রথমে ইহার মনে মহা আশা জাগে ;
সিঁধ কাটি' শ্রান্ত হয়ে
নিরাশ হইয়া শেষে হেতা হতে ভাগে॥

এর পর, চোর বেচারা নিজের বন্ধু-বান্ধবদের কাছে গিয়ে না জানি কি বল্‌বে। বল্‌বে—"বণিকের বাড়ি প্রবেশ করে' কিছুই পেলেম না।"

বিদূ।—ওহে! তোমার চোর-ব্যাটার উপর দয়া হয়েছে নাকি? সে নিশ্চয় ভেবেছিল, এটা মস্ত বাড়ি—এখান থেকে স্বর্ণ অলঙ্কার—রত্ন-অলঙ্কার সমস্ত'বার করে' নিয়ে যাবে। ভাল কথা, সেই স্বর্ণ-অলঙ্কারগুলি কোথায়? দেখ সখা, তুমি সব সময়েই বলে' থাকো, "মৈত্রেয়টা মূর্খ—মৈত্রেয়টা নির্ব্বোধ"—কিন্তু আমি সেই অলঙ্কারের পুঁটুলিটা তোমার হাতে দিয়ে ঠিক কাজ করেছি কিনা বল—নৈলে চোর-ব্যাটা নিশ্চয়ই চুরি করে' নিয়ে যেতো।

চারু —আর পরিহাস কর্‌তে হবে না।

বিদূ।—ওহে আমি মূর্খ বলে' কি পরিহাসেরও দেশ-কাল বুঝি নে?

চারু —বাঃ। আমার হাতে তুমি কখন দিলে?

বিদূ।—দেখ, আমি যখন তোমায় বল্লুম, "তোমার হাত ঠাণ্ডা" সেই সময়ে।

চারু।—না, এ কথা কখনও হয় নি। (চারিদিক দেখিয়া সহর্ষে) সখা, একটা সুসংবাদ দি।

বিদূ।—কি! চুরি হয় নি?

চারু।—হাঁ, চুরি হয়েছে।

বিদূ।—তবুও সুসংবাদ?

চারু।—চোরের কার্য্য সিদ্ধি হয়েছে, তাই বল্‌চি।

বিদূ।—সে যে গচ্ছিত বস্তু।

চারু।—কি?—সেই গচ্ছিত বস্তু? (মূর্চ্ছিত)

বিদূ।—সখা শান্ত হও। যদি গচ্ছিত দ্রব্য চোরেই নিয়ে থাকে, তবে তুমি মূর্চ্ছা যাও কেন?

চারু।—(সংজ্ঞা লাভ করিয়া) সখা!

বিশ্বাস কে করিবেগো প্রকৃত কথায়?
সংশয় সকল জনে করিবে আমায়।
এ সংসারে দরিদ্রতা প্রতাপ-রহিত
তাইতো থাকিতে হয় সদা সশঙ্কিত॥

হায় হায়! কি কষ্ট!

প্রবৃত্তি দিলেন বিধি
চোরেরে হরিতে মোর ধন,
নৃশংস আরো কি চান্‌
দূষিতে এ চারিত্র্য-রতন?

বিদূ।—আমি একেবারে অস্বীকার করব। কে দিয়েছে?—কে নিয়েছে?—কেই বা সাক্ষী?

চারু।—আমি কি মিথ্যা কথা বল্‌ব ?

ভিক্ষায় অর্জ্জিয়া অর্থ,

ন্যস্ত বস্তু উদ্ধারের করিব যতন,

তবু না কহিব মিথ্যা,

—চারিত্র্য-নাশের উহা প্রধান কারণ॥

রদ।—এখন তবে ধূতা ঠাকরণকে এই খবরটা দিয়ে আসি।

(প্রস্থান)

দাসীর সহিত চারুদত্তের স্ত্রী ধূতা-দেবীর প্রবেশ।

স্ত্রী।—(ব্যস্তসমস্ত হইয়া) ওলো! সত্যি কথা বল্‌, ওঁদের শরীরে তো কোন আঘাত লাগে নি?

দাসী।—ঠাকরণ! ওঁদের কিছু হয় নি বটে, কিন্তু সেই বেশ্যার যে অলঙ্কার ছিল সেইগুলি চুরি গেছে।

স্ত্রী।—(মূর্চ্ছিতা)

দাসী।—ঠাকরণ, শান্ত হোন্‌।

স্ত্রী।—(সংজ্ঞা লাভ করিয়া) ওলো! তুই বল্‌চিস্‌ ওঁর শরীরে আঘাত লাগে নি, কিন্তু চরিত্রে আঘাত লাগা অপেক্ষা শরীরে আঘাত লাগাও যে ভাল ছিল। এখন উজ্জয়িনীর লোকেরা এই কথা বল্‌বে, দরিদ্রতার দরুণ উনিই এই কাজ করেছেন। হা পোড়া বিধি! পুরুষ ভাগ্যকে পদ্মপত্রের জলের মত চঞ্চল করে' কি তুমি কৌতুক দেখ্‌চ? মাতৃগৃহ হতে এই রত্নমালাটি পেয়েছিলেম—এইটিই যা আমার এখন আছে। কিন্তু আমার স্বামী যেরূপ প্রকৃতির লোক—তিনি আমার কাছ থেকে এটি কখনই গ্রহণ করবেন না। দেখ্‌, মৈত্রেয়-মশায়কে ডেকে নিয়ে আয়।

দাসী।—যে আজ্ঞে ঠাকুরণ। (বিদূষকের নিকট গিয়া) মৈত্রেয় মশায়! ধূতা দেবী তোমাকে ডাক্‌চেন।

বিদু।—কোথায় তিনি?

দাসী।—এইখানে আছেন—এগিয়ে আসুন।

বিদূ।—(অগ্রসর হইয়া) কল্যাণ হোক্‌।

স্ত্রী।—প্রণাম। পূর্ব্বমুখ হয়ে বসুন।

বিদূ।—এই পূর্ব্বমুখ হয়ে বসেছি।

স্ত্রী।—এইটে আপনি নিন্‌।

বিদূ।—এটি কি?

স্ত্রী।—আমি রত্ন-ষষ্ঠীব্রত নিয়েছিলেম—তাতে যার যেমন শক্তি ব্রাহ্মণকে রত্নদান করতে হয়—আমি একজন ব্রাহ্মণকে দিতে গিয়েছিলেন—তিনি দান গ্রহণ কর্‌লেন না—তাঁর হয়ে এই রত্নমালাটি আপনি গ্রহণ করুন।

বিদূ।—(গ্রহণ করিয়া) কল্যাণ হোক্‌! যাই, প্রিয়সখাকে এই সংবাদটা দিই গে।

স্ত্রী।—মৈত্রেয় মশায়! আমাকে লজ্জা দেবেন না। (প্রস্থান)

বিদূ।—(সবিস্ময়ে) ওঃ! কি মহানুভাবতা!

চারু।—মৈত্রেয়ের আস্‌তে এত বিলম্ব হচ্চে কেন?—মনোকষ্টে একটা অকার্য্য না করে' বসে। মৈত্রেয়! মৈত্রেয়!

বিদূ।—(নিকটে আসিয়া) এই এসেছি। এইটি গ্রহণ কর। (রত্নমালা প্রদর্শন)

চারু।—এটি কি?

বিদূ।—তুমি যে তোমার নিজের মত একটী স্ত্রী সংগ্রহ করেছ, তারই এই ফল।

চারু।—কি?—আমার উপর ব্রাহ্মণীর দয়া হয়েছে? হায়! আমি এখন দরিদ্র।

নিজ ভাগ্যদোষে আমি
হারায়েছি দেখ সখা সরবস্ব ধন,
স্ত্রীধন আমি কি এবে
অনুগ্রহ মনে করি' করিব গ্রহণ?
নর অর্থাভাবে নারী,
নারী সে পুরুষ হয় অর্থেরি কারণ॥

কিন্তু না—আমি দরিদ্র নই। কেন না—

অনুগতা ভার্য্যা মোর বিভবে অভাবে
সুখে দুখে সখা তুমি গাঢ় অনুরাগে।
সত্য যা দুর্ল্লভ অতি ধনহীন জনে
হইনি তাহতে ভ্রষ্ট জানি আমি মনে॥

মৈত্রেয়! এই রত্নমালা নিয়ে বসন্তসেনার কাছে যাও, আমার নাম করে' তাঁকে বলগে, "তোমার সেই স্বর্ণ-অলঙ্কারগুলি আমার নিজের মনে করে' আমি দ্যূত-ক্রীড়ায় হারিয়েছি—তার পরিবর্ত্তে এই রত্নমালাটি দিচ্চি, গ্রহণ কর।"

বিদূ।—সেই অল্প-মূল্য তুচ্ছ অলঙ্কারের পরিবর্ত্তে চতুঃসাগরের সার-ভূত এই রত্নমালাটি দেওয়া কোনমতেই উচিত নয়।

চারু।—সখা—না না, ও কথা বোলো না।

যে মহা বিশ্বাস-ভরে
রেখেছিল মোর কাছে স্বর্ণ-অলঙ্কার,
এই মহামূল্য দিয়ে
শুধিতেছি আমি সেই বিশ্বাসের ধার॥

অতএব সখা ! আমার গা ছুঁয়ে শপথ কর, তাঁকে গ্রহণ না করিয়ে তুমি এখানে আস্‌বে না। বর্দ্ধমানক !

এই সব ইঁট দিয়া
বদ্ধ কর এই সন্ধিস্থান।
রক্ষিব সন্ধিটি আমি
নিন্দা হতে পাইবারে ত্রাণ॥

সখা মৈত্রেয় ! তুমি কার্পণ্যের কথা ছেড়ে দিয়ে উদারতার কথাই আমার কাছে বল।

বিদু।—দেখ, দরিদ্র কি উদারতার কথা বল্‌তে পারে ?

চারু।—সখা আমি দরিদ্র নই। "অনুগতা ভার্য্যা" ইত্যাদি পুনর্ব্বার পাঠ) তুমি তবে যাও—আমিও কৃতশৌচ হয়ে সন্ধ্যা উপাসনা করিগে।

সন্ধিচ্ছেদ নামক তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ অঙ্ক।

দৃশ্য—বসন্তসেনার গৃহ।

বসন্তসেনা ও মদনিকা আসীনা।

প্রধানা দাসীর প্রবেশ।

দাসী।—মা আমাকে ঠাকরণের কাছে যেতে বলেছেন। এই যে ঠাকরণ চিত্র-ফলকের উপর চোখ রেখে মদনিকার সঙ্গে কি কার্ত্তাবার্ত্তা কচ্চেন—এইবার তবে এগিয়ে যাই।

বসং।—ওলো মদনিকে! দত্ত-মশায়ের চিত্রটা কি তাঁর মত ঠিক্ হয়েছে?

মদ।—ঠিক্ হয়েছে।

বসং।—কি করে' জান্‌লি ঠিক্ হয়েছে?

মদ।—ঠাকরণ যখন ভালবাসার চোখে একদৃষ্টে দেখ্‌চেন তখন অবিশ্যি ঠিক্ হয়েছে।

বসং।—বেশ্যালয়ের ভালবাসার কথা কি বল্‌চিস্?

মদ।—যারা বেশ্যালয়ে বাস করে, তাদের সব সময়েই কি কপট ভালবাসা?

বসং।—দ্যাখ্, বেশ্যারা নানা পুরুষের সংসর্গ করে, কাজেই তাদের কপট ভালবাসা দেখাতে হয়।

মদ।—কি বল ঠাকরণ, যখন আপনার চোখ্ ও প্রাণ দুই-ই চিত্রটির উপর পড়ে' আছে, তখন কি আর তার কারণ জিজ্ঞাসা করতে হয়?

বসং।—দ্যাখ্, সখীরা এই জন্য আমাকে বোধ হয় উপহাস করে।

মদ।—না ঠাকরণ তা নয়—রমণীরা সখীদের ভালবাসা, ভালবাসার চোখেই দেখে থাকে।

প্রধানা দাসী।—মাঠাকরণ আজ্ঞা কর্‌চেন, "খিড়কির দরজায় গাড়ি তৈরি আছে, আপনি ঘোমটা দিয়ে সেইখানে যান্।"

বসং।—চারুদত্ত-মশায় কি আমাকে নিয়ে যাবেন?

প্র-দাসী।—ঠাকরণ! সেই গাড়িতে দশ সহস্র সুবর্ণ মূল্যের অলঙ্কারও পাঠিয়েছেন।

বসং।—কে পাঠিয়েছে?

প্র-দাসী।—রাজার শালা সংস্থানক।

বসং।—(সক্রোধে) দূর হ! আমাকে আর ও কথা বলিস্‌নে।

প্র-দাসী।—ঠাকরুণ রাগ কর্‌বেন না, মা আমাকে দিয়ে এই কথা বলে' পাঠিয়েছেন।

বসং।—এই কথা তিনি বলে' পাঠিয়েছেন বলেই আমি রাগ কর্‌চি।

প্র-দাসী।—মাঠাকরুণকে তবে কি বল্‌ব বলুন।

বসং।—এই কথা বলিস্ "আমি বেঁচে থাকি এই যদি তাঁর মনোগত ইচ্ছে হয়, তা হলে মা যেন আর এরূপ কথা আমাকে বলে' না পাঠান।"

প্র-দাসী।—তা, আপনার যা ইচ্ছে। (প্রস্থান)

শর্ব্বিলকের প্রবেশ।

শর্ব্বি।—নিশিরে করিয়া আমি
সকলের নিন্দার ভাজন,
নিদ্রারে করিয়া জয়,
এড়াইয়া নৃপ-রক্ষীজন,
হইয়াছি সূর্য্যোদয়ে
ম্লান-রশ্মি শশাঙ্ক যেমন॥

অপিচ :— সচকিত শশব্যস্ত
আমি যবে করিগো গমন,
যদি কেহ দ্রুতগতি
আসি' মোরে করে নিরীক্ষণ,
দাঁড়ায়ে থাকিলে কিম্বা
দ্রুত যদি কাছে আসে কেহ,
দোষী অন্তরাত্মা মোর
সবারেই করে গো সন্দেহ;
—নিজ দোষে সদা নর
সশঙ্কিত বিকম্পিত-দেহ॥

আমি শুধু মদনিকার জন্যই এই দুঃসাহসিক কাজ করেছি।

কোথাও বা পত্নীসনে
করে পতি কথোপকথন,
তাহারে করিয়া ত্যাগ
অন্য স্থানে করেছি গমন।
কোথাও বা দেখি গৃহে
নর নাই নারীই কেবল,
শাস্ত্র-মতে তখনিগো
করিয়াছি ত্যাগ সেই স্থল।
নিকটে আসিলে রাজ-প্রহরীর দল
গৃহ-দারু সম আমি হয়েছি অচল।
এইরূপ উপায় করিয়া শত শত
রজনীরে দিবসে করিনু পরিণত॥

(পরিক্রমণ)

বসং।—দাখ্, এই চিত্র-ফলকটি আমার শোবার ঘরে রেখে' শীঘ্র একটা তালপাতার পাখা নিয়ে আয়।

মদ।—যে আজ্ঞা ঠাকরণ।

গৃহের বাহিরে।

শর্ব্বি।—এইটি তো বসন্তসেনার বাড়ি, এইবার প্রবেশ করা যাক্।

গৃহের অভ্যন্তর।

(প্রবেশ করিয়া) মদনিকাকে না জানি কোথায় দেখ্‌তে পাওয়া যাবে। (দেখিয়া) এই যে মদনিকা। আহা! আহা!

রূপে মদনের চিত্ত করিয়া বিজয়
বিমোহিনী মূর্ত্তিমতী রতি শোভে যেন!

অনঙ্গে তাপিত ছিল এ মোর হৃদয়,
হইল এখন যেন শীতল চন্দন॥

মদনিকে!—

মদ।—(দেখিয়া) ওমা! এ কি! শর্ব্বিলক যে! এসো এসো—কোথায় তুমি?

শর্ব্বি।—একটা কথা বল্‌ব। (পরস্পরকে অনুরাগের সহিত দর্শন)

বসং।—(স্বগত) মদনিকার দেরি হচ্চে—কোথায় না জানি সে—এই যে, একজন কোন্ পুরুষের সঙ্গে কথা কচ্চে। অত্যন্ত অনুরাগের সহিত এক দৃষ্টে দেখ্‌ছে—যেন কি অমৃত একেবারে শুষে পান কর্‌চে। তাই মনে হচ্চে, ঐ লোকটা এর দাসত্ব মোচন কর্‌তে ইচ্ছুক। আচ্ছা, ওগো! ভাল বাসো—ভাল বাসো—প্রাণ ঢেলে ভাল বাসো। কারও প্রেমে আমি ব্যাঘাৎ করতে চাই নে—না—ওকে আর আমি ডাক্‌ব না।

মদ।—শর্ব্বিলক—বল, কি কথা আছে।

শর্ব্বি।—(সভয়ে চারিদিক অবলোকন)।

মদ।—শর্ব্বিলক! ব্যাপারটা কি?—তোমাকে সশঙ্কিত দেখ্‌ছি যে?

শর্ব্বি।—তোমাকে একটা গোপনীয় কথা বল্‌ব—এ স্থানটা নির্জ্জন তো?

মদ।—না, এখানে কেউ নেই।

বসং।—(আড়াল হইতে) কি! গোপনীয় কথা?—তবে শুন্‌ব না।

শর্ব্বি।—মদনিকে! উপযুক্ত মূল্য দিলে বসন্তসেনা কি তোমাকে দাসত্ব হতে মুক্তি দেবেন মনে হয়?

বসং।—আমার সম্বন্ধে কি একটা কথা বল্‌চে না?—তবে আমি এই গবাক্ষের আড়াল থেকে শুনি।

মদ।—শর্ব্বিলক!—আমি ঠাকরণকে এই বিষয় জানিয়ে ছিলেম। তিনি বল্লেন "আমার যদি ইচ্ছে হয়, তাহলে বিনা মূল্যেই সকল দাসীর দাসত্ব মোচন কর্‌ব" ভাল, শর্ব্বিলক! তোমার এমন বিষয়-বিভব কি আছে যে মূল্য দিয়ে আমাকে কিনে নিয়ে যাবে?

অভিভূত হয়ে আমি দারিদ্র্য-দশায়
কেবল তোমারি ভালবাসার লাগিয়া
—শোনোগো প্রেয়সী আমি আজিকে নিশায়—
বলপূর্ব্ব কোন কাজ এসেছি করিয়া॥

বসং।—এর মুখে তো বেশ প্রসন্ন ভাব—ওরূপ দুঃসাহসের কাজ যে করে, তার মুখে তো উদ্বেগের ভাব দেখা যায়।

মদ।—শর্বিলক! একজন তুচ্ছ স্ত্রীলোকের জন্য উভয়কেই মজালে?

শর্বি।—কাকে কাকে?

মদ।—কেন, শরীরকে আর চরিত্রকে।

শর্বি।—আরে নির্ব্বোধ! সাহসেই লক্ষ্মীর বাস।

মদ।—শর্বিলক! তোমার চরিত্র অতি বিশুদ্ধ—তবে আমার জন্য এই অকার্য্য ক'রে তুমি কি অত্যন্ত বিরুদ্ধ আচরণ করনি?

শর্বি।—

ভূষণে ভূষিতা যে গো
বিকসিতা লতার মতন,
তাহার ভূষণ আমি
কভু নাহি করিগো হরণ।
না করি হরণ আমি
ব্রাহ্মণের ধন কি কাঞ্চন॥

ধাত্রী-কোলে যে বালক,

তারো নাহি হরি এক রতি,

চৌর্য্যেতেও নিত্য মোর

কার্য্যাকার্য্য-বিচারিণী মতি ॥

এখন তবে বসন্তসেনাকে দাসত্ব মোচনের বিষয় আর একবার জানাও। আর দেখ—

গোপনীয় অলঙ্কার

ঠিক তব দেহের প্রমাণ

ধারণ করগো অঙ্গে,

জেনো ইহা প্রণয়ের দান ॥

মদ।—শর্বিলক!—গোপনীয় অলঙ্কার?—এই কথা দুটির মধ্যে তো কোন মিল নেই। আচ্ছা অলঙ্কারগুলি আনো দিকি দেখি।

শর্বি।—এই অলঙ্কারগুলি। (ভয়ে ভয়ে সমর্পণ)

মদ।—(নিরীক্ষণ করিয়া) মনে হচ্চে যেন অলঙ্কারগুলি পূর্ব্বে কোথাও দেখেচি—বল দিকি কোথ্‌ থেকে পেলে?

শর্বি।—মদনিকে! তা জেনে তোমার কি হবে?—এই নেও।

মদ।—(সরোষে) যদি আমাকে বিশ্বাসই না হয়, তবে কেন আমাকে মূল্য দিয়ে কিন্‌তে যাচ্চ?

শর্বি।—দ্যাখ, বণিক-পটিতে আজ প্রভাতে শুন্‌লেম, এগুলি বণিক চারুদত্তের। (বসন্তসেনা ও মদনিকা উভয়ে মূর্চ্ছিতা)

শর্বি।— মদনিকে! শান্ত হও, কেন গো এখন

বিষাদে অবশ-অঙ্গ বিভ্রান্ত-নয়ন?

দাসত্ব ঘুচাতে ব্যগ্র আমি মূল্য দানে,

কোথা হবে অনুকম্পা, না—কম্প সে স্থানে?

মদ।—(সচেতন হইয়া) দুঃসাহসিক! আমার জন্য অকার্য্য ক'রে' কাউকে হত কিম্বা নিহত ক'রে এসনিতো?

শর্বি।—মদনিকে! যে ভীত কিম্বা নিদ্রিত তাকে শর্বিলক কখন প্রহার করে না। না, কেউ হতও হয়নি—নিহতও হয়নি।

মদ।—সত্য বল্‌চ?

শর্বি।—সত্য বল্‌চি।

বসং।—(সংজ্ঞা লাভ করিয়া) ওমা! আবার বেঁচে উঠলেম যে।

মদ।—আ! বাঁচলেম।

শর্বি।—(ঈর্ষা-সহকারে) মদনিকে! ওরূপ কথা কেন বল্‌চ বল দিকি?

যদিও সু-কুল হতে
লভিয়াছি আমি গো জনম,
তব প্রেমে বদ্ধ হয়ে
এ অকার্য্য করেছি সাধন।
হারায়ে মদন-দায়ে সব সদাচার
তবুও করিগো রক্ষা মর্য্যাদা সবার।
কিন্তু দেখি, তব প্রেম নাহি মোর পরে,
মুখে মোরে মিত্র বলি' ভজিছ অপরে॥

(অভিপ্রায়-সহকারে)

সরবস্ব-ফলবান কুল-পুত্র-মহাতরুগণ
—তাদের নিষ্ফল করে বেশ্যা-পক্ষী করিয়া ভক্ষণ।
বেশ্যা সে সুরত-জ্বালা, কামানল, প্রণয়-ইন্ধন;
পুরুষ, আহুতি দেয় সে অনলে ধন ও যৌবন॥

বসং।—(সস্মিত) কি আশ্চর্য্য! অস্থানে অকারণে এর চিত্ত-উদ্বেগ।

শর্বি।—

স্ত্রীতে শ্রীতে যে পুরুষ করে গো প্রত্যয়
আমিতো তাহারে বলি মূর্খ অতিশয়।
অবলা কমলা উভে ভুজঙ্গিনী-প্রায়,
আঁকিয়া-বাঁকিয়া তারা বক্র পথে ধায়॥
ভাল নহে ভালবাসা কামিনীর সনে
অবজ্ঞা করে গো তারা অনুরাগী জনে।
ভালবাসো তারে যেই দেয় ভালবাসা,
বিরক্ত যে তোমাপরে ত্যজ তার আশা॥

অপিচ :—তারা—

সাগর-তরঙ্গসম চপল-স্বভাব,
সন্ধ্যাভ্র-রেখা সম ক্ষণ-অনুরাগ,
পুরুষ হইতে অর্থ
বেশ্যাগণ শুষিয়া সর্ব্বথা
ত্যজে তারে অনায়াসে
নিষ্পীড়িত অলক্তক যথা॥

—স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত চপল।

কারে বা হৃদয়ে ধরি' ডাকে অন্যে আঁখি ঠেলে,
কারে দেয় মুখ সুরা, কারে দেয় দেহ ঢেলে॥

কোন কবি বেশ একটি কথা বলেছেন :—

না জনমে সরোজিনী পর্ব্বত-শিখরে,
গর্দ্দভ না অশ্ব ভার বহে পৃষ্ঠোপরে,
যব ছিটাইলে কভু শাল নাহি হয়,
সেইরূপ বেশ্যা নারী শুচি কভু নয়॥

আঃ! হতভাগা পাজি চারুদত্ত—তোকে এরূপ কখনই হতে দেব না। (কিয়ৎ পদ চলিয়া গিয়া)

মদ।—(অঞ্চল ধরিয়া) ওগো! তুমি এলোমেলো কি বক্‌চ?—কেন তুমি অকারণে রাগ কর্‌চ?

শর্ব্বি।—অকারণে?

মদ।—এ অলঙ্কারগুলি আমাদের ঠাকরুণের।

শর্ব্বি।—তার পর কি করে' অন্য হাতে গেল?

মদ।—তার পর এ গুলি চারুদত্তের কাছে গচ্ছিৎ রাখা হয়।

শর্ব্বি।—কি জন্য?

মদ।—(কানে কানে) এই জন্য।

শর্ব্বি।—(অপ্রতিভ হইয়া) হায় হায়!

গ্রীষ্মতপ্ত হয়ে আমি আশ্রিনু যাহায়
পত্র-হীন করিলাম সে তরু-শাখায়!

বসং।—কি!—এও যে অনুতাপ কর্‌চে—তবে দেখ্‌চি না জেনেই এই কাজটা করেচে।

শর্ব্বি।—এখন কি কর্ত্তব্য বল দিকি?

মদ।—এ বিষয়ে তুমিই ভাল বুঝ্‌বে।

শর্ব্বি।—তা কখনই না। দেখ:—

স্ত্রীলোক পণ্ডিত হয় স্বভাবের বলে,
পুরুষ পাণ্ডিত্য লভে শাস্ত্র-শিক্ষা-ফলে॥

মদ।—শর্ব্বিলক! যদি আমার কথা শোনো, তা হলে বল্‌চি এই অলঙ্কারগুলি সেই মহাত্মাকে ফিরিয়ে দেও।

শর্ব্বি।—মদনিকে! ফিরিয়ে দিলে যদি তিনি রাজ-দরবারে আমার নামে আবার নালিস করেন?

মদ।—আচ্ছা বল দেখি, চাঁদ থেকে কখন কি তাপ বেরোয়?

বসং।—ঠিক বলেছিস মদনিকে, ঠিক বলেছিস।

শর্বি।—মদনিকে!

চুরি করি' খিন্ন কিম্বা ভীত নহি আমি,
সে সাধুর গুণ কেন কহিছ গো তুমি?
কাজটা জঘন্য তাই' লজ্জা পাই অতি,
আমা হেন শঠের কি করিবে নৃপতি?

দেখ মদনিকে! এ উপায়টা যুক্তিসিদ্ধ নয়—আর কোন উপায় ভেবে দ্যাখো।

মদ।—আর একটা উপায় হচ্চে—

বসং।—না জানি আর কি উপায় হতে পারে।

মদ।—চারুদত্তই তোমার হাত দিয়ে পাঠিয়েছেন, এই বোলে তুমি অলঙ্কারগুলি ঠাকরণকে দাও।

শর্বি।—তাতে কি হবে?

মদ।—তা হ'লে তুমি আর চোর হবে না—তিনিও ঋণমুক্ত হবেন—ঠাকরণও নিজ অলঙ্কারগুলি ফিরে পাবেন।

শর্বি।—নানা এও আবার অতি-সাহসের কথা।

মদ।—ওগো আমার কথা শোনো—ঠাকরণকে অলঙ্কারগুলি দাও—না দিলেই বরং দুঃসাহসের কাজ হবে—শেষে বিপদে পড়বে।

বসং।—ঠিক্ বলেচিস মদনিকে ঠিক বলেচিস—এ, দাসীর মত কথা নয়—স্বাধীন ভদ্রলোকের মত কথা।

শর্বি।—

তব অনুগত হয়ে
সদ্‌বুদ্ধি লভিনু বিশেষ

চন্দ্রহারা রজনীতে
কে করে গো পথের নির্দ্দেশ ?

মদ।—তুমি তবে এই কামদেবের ঘরে বোসো, আমি ঠাকরণকে তোমার আস্‌বার কথা জানিয়ে আসি।

শর্বি।—আচ্ছা, তাই ভাল।

মদ।—(অগ্রসর হইয়া) ঠাকরণ, চারুদত্তের কাছ থেকে সেই ব্রাহ্ম-ণটী এসেছেন।

বসং।—ওলো! তাঁর কাছ থেকে এসেছে তুই কি ক'রে জান্‌লি ?

মদ।—ঠাকরণ! আমার আপনার লোককে কি আর আমি জানিনে ?

বসং।—(শিরশ্চালন পূর্ব্বক হাসিয়া স্বগত) তা বটে। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, এইখানে তাকে নিয়ে আয়।

মদ।—যে আজ্ঞে ঠাকরণ। (নিকটে গিয়া) শর্বিলক! ভিতরে এসো।

শর্বি। (অগ্রসর হইয়া অপ্রতিভভাবে) আপনার কল্যাণ হোক্!

বসং।—মহাশয় প্রণাম, বোসতে আজ্ঞে হোক্।

শর্বি।—বণিক চারুদত্ত এই কথা আপনাকে বল্‌তে বলেছেন, তাঁর গৃহ অতি জীর্ণ পুরাতন, সেখানে এই অলঙ্কারগুলি বেশি দিন রাখা যায় না, তাই আপনি এগুলি গ্রহণ করুন।

(মদনিকার হাতে সমর্পণ করিয়া প্রস্থানোদ্যত)

বসং।—মহাশয়! প্রত্যুত্তরে আমারও কিছু নিবেদন আছে।

শর্বি।—(স্বগত) সেখানে কে যাবে ?—আমি তো না। (প্রকাশ্যে) আপনার কি নিবেদন ?

বসং।—আপনি মদনিকাকে গ্রহণ করুন।

শর্বি।—দেখুন, আমি এ কথার অর্থ বুঝ্‌তে পারলেম না।

বসং।—অর্থ আমি বুঝেচি।

শর্বি।—সে কেমন?

বসং।—চারুদত্ত মহাশয় আমাকে বলে গেছেন, এই অলঙ্কারগুলি যে দিতে আস্‌বে, তার হস্তে যেন মদনিকাকে সমর্পণ করা হয়। এখন তো অর্থ বুঝলেন?

শর্বি।—(স্বগত) ওরে! ইনি আমার সমস্তই জান্‌তে পেরেছেন দেখ্‌চি। (প্রকাশ্যে) সাধু চারুদত্ত মহাশয় সাধু!

গুণের অর্জ্জনে নর হইবেক সদা যত্নবান,
গুণহীন ধনী হতে শ্রেষ্ঠতর নিঃস্ব গুণবান॥

অপিচ :— পুরুষ গুণেতে যত্ন করিবে সদাই,
গুণের অপ্রাপ্য বস্তু হেথা কিছু নাই।
গুণের উৎকর্ষ-বলে শশাঙ্ক যেমন
অলঙ্ঘ্য শম্ভুর শির করিলা লঙ্ঘন॥

বসং।—গাড়ির বাহক কে আছে ওখানে?

গাড়ি লইয়া একজন দাসের প্রবেশ।

দাস।—ঠাকরণ গাড়ি প্রস্তুত।

বসং।—ওলো মদনিকে, আমার প্রতি শুভদৃষ্টি কর্, তোকে সম্প্রদান করেছি, এখন গাড়িতে ওঠ্ গিয়ে—আমাকে মনে রাখিস্।

শর্বি।—আপনার কল্যাণ হোক্। মদনিকে!

করি শুভ দৃষ্টিপাত
প্রণাম করহ তব ঠাকুরাণী-পদে,
ছিলে বধূ-সাধারণী
—পড়ে অবগুণ্ঠন এবে সে শবদে॥

(মদনিকার সহিত গাড়িতে আরোহণ করিয়া যাইতে উদ্যত)

নেপথ্যে।—কে আছ তোমরা? রাষ্ট্রপাল এই আদেশ করচেন, "আর্য্যক নামে গোপাল-বালক রাজা হবে"—সিদ্ধপুরুষের এই কথায় বিশ্বাস করে' ও ভীত হয়ে আমাদের রাজা পালক তাকে ঘোষ-পল্লি থেকে ধরে' এনে ঘোর কারাগারে বদ্ধ করেছেন। অতএব তোমরা স্ব স্ব স্থানে সতর্ক হয়ে থাকো।"

শর্বি।—(শুনিয়া) কি?—আমাদের রাজা প্রিয়সুহৃদ আর্য্যককে কারাগারে বদ্ধ করেছেন? কিন্তু হায়! আমি যে এখন কৃতদার হয়ে পড়েছি। হায় হায়! কি কষ্ট! কিন্তু তাতেই বা কি?

এ লোকে নরের প্রিয়
বণিতা, সুহৃৎ—দুইজন,
শতেক সুন্দরী হতে
এবে এ সুহৃদ্‌ই প্রিয়তম।

আচ্ছা, আমি তবে গাড়ি থেকে নেবে পড়ি॥ (অবতরণ)

মদ।—(সাশ্রুনয়নে অঞ্জলি-বদ্ধ হইয়া) না, তা হবে না, আমাকে এখন গুরুজনদের কাছে নিয়ে চল!

শর্বি।—প্রিয়ে! ভাল কথা বলেছ। আমার মনের মত কথাই বলেছ। (দাসের প্রতি) দেখ বাপু, বণিক রেভিলের বাসা কি চেনো?

দাস।—চিনি বৈকি!

শর্বি।—সেইখানে প্রিয়াকে নিয়ে যাও।

দাস।—যে আজ্ঞা।

মদ।—আচ্ছা তাই ভাল। কিন্তু দেখো, তুমি খুব সতর্ক হয়ে থেকো।

(প্রস্থান)

শর্বি।—এখন আমি :—

উত্তেজিব জ্ঞাতি সবে,
নগরের যত ধূর্ত্তগণে,
আর যারা হইয়াছে
খ্যাতনামা আপন বিক্রমে,
রাজ-অপমানে রুষ্ট
আছে যত নৃপ-ভৃত্যগণ,
সুহৃৎ-মোচন তরে
সবারে করিব উত্তেজন ;
—উদয়নে উদ্ধারিল
যথা মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ ॥

অপিচ :— অসাধু রিপুর দল ভয় পেয়ে মনে
ধরেছে সুহৃদ্বরে অতি অকারণে।
রাহুগ্রস্ত শশি-সম সখারে আমার
এখনি করিব গিয়ে সবলে উদ্ধার ॥ (প্রস্থান)

দৃশ্য।—বসন্তসেনার গৃহের কক্ষ।

দাসীর প্রবেশ।

দাসী।—ঠাকরণ! আপনার আজ বড় সৌভাগ্য, শেঠ্‌জি চারুদত্তের ওখান থেকে একজন ব্রাহ্মণ এসেছেন।

বসং।—আহা! আজ আমার সৌভাগ্যই বটে! ওলো দ্যাখ্, খুব আদর যত্ন করে' বন্ধুলকে সঙ্গে করে' নিয়ে আয়।

দাসী।—যে আজ্ঞে ঠাকরণ। (প্রস্থান)

দৃশ্য।—বসন্তসেনার ভবনের সম্মুখে রাজপথ।

বন্ধুলের সহিত বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূ।—হি! হি! হি! বলি ওগো, যেমন রাক্ষস-রাজ রাবণ কঠোর তপস্যার ক্লেশ ভোগ করে' পুষ্পক-রথে গমন করেছিলেন, শর্ম্মা তেমনি তপশ্চর্য্যার ক্লেশ স্বীকার না করে'ও এই নগর-নারীটির সঙ্গে কেমন আয়েষে চলেছে!

দাসী।—মশায় দেখুন এই আমাদের বাড়ির দরজা।

বিদূ।—(অবলোকন করিয়া সবিস্ময়ে) বাঃ কি চমৎকার! ভুমিটি কেমন জল দিয়ে ধোয়া—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, মাজা-ঘসা—গোময়-লিপ্ত, আর নানাপ্রকার ফুল দিয়ে সাজানো। হাতির দাঁতের উন্নত তোরণটি যেন গগনতল দেখবার কৌতূহলে বহু-উর্দ্ধে মাথা তুলে আছে। তা থেকে আবার মল্লিকার মালা সব ঝুলে ঝুলে পড়েছে—দেখে যেন ঐরাবতের শুঁড় বলে' ভ্রম হয়। তোরণের উপর সৌভাগ্য-পতাকা উড়চে;—মনে হয় বাতাসে দুল্‌তে দুল্‌তে আঙ্গুল নেড়ে যেন আমাদের ডাক্‌চে। আর, হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থলের মত বজ্র-কঠিন ঘন-নিবিষ্ট লৌহ-কীলক-বদ্ধ দুর্ভেদ্য কনক-কপাটেরি বা কি শোভা!—দেখে, দরিদ্রের মনে বৃথা আশার সঞ্চার হয়ে কষ্ট উপস্থিত হয়—আবার যে নিতান্ত উদাসীন তারও দৃষ্টি যেন সবলে ঐ দিকে আকৃষ্ট হয়।

দাসী।—আসুন মশায়, এই একের মহলে আসুন।

দৃশ্য।—বসন্তসেনার ভবন।

(প্রথম মহল)

বিদূ।—(প্রবেশ ও অবলোকন করিয়া) হি! হি! হি! ওগো, এই প্রথম মহলে চাঁদের মত, শাঁখের মত, মৃণালের মত চক্‌চকে, আর চুনকাম-করা ধব্‌ধবে সারি-সারি প্রাসাদ দেখ্‌ছি যে।—আবার, নানা প্রকার রত্নে খচিত সোনার সিঁড়ি; উপরে স্ফটিকের গবাক্ষ—মনে হচ্চে, যেন চাঁদ-মুখ বের করে' সমস্ত উজ্জয়িনী নগরটিকে দেখ্‌চে। আবার শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের মত দিব্যি আরামে বসে' দৌবারিক নিদ্রা যাচ্চে। এই কাক-গুল দেখ্‌চি দই-ভাতের লোভে বলি-দ্রব্য চুন-ছিটোনো মনে করে' আর খাচ্চে না। তার পর, কোথায় যেতে হবে বল।

দৃশ্য।—দ্বিতীয় মহল।

দাসী।—আসুন মশায়, এই দুয়ের মহলে আসুন।

বিদূ।—(প্রবেশ ও অবলোকন করিয়া) হি, হি, হি হি!—ওগো এই দ্বিতীয় মহলে তো দেখ্‌চি—ঘাস-ভুষি-খেয়ে-সুপুষ্ট শিঙে-তেল-মাখানো গাড়ি টান্‌বার বলদ! আর এই দুইটির মধ্যে একটি মহিষ অপমানিত সৎকুলোৎপন্ন ব্যক্তির মত ফোঁস-ফোঁস করে' দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেল্‌চে। এ দিকে আবার, যুদ্ধ-বিরত মল্লের মত মেষের ঘাড় মোলে দিচ্চে। ওদিকে অশ্বদের কেশ-রচনা হচ্চে। অশ্বশালায় একটা বানর চোরের মত আষ্টে-পৃষ্টে বাঁধা। এ দিকে আবার মাহুতরা তেলে-মাখা ভাতের পিণ্ডি হাতিকে দিচ্চে। তার পর কোথায় যেতে হবে বল।

দাসী।—আসুন মশায়—এই তিনের মহলে আসুন।

দৃশ্য।—তৃতীয় মহল।

বিদূ।—এই তৃতীয় মহলে দেখ্‌চি ভদ্র-সন্তানদের বস্‌বার জন্য আসনাদি সাজানো রয়েছে। তখ্‌তার উপর অর্দ্ধ-পঠিত পুস্তক ও মণিময় পাশার গুটি সব পড়ে আছে। এ দিকে আবার কাম-শাস্ত্রে পণ্ডিত বেশ্যা ও বৃদ্ধ রসিকেরা নানা রঙের চিত্র-ফলক হাতে করে' ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে। তার পর, কোথায় যেতে হবে বল।

দাসী।—আসুন মশায়, এই চারের মহলে আসুন।

দৃশ্য।—চতুর্থ মহল।

বিদূ।—(প্রবেশ ও অবলোকন করিয়া) হি হি হি হি!—ওগো—এই চতুর্থ মহলে দেখ্‌চি যুবতীরা মৃদঙ্গ বাজাচ্চে—আহা! মেঘ-গর্জ্জনের মত কি গম্ভীর ধ্বনি! ক্ষীণ-পুণ্য আকাশের তারার মত কর্ত্তালগুলি নেবে এসে কেমন তালে তালে পড়চে।—ভ্রমর-ঝঙ্কারের মত বাঁশীগুলি কি মধুরই বাজ্‌চে! এরা আবার ঈর্ষা-প্রণয়-কুপিতা কামিনীর মত বীণাটিকে কোলে নিয়ে হাতের নখ দিয়ে বাজাচ্চে। আবার ও দিকে পুষ্পমধু-মত্ত মধুকরের মত গীত-নিপুণা আদি-রস-রসিকা বেশ্যা-কুমারীরা অসংকোচে নৃত্য কর্‌চে। বাতাস ধর্‌বার জন্য জলপূর্ণ কলসগুলি গবাক্ষে রয়েছে। তার পর, কোথায় যেতে হবে বল।

দাসী।—আসুন মশায়—এই পাঁচের মহলে আসুন।

দৃশ্য।—পঞ্চম মহল।

বিদূ।—(প্রবেশ ও অবলোকন করিয়া) হি হি হি হি!—ওগো—এই পঞ্চম মহলটা দেখ্‌ছি হিং-তেলের গন্ধে ভরপূর—এই গন্ধে দরিদ্র লোকের বড় লোভ হয়। চুলো হতে নানা প্রকার সুগন্ধ ধোঁয়া বেরুচ্চে—শোকার্ত্ত লোকের মত যেন ক্রমাগত মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস ফেল্‌চে। আর, নানা প্রকার খাবার জিনিস তৈরি হচ্চে, তাতে আমার লোভটা যেন আরও বাড়িয়ে তুল্‌চে। ওদিকে আবার কশাই-বালক কাটা-পশুর উদরের মাংস ছেঁড়া-কাপড়ের মত কচ্‌লে ধুচ্চে। পাচক নানা প্রকারের খাদ্য সামগ্রী রাঁধ্‌চে—মোয়া তৈরি করচে—পিঠে ভাজ্‌চে। এখন যদি কেউ একবারটি আমাকে বলে, "আহার করুন, পা ধোবার জল দিচ্চি"—তাহলে বড় মজাই হয়। সুরগন্ধর্ব্বগণের মত নানা প্রকার অলঙ্কার-ভূষিত বেশ্যা ও বন্ধুলেতে এ গৃহটিকে যেন একেবারে স্বর্গ করে' তুলেছে। ওগো তোমরা কি তুজন "বন্ধুল"? আচ্ছা—তোমরা কে বল দিকি?

বন্ধুল।—

লালিত পরের গৃহে
পরিপুষ্ট পর-অন্ন-রসে,
জনমেছি মোরা সবে
পর-গর্ভে পরের ঔরসে।
পর-ধনে রত মোরা
আমাদের কোনো গুণ নাই,
করি-শিশু সম মোরা
হেথা-হোথা চরিয়া বেড়াই॥

বিদু।—ওগো, এর পর, কোথায় যেতে হবে বল।

দাসী।—আসুন মশায়, এই ছয়ের মহলে আসুন।

দৃশ্য।—ষষ্ঠ মহল।

বিদু।—(প্রবেশ ও অবলোকন করিয়া) হি হি হি! ওগো!—এই ষষ্ঠ মহলে এই সকল শিল্প-কার্য্যের তোরণগুলি নীল-রত্নে খচিত হয়ে ইন্দ্রধনুর মত দেখাচ্চে। শিল্পীরা প্রবাল, পুষ্পরাগ, ইন্দ্র-নীল, কর্কেতরক, পদ্মরাগ, মরকত প্রভৃতি রত্ন বাছাই কর্‌চে, সোনা দিয়ে মাণিক বাঁধ্‌চে, লাল সুতো দিয়ে সোনার অলঙ্কার গড়চে—মুক্তা গেঁথে আভরণ তৈরি কর্‌চে—বৈদুর্য্যমণি ধীরে-ধীরে গুঁড়ো কর্‌চে, শাঁখ কাটচে, প্রবাল শানে ঘষ্‌চে, ভিজে কুঙ্কম শুখোতে দিয়েছে, কস্তুরি পরিস্কাব কর্‌চে—চন্দন ঘষ্‌চে—গন্ধ-দ্রব্যগুলি একত্র মেশাচ্চে, বেশ্যারা লম্পট-পুরুষদের কর্পূর-মেশানো পান দিচ্চে, সকটাক্ষে চেয়ে দেখ্‌চে, হাস্‌চে, সীৎকার শব্দ করে' অনবরত মদ্যপান কর্‌চে। এই সকল দাস দাসীরা আর এই সকল লক্ষ্মী-ছাড়া পুরুষেরা ধন-দারা-পুত্রের মায়া ছেড়ে এখানে এসে বেশ্যাদের পান-করা বরফ-দেওয়া মদের উচ্ছিষ্ট পান কর্‌চে। ওগো! তার পর কোথায় যেতে হবে বল।

দাসী।—আসুন মশায় এই সাতের মহলে আসুন।

দৃশ্য।—সপ্তম মহল।

বিদু।—(প্রবেশ ও অবলোকন করিয়া)

হি হি হি! ওগো এই সপ্তম মহলে তো দেখ্‌চি পক্ষি-শালা। পায়রার যোড়ারা পরস্পরকে চুম্বন করে' কেমন সুখানুভব করচে, খাঁচার মধ্যে

শুকপাখী দই-ভাতে-উদর-পোরা ব্রাহ্মণের মত যেন বেদমন্ত্র পাঠ করচে ; এদিকে আবার কতকগুলি ময়না-শালিক প্রভুর আদুরে দাসীর মত ক্রমাগত কি বিড়্‌বিড়্‌ করে' বকচে। কোকিলেরা বিবিধ ফলের আস্বাদে কণ্ঠকে শানিয়ে' কুট্টিনীর মত গলা ছেড়ে ডাক্‌চে। লাওয়া পাখীরা লড়াই কচ্চে—খাঁচার তিত্তির পাখীরা কত কি আলাপ করচে। বিবিধ মণি-মাণিক্যে যেন চিত্রিত-করা গৃহ-ময়ূরটি সহর্ষে নাচ্‌তে নাচ্‌তে প্যাখোম ধরে' রৌদ্র-তপ্ত প্রাসাদটিকে যেন চামর দিয়ে বাতাস করচে—পিণ্ডি-পাকানো জ্যোছনার মত রাজহংসেরা পদ-গতি শেখবার জন্যই যেন কামিনীদের পিছনে পিছনে ভ্রমণ করচে। এদিকে গৃহ-সারসেরা অতি-বৃদ্ধের মত আস্তে আস্তে পা-ফেলে চলে বেড়াচ্চে। ওগো! কি আশ্চর্য্য! এই বেশ্যা-রমণী নানা প্রকারের পাখী সংগ্রহ করেছে দেখ্‌চি। এই বেশ্যালয় বাস্তবিকই নন্দনবনের শোভা ধারণ করেছে। এর পর কোথায় যেতে হবে বল।

দাসী।—আসুন মশায়, এই আটের মহলে আসুন।

দৃশ্য।—অষ্টম মহল।

বিদূ।—(প্রবেশ ও অবলোকন করিয়া) ওগো! ও লোকটি কে? —রেশ্‌মি চাদর গায়ে, অতি অদ্ভুত রকমের রাশি রাশি অলঙ্কার পরে', স্খলিত-গতিতে ইতস্তত বেড়িয়ে বেড়াচ্চে?

দাসী।—মশায়! উনি হচ্চেন ঠাকরুণের ভাই।

বিদূ।—কতকটা তপস্যা না করলে' আর বসন্তসেনার ভাই হওয়া যায় না। কিন্তু না, যে চাঁপার গাছ শ্মশানে জন্মায়, উজ্জ্বল স্নিগ্ধ সুগন্ধ হলেও তার কাছে যায় কে? ওগো! উনি আবার কে? —গুল্‌-বাহার

চাদর গায়ে, তেলে-চোবানো চুক্‌চুকে জুতো-পায়ে উচ্চাসনে বোসে আছেন?

দাসী।—উনি হচ্চেন আমাদের ঠাকরণের মা।

বিদূ।—এই অপবিত্র ডাকিনীর কি বিপুল উদর! এই মহাদেব-মূর্ত্তিটিকে কি দ্বারের শোভার জন্য এই গৃহে এনে রাখা হয়েছে?

দাসী।—কর কি গো!—আমাদের মাকে ও রকম করে ঠাট্টা কোরো না—উনি "চাতুর্থিক"-পালাজ্বরে ভুগ্‌চেন।

বিদূ।—(পরিহাস-সহকারে) হে ভগবন্‌ চাতুর্থিক! যদি চাতুর্থিকে এইরূপ দেহ-পুষ্টি হয়, তা হলে এই কৃশ ব্রাহ্মণের প্রতিও একটু কৃপা-দৃষ্টি কোরো।

দাসী।—ওগো! তা হলে যে মর্‌বে।

বিদূ।—(পরিহাসের সহিত) আরে বেটি! এইরূপ স্থূলোদর লোকের মরণই ভাল।

মাতার অবস্থা এই
পান করি' সীধু-সুরাসব।
যদি মরে মাতা তব
শৃগালের হবে মহোৎসব॥

ওগো! তোমাদের এত ধন ঐশ্বর্য্য—বাণিজ্যের জাহাজাদি চলে না কি?

দাসী।—ওগো—না গো, না।

বিদূ।—হায় হায়! এও আবার আমি জিজ্ঞাসা করচি!—নির্ম্মল প্রেমের জলে মদন-সমুদ্রে তোমাদের স্তন-নিতম্ব-জঘনাদিই তো মনোহর জাহাজ। যা হোক্‌, এই বসন্তসেনার আট-মহল বাড়ীর বৃত্তান্ত পূর্ব্বে অনেক শুনেছিলেম, কিন্তু এখন স্বচক্ষে দেখে বাস্তবিকই মনে হয়,

ত্রিলোকের সমস্ত ঐশ্বর্য্য যেন এক স্থানে জড় হয়েছে। এর প্রশংসা করি এমন বাক্য-বিভব আমার নেই।—এ বেশ্যালয়, না কুবের-ভবন? ভাল, তোমাদের ঠাকরণটি কোথায়?

দাসী।—মহাশয়! তিনি এই বাগানে আছেন—আসুন।

দৃশ্য।—উদ্যান।

বিদূ।—(প্রবেশ ও দৃষ্টি করিয়া) হি হি হি! ওগো! কি সুন্দর বাগানটি! কত রকমের গাছ; আর কি চমৎকার সব ফুল ফুটে আছে। মধ্যে মধ্যে গাছের তলায় যুবতিদের জঘনের মাপে রেশ্‌মি দোলা সব ঝুল্‌চে—স্বর্ণজুঁই, শিঁউলি, মালতী, মল্লিকা, নবমল্লিকা, কুরুবক, মাধবীলতা হতে অজস্র ফুল আপনা আপনি ঝরে পড়চে—এর কাছে নন্দনবনের শোভাই বা কোথা লাগে? এদিকে আবার নবভানুর মত সমুজ্জ্বল কমল-রক্তোৎপলে দিঘিটি আচ্ছন্ন।

অপিচ :—অশোক-তরুতে কিবা

কুসুম-পল্লব নব হয়েছে বাহির,

সংগ্রামের মাঝে যেন

রক্তপঙ্কে সুশোভিত মল্লের শরীর॥

কৈ গো, তোমাদের ঠাকরণটি কোথায়?

দাসী।—মহাশয়! চোখ নাবান্—ঠাকরণকে দেখুন।

বিদূ।—(দেখিয়া নিকটে অগ্রসর হইয়া) কল্যাণ হোক!

বসং।—একি! মৈত্রেয় মশায় যে! (উঠিয়া) আসতে আজ্ঞা হোক্। এই আসন—এইখানে বসুন।

বিদূ।—ওগো! তুমি বোসো। (উভয়ে উপবেশন)

বসং।—বণিকপুত্রের কুশল তো?

বিদূ।—হাঁ সমস্ত কুশল।

বসং।—মৈত্রেয় মশায়! এখন কি—

গুণ যার কিশলয়, বিনয় প্রশাখাচয়,
সুযশ কুসুম, আর মূলটি বিশ্বাস,
নিজগুণে ফল ধরে, এ হেন বৃক্ষের পরে
সুহৃদ-বিহঙ্গ সবে সুখে করে বাস?

বিদূ।—(স্বগত) দুষ্ট বেশ্যা ঠিকই বুঝেছে। (প্রকাশ্যে) হাঁ করে বৈকি।

বসং।—এখন কি জন্য আসা হয়েছে?

বিদূ।—তবে শোনা বলি। চারুদত্ত-মহাশয় কৃতাঞ্জলি হয়ে এই কথা নিবেদন করচেন:—

বসং।—(কৃতাঞ্জলি হইয়া) কি আজ্ঞা করচেন?

বিদূ।—তিনি বল্‌চেন:—"আমি সেই স্বর্ণ-অলঙ্কারগুলি নিজের ভেবে দ্যূত-ক্রীড়ায় হারিয়েছি; সেই আড্ডাধারীও রাজার কাজে কোথায় যে চলে গেল—আমি তাকে আর খুঁজে পেলেম না"।

দাসী।—ঠাকরুণ আপনার বড় সৌভাগ্য, দত্ত-মহাশয় জুয়ারি হয়েছেন।

বসং।—(স্বগত) কি! চোরে চুরি ক'রে নিয়ে গেছে, তবু নিজ মহত্ত্ব-গুণে বল্‌চেন কি না "আমি দ্যূত ক্রীড়ায় হারিয়েছি"। তাইতো আমি তাঁকে ভালবাসি।

বিদূ।—এই রত্নমালাটি গ্রহণ করুন।

বসং।—(স্বগত) সেই অলঙ্কারগুলি দেখাব কি?—না, কাজ নেই।

বিদূ।—আপনি কি তবে এই রত্নমালা গ্রহণ করবেন না?

বসং।—(হাসিয়া সখার মুখেরপানে চাহিয়া) এই রত্নমালাটী নেব না কেন? সহকার-বৃক্ষ পুষ্পহীন হলেও তা হতে মধু-বিন্দু ঝরে। মহাশয়! আমার নাম করে' জুয়ারি চারুদত্ত-মশায়কে বলবেন, আমিও আজ সন্ধ্যার সময় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব।

বিদূ।—(স্বগত) সেখানে গিয়ে না জানি আবার কি আদায় করবে। (প্রকাশ্যে) দেখুন এখনি তাঁকে গিয়ে বলচি (স্বগত) আমি বলব—"সখা এই বেশ্যার সঙ্গ ছাড়ো"। (প্রস্থান)

বসং।—ওলো! এই অলঙ্কারগুলি সঙ্গে নে—দত্ত-মশায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্চি।

দাসী।—ঠাকরণ! দেখুন, দেখুন, অকালে মেঘ উঠেছে।

বসং।—

উদয় হউক মেঘ, আসুক রজনী,
অবিরত হউক বর্ষণ;
প্রিয়জন অভিমুখে হৃদয়ের গতি,
—এ সকল না করি গণন॥

ওলো! হারটা নিয়ে শীঘ্র আয়।

(সকলের প্রস্থান)

মদনিকা-শর্বিলক-নামক চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।

পঞ্চম অঙ্ক।

দৃশ্য—চারুদত্তের উদ্যান।

উৎকণ্ঠ-চিত্ত চারুদত্ত আসীন।

চারু।—(ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া) একি! অকালে দুর্দিন?

অকাল-জলদ নভে গৃহ-শিখী দেখে সবে
মহাসুখে প্যাখোম ধরিয়া;
সমুৎসুক হংসকুল মানস-গমন-কামী,
বিয়াকুল ব্যাঘাত দেখিয়া।
সহসা উঠিয়া মেঘ, অম্বর ও অন্তরীক্ষ
উভয়েরে ফেলিল ছাইয়া॥

অপিচ:—জলার্দ্র জলদরাজি নীলকান্তি ভৃঙ্গসম,
কিম্বা যেন মহিষ-উদর,
ক্ষণ-প্রভা বিরচিত পীতাম্বর কেশবের
উত্তরীয় সুপীত অম্বর।
সংলগ্ন বলাকাবলী—বিষ্ণু যেন শঙ্খরূপে
করতলে করেন ধারণ।
আক্রমিতে সমুদ্যত মেঘদল আকাশেরে
ঠিক যেন দ্বিতীয় বামন॥

অপিচ:—শ্যাম মেঘ শ্যাম-সম,
বক্রগতি বলাকার শঙ্খ বিরচিত,
বিদ্যুৎ-কৌষেয়-বাস,
চক্রধর-সম মেঘ গগনে উদিত॥

রজতের দ্রব যেন হইয়া ক্ষরিত, জলদ-উদর হতে
বেগে ধারা হয় বরিষণ।
তড়িৎ-প্রভায় দৃষ্টি ক্ষণেক ধাঁদিয়া, নভো-বাসাঞ্চল যেন
ছিন্ন হয়ে হয়গো পতন।
পবন-চালিত হয়ে
কতই অসংখ্য রূপ ধরে মেঘ-দল,
কভু বা উড়ন্ত হাঁস,
কখন মিলিত চক্রবাকের যুগল,
উন্নত প্রাসাদ কভু,
সাগর-মন্থন-জাত মৎস্য ও মকর ;
—চিত্র-পট্ট সম নভ
কিবা শোভা ধরে আহা বড়ই সুন্দর॥
ধৃতরাষ্ট্র-চক্র-সম নভস্তলে ঘোর তম,
অতি দর্পে গরজিছে, যেন শিখী দুর্য্যোধন ;
অক্ষদ্যূতে পরাজিত মৌন পিক ধর্ম্মরাজ,
পাণ্ডব এ হংস-কুল অজ্ঞাত নিবাসে আজ॥

(চিন্তা করিয়া) অনেকক্ষণ হ'ল মৈত্রেয় বসন্তসেনার ওখানে গেছে—এখনও তো এল না।

বিদূষকের প্রবেশ।

বিদু।—ওঃ! বেশ্যা-বেটির কি লোভ!—কি অভদ্রতা! একটা কথাও বল্লে না,—কিছু না বলে', কোন আদর-যত্ন না দেখিয়ে, অনায়াসে রত্নমালাটি হাত পেতে নিলে গো! এত ঐশ্বর্য্য তবু একবার বল্লে না, "মৈত্রেয় মশায়! একটু বিশ্রাম করুন, একটু জলযোগ করে' যান"—

বেশ্যা-বেটির আর মুখদর্শন কর্‌ব না। এ কথাটা খুব ঠিক্ যে—"অমূল-সমুত্থিতা পদ্মিনী, অবঞ্চক বণিক, অচোর স্বর্ণকার, অকলহ গ্রাম-সমাগম, আর অলুব্ধা বেশ্যা—এ কখন মনে কল্পনাও করা যায় না।" এখন তবে প্রিয়সখার কাছে গিয়ে যাতে তিনি এই বেশ্যার সঙ্গ ত্যাগ করেন তাই করিগে। (পরিক্রমণ ও দৃষ্টি করিয়া) এই যে, সখা বাগানে বসে আছেন। এইবার তবে নিকটে যাই। (নিকটে গিয়া) কল্যাণ হোক! —শ্রীবৃদ্ধি হোক!

চারু।—(দেখিয়া) এই যে সখা এসেছ যে। এস সখা এস, বোসো।

বিদূ।—এই বস্‌চি।

চারু।—সখা—সে কার্য্যটার কি হল, বল দিকি।

বিদূ। কার্যাটা সমস্তই নষ্ট হয়ে গেল।

চারু।—তবে কি তিনি রত্নমালাটি নিলেন না?

বিদূ।—আমাদের এমন কি সৌভাগ্য যে নেবেন না, দেখ্‌বামাত্রই তাঁর নব-কমল-কোমল অঞ্জলি মাথায় তুলে' স্বচ্ছন্দে নিলেন।

চারু।—তবে যে বল্লে, সমস্ত কার্য্য নষ্ট হল?

বিদূ।—ওহে, নষ্ট হল না তো কি? যা কখন ব্যবহারে আসেনি, চোরে যা চুরি করে' নিয়ে যায়—সেই অল্প-মূল্যের স্বর্ণ-অলঙ্কারের নিমিত্ত, চতুঃসাগরের সার-বস্তু সেই রত্নমালাটি হারান গেল?

চারু।—সখা, তা কখনই নয়।

যে বিশ্বাস-ভরে তিনি
রাখিলা গো মোর কাছে স্বর্ণ-অলঙ্কার
এই মহামূল্য দিয়া
শুধিলাম আমি সেই বিশ্বাসের ধার॥

বিদূ।—আমার আর একটি কষ্টের কারণ আছে;—সেই বেশ্যা-বেটি

সখীদের ইসারা করে' অঞ্চল দিয়ে মুখ ঢেকে, আমাকে উপহাস করেছিল। আমি ব্রাহ্মণ, তোমার পায়ে মাথা রেখে এই অনুনয় করচি, এই বেশ্যার সঙ্গ তুমি ছাড়ো—বেশ্যার সংসর্গ বহু অনিষ্টের কারণ। বেশ্যা জুতোয়-ঢোকা কাঁকরের মত, বের করা বড় কষ্টকর। তা ছাড়া দেখ সখা,—গণিকা, হস্তী, কায়স্থ, ভিক্ষু, ধূর্ত্ত, এরা যেখানে বাস করে, দুষ্ট লোকেরাও সেখানে থাকে না।

চারু।—সখা, এ সমস্ত নিন্দাবাদে আর কোন প্রয়োজন নাই—দুরবস্থাপন্ন লোককে বেশ্যা কখন আশ্রয় করে না। দেখ :—

ত্বরিত গমনে অশ্ব করয়ে যতন,
শ্বাস-ক্ষয়-হেতু তার না সরে চরণ।
পুরুষ চপল-মতি যায় সর্ব্বদেশ,
খিন্ন হয়ে পুনঃ করে হৃদয়ে প্রবেশ॥

তা ছাড়া :—

যাহার আছেগো অর্থ, কান্তা সে তাহার
ধনে বশীভূত (স্বগত) না না—গুণে বশীভূত।
(প্রকাশ্যে) ধনৈশ্বর্য্য করিয়াছে মোরে পরিহার,
সেই সঙ্গে তাহা হতে আমিও বিচ্যুত॥

বিদূ।—(অধোদিকে অবলোকন করিয়া স্বগত) সখা যখন উপর দিকে চেয়ে নিশ্বাস ফেল্‌চেন, তাতেই মনে হচ্চে, আমি নিবারণ করায় ওঁর উৎকণ্ঠা আরও বৃদ্ধি হয়েছে। কথায় যে বলে "কাম বড় বাম" এ কথা খুবই ঠিক। (প্রকাশ্যে) দেখ সখা, তোমাকে সে এই কথা বল্‌তে বলেছে, আজ সন্ধ্যার সময় সে এখানে আস্‌চে। আমার মনে হয়, রত্নমালায় সন্তুষ্ট হয়নি—আরও কিছু চায়।

চারু।—সখা, আসুক—এবার পরিতুষ্ট হয়ে যাবে।

দৃশ্য।—উদ্যানের বাহিরে।

দাসের প্রবেশ।

দাস।—সরে যাও—সরে যাও সব লোকজন।

যেথায় যেথায় মেঘের ধারা
পিঠের চামড়া ভিজিয়া সারা।
যেথায় যেথায় শীতের বায়
বুক্‌টা ওঠেগো কাঁপিয়া তায়॥

(হাসিয়া)

বাজাব বাঁশি সপ্তচ্ছিদ্র মধুর-স্বর,
বাজাব বীণা সপ্ততন্ত্রী তাহার পর,
গাহিব গান গাধার রাগে
নারদ তম্বুরু কোথায় লাগে?

ঠাকরণ বসন্তসেনা আমাকে বল্লেন, "দেখ কুম্ভীলক, তুমি গিয়ে চারুদত্ত-মহাশয়কে বল, আমি এখনি তাঁর বাড়িতে যাচ্চি।" ঐ যে, দত্ত-মহাশয় বাগানে বসে আছেন, সেই বিট্‌লে বাওনটাও সঙ্গে আছে দেখ্‌চি—এখন তবে ঐখানে যাই। একি! বাগানের যে দরজা বন্ধ আচ্ছা তা হ'ক, আমি বিটলে বাওনটাকে সঙ্কেত করে' জানিয়ে দি।

(ঢিল নিক্ষেপ)

বিদূ।—প্রাচীরে-ঘেরা কদ্‌বেল মনে করে' কেরে আমাকে ঢিল ছুঁড়ে মার্‌চে?

বিদূ।—পায়রা ব্যাটা বুঝি? রোস্—রোস্—এই লাঠি দিয়ে পাকা আমটার মত ঐ প্রাসাদ থেকে ভুঁয়ে পেড়ে ফেলচি। (লাঠি উঠাইয়া ধাবমান)

চারু।—(পৈতা ধরিয়া টানিয়া) সখা! বোসো, ওকি কর—বেচারা পায়রা দুটি বেশ সুখে আছে—কেন ওদের মারো।

দাস।—আমাকে এখনও দেখতে পাইনি—মনে করচে পায়রা। তবে আর একটা ঢিল ছুঁড়ে মারি। (তথাকরণ)

বিদূ।—(চারিদিক অবলোকন করিয়া) কি?—কুম্ভীলক? তবে ওর কাছে এগিয়ে যাই—ওরে কুম্ভীলক—আয় আয় ভিতরে আয়।

দৃশ্য—উদ্যানের অভ্যন্তর।

দাস।—(প্রবেশ করিয়া) ঠাকুর প্রণাম।

বিদূ।—ওরে! এই অন্ধকার দুর্দিনে তুই কোথ্ থেকে আস্‌চিস্?

দাস।—ঠাকুর! এই সেই—

বিদূ।—আরে, কে সে? কাকে মনে করে বল্‌চিস্?

দাস।—সেই গো সেই।

বিদূ।—আরে ব্যাটা তোর হয়েছে কি? দুর্ভিক্ষ সময়ের অতিবৃদ্ধের উর্দ্ধশ্বাসের মত "এই সেই এই সেই" করচিস কেন? কাকে মনে করে বল্‌চিস্?

দাস।—আপনিও তো ঠাকুর, মদন-দেবের-পূজার সময়কার মত "কাকে কাকে" কর্‌চেন।

বিদূ।—এখন তবে আসল কথাটা বল্।

দাস।—(স্বগত) আচ্ছা তবে এই রকম বলি (প্রকাশ্যে) আপনাকে একটা প্রশ্ন দিচ্চি।

বিদূ।—আমি তোর মাথায় পা দিচ্চি।

বিদু।—আপনি তো জানেনই, তবু বলুন দেখি কোন্ সময়ে আম-গাছে বোল্ ধরে?

বিদু।—আরে ব্যাটা সেতো গ্রীষ্মকালে।

দাস।—(হাসিয়া) ওগো, নাগো না।

বিদু।—(স্বগত) ওকে এখন কি উত্তর দি? আচ্ছা চারুদত্তকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি। দেখ সখা, বল দিকি, কোন্ সময়ে আমের গাছে বোল্ ধরে?

চারু।—আরে মূর্খ—বসন্তে।

বিদু।—(দাসের নিকটে গিয়া) আরে মূর্খ!—বসন্তে।

দাস।—আপনাকে আর একটা প্রশ্ন দি। বড় গ্রামগুলি কে রক্ষা করে বলুন দিকি?

বিদু।—আরে—রাস্তা।

দাস।—(হাসিয়া) ওগো নাগো না।

বিদু।—আবার যে বিষম সংশয় উপস্থিত। আচ্ছা ভাল—আবার চারুদত্তকে জিজ্ঞাসা করে' আসি। (ফিরিয়া গিয়া চারুদত্তকে পুন-র্জিজ্ঞাসা)

চারু।—সখা তাও জান না?—গ্রাম রক্ষা করে সেনা।

বিদু।—(দাসের নিকটে গিয়া) ওরে!—সেনা।

দাস।—আচ্ছা ঐ দুটো কথা একত্র করে' শীঘ্‌্‌গীর বলুন দিকি।

বিদু।—সেনাবসন্তে।

দাস।—না না উল্টো করে' বলুন।

বিদু।—(অক্ষর বদলাইয়া) সেণাবসন্তে।

দাস।—আরে মূর্খ বটু, পদটা উল্টিয়ে বল।

বিদু।—বসন্তসেনা।

দাস।—সেই তিনিই এসেছেন।

বিদূ।—আচ্ছা তবে চারুদত্তকে জানিয়ে আসি। (নিকটে আসিয়া) দেখ চারুদত্ত! তোমার পাওনাদার এসেছে।

বিদূ।—আমার গৃহে পাওনাদার কোথ্‌ থেকে এলো?

বিদূ।—গৃহে যদিও না এসে থাকে, দ্বারে এসেছে।—বসন্তসেনা এসেছে।

চারু।—সখা! আমাকে কি প্রতারণা কর্‌চ?

বিদূ।—যদি আমার কথায় প্রত্যয় না হয় তো এই কুম্ভীলককে জিজ্ঞাসা কর। ওরে ব্যাটা কুম্ভীলক এগিয়ে আয়।

দাস।—(নিকটে আসিয়া) প্রণাম মশায়!

চারু।—এস বাপু! সত্যি কি বসন্তসেনা এসেছেন?

দাস।—হাঁ এই যে তিনি এসেছেন।

চারু।—(সহর্ষে) বাপু! আমার কাছে সুসংবাদ দিয়ে কেউ কখন নিষ্ফল হয় না।—এই পারিতোষিক দিলেম। (চাদর দান)

দাস।—(লইয়া প্রণাম করিয়া সপরিতোষে) আমি তবে ঠাকরুণকে জানিয়ে আসি। (প্রস্থান)

বিদূ।—ওহে! তুমি কি জানো, এই দুর্দিনে কেন সে এসেছে?

চারু।—সখা, আমি ঠিক জানিনে।

বিদূ।—আমি জানি। রত্নমালাটা অল্প-মূল্যের, স্বর্ণ-অলঙ্কারগুলি বহু-মূল্যের—তাই সন্তুষ্ট হয়নি, আরও কিছু চাইতে এসেছে।

চারু।—(স্বগত) এইবার পরিতুষ্ট হয়ে যাবেন।

দৃশ্য—উদ্যানের বাহিরে।

ছত্রধারিণী ও বিট-সমভিব্যাহারে উজ্জ্বল অভিসারিকা-বেশে সোৎকণ্ঠা বসন্তসেনার প্রবেশ।

বিট।—(বসন্তসেনার উদ্দেশে)

পদ্মহীন লক্ষ্মী ইনি
ললিতাস্ত্র অনঙ্গ দেবের,
কুলস্ত্রীর শোক-স্থান.
পুষ্পরত্ন মদন-বৃক্ষের।
লয়ে প্রিয় সঙ্গী সাথে
রতি-কালোচিত লাজে অতি লজ্জাবতী.
বিলাস-বিভ্রম-ভরে
রতিরঙ্গ-ক্ষেত্র-মাঝে চলেন যুবতী।

দেখ দেখ বসন্তসেনা!

বিরহিণী-হৃদি-সম ম্লান মেঘ গরজিছে
লম্বমান শৈল-শিরপরে।
সে রব শুনিয়া দেখ সহসা ময়ূরগণ
উড়ি' উড়ি' উল্লাসের ভরে
মণিময় পুচ্ছ দিয়া তালবৃন্ত সম কিবা
করিতেছে বীজন নভরে॥

অপিচ:—

ধারাহত ভেকগণ
করিছে সলিল পান সুপঙ্কিল মুখে,

আনন্দে ডাকিছে শিখী,

কদম্ব-কুসুম যত প্রস্ফুটিত সুখে।

সন্ন্যাস লয়গো যথা যেইজন কুল-কলঙ্কিত,

চন্দ্রমা তেমতি এবে অতিঘোর জলদে আবৃত।

নীচ কুলোদ্ভবা কোন যুবতী যেমতি

এক স্থানে নহে স্থির বিদ্যুৎ তেমতি॥

বসং।—পণ্ডিত, তুমি ঠিক বলেছ :—

সুনিবিড় পয়োধরে আচ্ছন্ন করিয়া দিশি

কুপিতা সপত্নী-সম পথ মোর রোধে নিশি।

গরজিয়া ঘন ঘন করে মোরে নিবারণ,

ওরে মূঢ় নিশি! তোর কেন হেন আচরণ?

এ নিবিড় পয়োধরে লগ্ন হয়ে অবিরল

রমে যদি কান্ত মোর তোর কি তাহাতে বল্?

বিট।—আচ্ছা ওকে খুব তিরস্কার কর দিকি।

বসং।—দেখ পণ্ডিত! স্ত্রী-স্বভাব ঈর্ষা করা, তা ওকে তিরস্কার করে' কি ফল? দেখ পণ্ডিত :—

করুক বর্ষণ মেঘ করুক গর্জ্জন,

ভীষণ অশনি-পাত হোক্ অনুক্ষণ,

যে রমণী যাত্রা করে কান্ত-সন্নিধানে

শীত-উষ্ণ-বাধা সে গো কিছু নাহি মানে॥

বিট।—আবার দেখ বসন্তসেনা!

পবন-সমান-বেগ ধারা শর হানে মেঘ,

বিজুলি পতাকা-প্রায়, ভেরী-গরজন।

নৃপ যথা মহাবলী পশে পুরী শত্রু দলি'

সেইরূপ মেঘ আজি ছাইয়া গগন
শশাঙ্ক হইতে কর করিছে হরণ॥

তুমি যা বল্লে তা ঠিক—কিন্তু এ কথাও কি সত্য নয়?

তড়িৎ-বলাকা-শোভী
লম্বোদর গজরূপী মেঘদল করে গরজন,
শেল-সম তাহে দেখ বিদ্ধ হয় বিরহীর মন।
হতাশ বকের দল
অতি-জল-বৃদ্ধি-হেতু হাহা করে আকুল পরাণে,
বধ্য-ভেরী-নাদ-সম পশে তাহা বিরহিনী-কানে।
"প্রাবিট্ প্রাবিট্" বলি'
যখন তাহারা সবে করে হাহাকার
ক্ষত স্থানে সে সময়ে পড়ে যেন ক্ষার॥

বিট।—তা বটে বসন্তসেনা।—কিন্তু আবার দেখ:—

বালাকা—নভের শ্বেত উষ্ণীষের মত,
বিদ্যুৎ-চামর শিরে রয়েছে উদ্যত,
জলদে করিতে গজ ইচ্ছা মনোগত॥

বসং।—পণ্ডিত! দেখ দেখ!

তমালের আর্দ্র পত্র-সম
কালো মেঘ সূর্য্য ঢাকি ছাইল গগন।
শরাহত গজবৃন্দ যেন
—অবসন্ন ধারাহত বল্মীকগণ।
সৌদামিনী কাঞ্চন-দীপিকা
প্রাসাদ উপরে যেন করে সঞ্চরণ॥
হীন-বল পতি যার

সে নারীর, যেই দশা হ'লে বহির্গত,
তেমতি বাহির হয়ে
জোছনারো সেই দশা—মেঘে হয় হত ॥

বিট।—বসন্তসেনা! দেখ দেখ :—

তড়িদ্‌গুণে বদ্ধ-বপু গজ-সম মেঘদল
পরস্পরে যেন গো আক্রমে,
ইন্দ্রাদেশে কিম্বা মেঘ রৌপ্য-গুণে টানে ঊর্দ্ধে
ধরণীরে ধারা-বরিষণে ॥

আরো দেখ :—

মহাবায়ু- পূর্ণোদয়
মহিষের সম নীল যত জলধর
বিদ্যুতের পাখা ধরি'
চলে যেন জলধির শেষ সীমান্তর।
কিম্বা যেন ধারা-রূপ মণিময় শরাঘাতে
ধরা করে ভেদ,
নববারি-ধারা-পাতে তীব্রগন্ধী ধরা হতে
তৃণাঙ্কুর হয়গো উদ্ভেদ ॥

বসং।—পণ্ডিত! আবার দেখ :—

ময়ূরেরা ডাকে যারে
উচ্চৈঃস্বরে অতি সকাতরে,
বলাকা উড়িয়া বেগে
আলিঙ্গয়ে যারে স্নেহ-ভরে,
পদ্ম ত্যজি' হংসগণ
যারে দ্যাখে হয়ে উৎকণ্ঠিত,

—কজ্জলে কালিয়া দিক্

সেই মেঘ দেখ সমুত্থিত॥

বিট।—তাই বটে।

দিন-রাতি।এই দুটি জগতের পঙ্কজ-নয়ন—
ক্ষণ-প্রভা-প্রভাবলে দৃষ্টিহীন—নাহিক স্পন্দন।
জগতের আশা-মুখ দশ-দিশি আচ্ছাদন করি'
মেঘ-রাশি সুবিশাল নভোমাঝে আছে ছত্র ধরি'
—জগৎ ঘুমায় সুখে মেঘ-গৃহে মেঘেতে আবরি'॥

বসং।—সে কথা সত্য—কিন্তু আবার দেখ:—

বিলুপ্ত তারকাগণ
—অসাধু জনের প্রতি যথা উপকার।
কান্ত-হারা নারী সম
হারায়েছে দিক্-বধূ সব শোভা তার।
বাসবের বজ্রানলে
অতিমাত্র হইয়া তাপিত
গগন গলিয়া যেন
জলরূপে হতেছে পতিত॥

আরো দেখ:—

প্রথম-সম্পদ-লব্ধ পুরুষের মত
জলধর কত রূপ ধরে শত শত।
কভু বা উপরে ওঠে, কভু নীচে যায়,
গরজে, বরষে, কভু অন্ধকারে ছায়॥

বিট।—সে কথা ঠিক্।

বিদ্যুৎ-অনলে জ্বলে, হাসে বলাকার ছলে

মাহেন্দ্র-ধনুকে যেন যোঝে ছাড়ি' শর-ধারা।
বজ্রনাদে হাঁকে ডাকে, মাথা ঘোরে বায়ু-পাকে,
নভ ধূমায়িত করি' চলে নীল সর্প-পারা॥

বসং।—

নির্লজ্জ তুমি গো মেঘ, আমি এবে যাইতেছি
আমার সে নাথের সদন।
গর্জ্জনে দেখায়ে ভয় ধারা-হস্ত মোর অঙ্গে
বুলাইছ কেন গো এখন?

শোন বলি ইন্দ্র :—

পূর্ব্বকালে তব প্রেমে অনুরাগী ছিল কি এ চিত্ত?
তবে যে গো বৃষ্টিপাতে নাথ-দরশন-পথ রোধিতে প্রবৃত্ত?

অপিচ :—

তুমি পূর্ব্বে অহল্যারে মিথ্যা করি' বলেছিলে
"আমি গো গৌতম"।
তাই যদি এসে থাকো, মোরো দুঃখ দেখি' তুমি
—মেঘে কর নিবারণ॥

অপিচ :—

গরজ' বরষ' ইন্দ্র যা ইচ্ছা তোমার,
অশনি নিঃক্ষেপ কর শত শত বার।
যে নারী ভেটিতে যায় নিজ প্রিয়-জনে
কার্ সাধ্য রোধে তারে এ তিন ভুবনে?

অপিচ :—

গর্জ্জে যদি জলধর করুক গর্জ্জন,
কে না জানে নিষ্ঠুর সে পুরুষের মন।

কিন্তু সৌদামিনি ওগো! এ বড় কৌতুক,
তুমিও কি বোঝো নাকো রমণীর দুখ্?

বিট।—ঠাকরণ! কেন ওকে মিথ্যে তিরস্কার কর্‌চ—বিদ্যুৎ তোমার উপকারিণী বন্ধু।

ঐরাবত-উরূপরি
চপল কনক-রজ্জু-প্রায়,
ধবল পাতাকা যেন
নিবেশিত শৈলের মাথায়,
দেবরাজ-ভবনের
প্রজ্জ্বলিত দীপের মতন
বলিয়া দিতেছে উহা
তব প্রিয়তমের ভবন॥

বসং।—পণ্ডিত! তাই তো, এই যে সেই গৃহ।

বিট।—সমস্ত কলা-বিদ্যাই তো তোমার জানা আছে—এমন কিছুই নেই যে বিষয়ে তোমাকে আমি উপদেশ দিতে পারি। কেবল এই মাত্র বলি, ওঁর ওখানে গিয়ে, অত্যন্ত বেশি রাগ কিম্বা অভিমান করা তোমার কর্ত্তব্য নয়।

কর যদি মান তবে না থাকিবে রতি,
বিনা মানে কোথাই বা কামের বসতি?
মান করে' থাকো, মান কর উত্তেজনা,
পরে ক্ষান্ত হয়ে কর কান্তরে সান্ত্বনা॥

সে যাক্। কে আছ গো! চারুদত্ত মহাশয়কে বল:—

যে সময়ে বিকসিত কদম্ব-কুসুম নীপ
করে গন্ধদান

সেই মেঘাবৃত কালে জলার্দ্র অলকে, আর
প্রেমে হৃষ্ট-প্রাণ
তব দরশন আশে কোন্ বামা হেথা দ্যাখো
আসি উপস্থিত,
নূপুরে কর্দ্দম লগ্ন, দাঁড়ায়ে করেন দ্বারে
পদ প্রক্ষালিত॥

চারু।—(শুনিয়া) সখা! জেনে এসো দিকি ব্যাপারটা কি।

বিদূ।—এই যাই। (বসন্তসেনার নিকটে আসিয়া সাদরে) কল্যাণ হোক!

বসং।—এসো ঠাকুর এসো! প্রণাম! (বিটের প্রতি) এই ছত্র-ধারিণী তোমার সঙ্গে থাক্।

বিট।—(স্বগত) এই উপায়ে কেমন কৌশল করে' আমাকে সরিয়ে দিলে দ্যাখো (প্রকাশ্যে) আচ্ছা তাই হোক্। দেখ বসন্তসেনা!

দম্ভ, মায়া, ছল, মিথ্যা
ইহাদের যেথা জন্ম হয়
শাঠ্য-পরিপূর্ণ সেই
রতিকলা-কেলির আলয়।
মদন-বাজারে যেথা
সতত সংগ্রহ হয় সুরত-উৎসব,
দাক্ষিণ্য-সুখের মূল্যে
বিক্রয় হউক তব যৌবন-গৌরব॥ (বিটের প্রস্থান)

বসং।—মৈত্রেয় মহাশয়! আপনাদের জুয়ারি কোথায়?

বিদূ।—(স্বগত) হি হি হি! বেশ যাহোক্! প্রিয়সখা "জুয়ারি"-খেতাব পেয়েছেন দেখ্‌চি। (প্রকাশ্যে) তিনি ঐ শুষ্ক বাগানে বসে আছেন।

বসং।—মশায়! বাগানটীকে শুষ্ক বল্‌চেন কেন?

বিদূ।—যেখানে খাদ্য পানীয় কিছুই নেই সে স্থান শুষ্ক নয়তো আর কি?

বসং।—(সস্মিত)

বিদূ।—ওগো তবে ভিতরে এসো।

বসং।—(জনান্তিকে) ওখানে গিয়ে কি বলি বল্‌ দিকি?

দাসী।—"ওগো জুয়ারি! তোমার সন্ধ্যাটাতো এখন বেশ সুখে কাটে" এই কথা বলুন।

বসং।—ও কথা কি বল্‌তে পারব?

দাসী।—অবসর পেলেই বল্‌তে পারবেন।

বিদূ।—ওগো! ভিতরে এসো।

দৃশ্য—উদ্যানের অভ্যন্তর।

বসং।—(প্রবেশ ও নিকটে গিয়া পুষ্প প্রহার) ওগো জুয়ারি! তোমার সন্ধ্যাটা এখন সুখে কাটে তো?

চারু।—(দেখিয়া) এ কি! বসন্তসেনা যে! (সহর্ষে উত্থান করিয়া) অয়ি প্রিয়ে!

প্রদোষটা যায় মম সদা জাগরণে,
নিঃশ্বাসেতে কাটে কাল নিশা আগমনে।
তোমারে পাইয়া আজি ওলো সুলোচনে!
প্রদোষের শোক-তাপ ঘুচিল এক্ষণে॥

এসো প্রিয়ে এসো—এই আসন—এইখানে বোসো।

বিদূ।—ওগো! এই আসনে বোসো।

(বসন্তসেনা উপবিষ্ট হইলে সকলের উপবেশন)

চারু।—সখা! দেখ, দেখ!

বৃষ্টিবিন্দু ঝরি' পড়ে

শ্রবণান্ত-বিলম্বিত কদম্বটি হ'তে,

হয়েছে একটি স্তন

যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত যেন বিধিমতে॥

তা, দেখ সখা, বসন্তসেনার কাপড় ভিজে গেছে, অন্য একখানা ভাল কাপড় এনে দেও।

বিদূ।—আচ্ছা, এনে দিচ্চি।

দাসী।—মৈত্রেয় মশায়! আপনি থাকুন, আমি ওঁর সেবা-শুশ্রূষা করচি। (তথা করণ)

বিদূ।—(চুপি চুপি) দেখ সখা, ওঁকে কি কিছু জিজ্ঞাসা করব?

চারু।—কর না।

বিদূ।—(প্রকাশ্যে) আচ্ছা, কি নিমিত্ত তুমি চন্দ্রালোক-শূন্য এই অন্ধকার দুর্দ্দিনে এলে বল দিকি?

দাসী।—ঠাকরণ! ব্রাহ্মণটি ভারি সাদাসিধে লোক দেখ্‌চি।

বসং।—বরং বল্, ভারি চতুর।

দাসী।—ঠাকরণ জান্‌তে এসেছেন সেই রত্নমালাটির মূল্য কত।

বিদূ।—(জনান্তিকে) দেখ, পূর্ব্বেই তো আমি তোমাকে বলেছিলেম রত্নমালার অল্প মূল্য আর স্বর্ণ-অলঙ্কারগুলির বেশি মূল্য—তাই আরও কিছু পাবার প্রত্যাশায় এসেছে।

দাসী।—সেই রত্নমালাটি নিজের ভেবে জুয়ো-খ্যালায় ঠাকরণ

হারিয়েছেন—আর সেই আড্ডাধারী, রাজার কাজে কোথায় চলে গেছে—তাকে আর দেখতে পাওয়া যাচ্চে না।

বিদূ।—ওগো আমি স্বর্ণ-অলঙ্কারগুলির সম্বন্ধে যা-যা বলেছিলেম এও যে তাই আওড়াচ্চে।

দাসী।—যত দিন না তার খোঁজ পাওয়া যায়, তত দিন এই স্বর্ণ-অলঙ্কারগুলি আপনার কাছে রাখুন। (স্বর্ণ-অলঙ্কার প্রদান)

বিদূ।—(নাড়িয়া চাড়িয়া দর্শন)

দাসী।—মহাশয় যে খুব ঠাউরে ঠাউরে দেখচেন—এগুলি পূর্ব্বে দেখেছিলেন না কি?

বিদূ।—ওগো!—কি চমৎকার শিল্পকাজ!—তাই এ-থেকে চোক ফেরাতে পারচি নে।

দাসী।—দেখে ঠাওরাতে পারলেন না? আপনার তবে চোখ্ নেই—এই সেই স্বর্ণ-অলঙ্কারগুলি।

বিদূ।—(সহর্ষে) দেখ সখা! এই সেই স্বর্ণ-অলঙ্কারগুলি যা চোরে আমাদের ঘর থেকে চুরি করে' নিয়ে গিয়েছিল।

চারু।—সখা!

গচ্ছিত যে বস্তু ছিল আমার নিকটে
তারি' পরিশোধ-ছলে দিতেছি গো বটে।
কিন্তু নহে বাস্তবিক এ সে অলঙ্কার,
ইহা শুধু আমাদের বঞ্চনাই সার॥

বিদূ।—দেখ সখা, ব্রহ্মণ্য দেবের দিব্যি, এগুলি সত্যই সেই অলঙ্কার।

চারু।—আ বাঁচা গেল! শুনে বড় খুসি হলেম।

বিদূ।—(জনান্তিকে) ও কোথ্ থেকে পেলে জিজ্ঞাসা করব কি?

চারু।—দোষ কি?

বিদূ।—(দাসীর কানে কানে) তাই কি ?

দাসী।—(বিদূষকের কানে কানে) হাঁ তাই বটে।

চারু।—কি কথা হচ্চে ? আমরা কি শুন্‌তে পাই নে ?

বিদূ।—(চারুদত্তের কানে কানে) এই কথা।

চারু—বাছা ! সত্যই কি সেই অলঙ্কারগুলি ?

দাসী।—আজ্ঞে হাঁ।

চারু।—বাছা ! সুসংবাদ দিয়ে আমার কাছে কেউ নিষ্ফল হয় না ! পারিতোষিক-স্বরূপ এই আংটীটি দিলেম—ন্যাও। (হাতে অঙ্গুরী নাই দেখিয়া লজ্জা)

বসং।—(স্বগত) তোমারি হাতে অঙ্গুরী থাকা শোভা পায়।

চারু।—(জনান্তিকে) ওঃ কি কষ্ট !

যে জনগো ধনহীন, আদৌ জীবনে তার
নাহি প্রয়োজন।
প্রতিদান শক্তি নাই—কোপ অনুগ্রহ তার
বৃথা প্রদর্শন॥

অপিচ :—

পক্ষহীন পক্ষী, আর
শুষ্ক তরু, জলহীন সর,
দন্ত উৎপাটিত সর্প,
সেইরূপ ধনহীন নর॥

অপিচ :— শূন্য গৃহ, শীর্ণ তরু, জলহীন কূপ,
দরিদ্র পুরুষ, এরা সব্‌ই সমরূপ॥

পরিচিত জনেরাও
দরিদ্রকে হয় বিস্মরণ,

দরিদ্র হইলে তুষ্ট
ব্যর্থ তার তুষ্টি প্রদর্শন॥

বিদূ।—দেখ, দুঃখ করে' আর কি হবে? (প্রকাশ্যে পরিহাস-সহকারে) ওগো! এখন আমার সেই স্নান-ধুতিটা ফিরে দেও দিকি।

বসং।—দেখুন দত্ত-মশায়! আমাকে এই রত্নমালার যোগ্য মনে করা আপনার উচিত হয় নি।

চারু।—(অপ্রতিভ হইয়া সস্মিত) দেখ বসন্তসেনা!

বাস্তবিক কথা কে গো করিবে প্রত্যয়,
সর্ব্বজনে আমারেই করিবে সংশয়।
সবাই সন্দেহ করে দরিদ্রের কথা,
দুর্ব্বল যে তেজোহীন—ছার দরিদ্রতা॥

বিদূ।—ওগো! আজ কি তুমি এখানেই শোবে?

দাসী।—(হাসিয়া) মৈত্রেয় মশায়! আপনি আজ যে ভারি হ্যাকা হয়েছেন দেখছি, যেন কিছুই বোঝেন না।

বিদূ।—দেখ সখা! আমরা বেশ সুখে বোসে আছি, আমাদের তাড়াবার জন্য আবার যে ঘোর ঘটা করে' বৃষ্টি আরম্ভ হল।

চারু।—ঠিক বলেছ।

মেঘের অন্তর ভেদি' পড়ে বৃষ্টিজল
মৃণালের সূচি যথা ভেদে' পঙ্ক-তল।
শশির বিপদে কিম্বা যেমতি গগন
তাপিত হইয়া করে অশ্রু বিমোচন॥

অপিচ:—

বলদেব-বস্ত্র সম নীল জলধর
সাধু-চিত্ত-শুভ্র ধারা বর্ষে নিরন্তর।

কিম্বা যথা অর্জ্জুনের বাণ খরধার,
কিম্বা যথা বাসবের মুক্তার ভাণ্ডার ॥

প্রিয়ে! দেখ দেখ!

স্থপিষ্ট তমাল-লেপে লিপ্ত হয়ে আছে যেন
সমস্ত গগন
সুরভিত সন্ধ্যানিল সুশীতল, করে যেন
তাহারে বীজন।
জলদের সমাগমে প্রণয়িনী সৌদামিনী
আসি' স্বেচ্ছাক্রমে
নিজ কান্ত গগনেরে করে বদ্ধ গাঢ়তর
প্রেম-আলিঙ্গনে ॥

বসং।—(শৃঙ্গার-ভাব অভিনয় করিয়া চারুদত্তকে আলিঙ্গন)

চারু।—(স্পর্শ-সুখ অভিনয় করিয়া প্রত্যালিঙ্গন)

গরজ' গরজ' মেঘ সুগম্ভীর নাদে,
মদন হৃদয়ে জাগে তোমারি প্রসাদে।
উপজিল অনুরাগ, প্রিয়ার পরশে
তনুটি কদম্ব-সম রোমাঞ্চ হরষে ॥

বিদু।—আরে ব্যাটা বর্ষা! তুই ভারি খারাপ—বিদ্যুৎ দিয়ে তুই ওঁকে এখন কেন ভয় দেখাচ্চিস্ বল দিকি?

চারু।—সখা! বিদ্যুৎকে কেন তিরস্কার করচ?

শত বর্ষ ধরি' বর্ষা, অবিরত বারিধারা
করুক বর্ষণ,
সৌদামিনী মুহুর্মুহু, সমস্ত আকাশ ব্যাপি'
করুক স্ফুরণ,

সুদুর্ল্লভ প্রিয়া-সনে, আলিঙ্গনে বদ্ধ এবে
আমা-বিধ জন॥

তা ছাড়া, দেখ সখা!

ধন্য বলি' মানি আমি তাহার জীবন
লভিয়া যে নিজ গৃহে কামিনী-সঙ্গম
মেঘ জল-সুশীতল আর্দ্র গাত্র তার
নিজ গাত্রে সংলগ্ন করে বারম্বার॥

প্রিয়ে বসন্তসেনা!

স্তম্ভগুলি বিচলিত স্তম্ভ বেদীপরে,
কোন মতে চন্দ্রাতপে অতি কষ্টে ধরে।
ধারা-বেগে সুধা-লেপ হইয়া গলিত
বিচিত্র এ ভিত্তিটিরে করে কর্দ্দমিত॥

(ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া) একি ইন্দ্রধনু যে! প্রিয়ে দেখ দেখ।

বিদ্যুজ্জিহ্বা প্রকাশিয়া, ইন্দ্র-ধনু-দীর্ঘবাহু
করি' উত্তোলন
মেঘ-হনু বিস্তারিয়া, অন্তরীক্ষ করে যেন
আরামে জৃম্ভন॥

এস তবে আমরা ঘরের ভিতরে যাই। (গাত্রোত্থান করিয়া পরিক্রমণ)

তাল-বনে তার-স্বর—তরু-শাখে মন্দ্র,
শিলাপরে রুক্ষধ্বনি, সলিলে প্রচণ্ড
—বীণাবাদ্য হয় যথা সঙ্গীতের কালে
তেমতি গো বৃষ্টিধারা পড়ে তালে তালে॥ (সকলের প্রস্থান)

"দুর্দ্দিন" নামক পঞ্চম অঙ্ক।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

দৃশ্য।—চারুদত্তের গৃহ।

দাসীর প্রবেশ।

দাসী।—এ কি?—এখনও ঠাকরণের ঘুম ভাঙ্গেনি?—আচ্ছা, আমি তবে ঘরে গিয়ে ওঁকে জাগিয়ে দি। (পরিক্রমণ)

ঘরের ভিতর।

আচ্ছাদিত-শরীর বসন্তসেনা নিদ্রিতা।

দাসী।—(নিরীক্ষণ করিয়া) উঠুন ঠাকরণ উঠুন! প্রভাত হয়েছে।

বসং।—(জাগিয়া) কি! রাত্রি প্রভাত?

দাসী।—আমাদের প্রভাত—ঠাকরণের এখনও রাত্রি!

বসং।—ওলো! তোদের জুয়ারিটি কোথায়?

দাসী।—ঠাকরণ! দত্ত-মশায় বর্দ্ধমানককে সমস্ত বোলে-কোয়ে "পুষ্প-করণ্ডক" নামে সেই পোড়ো বাগানটীতে গেছেন।

বসং।—কি বোলে গেছেন?

দাসী।—রাত্রি থাকতেই গাড়ি প্রস্তুত রেখো, বসন্তসেনা যাবেন—এই কথা বলে' গেছেন।

বসং।—ওলো! আমার কোথায় যেতে হবে?

দাসী।—ঠাকরণ! যেখানে দত্ত-মহাশয় গেছেন।

বসং।—(দাসীকে আলিঙ্গন করিয়া) রাত্রে ভাল করে' তাঁকে

দেখ্‌তে পাইনি, আজ তা হ'লে তাঁকে ভাল করে' দেখ্‌ব। ওলো! আমি কি অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছি?

দাসী।—শুধু অন্তঃপুরে নয়, সকলের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করেছেন।

বসং।—আমি আসাতে চারুদত্তের পরিজনদের কি কষ্ট হয়েছে?

দাসী।—তাদের কষ্ট পরে হবে বটে।

বসং।—কখন্?

দাসী।—যখন ঠাকরণ চলে যাবেন।

বসং।—তখন তো প্রথমে আমারই কষ্ট হবে। দ্যাখ্, এই রত্ন-মালাটী নিয়ে আমার ভগিনী ধূতাদেবীর হাতে দিয়ে আয়—তাঁকে এই কথা বল্ যে "আমি চারুদত্ত-মহাশয়ের গুণে বশীভূত হয়ে তাঁর দাসী হয়েচি—সুতরাং আপনারও দাসী—অতএব এই রত্নমালাটি আপনারই কণ্ঠাবরণ হোক।"

দাসী।—ঠাকরণ, চারুদত্ত তাহলে আপনার উপর রাগ করবেন।

বসং।—না, রাগ করবেন না, তুই যা!

দাসী।—(রত্নমালা লইয়া) যে আজ্ঞে, যাচ্চি।

(প্রস্থান করিয়া পুনঃ প্রবেশ)

দাসী।—ঠাকরণ! ধূতাদেবী বল্লেন, "আমার স্বামী তোমাকে এটি দান করেছেন, আমার নেওয়া উচিত নয়। তুমি এ বেশ জেনো, আমার স্বামীই আমার নিজস্ব অলঙ্কার।"

(একটি বালককে লইয়া রদনিকার প্রবেশ)।

রদ।—আয় বাছা! আমরা এই মাটির গাড়িটি নিয়ে খেলা করি।

বালক।—(সকরুণভাবে) রদনিকা, এই মাটির গাড়িতে আমার কি হবে?—আমার সেই সোনার গাড়িটা নিয়ে এসো।

রদ।—(নিরাশভাবে নিঃশ্বাস ফেলিয়া) জাহু! এখন আর আমাদের সোনার ব্যবহার কোথায়? বাবার যখন আবার টাকা হবে, তখন তুই সোনার গাড়ি নিয়ে খেল্‌বি। এখন ওকে কোনও রকম করে' ভুলিয়ে রাখি—যাই ওকে বসন্তসেনা-ঠাকরণের কাছে নিয়ে যাই। (নিকটে গিয়া) ঠাকরণ! প্রণাম।

বসং।—এসো রদনিকে এসো! এ ছেলেটি কার? গাঁয়ে কোন অলঙ্কার নেই, তবু চাঁদমুখটি দেখে আমার এত ভাল লাগ্‌চে।

রদ।—এটি চারুদত্ত মহাশয়ের পুত্র—নাম রোহসেন!

বসং।—(বাহু প্রসারণ করিয়া) আয় বাছা আমার কোলে আয়। (কোলে বসাইয়া) দেখ্‌তে ঠিক বাপের মত।

রদ।—শুধু চেহারা নয়, আমার মনে হয় স্বভাবটিও বাপের মত হয়েছে। এখন তিনি একে দেখেই যা কিছু সান্ত্বনা পান।

বসং।—কাঁদ্‌চে কেন?

রদ।—আমাদের প্রতিবাসীর একটি ছেলে সোনার খ্যাল্‌না-গাড়ি নিয়ে খ্যালা কর্‌ছিল—এ দেখ্‌তে পেয়ে সেটি হাতে করে নিলে—আর ক্রমাগত সেইটি চাইতে লাগ্‌ল—আমি ভোলাবার জন্য তার বদলে একটি মাটির গাড়ি এনে দিলুম। কিন্তু ছেলেটাকি ভোলবার পাত্র?—আমাকে বল্‌লে, "রদনিকা! আমি এই মাটির গাড়ি নিয়ে কি করব—আমাকে সেই সোনার গাড়িটি দেও।"

বসং।—আ ছি ছি! পরের দ্রব্য নেবার জন্য কাঁদচে? ভগবান্ দৈব! পদ্ম-পত্রের জলবিন্দুর মত পুরুষের ভাগ্য নিয়ে তোমার খেলা? জাহু! কেঁদোনা—সোনার গাড়ি পাবে।

বালক।—রদনিকা! এ কে?

বসং।—আমি তোর পিতার গুণ-মুগ্ধা দাসী।

রদ।—বাছা! ঠাকরণ তোর মা হন্।

বালক।—রদনিকা! তুমি মিথ্যা কথা বল্‌চ—ইনি যদি আমাদের মা হবেন তাহ'লে গায়ে গহনা কেন?

বসং।—জাদু! তোমার সরল শিশু মুখের এইরূপ কথা শুন্‌লে বড়ই কষ্ট হয়। বাছা! এখন আমি যে তোর মা হয়েছি। তা, এই অলঙ্কারটি নে—এতে সোনার গাড়ি তৈরি হবে।

বালক।—যাও—আমি নেব না—তুমি যে কাঁদ্‌চ।

বসং।—(অশ্রু মার্জ্জন করিয়া) না জাদু—আমি আর কাঁদ্‌ব না—তুই এটি নিয়ে খ্যালা করগে। (মৃৎ-শকটের মধ্যে অলঙ্কারগুলি পূরিয়া) জাদু! এই দিয়ে সোনার গাড়ি করিয়ে নিস্।

(বালককে লইয়া রদনিকার প্রস্থান)

বয়েলের গাড়িতে চড়িয়া দাসের প্রবেশ।

দাস।—রদনিকে! রদনিকে! বসন্তসেনা-ঠাকরণকে জানিয়ে এসো, খিড়কির দরজা খোলা আছে, গাড়িও তৈরি হয়েছে।

রদনিকার প্রবেশ।

রদ।—ঠাকরণ! বর্দ্ধমানক বল্‌চে খিড়কির দরজায় গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

বসং।—ওলো! একটু অপেক্ষা করুক, আমি ততক্ষণ সেজে-গুজে নিই।

রদ।—(প্রস্থান করিয়া) বর্দ্ধমানক! একটু অপেক্ষা কর—ঠাকরণ সাজ-গোজ করচেন।

দাস।—হি হি হি! ওগো আমিও যে গাড়ির বিছানা আন্‌তে ভুলে

গেছি—আমি এখনি গিয়ে নিয়ে আসি। বলদেরা নাকের দড়ির টানে যাবার জন্য অস্থির হয়েছে—আচ্ছা, এই গাড়িতে করেই যাই।

বসং!—ওলো! আমার সাজ-সজ্জার জিনিস গুল নিয়ে আয়তো—এইবার সাজ-গোজ করে' নি।

গৃহের বাহিরে।

বলদের গাড়ি চড়িয়া দাস স্থাবরকের প্রবেশ।

স্থাবরক।—রাজার শালা সংস্থানক আমাকে এই কথা বলেছিলেন "দেখ স্থাবরক! গাড়ি নিয়ে "পুষ্প-করণ্ডক" নামে পোড়া বাগানটাতে শীঘ্র এস"। আচ্ছা, এখন তবে সেইখানেই যাই।—চল্‌রে বয়েল চল্‌! (পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) গ্রামের গরুর গাড়ীতে পথটা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে—এখন কি করি? (সগর্ব্বে) ওরে! সরে' যারে সরে' যা! কি বলচিস্‌?—কার গাড়ি?—এটি রাজার শালা সংস্থানকের গাড়ী। শীঘ্র সরে যা বল্‌চি। (অবলোকন করিয়া) এ আবার কে? জুয়ার আড্ডা থেকে জুয়ারী যেমন আড্ডাধারীকে দেখে পালায়, সেই রকম ও ব্যক্তিও আমাক হঠাৎ দেখে মুখ ঢেকে যে পালিয়ে গেল। না জানি এ লোকটা কে। কিন্তু আমার তা জেনে লাভ কি? আমি এখন শীঘ্র হাঁকিয়ে যাই। এই! এই! গাঁয়ের লোক! তোরা সব সরে যা। কি বলচিস্‌? একটু দাঁড়িয়ে চাকাটা ঠেলে দেব? আরে! আমি রাজার শালা সংস্থানকের লোক—আমি তোর চাকা ঠেলে দেব?—না না বেচারা একলা—কেউ সাহায্য করবার লোক নেই—আচ্ছা আমিই করচি। ততক্ষণ এই গাড়িটা চারুদত্ত মহাশয়ের বাগান-বাড়ির খিড়কির দরজায় রেখে দি। (গাড়ি রাখিয়া) এই আমি আস্‌চি। (প্রস্থান)

গৃহের ভিতরে।

দাসী।—ঠাকরণ! চাকার শব্দ শোনা যাচ্চে, গাড়ি বোধ হয় এসেছে।

বসং।—ওলো চল্! যাবার জন্য আমার মন ব্যস্ত হয়েছে—এখন খিড়কির দরজায় আমাকে নিয়ে চল্।

দাসী।—এই দিকে ঠাকরণ এই দিকে!

বসং।—(পরিক্রমণ করিয়া) তুইও এখন বিশ্রাম কর্।

দাসী।—যে আজ্ঞে ঠাকরণ! (প্রস্থান)

গৃহের বাহিরে।

বসং।—(দক্ষিণ চক্ষুর স্পন্দন ও গাড়িতে আরোহণ) বোধ হয় চারুদত্তের দর্শনেই এই অশুভ দূর হবে।

(দাস স্থাবরকের প্রবেশ)

স্থা।—শকট-গুল সরিয়ে দিয়েছি। এখন তবে যাওয়া যাক। গাড়িটা বড় ভারি! অথবা চাকা ঠেলে শ্রান্ত হয়েছি তাই ভারি বলে মনে হচ্চে। যাই হোক, এখন যাওয়া যাক। চল্ গরুরা চল্!

নেপথ্যে।—দ্যাখ্, তোরা প্রহরীরা সব আপনার আপনার থানায় সতর্ক হয়ে থাক্—আজ সেই গোয়ালার ছেলে কারাগার ভেঙ্গে কারাগারের প্রধানকে বধ করে’ শিকলি ছিঁড়ে পালিয়েছে। তাকে গিয়ে তোরা ধর্।

(এক পায়ে শৃঙ্খল-বদ্ধ অবগুণ্ঠিত আর্য্যক ভয়ব্যাকুলভাবে সত্বর প্রবেশ করিয়া পরিক্রমণ)

স্থা।—(স্বগত) সমস্ত নগরের লোক ভয়ে আকুল হয়েছে—এইবার শীঘ্র হাঁকিয়ে যাই। (প্রস্থান)

আর্য্যক।—এড়াইয়া ভূপতির ঘোর কারাগার
বিপদ-আপদ হতে হইনু উদ্ধার।
শৃঙ্খলে আবদ্ধ মোর একটি চরণ,
ছিন্ন-পাশ গজ সম করি গো ভ্রমণ॥

রাজা পালক সিদ্ধ পুরুষের আদেশ শুনে ভীত হয়ে গোয়ালা-পাড়া থেকে আমাকে ধরে' এনে একটা ঘোর কারাগারে বেঁধে রেখেছিলেন—আমার প্রিয় সুহৃৎ শর্বিলক আমাকে সেই বন্ধন থেকে মুক্ত করেছেন। (অশ্রু মোচন)

ভাগ্যে যদি থাকে তবে মোর কিবা দোষ?
ভূপতি আমার প্রতি বৃথা করে রোষ।
মোরে কারাগারে বদ্ধ করি' অকারণ
বাঁধিল নিগড়ে যেন অরণ্য-বারণ!
দৈবের ঘটনা কেবা লঙ্ঘিবারে পারে
—তাহার উপরে শক্তি ধরে কে সংসারে?
নৃপেরো নিকটে যাওয়া আমার উচিত,
কে করে বিরোধ বলবানের সহিত?

হতভাগ্য আমি এখন কোথা যাই? (দেখিয়া) কোনও ভদ্র লোকের বাড়ীর খিড়কির দরজাটা খোলা রয়েছে দেখ্‌চি।

ভগ্ন দেখি এই গৃহ—নাহিক অর্গল,
বৃহৎ কপাট কিন্তু জীর্ণ সন্ধিস্থল।
গৃহপতি হতভাগ্য আমারি মতন,
আমারি সমান কষ্ট পায় অনুক্ষণ॥

আচ্ছা আমি তবে এই গৃহের ভিতরে গিয়ে একটু দাঁড়াই।

নেপথ্যে।—চল্‌রে গরু চল্।

আর্য্যক।—(শুনিয়া) এই যে। একটা গাড়ি এই দিকে আসচে।

হবে কি যাত্রীর যান ?

অথবা উহাতে কোন দুষ্ট অধিষ্ঠিত ?

বধূ-জনে লইবারে

বধূ-যান কোন কিগো হেথা উপস্থিত ?

যাইতে গ্রামের বা'র

প্রধান জনের তরে ইহা কি আনীত ?

দেখিতেছি শূন্য ইহা,

স্থানটিও দেখিতেছি নির্জন নিভৃত।

এ যান আমারি তবে

—নিশ্চয় আমারি তরে বিধির প্রেরিত ॥

গাড়ি লইয়া দাস বর্দ্ধমানকের প্রবেশ।

বর্দ্ধ।—হাঃ সাবাস!—গাড়ির বিছানাটাতো এনে ফেলেচি। রদনিকে, বসন্তসেনা-ঠাকরণকে বল—গাড়ি তৈরি ; ঠাকরণ এখন গাড়িতে চড়ে' "পুষ্প-করণ্ডক" পোড়ো বাগানে চলুন।

আর্য্যক।—(শুনিয়া) এটা দেখ্‌চি বেশ্যার গাড়ি—গ্রামের বাহিরেও যাবে—আচ্ছা আমি তবে চড়ে বসি। (আস্তে আস্তে নিকটে গমন)

দাস।—(শৃঙ্খল-ধ্বনি শুনিয়া) এই যে, নূপুরের শব্দ শোনা যাচ্চে। ঠাকরণ বুঝি তবে এলেন। নাকের দড়ির টানে গরুরা বড় অস্থির হয়েছে—ঠাকরণ! পিছন দিক দিয়ে গাড়িতে উঠুন। (আর্য্যক তথাকরণ)

দাস।—নূপুরের শব্দ থেমে গেছে, গাড়িটাতে চাপ্‌ পড়েছে—তাই বোধ হচ্চে ঠাকরণ গাড়িতে উঠেছেন—এখন তবে হাঁকাই।—চল্‌রে গরু চল্‌।

বীরকের প্রবেশ।

বীরক।—ওরে রে! জয়, জয়মান, মঙ্গল, পুষ্পভদ্র প্রভৃতি নগর-রক্ষিগণ!

সুবিশ্বস্ত মনে তোরা আছিস্ হেথায়?
গোয়ালার ব্যাটা ছিল আবদ্ধ কারায়,
টুটিয়া বন্ধন তার দেখ্ সে পালায়,
রাজাও ভাবিত বড় হয়েছেন তায়॥

ওরে! তুই বর্হিদ্বারে থাক্—তুই পশ্চিম দিকে—তুই দক্ষিণে, আর তুই উত্তরে। চন্দনকের সঙ্গে এই প্রাচীরের উপরে উঠে আমি চার দিকটা একবার দেখি। ওরে চন্দনক! এই দিকে আয়রে এই দিকে আয়!

ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া চন্দনকের প্রবেশ।

চন্দনক।—ওরে রে বীরক, বিশল্য, ভীমাঙ্গদ, দণ্ডকাল, দন্তশূর প্রভৃতি রক্ষিগণ!

খোঁজ রে যতন করি'—আয় রে ত্বরায়,
—রাজ-লক্ষ্মী গোত্রান্তরে যেন নাহি যায়॥

অপিচঃ—

উদ্যানে, সভায়, মার্গে,
ঘোষ-পল্লি, নগর বাজারে
—যেথায় সন্দেহ হয়
শীঘ্র করি খোঁজরে তাহারে।
ওরে রে বীরক তুই
কি দেখিলি বল্‌রে খুলিয়া,

ভাঙ্গিয়া শৃঙ্খল কে গো
গোপ-পুত্রে লইল হরিয়া ?
অষ্টমেতে রবি কার ?
চতুর্থেতে রহে কার শশি ?
ষষ্ঠে কার শুক্র গ্রহ ?
পঞ্চমে মঙ্গল কার বসি' ?
নবমেতে কার শনি ?
—সেই জন উদ্ধারিল তায়।
থাকিতে জীবিত আমি
দেখিব সে পলায় কোথায়॥

বীরক।—দেখ সর্দ্দার মহাশয়!
উদ্ধার করিল কেহ তাহারে নিশ্চয়।
শপথ করিছি ছুঁয়ে তোমার হৃদয়,
পলাল সে যবেমাত্র অর্দ্ধ সূর্য্যোদয়॥

দাস।—চল্‌রে গরু চল্‌।

চন্দ।—(দেখিয়া) ওরে রে—দেখ্‌ দেখ্‌!
আচ্ছাদিত গাড়িখানি
যাইতেছে রাজপথ দিয়া
কার্ যান্, কোথা যায়,
অন্বেষণ কর কাছে গিয়া॥

বীরক।—(দেখিয়া) ওরে গাড়োয়ান! গাড়ি থামা। এ গাড়ি কার? আরোহী কে? যাচ্চেই বা কোথায়?

দাস।—এটি চারু দত্তের গাড়ি, এতে বসন্তসেনা আছেন। "পুষ্প-করণ্ডক" পোড়োবাগানে আমোদ করবার জন্য চারুদত্ত এঁকে নিয়ে যাচ্চেন।

বীরক।—(চন্দনকের নিকট গিয়া) গাড়োয়ান বল্‌চে;—চারু দত্ত-মহাশয়ের গাড়ি, বসন্তসেনা ওতে আছেন, "পুষ্পকরণ্ডক"-নামে পোড়ো-বাগানে নিয়ে যাচ্চে।

চন্দ।—আচ্ছা যাক।

বীবর।—না দেখেই যেতে দেওয়া হবে?

চন্দ।—হঁা।

বীরক।—কার বিশ্বাসে?

চন্দ।—চারুদত্ত-মহাশয়ের।

বীরক।—কে চারুদত্ত?—বসন্তসেনাই বা কে? আর, না তদন্ত করেই বা যেতে দেওয়া হচ্চে কেন?

চন্দ।—আরে, চারুদত্ত-মশায় কে তা জানিস নে? বসন্তসেনা কে তাও জানিস নে? যদি চারুদত্ত বসন্তসেনাকে না জানিস, তবে আকাশের চাঁদকেও জানিস্ নে—জোছনাকেও জানিস্ নে।

গুণে অরবিন্দ যেগো শীলে শশি সম
বল তারে নাহি জানে হেথা কোন্ জন?
বিপন্নের দুঃখ তিনি করেন মোচন,
চতুঃসাগরের তিনি অমূল্য রতন॥

এ নগরে দুই ব্যক্তি
সকলের পূজনীয়—তিলক মাথার
—এক সে বসন্তসেনা,
ধর্ম্মের নিধান সেই চারুদত্ত আর॥

বীরক।—ওরে চন্দনক!

জানি আমি চারুদত্তে,
জানি আমি বসন্তসেনায়,

রাজাজ্ঞা-পালন-কালে

না জানি গো আপন পিতায়॥

আর্য্যক।—(স্বগত) এই বীরক আমার পূর্ব্ব-শত্রু, আর এই চন্দনক আমার পূর্ব্ব-মিত্র। কেন না :—

নিযুক্ত এক-ই কার্য্যে

তবু নহে ইহাদের এক রীতি-নীতি।

একই তো গো হুতাশন

শ্মশানে বিবাহে তবু বিভিন্ন-প্রকৃতি॥

চন্দ।—তুই খুব হুঁসিয়ার সেনাপতি, রাজার বিশ্বাসী। আমি বলদ্ দুটোকে ধরচি, তুই দ্যাখ্ গাড়ির ভিতরে কে আছে।

বীরক।—তুইও তো রাজার বিশ্বাসী সেনাপতি, তুই দ্যাখ্ না।

চন্দ।—আচ্ছা, আমি দেখলেই তোর দ্যাখা হবে।

বীরক।—তোর দেখা হলেই রাজা পালকেরও দেখা হবে।

চন্দ।—ওরে! গাড়ি থামা। (দাসের তথাকরণ)

আর্য্যক।—(স্বগত) রক্ষিরা কি আমাকে দেখ্‌তে পেয়েছে? হত-ভাগ্য আমি আবার এখন নিরস্ত্র।

ভীমের দৃষ্টান্তে হোক্ বাহু মোর অস্ত্র,

বন্ধনের চেয়ে যুদ্ধে মরণ্ই প্রশস্ত॥

কিন্তু এখন সাহস প্রকাশের অবসর কোথায়?

চন্দ।—(গাড়ীতে চড়িয়া অবলোকন)

আর্য্যক।—আমি শরণাপন্ন হলেম, আমাকে রক্ষা কর।

চন্দ।—শরণাগতকে অভয় দিলেম।

জয়-লক্ষ্মী, আর যত

মিত্র-বন্ধু ত্যজে সে অধমে,

—লোক-উপহাস্য হয়,

যে ত্যজে শরণাগত জনে ॥

চন্দ।—এ কি! গোপাল-পুত্র আর্য্যক যে! বাজের ভয়ে পালিয়ে এসে পাখী যেমন ব্যাধের হাতে পড়ে, এও তেমনি আমাদের হাতে পড়েছে দেখ্‌চি। অ্যাকে এ নিরপরাধী শরণাগত ব্যক্তি, তাতে চারুদত্ত-মহাশয়ের গাড়ীতে চড়ে এসেছে—আবার আমার প্রাণদাতা মিত্র শর্ব্বিলকের পরম বন্ধু। কিন্তু এদিকে আবার রাজ-আজ্ঞা—এখন কি কর্ত্তব্য? কিন্তু না—যা হবার তা হবে—আমি প্রথমেই অভয় দিয়েছি।

পর-উপকারী জন, ভীত জনে করে যদি

অভয় প্রদান

যায় যাক্ প্রাণ তার, তবু লোকে করে সদা

তার গুণগান ॥

(গাড়ি হইতে সভয়ে নামিয়া) দেখলেম, আর্য্য—(অর্দ্ধোক্তি) না না আর্য্যা বসন্তসেনা গাড়ীতে বসে আছেন। তিনি বল্লেন;—আমি রমণী, মহাত্মা চারুদত্তের ওখানে যাচ্চি—রাজপথে অবলার অপমান করা কি উচিত?

বীরক।—চন্দনক! এ কথায় আমার সন্দেহ হচ্চে।

চন্দ।—সন্দেহ কিসের?

বীরক।—প্রথমে বলিলে "আর্য্য," হইয়া গো থতমত

—ঘর্‌ঘর স্বরে,

আবার বলিলে "আর্য্যা," কথাটা বদল করি'

ঠিক তার পরে ॥

সেইজন্যই আমার অবিশ্বাস হচ্চে।

চন্দ।—ওরে! এতে তোর অবিশ্বাস কিসে হচ্চে? আমরা দাক্ষি-

পাত্যের লোক, শুদ্ধ কথা আমাদের মুখ দিয়ে পষ্ট বেরোয় না। খস্, খত্তিখড়ি, করট্টি, বিলক, কর্ণাট, কর্ণ, প্রাবরণক, দবিড়, চোল, চীন, বর্ব্বর, খের, মধুঘাত, এই সব ম্লেচ্ছজাতীয় নানান্ ভাষা আমরা যথেষ্ট ব্যবহার করে' থাকি,—তাই কখন কখন "দৃষ্টা"কে "দৃষ্টও" বলি, "অর্য্যাকে "আর্য্যাও" বলি।

বীরক।—না না, আমিও তবে একবার দেখে আসি; রাজার হুকুম, তাতে আবার আমি রাজার একজন বিশ্বাসী লোক।

চন্দ।—তবে কি আমি রাজার অবিশ্বাসী?

বীরক।—না না সে কথা হচ্চে না—রাজার এই হুকুম তাই বল্‌চি।

চন্দ।—(স্বগত) গোপাল-পুত্র আর্য্যক আর্য্য-চারুদত্তের গাড়ীতে চড়ে' পালাচ্চে এই কথা যদি বলি, তা হলে রাজা চারুদত্তকে শাসন করবেন—এখন উপায় কি? আচ্ছা এখন তবে কর্ণাটি ঝগড়া আরম্ভ করে' দেওয়া যাক্। (প্রকাশ্যে) বলি শোন্ বীরক! আমি চন্দনক আমি দেখে এলেম, তাতে হল না, আবার তোর দেখ্‌তে যেতে হবে?—কে তুই বল্ দিকি?

বীরক।—তুই বা কে বল দিকি?

চন্দ।—আমি তোর পূজনীয়, মাণ্যমান ব্যক্তি। তোর কি জাত, তাকি তোর মনে আছে?

বীরক।—(সক্রোধে) ওরে! আমার কি জাত বল্ দিকি?

চন্দ।—তুই বল্‌না শুনি।

বীরক।—তুই বল্‌না।

চন্দ।—না বলাই ভাল।

জানিয়াও তব জাতি

বলিব না শিষ্টতা-খাতিরে

কি হইবে হাট-মাঝে
ভাঙ্গি' পচা কদ্‌বেলটিরে?

বীরক।—না না, বল্‌তেই হবে। বল্‌না শুনি—বল্‌না।

চন্দ।—(সঙ্কেত করণ)

বীরক।—নারে না তা নয়।

চন্দ।—

শীর্ণ শিলা হাতে লয়ে, বাঁকিলে গাঁঠের অস্থি
সিধা করা কাজ,
কাটারীতে হাত সদা, মহামান্য সেনাপতি
হয়েছিস্‌ আজ?

বীরক।—ওরে চন্দনক! তুই যত মান্যমান ব্যক্তি তাও জানি—তোর জাতটা কি মনে করে' দ্যাখ্‌ দিকি।

চন্দ।—ওরে! চন্দনকের জাত চন্দ্রের মত বিশুদ্ধ।

বীরক।—কি জাত বল্‌।

চন্দ।—তুই বল্‌না।

বীরক।—(সঙ্কেত করণ)

চন্দ।—ওরে! না, তা নয়।

বীরক।—ওরে! তবে শোন্‌, শোন্‌।

বড় শুদ্ধ জাতি তোর;—মাতা তোর ভেরী, আর
পিতা জয়ঢাক্‌,
ভ্রাতা তোর কাড়া-যন্ত্র, তুই সেনাপতি আজ
শুনিয়া অবাক্‌॥

চন্দ।—(সক্রোধে) আমি চন্দনক চামার?—আচ্ছা তাই ভাল। তুই এখন গাড়ীর ভিতরটা দেখ্‌গে যা।

বীরক।—ওরে গাড়োয়ান! গাড়ি ফেরা, আমি দেখ্‌ব।

(দাসের তথাকরণ)

বীরক।—(গাড়িতে উঠিতে উদ্যত এমন সময়ে চন্দনক সহসা বীরকের কেশ ধরিয়া ভূতলে ফেলিয়া পদাঘাত, পরে বীরক সক্রোধে উঠিয়া) আমি রাজার হুকুম তামিল করতে যাচ্ছিলুম, আর তুই কি না আমার অপমান করলি? এর জন্য যদি আদালতে আমি তোকে বিধিমতে নাকাল না করি তো আমি বীরক নই।

চন্দ।—ওরে! তুই রাজবাড়ীতেই যা, আর আদালতেই যা, তোর মতন কুকুরে আমার কি করতে পারে?

বীরক।—আচ্ছা, দ্যাখা যাবে। (প্রস্থান)

চন্দ।—(চারি দিক অবলোকন করিয়া) যারে গাড়োয়ান যা। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে তো বলিস্‌—চন্দনক ও বীরক তোর গাড়ীর তদন্ত করে' ছেড়ে দিয়েচে। আর, আর্য্যা-বসন্তসেনাকে বল্‌বি যেন তিনি আমার এই নিদর্শনটি গ্রহণ করেন। (খড়্গ প্রদান)

আর্য্যক।—(খড়্গ লইয়া সহর্ষে স্বগত)

পাইলাম শস্ত্র আমি,
দক্ষিণ বাহুও মোর করিছে স্পন্দন।
সব্‌ই দেখি অনুকূল
ভাগ্যবলে সুরক্ষিত আমি গো এখন॥

চন্দ।—আর দ্যাখ্‌, আরও তাঁকে এই কথা বল্‌বি :—

স্মরণে রাখেন যেন,
তিনি তাঁর দাস চন্দনেরে।
না কহি লোভের বশে
—কহিতেছি অনুরাগ-ভরে॥

আর্য্যক।—

চন্দন চন্দ্রের সম সুশীলতাময়
ভাগ্যে মম সখা হয়ে হলেন উদয়।
তোমায় চন্দন ওগো! করিব স্মরণ,
সিদ্ধের আদেশ যদি হয় সংঘটন॥

চন্দ।—

বধি' শুম্ভ নিশুম্ভেরে
দেবী যথা ভয় হতে ত্রিলোকেরে করিলেন ত্রাণ
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব,
চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ, করুন তোমা অভয় প্রদান॥

দাস।—(গাড়ি হাঁকিয়া প্রস্থান)

চন্দ।—(নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ঐ যে, আমার প্রিয় সখা শর্বিলক গাড়ির পিছনে পিছনে আস্‌ছেন। সে যাক্—আমি যে রাজার বিশ্বাসী প্রধান দণ্ডধারক বীরকের সঙ্গে বিরোধ করলেম, সে নিশ্চয়ই এখনি গিয়ে রাজার কাছে সমস্ত বলে' দেবে—তা, আমিও তবে ভাই-পুত্র সঙ্গে নিয়ে এই ব্যালা তার পিছনে পিছনে যাই। (প্রস্থান)

।প্রবহণ-বিপর্যায় নামক ষষ্ঠ অঙ্ক।

সপ্তম অঙ্ক।

দৃশ্য।—পুষ্প-করণ্ডক-উদ্যান।

চারুদত্ত ও মৈত্রেয়ের প্রবেশ।

বিদূ।—ওহে দেখ দেখ! পুষ্প-করণ্ডক-উদ্যানের কি চমৎকার শোভা!

চারু।—হাঁ সখা, চমৎকার!

বণিকের সম শোভে হেথা তরুগণ,
পণ্য-সম সুসজ্জিত কুসুম-রতন,
মধুকর ভ্রমে করি' শুল্ক আহরণ॥

বিদূ।—ওহে দেখ, এই শিলাতলটি বেমেরামৎ হয়ে পড়ে আছে, তবু কেমন সুন্দর—এসো এইখানে বসা যাক্।

চারু।—(উপবেশন করিয়া) বর্দ্ধমানক আস্‌তে এত দেরি করচে কেন?

বিদূ।—বর্দ্ধমানককে আমি বলে দিয়েছি, বসন্তসেনাকে নিয়ে যেন শীঘ্র এখানে আসে।

চারু।—তবে কেন এত দেরি কর্‌চে?

অন্য কোন প্রবহণ, যায় কি গো শ্লথগতি
আগে আগে তার?
তাই কি প্রতীক্ষা করে—সম্মুখে কখন হবে
পথ পরিষ্কার?

ভগ্ন-অক্ষ বদলাতে করে কি প্রয়াস ?
কিম্বা ছিন্ন হইয়াছে বলদের রাশ ?
কাষ্ঠখণ্ড ফেলি কেহ রোধে কি গো পথ ?
—তাই অন্য পথ দিয়া আনে বুঝি রথ ?
চালায় কি গরুদের গতি করি' শ্লথ ?
কিম্বা আসে ধীরে ধীরে নিজ ইচ্ছামত ?

গুপ্ত আরোহী আর্য্যককে লইয়া দাস বর্দ্ধমানকের প্রবেশ।

দাস।—চল্‌রে গরু চল্‌!

আর্য্যক।—(স্বগত)

পাছে দ্যাখে নৃপজন ভয়ে ভয়ে যাই,
শৃঙ্খলে আবদ্ধ পদ কেমনে পলাই ?
অজ্ঞাত হইয়া আমি সাধু-যানে স্থিত,
পরভৃত হয় যথা বায়সে রক্ষিত॥

ওঃ! নগর ছাড়িয়ে অনেক দূরে এসে পড়েছি—এখন কি তবে গাড়ি থেকে নেবে এই বাগানের মধ্যে লুকিয়ে থাক্‌ব—কিম্বা যাঁর গাড়ি তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌ব ?—না—বাগানের মধ্যে লুকিয়ে থেকে কি হবে ? শোনা যায়, মহাত্মা চারুদত্ত নাকি বিপন্ন-বৎসল—আচ্ছা তাঁকে তবে একবার দেখে যাই।

বিপদ-সাগর হতে হইয়াছি পার;
সাধু দেখি' চিত্তে হবে সন্তোষ অপার।

এ হেন দশায় মোর শরীর পতিত
মহাত্মার গুণে হবে নিশ্চয় রক্ষিত॥

দাস।—এই তো সেই বাগান—(নিকটে দেখিয়া) মৈত্রেয় মশায়!

বিদূ।—একটা সু-খবর দি—বর্দ্ধমানকের কথা শুন্‌তে পাচ্চি, বোধ হয় বসন্তসেনা এসেছেন।

চারু।—আ! কি সুখের সংবাদ!

বিদূ।—আরে ব্যাটা! এত দেরি কর্‌লি কেন?

দাস।—মৈত্রেয় মশায়—রাগ কর্‌বেন না—গাড়ির বিছানা আন্‌তে ভুলে গিয়েছিলেম—তাই যাওয়া আসা করতে দেরি হয়ে গেল।

চারু।—বর্দ্ধমানক! গাড়ি থামাও। দেখ সখা মৈত্রেয়, বসন্ত-সেনাকে নাবিয়ে আনো।

বিদূ।—শিক্‌লি দিয়ে পা বাঁধা আছে নাকি যে আমার গিয়ে নাবিয়ে আন্‌তে হবে? (উঠিয়া গাড়ির দ্বার খুলিয়া) ও গো, একি! এতো বসন্তসেনা নয়—এ যে বসন্তসেন!

চারু।—এখন ভাই পরিহাস রেখে দেও—ভালবাসার কাছে বিলম্ব সহ্য হয় না। আচ্ছা আমি তবে নিজে গিয়েই নাবাচ্চি। (গাত্রোত্থান)

আর্য্যক।—(দেখিয়া) এই যে! এঁরই বুঝি এই গাড়ি। শুনে-ছিলেম ইনি অতি সুপুরুষ—দেখেও তাই মনে হচ্চে। যাক্! এইবার আমি রক্ষা পেলেম।

চারু।—(গাড়িতে উঠিয়া দর্শন) একি! এ কে তবে?

করি-কর সম বাহু, সমুন্নত স্থূল স্কন্ধ
সিংহের মতন,
সুবিশাল বক্ষদেশ, রক্তিম চঞ্চল কিবা
আয়ত লোচন,

—মহাত্মা-লক্ষণ সব,

এক পদে কেন তবে শৃঙ্খল-বন্ধন ?

আপনি কে ?

আর্য্যক।—গোপ-কুলে জন্ম, আমার নাম আর্য্যক—আমি আপনার শরণাপন্ন হলেম।

চারু।—রাজা পালক ঘোষ-পল্লি হতে ধরে' এনে যাকে কারাবদ্ধ করেছিলেন আপনি কি সেই আর্য্যক ?

আর্য্যক।—আজ্ঞা হাঁ।

চারু।— বিধি আনিলেন তোমা

দেখিলাম আপন নয়নে,

পরাণ ত্যজিব সুখে

তবু না শরণাগত জনে॥

আর্য্যক।—(হর্ষ প্রকাশ)

চারু।—বর্দ্ধমানক ! পায়ের শৃঙ্খল খুলে দেও।

দাস।—যে আজ্ঞে। (তথাকরণ) মহাশয় ! শৃঙ্খল খোলা হল।

আর্য্যক।—স্নেহের অন্য দৃঢ়তর শৃঙ্খল আবার বাঁধা হল।

বিদূ।—এঁর শৃঙ্খল তো গেল কিন্তু সেই সঙ্গে সখা তুমিও যে গেলে ! ইনিতো মুক্ত হলেন, এখন চল আমরাও আমাদের পথ দেখি। রাজা জান্‌তে পেলে আর রক্ষা থাক্‌বে না।

চারু।—আঃ ! কি বক্‌চ, চুপ্ কর।

আর্য্যক।—সখা চারুদত্ত ! আপনাকে আমার বন্ধু মনে করেই এই গাড়িতে আমি চড়েছিলেম—আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন।

চারু।—আপনি যে আমাকে বন্ধু বলে' মনে করেছিলেন এতে আমি কৃতার্থ হলেম।

আর্য্যক।—অনুমতি হয় তো এখন যাই।

চারু।—যান্।

আর্য্যক।—আচ্ছা আমি তবে নাবি।

চারু।—না, নাব্‌বেন না। এই মাত্র আপনার পা থেকে শৃঙ্খল খোলা হল, এখনও বোধ হয় আপনার চল্‌তে বাধো-বাধো ঠেক্‌বে। বিশেষতঃ এই প্রদেশে নানা প্রকার লোক সর্ব্বদাই যাতায়াত করে, তারা আপনার চল্‌বার রকম দেখে সন্দেহ কর্‌তে পারে—গাড়িতে গেলে আর সে সন্দেহ হবে না। অতএব আপনি গাড়ি করেই যান্।

আর্য্যক।—আপনি যা বল্লেন তা ঠিক্।

চারু।—যাও গো কুশলে বন্ধু-বান্ধবের মাঝে।

আর্য্যক।—তোমা হেন বন্ধু মোর কেবা আর আছে ?

চারু।—অবসর মতে মোরে করিও স্মরণ।

আর্য্যক।—আপন আত্মারে কেউ ভোলে কি কখন ?

চারু।—পথ-মাঝে দেবতারা রক্ষুন তোমায়।

আর্য্য।—পাইলাম রক্ষা আজি তোমারি কৃপায়।

চারু।—রক্ষা করিয়াছে তব সৌভাগ্যের সেতু।

আর্য্য।—না না না না—তথাপি তুমিই তার হেতু॥

চারু।—রাজা পালক আপনাকে যখন ধৃত করবার চেষ্টা কর্‌চেন তখন রক্ষা পাওয়া দুষ্কর—আপনি শীঘ্র এখান থেকে পলায়ন করুন।

আর্য্যক।—আচ্ছা তবে আমি এখন আসি। (প্রস্থান)

চারু।— রাজার অপ্রিয় কাজ করি' অনুষ্ঠান
অনুচিত ক্ষণমাত্র হেথা অবস্থান।
শৃঙ্খলটা দাও ফেলি' পুরাতন কূপে,
রাজ-চক্ষু চারি দিকে থাকে চর-রূপে॥

(বাম-চক্ষু স্পন্দন) ভাই মৈত্রেয়, বসন্তসেনাকে দেখ্‌বার জন্য আমি অত্যন্ত উৎসুক হয়েছি। দেখ:—

না হেরে প্রিয়ারে আজি
বাম চক্ষু করিছে স্ফুরণ,
অকারণ ত্রাসে যেন
ব্যথিত হতেছে প্রাণ-মন॥

তবে এসো যাওয়া যাক। (পরিক্রমণ) এইদিকে আবার একজন অশুভদর্শন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আস্‌চে—আসুক—চল আমরা অন্য পথ দিয়ে যাই। (প্রস্থান)

আর্য্যক-অপহরণ নামক সপ্তম অঙ্ক।

অষ্টম অঙ্ক।

দৃশ্য।—রাজপথ।

আর্দ্র বস্ত্র-খণ্ড হস্তে বৌদ্ধ ভিক্ষুর প্রবেশ।

অজ্ঞ জন কর সবে ধরম সঞ্চিত,
নিজের উদর নিত্য কর সংকুচিত।
বাজারে ধ্যানের ঢাক্,
সতর্ক হইয়া সদা কর জাগরণ।
বিষম ইন্দ্রিয় চোর
হরণ করয়ে চির-সঞ্চিত ধরম॥

সংসার অনিত্য দেখি'
লইয়াছি ধর্ম্মের শরণ,
—ইন্দ্রিয়ের পঞ্চজনে
যে করে গো জ্ঞানাস্ত্রে নিধন।
অবিদ্যা-নারীরে বধি'
রক্ষণ যে করে আত্ম-গ্রামে,
—পাপ-চণ্ডালেরে নাশে,
নিশ্চয় সে যায় স্বর্গ-ধামে॥
মস্তক মুণ্ডিত কর
অথবা মুণ্ডিত কর বদন-মণ্ডল,
চিত্তের মুণ্ডন-বিনা
ও সব-মুণ্ডনে বল আছে কি বা ফল?
মুণ্ডিত যে করে চিত্ত
মস্তক মুণ্ডিত জানি তাহারি কেবল॥

এই কাপড়টা গেরুয়া রঙ্গে ছোপানো গেছে—এখন শ্যালকের বাগানে গিয়ে পুষ্করিণীর জলে এটা ধুয়ে শীঘ্র পালানো যাক। (পরিক্রমণ করিয়া তথা করণ)

দৃশ্য।—পুষ্পকরণ্ডক উদ্যান।

নেপথ্যে।—দাঁড়ারে দুষ্ট শ্রমণক দাঁড়া।

ভিক্ষু।—(দেখিয়া সভয়ে) কি আশ্চর্য্য! এই যে, রাজার শালা সংস্থানক এসেছে দেখ্‌চি। কে একজন ভিক্ষু অপরাধ করেছে—আর তার জন্য এখন যেখানে সেখানে ভিক্ষুক দেখ্‌তে পাচ্চে

অমনি তাকে ধরে' গরুর মত নাক বিঁধিয়ে চালান করচে। আমি নিরাশ্রয় এখন কোথায় আশ্রয় নি?—না, বুদ্ধই আমার এক মাত্র আশ্রয়।

বিটের সহিত খড়্গ হস্তে শকারের প্রবেশ।

শকার।—দাঁড়া দুষ্ট ব্যাটা ভিক্ষুক দাঁড়া। শুঁড়ির দোকানের রাঙ্গা মুলোর মত তোর ঐ মাথাটা ভেঙ্গে দি রোস্। (প্রহার)

বিট।—কি সর্ব্বনাশ, কর কি? গেরুয়া-ধারী বৈরাগী ভিক্ষুককে মারা উচিত হয় না—ওকে ছেড়ে দেও। এই সুখোপভোগ্য উদ্যানটির দিকে একবার চেয়ে দেখ দিকি।

গৃহ-হীন জনে স্থান করিয়া প্রদান,
নিরানন্দে আনন্দ গো করিয়া বিধান,
এই সব তরু করে পুণ্য-অনুষ্ঠান।
দুরাত্মা-হৃদয় কিম্বা নব-রাজ্য-সম
বিশৃঙ্খল এ উদ্যান তবু মনোরম॥

ভিক্ষু।—এসো উপাসক এসো, রুষ্ট হয়ো না।

শকার।—পণ্ডিত! দেখ, আমাকে গালাগালি দিচ্চে।

বিট।—কি বলচে?

শকার।—আমাকে উপাসক বল্‌চে—আমি কি নাপিত?

বিট।—আপনাকে বুদ্ধের উপাসক বল্‌চে—এতো প্রশংসারই কথা।

শকার।—শোন্ শ্রমণক শোন্!

ভিক্ষু।—ধন্য তুমি, পুণ্যবান তুমি!

শকার।—পণ্ডিত! দেখ ও আমাকে ধন্য পুণ্য বল্‌চে—আমি কি শ্রাবক—না কোষ্টক—না কুম্ভকার?

বিট।—না না তা নয়—তোমাকে ধন্য পুণ্য বলে' প্রশংসাই করচে।

শকার।—পণ্ডিত! আচ্ছা ও ব্যাটা কেন এখানে এল?

ভিক্ষু।—কাপড় ধুতে এসেছে।

শকার।— ওরে দুষ্ট ব্যাটা শ্রমণক! আমার ভগিনীপতি সকল বাগানের সেরা এই "পুষ্পকরণ্ডক" বাগান আমাকে দিয়েছেন, সমস্ত কুকুর শেয়ালেরা এরই জল পান করে; আমি যে এত বড়লোক—আমিও যে পুষ্করিনীতে স্নান করি নে—তুই কিনা সেই পুষ্করিণীতে, পুরাণো-কলাইয়ের-ঝোলে-দাগী নানা-রং-ধরা পচা ন্যাকড়া কাচ্‌তে এসেছিস?—রোস্ এরই এক ঘায়ে তোর কর্ম্ম নিকেশ কর্‌চি।

বিট।—ওগো শকার, আমার মনে হয় এ লোকটার সন্ন্যাস-গ্রহণ বেশি দিনের নয়।

শকার।—কিসে তুমি জান্‌লে পণ্ডিত?

বিট।—এ আর জান্‌তে কি—দেখনা কেন:—

অচির-মুণ্ডিত মাথা, তাই তো এখনো
আর্য্যের ললাট-চ্ছবি গউর-বরণ।
ভিক্ষা-ঝুলি অল্প দিন আছে স্কন্ধ পরে,
এখনো যাইনি তাই কাঁধে দাগ ধোরে।
ছোপানো বসন পরা হয়নি অভ্যাস,
অত্যন্ত ঢাকিয়া গাত্র পরে তাই বাস।
দীর্ঘ-বস্ত্র বলি' কাঁধে নাহি রহে ঠিক,
শিথিল হইয়া পড়ে এদিক ওদিক॥

ভিক্ষু।—উপাসক! তাই বটে—আমি সম্প্রতি সংসার ত্যাগ করেছি।

শকার।—তা, তুই জন্মাবা মাত্র সংসার ত্যাগ করতে পার্‌লিনে? (প্রহার)

ভিক্ষু।—বুদ্ধায় নমঃ।

বিট।—ও বেচারাকে মেরে কি হবে? ছেড়ে দেও—চলে যাক্।

শকার।—আচ্ছা আমি পরামর্শ করে দেখি—ততক্ষণ তুই ওখানে দাঁড়া।

বিট।—কার সঙ্গে পরামর্শ?

শকার।—নিজের হৃদয়ের সঙ্গে।

বিট।—কি আশ্চর্য্য! ও পদার্থটা কি এখনও আছে?

শকার।—বাপু হৃদয়! যাদু! বাছা! বল দিকি এই ভিক্ষুকটা যাবে কি থাক্‌বে?—"নাক দিয়ে নিঃশ্বাসও পড়বে না—থাক্‌বেও না।" পণ্ডিত! হৃদয়ের সঙ্গে পরামর্শ করেছি—আমার হৃদয় আমাকে এই কথা বল্‌চে।

বিট।—কি বল্‌চে?

শকার।—বল্‌চে—"যাবেও না থাক্‌বেও না, নিঃশ্বাস টান্‌বেও না ছাড়বেও না, এইখানেই ঝট করে' পড়ে' মর্‌বে"।

ভিক্ষু।—বুদ্ধায় নমঃ—আমি শরণাগত হচ্চি, আমাকে রক্ষা কর।

বিট।—ওগো! ওকে যেতে দেও।

শকার।—একটা কাজ যদি করতে পারে তো ছেড়ে দি।

বিট।—কিরূপ কাজ?

শকার।—এমন করে' পুকুরের পাঁক তুলে ফেলুক যাতে পাঁকও তোলা হবে অথচ জল ঘোলা হবে না। কিম্বা জল আগে কোথাও পৃথক্ করে' রেখে, তার পর পাঁক উঠিয়ে ফেলুক্।

বিট।—ওঃ! কি মুর্খতা!

শিলাখণ্ড, মাংস-পিণ্ড,

নরদেহরূপে যেন রাশীকৃত করা

—বিপরীত মনো-গতি,

এই সব গণ্ডমূর্খে ভারাক্রান্ত ধরা॥

ভিক্ষু।—(অভিশাপ)

শকার।—কি বল্‌চে?

বিট।—তোমার প্রশংসা করচে।

শকার।—শোনো শোনো আবার কি বল্‌চে শোনো।

(বিড়বিড় করিয়া অভিশাপ দিতে দিতে

ভিক্ষুর প্রস্থান)

বিট।—ওগো শকার, উদ্যানের শোভাটা একবার দেখ।

ফল-পুষ্পে সুশোভিত এই তরুগণ,

নিষ্পন্দ লতারা করে সবলে বেষ্টন,

নৃপতি-আদেশে রক্ষীগণের পালিত,

সস্ত্রীক নরের মত সুখে অবস্থিত॥

শকার।—পণ্ডিত ঠিক্ বলেছ।

নানা পুষ্পে শোভে ভূমি,

পুষ্পভারে নম্র তরুগণ।

তরুর শিখর হতে

লম্বমান লতা মনোরম।

বিরাজে বানর কিবা

পনসের ফলের মতন॥

বিট।—ওগো শকার, এই শিলাতলে বোসো।

শকার।—আচ্ছা বস্‌চি। (বিটের সহিত উপবেশন) পণ্ডিত! সেই বসন্তসেনা এখনও আমার মনে জাগচে। দুর্জনের বচনের মত কিছুতেই হৃদয় থেকে যাচ্চে না।

বিট।—(স্বগত) অমন করে' যে প্রত্যাখ্যান করলে, তবু তাকেই আবার চাচ্চে? অথবা :—

মদন কাপুরুষের হয় গো বর্দ্ধিত
রমণী করেগো যদি অপমান তারে;
—সৎপুরুষের প্রেম মৃদুভাবান্বিত,
অথবা হৃদয় হতে যায় একেবারে॥

শকার।—স্থাবরককে গাড়ি নিয়ে শীঘ্র আস্‌তে কখন বলে দিয়েছি, এখনও এল না। অনেকক্ষণ থেকে আমার ক্ষিধে পেয়েছে। মধ্যাহ্নে হেঁটে যাওয়াও যায় না। দেখ দেখ :—

নভোমধ্যোগত সূর্য্য
কুপিত বানর-সম দুষ্প্রেক্ষ্য অতি।
ভূতল উত্তপ্ত ঘোর,
হত শত-পুত্র-শোকে গান্ধারী যেমতি॥

বিট।—তাই বটে :—

তৃণ-গ্রাস পরিহরি,' গরু সবে নিদ্রা যায়
লভি' ছায়াতল,
তৃষ্ণাতুর বন-মৃগ, ব্যগ্র হয়ে করে পান
সরসীর জল।
তাপ-ভয়ে ভীত হয়ে নগরের পথ লোকে
না করে সেবন।
তপ্ত ভূমি ত্যাগ করি' অন্যস্থানে রাখে বুঝি
তাই প্রবহণ॥

শকার।—পণ্ডিত!

মস্তকে নিলীন মম সূর্য্যের কিরণ,

বৃক্ষের শাখায় লীন যত বিহঙ্গম।
নরগণ নাহি ছাড়ে নিজের আবাস,
কাটাইছে কাল, ছাড়ি' তপত নিশ্বাস॥

পণ্ডিত! সে দাসটা এখনো এল না। সময় কাটাবার জন্য একটা গান তবে গাওয়া যাক। (গান করণ) পণ্ডিত, শুন্‌লে, কি গাইলেম?

বিট।—কি বল্‌ব, তুমি সাক্ষাৎ একটি গন্ধর্ব!

শকার।—গন্ধর্ব হব না তো কি?

সেবিয়াছি গন্ধযুক্ত হিঙ্গু সহ জিরা মুথা
বচ-গ্রন্থি, শুঁঠ দিয়া গুড়;
পণ্ডিত পণ্ডিত ওগো! কেন না হইবে মোর
কণ্ঠস্বর দিব্য সুমধুর?

পণ্ডিত! আবার গাই শোনো। পণ্ডিত, এবার শুন্‌লে যা গাইলেম?

বিট।—পূর্ব্বেই তো বলেচি—তুমি গন্ধর্ব-বিশেষ।

শকার।—গন্ধর্ব হব না কেন?

মরীচের গুঁড়া দিয়া হিঙ্গের সহিত
তৈল আর ঘৃত তাহে করিয়া মিশ্রিত
কোকিলের মাংস আমি করেছি আহার
—কেন না হইবে স্বর মধুর আমার?

পণ্ডিত।—দাসটা এখনও এলো না।

বিট।—তুমি স্থির হও, এখনি আস্‌বে।

প্রবহণে আরূঢ় হইয়া বসন্তসেনা ও দাসের প্রবেশ।

দাস।—ওঃ! মধ্যাহ্ন বেলা! আমার বড় ভয় হচ্চে পাছে রাজার

শালা সংস্থানক রাগ করে। তা, যত শীঘ্র পারি হাঁকিয়ে যাই। চল্‌রে গরু চল্।

বসন্তসেনা।—কি সর্ব্বনাশ! এতো বর্দ্ধমানকের কণ্ঠস্বর নয়। এ কার স্বর? চারুদত্ত-মহাশয় কি হাঁকাবার পরিশ্রম বাঁচাবার জন্য অন্য গাড়োয়ান ও অন্য গাড়ি পাঠিয়েছেন? আমার ডান চোক্‌টা নাচ্‌চে, বুকটা কাঁপ্‌চে, চার দিক যেন শূন্য দেখ্‌চি, সকলি যেন ওলট্ পালট্ মনে হচ্চে।

শকার।—(চাকার শব্দ শুনিয়া) পণ্ডিত! পণ্ডিত! গাড়ি এসেছে।

বিট।—কি করে' জান্‌লে?

শকার।—দেখ্‌চ না পণ্ডিত, বুড়ো শুয়োরের মত ঘর্ঘর শব্দ কচ্চে?

শকার।—দাস স্থাবরক! বাপু বাছা! এসেছিস্ কি?

দাস।—আজ্ঞে হাঁ।

শকার।—গাড়িও এসেছে?

দাস।—আজ্ঞে হাঁ।

শকার।—গরুরা কি এসেছে?

দাস।—আজ্ঞে হাঁ।

শকার।—তুইও কি এসেছিস্?

দাস।—(হাসিয়া) আজ্ঞে প্রভু আমিও এসেছি।

শকার।—আচ্ছা তবে ভিতরে গাড়ি নিয়ে আয়।

দাস।—কোন্ পথ দিয়ে আন্‌ব?

শকার।—ওই ভাঙ্গা প্রাচীরটার উপর দিয়ে।

দাস।—প্রভু, তা হলে বলদ দুটো মর্‌বে, গাড়িটা ভাঙ্গবে, এ দাসও মারা যাবে।

শকার।—ওরে দ্যাখ্ আমি রাজার শালা। বলদ মোলে অন্য

বলদ কিনব, গাড়ি ভাঙ্গলে অন্য গাড়ি করিয়ে নেব, তুই মোলে আবার অন্য গাড়োয়ানও মিলবে।

দাস।—সকলই হতে পারবে—কিন্তু প্রাণটা হারালে আমি তো আর ফিরে পাব না প্রভু।

শকার।—সব নষ্ট হোক্, তুই গাড়ি প্রাচীরের উপর দিয়ে নিয়ে আয়।

দাস।—আচ্ছা তবে ভাঙ্গুক গাড়ি—ভাঙ্গুক আরোহীর ঘাড়। আবার অন্য গাড়ি তৈরি হোক্—প্রভুকে গিয়ে বলি। (প্রবেশ করিয়া) কি আশ্চর্য্য! ভাঙ্গলো না। প্রভু, গাড়িটা এনেছি।

শকার।—গরুগুল ছেঁড়েনি তো? রাশ-গাছা মরেনি তো?—তুইও তো মরিস্ নি?

দাস।—আজ্ঞে না।

শকার।—পণ্ডিত! এসো, গাড়িটা দেখা যাক্। তুমি আমার গুরু, পরম গুরু, আদরণীয় মাননীয়—তুমিই আগে গাড়িতে ওঠ।

বিট।—আচ্ছা, আমিই উঠ্‌চি।

(আরোহণে উদ্যত)

শকার।—না না, তুমি থাকো। তোমার কি বাপের গাড়ি যে তুমি আগে উঠ্‌বে? আমার গাড়ি, আমিই আগে উঠ্‌ব।

বিট।—তুমিই তো আমাকে উঠ্‌তে বল্লে।

শকার।—যদিও আমি বলেছিলেম তবু তোমার ভদ্রতা করে' বলা উচিত ছিল—"তোমার গাড়ি, তুমিই আগে ওঠো।"

বিট।—তুমিই তবে ওঠো।

শকার।—হাঁ, আমি উঠ্‌চি। বাপু স্থাবরক দাস! গাড়ি ফেরা।

দাস।—(গাড়ি ফেরাইয়া) উঠুন প্রভু।

শকার।—(উঠিয়া দেখিয়া ভীত হইয়া পুনর্ব্বার নামিয়া বিটের কণ্ঠ অবলম্বন করিয়া) পণ্ডিত! পণ্ডিত! এইবার আমরা মারা গেছি! যে লোকটা বসে আছে সে হয় চোর, নয় রাক্ষসী। যদি রাক্ষসী হয়, তো আমাদের সর্ব্বস্ব চুরি করে নিয়ে যাবে—আর যদি চোর হয়, তা হলে নিশ্চয়ই আমাদের খেয়ে ফেল্‌বে।

বিট।—ভয় নেই, এই বলদের গাড়িতে রাক্ষস কোথা থেকে আসবে? বোধ হয় মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের তাপে তোমার দৃষ্টির ব্যতিক্রম হয়ে থাক্‌বে, তাই কঞ্চুক-পরা স্থাবরকের ছায়া দেখে ভ্রান্তি জন্মেছে।

শকার।—বাছা স্থাবরক দাস! বেঁচে আছিস্‌ তো?

দাস।—আজ্ঞে হাঁ।

শকার।—পণ্ডিত! গাড়িতে একজন স্ত্রীলোক বসে আছে দেখ।

পরের কামিনী আছে, শুনিয়া এ কথা
—বরষণ-হত-দৃষ্টি বলিবর্দ্দ যথা—
পথ দিয়া যাই দ্রুত নত করি মাথা।
সজ্জন-সমাজে আমি গৌরব-আকাঙ্ক্ষী,
কুলবধূ দরশনে কাতর এ আঁখি॥

বসং।—(সবিস্ময়ে স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! যে আমার চু-চক্ষের বালি সেই রাজ-শ্যালকটা যে এখানে! এইবার দেখ্‌চি আমার প্রাণ-সংশয়। হায় আমি কি হতভাগিনী! লোণা জমিতে বীজ ছড়াবার মত আমার আশাটা নিতান্তই নিষ্ফল হল। তা, এখন কি করি?

শকার।—এই বুড়ো দাসটা ভয়ে কাতর হয়েছে তাই গাড়ির ভিতরটা দেখ্‌চে না। পণ্ডিত! তুমি গিয়ে দেখ তো।

বিট।—তায় দোষ কি? আচ্ছা আমিই দেখ্‌চি।

শকার।—একি! শেয়ালরা যে উড়চে, কাকরা যে চলে বেড়াচ্চে।

ওরা চোখ্ দিয়ে পণ্ডিতকে খেতে না খেতে, ও দাঁত দিয়ে দেখ্তে না দেখ্তেই আমি পিট্টান দেব।

বিট।—(বসন্তসেনাকে দেখিয়া সবিষাদে স্বগত) একি! মৃগী বাঘের অনুসরণ কর্চে? হায়! হায়!

শরচ্চন্দ্র-সম কান্তি—বালুচরে বসে
—সেই হংসে ছাড়ি' হংসী ভেটে গো বায়সে!

(জনান্তিকে) বসন্তসেনা, এ কাজ তোমার উচিত নয়, তোমার উপযুক্তও নয়।

সদর্পে অবজ্ঞা করি' পূর্ব্বে কোন জনে
অর্থ-লোভে মাতৃবশে এসেছ এক্ষণে?

বসন্ত।—না। (শিরশ্চালন)

বিট।—নীচাশয় বেশ্যা অতি—তাই ভাবি মনে॥

মনে আছে বলেছিলেম তোমারে গো আগে
—প্রিয় ও অপ্রিয় তুমি ভজো সমভাবে॥

বসং।—ভুলক্রমে গাড়ির উল্টোপাল্টা হওয়ায় এখানে এসে পড়েছি—তোমার শরণাগত হলেম, আমাকে রক্ষা কর।

বিট।—ভয় নেই, ভয় নেই। আচ্ছা, রোসো আমি ওকে ভোগা দিচ্চি। (শকারের নিকট গিয়া) ওগো শকার, গাড়িতে সত্যই একটা রাক্ষসী বসে আছে।

শকার।—পণ্ডিত! পণ্ডিত! যদি সত্যই রাক্ষসী হয় তবে তোমার সর্ব্বস্ব চুরি কর্লে না কেন?—আর যদি চোর হয় তবে তোমাকে খেয়ে ফেল্লে না কেন?

বিট।—দূর হোক্, ও সব জেনে কি হবে?—এখন যদি আমার কথা শোনো—চল আমরা এই সারি-সারি বাগানগুলির মধ্যে দিয়ে উজ্জয়িনী নগরে ফিরে যাই। তাতে তোমার আপত্তি কি?

শকার।—তা করলে কি হবে?

বিট।—তা হলে ব্যায়াম-সেবাও হবে, আর, বলদ্‌দেরও পরিশ্রম বাঁচানো যাবে।

শকার।—আচ্ছা তাই হোক্। না না—ওরে দাস স্থাবরক! গাড়ি নিয়ে আয়।—না না থাক্ থাক্। দেবতা ও ব্রাহ্মণদের সম্মুখ দিয়ে পদ-ব্রজেই যাব। না না—গাড়িতে চড়েই যাব। তা হলে দূর থেকে আমাকে দেখে সবাই বল্‌বে—ঐ রাজার শ্যালক যাচ্চেন।

বিট।—(স্বগত) বিষকে ঔষধ করে' তোলা দুষ্কর—বসন্তসেনার কথাটা না বলে' আর চল্‌চে না। আচ্ছা এই রকম তবে বলা যাক্। (প্রকাশ্যে) ওগো শকার, আসল কথা কি জান—বসন্তসেনা তোমার উদ্দেশে এসেছেন!

বসং।—কি সর্ব্বনাশ! ও কি পাপ-কথা!

শকার।—(সহর্ষে) পণ্ডিত! পণ্ডিত!—আমার উদ্দেশে—এই মহাত্মা ব্যক্তির উদ্দেশে—এই মনুষ্য-বাসুদেবের উদ্দেশে?

বিট।—হাঁ।

শকার।—আমার তবে আজ অপূর্ব্ব লক্ষ্মীলাভ হল। তখন আমি ওর পরে রুষ্ট হয়েছিলেম—রোস্, এখন আবার ওর পায়ে ধোরে সাধি।

বিট।—বেশ বলেছ।

শকার।—এই পায়ে পড়চি। হে মাতঃ! অম্বিকে! আমার নিবেদন শোনো।

পড়ি গো চরণে, বিশাল-নয়নে!
কৃতাঞ্জলি হয়ে আমি করি নমস্কার।
ওগো দশনখে!—দন্ত-ঝক্‌ঝকে!
করেছি কামার্ত্ত হয়ে দুষ্ট ব্যবহার।

সুন্দরী পরমা ! কর মোরে ক্ষমা,
জেনো তুমি চিরদিন এ দাস তোমার ॥

বসং।—(সক্রোধে) যাও যাও !—কি অভদ্রের মত কথা বল্‌চ। (পদাঘাত)

শকার।—(সক্রোধে)

যে মুণ্ডটি জননীর আদর-চুম্বিত,
যে মুণ্ড দেবের পদে হয়নি নমিত,
সেই মুণ্ড শব-সম শৃগাল-আনীত
ও-তব চরণ-তলে হইল দলিত ?

ওরে দাস স্থাবরক ! একে তুই কোথায় পেলি ?

দাস।—প্রভু ! গ্রাম্য শকটে রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চারুদত্তের বাগান-বাড়ির সাম্‌নে এই গাড়ি রেখে, গাড়ি থেকে নেবে, একজনের গাড়ির চাকা ঘুরিয়ে দিচ্ছিলেম, সেই সময়ে বোধ হয় উনি আপনার গাড়ি ভেবে এই গাড়িতে উঠেছিলেন।

শকার।—কি ?—ভুল করে' এই গাড়ি চড়ে এসেছে ?—আমার উদ্দেশে আসে নি ? তবে নেবে যা নেবে যা আমার গাড়ি থেকে। তবে তুই সেই দরিদ্র বণিক-পুত্রের উদ্দেশে যাচ্চিস্ ?—আমার গরুদের বাহিয়ে নিচ্চিস্ ?—তবে নেবে যা, নেবে যা, পাজি বেটি নচ্ছার কোথাকারে—নেবে যা বল্‌চি।

বসং।—তুমি যে বল্লে "চারুদত্তের উদ্দেশে যাচ্চিস্"—এ কথায় আমি আপনাকে অলঙ্কৃত মনে করলেম। এখন যা হবার তা হোক্।

শকার।—

দশনখ-শতদল
সুশোভিত হস্তেতে যাহার,

—শত চাটুবাক্য সম
ভাল লাগে করিতে প্রহার
সেই হস্তে ঝুঁটি ধরে'
বরতনু নামাব নিমিষে,
জটায়ু কারিল যথা
বালীর পত্নীরে ধরি' কেশে॥

বিট।—
গুণবতী-নারী-কেশ আকর্ষণ নহে গো উচিত,
উপবন-লতিকার পত্রচ্ছেদ নহে গো বিহিত॥

তুমি থামো—আমি ওঁকে নাবাচ্চি। বসন্তসেনা! নাবো।

বসং।—(নাবিয়া একান্তে অবস্থান)

শকার।—(স্বগত) পূর্ব্বে যার অপমানের কথায় আমার রোষাগ্নি একটু দেখা দিয়েছিল, আজ তার পদাঘাতে একেবারে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছে—এখন তবে একে মারি। আচ্ছা পণ্ডিতকে এইরূপ বলা যাক্।

চাও যদি দীর্ঘ-প্রান্ত
শত-সূত্র-যুক্ত উত্তরীয়,
চাও যদি খাইবারে
সুমধুর মাংস রমণীয়,
পিতে চাও চুহু চুহু
চুকু চুকু সরস পানীয়—

বিট।—তাহলে কি?—

শকার।—তাহলে আমি যা চাই তাই কর।

বিট।—আচ্ছা করব—কিন্তু অকার্য্য বর্জ্জন করে'।

শকার।—পণ্ডিত! তাতে অকার্য্যের গন্ধও নেই—রসও নেই।

বিট।—আচ্ছা তবে বল।

শকার।—বসন্তসেনাকে মেরে ফ্যালো।

বিট।—(কর্ণ ঢাকিয়া)

ও যে গো অবলা বালা নগর-ভূষণ,
ও নহে তো বেশ্যালয়-বেশ্যার মতন।
প্রেমবতী নির্দ্দোষীরে বধি আমি যদি
কোন্ নায়ে পার হব পরলোক-নদী ?

শকার।—আমি তোমাকে নৌকো দেব। তাছাড়া, এই নির্জ্জন বাগানে মার্‌লে কে তোমাকে দেখ্‌তে পাবে ?

বিট।—

দেখিবে গো দশদিশি,
দেখিবে গো বনের দেবতা,
শশি, দীপ্ত দিবাকর,
অন্তরাত্মা জানিবে বারতা।
ধর্ম্ম, বায়ু, ক্ষিতি, ব্যোম
পাপ-পুণ্য-সাক্ষী সবে হেথা॥

শকার।—আচ্ছা তবে কাপড় দিয়ে ঢেকে মারো।

বিট।—মূর্থ ! তুমি অধঃপাতে গেছ।

শকার।—এই বুড়ো শুয়োরটা অধর্ম্ম-ভীরু। আচ্ছা দাস স্থাবরককে বলি। বাছা বাপু দাস স্থাবরক ! তোকে সোনার বালা দেব।

দাস।—যে আজ্ঞে, আমি হাতে পরব।

শকার।—তোকে সোনার পিঁড়ি গড়িয়ে দেব।

দাস।—যে আজ্ঞে, আমি তাতে বস্‌ব।

শকার।—আমার সব উচ্ছিষ্ট তোকে দেব।

দাস।—যে আজ্ঞে, আমি খাব।

শকার।—সকল দাসের সর্দ্দার করে দেব।

দাস।—যে আজ্ঞে, তা হব।

শকার।—এখন তবে যা বলি শোন্।

দাস।—যে আজ্ঞে, আর সব করব, কেবল অকার্য্য করব না।

শকার।—তাতে অকার্য্যের গন্ধ মাত্র নেই।

দাস।—যে আজ্ঞে, বলুন তবে।

শকার।—এই বসন্তসেনাকে মেরে ফ্যাল্।

দাস।—প্রভু রাগ করবেন না। আমি দাস, ঠাকরণকে ভুলক্রমে' এই গাড়ি করে' এনেছি।

শকার।—আরে ব্যাটা দাস! আমার কথা শুন্‌চিস্‌নে? আমি কি তোর প্রভু নই?

দাস।—আপনি আমার শরীরের প্রভু, চরিত্রের প্রভু নন্।—আমার বড় ভয় হচ্চে।

শকার।—তুই আমার দাস হয়ে কার ভয় করিস্?

দাস।—আজ্ঞে, পরলোকের।

শকার।—কে সে পরলোক-ব্যাটা?

দাস।—আজ্ঞে, পাপ-পুণ্যের ফল।

শকার।—পুণ্যের ফল কিরূপ?

দাস।—পুণ্য-ফলে প্রভু যেমন সোনায় সোনায় ছয়লাপ।

শকার।—পাপের ফল কিরূপ?

দাস।—পাপের ফলে আমি যেমন পরের অন্ন-দাস। তাই, অকার্য্য আর করব না।

শকার।—ওরে! তবে তুই মারবি নে? (নানাপ্রকারে প্রহার)

দাস।—আজ্ঞে, আমাকে মারুন আর মেরেই ফেলুন, অকার্য্য আমি করব না।

ভাগ্যদোষে ক্রীতদাস হয়েছি গো, মোরে শত ধিক!
অকার্য্য করিয়া পাপ কিনিব না তাহার অধিক॥

বসং।—পণ্ডিত মশায়! আমাকে রক্ষা করুন!

বিট।—ওগো! মাপ কর, মাপ কর। ঠিক বলেছ স্থাবরক, ঠিক বলেছ।

দীন-হীন ভৃত্য এও, চাহে পরলোক-ফল, কিন্তু নাহি
চাহে তার প্রভু।
অযোগ্যে বাড়ায় যারা, যোগ্যে ত্যজে, তাহাদের নাশ কেন
নাহি হয় তবু?

অপিচ ঃ— দৈব শুধ্ রন্ধ্রান্বেষী, অতি অবিচারী;
এরি বা দাসত্ব কেন প্রভুত্ব তোমারি?
তব লক্ষ্মী কেন না ও করে উপভোগ?
তব প্রতি কেন আজ্ঞা না করে প্রয়োগ?

শকার।—(স্বগত) ওই বুড়ো শেয়ালটার অধর্ম্মের ভয়, আর এই ক্রীত দাসটার পরলোকের ভয়। আমি রাজার শালা—কত বড় লোক—আমার কাকে ভয়? ওরে ব্যাটা গর্ভদাস! তুই যা, ঐ পর্দ্দার মধ্যে তুই গিয়ে চুপ্ করে' বোসে থাক্‌গে।

দাস।—যে আজ্ঞে প্রভু। (বসন্তসেনার নিকটে গিয়া) আমার যা সাধ্য আমি করেছি। (প্রস্থান)

শকার।—(কোমর বাঁধিয়া) দাঁড়া বসন্তসেনা দাঁড়া—তোকে বধ করব।

বিট।—আমার সম্মুখে বধ করবে? (গলা টিপিয়া ধরিয়া)

শকার।—(ভূতলে পতন) পণ্ডিত তার প্রভুকে মারলেরে! (মূর্চ্ছা—পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া)

ঘৃত দিয়ে মাংস দিয়ে, দেহ পুষ্ট কন্নু তোর,
কার্য্য উপস্থিত হ'লে, তুই হলি শত্রু মোর?

(চিন্তা করিয়া স্বগত) হয়েছে একটা উপায় ঠাওরেছি। ওই বুড়ো শেয়ালটা মাথা নেড়ে একটা কি ইসারা করেছিল—আমি ওকে দূরে সরিয়ে দিয়ে তার পর বসন্তসেনাকে মারব। হাঁ সেই ভাল। (প্রকাশ্যে) পণ্ডিত! আমি এমন মহাবংশে জন্মগ্রহণ করে' সে অকার্য্য কি কখন করতে পারি?—আমি কেবল ওকে অঙ্গীকার করাবার জন্যই ভয় দেখাচ্ছিলেম।

বিট।— কি হইবে বল ওগো কুলের শিক্ষায়,
স্বভাব-চরিত্র মূল-কারণ হেথায়।
হোক্ না উর্ব্বর ক্ষেত্র অতীব সুচারু
বাড়ে নাকি তাহে হীন কণ্টকের তরু?

শকার।—ও তোমার কাছে লজ্জা করচে, তুমি এখন যাও—স্থাবরক দাসকে প্রহার করায় সে পালিয়ে গেছে, তাকে তুমি নিয়ে এসো পণ্ডিত!

বিট।—(স্বগত)

বুঝি বা বসন্তসেনা আমার সমক্ষে
দেখায় মহত্ত্ব, তাই ভজে না মূরখে।
বিজন করিয়া দেই তবে এই স্থান,
বিজনে বিশ্বাস-রস ভোগ করে কাম॥

(প্রকাশ্যে) হাঁ তাই ভাল—আমি যাই।

বসং।—(কাপড়ের অঞ্চল ধরিয়া) না না যেও না—আমাকে রক্ষা কর।

বিট।—বসন্তসেনা! ভয় নেই—ভয় নেই। ওগো! বসন্তসেনাকে তোমার হাতে গচ্ছিদ রেখে গেলেম।

শকার।—আচ্ছা, আমার হাতে গচ্ছিদ রইল।

বিট।—ঠিক্ বল্‌চ?

শকার।—ঠিক্ বল্‌চি।

বিট।—(একটু গিয়া) কিন্তু না, আমি গেলে নৃশংস ওকে বধ করলেও করতে পারে—আচ্ছা আমি এই আড়াল থেকে দেখি কি করে। (একান্তে অবস্থান)

শকার।—আচ্ছা আমিই বধ করি। না এখন থাক—ঐ বুড়ো শেয়াল ব্রাহ্মণটা কপটের শিরোমণি—হয় তো ও আড়ালে শেয়ালের মত লুকিয়ে আছে। ওকে ঠকাবার জন্য এইরূপ করা যাক। বালা বসন্ত-সেনা! এস তো যাদু!

বিট।—এই যে! কামার্ত্ত হয়েছে—যাক্ আমি এখন নিশ্চিন্ত হলেম। আমি তবে যাই। (প্রস্থান)

শকার।—(বসন্তসেনার পদতলে পড়িয়া)

ঢালিব সুবর্ণরাশি, হইব মধুর ভাষী
উষ্ণীশ সহিত মাথা রাখিব ও চরণে।
বলিতেছি এত করে,' 'তবু নাহি চাহ মোরে,
কত কষ্ট সেবকের কষ্টময় জীবনে॥

বসং।—তার সন্দেহ কি। (অবনত মুখী হইয়া)

নিকৃষ্ট-চরিত, খল, অপরাধী ওরে!
কেন বৃথা ধন-লোভ দেখাইছ মোরে!
সুচরিত কর্ম্ম যার, দেহটি নির্ম্মল
—অলি কভু নাহি ছাড়ে সে চারু কমল॥

দরিদ্র-ও যদি হয় কুলশীলবান
যতনে সেবিবে নারী সঁপি' মন প্রাণ।
যে গণিকা অনুরক্ত হয় যোগ্য জনে
তাই তার শোভা বলি' সর্ব্বলোকে গণে॥

তা ছাড়া :—সহকার-তরুকে সেবা করে' পলাশ-বৃক্ষকে কে চায়?

শকার।—আরে দাসীর বেটি দাসী! দরিদ্র চারুদত্তকে সহকার-তরু বল্লি, আর আমাকে পলাশ গাছ বল্লি, কিংশুকও বল্লিনে? এই রকম করে' তুই আমাকে গালাগালি দিয়ে সেই চারুদত্তের নাম করচিস্?

বসং।—যিনি আমার হৃদয়ে আছেন, তাঁর নাম কেন না করব?

শকার।—সে তোর হৃদয়ের মধ্যে এখনও আছে?—তবে ভালই হল, তোর সঙ্গে তাকে একত্রেই বধ করব। তবে রে দরিদ্র বণিক-কামুকী বেশ্যা কোথাকারে! দাঁড়া—দাঁড়া।

বসং।—বল বল আবার বল—ও আমার গৌরবেরই কথা।

শকার।—সেই দাসের ব্যাটা চারুদত্ত এখন তোকে রক্ষা করুক।

বসং।—আমাকে যদি দেখ্‌তে পেতেন তা হলে রক্ষা করতেন।

শকার।—

বালি-পুত্র সে কি ইন্দ্র, মহেন্দ্র না সুবন্ধু?
রম্ভাপুত্র কালনেমী চাণক্য না ত্রিশঙ্কু?
রুদ্র রাজা ধুন্ধুমার দ্রোণপুত্র জটায়ু?

কিন্তু না, এরাও তোকে রক্ষা করতে পারবে না।

চাণক্য বধিল যথা, ভারতের যুগে সেই
দেবী জানকীরে
জটায়ু বধিল যথা, সেই পুরাতন কালে
দেবী দ্রৌপদীরে

আমিও তেমতি আজি, এখনি করিব বধ
উহারে অচিরে॥ (মারিতে উদ্যত)

বসং।—মাগো! তুমি কোথায়?—হা চারুদত্ত! প্রাণের আশা পূর্ণ না হ'তে হ'তেই প্রাণত্যাগ করতে হল—খুব চেঁচিয়ে কাঁদি—না না—বসন্তসেনা চেঁচিয়ে কাঁদ্‌বে?—কি লজ্জার কথা। চারুদত্ত! তোমাকে প্রণাম করে' জন্মের মত বিদায় হই।

শকার।—এখনও গর্ভদাসী সেই পাপিষ্ঠের নাম করচে? (গলা টিপিয়া) তার নাম কর্, গর্ভদাসি তার নাম কর্।

বসং।—মহাত্মা চারুদত্তকে প্রণাম।

শকার।—মর্ গর্ভদাসী মর্। (গলা টিপিয়া)

বসং।—(মূর্চ্ছিতা ও নিশ্চেষ্টা হইয়া পতন)

শকার।—(সহর্ষে)—

সর্ব্বদোষ-একাধার
অবিনয়-বাস ভূমি, খল, ক্রূর-মন,
এসেছিল হেথা আজি
বিলাসীর প্রেম-বশে করিতে রমণ।
এ মোর বাহুর বীর্য্য
কি হইবে অতিমাত্র করি' প্রকটিত,
ভারতেতে সীতা যথা
শুধু ও নিঃশ্বাস-মাত্রে হইয়াছে মৃত॥
আমি চাহি গণিকারে
—নাহি চাহে আমায় সে;
সেই সে কারণে তারে
বধিয়াছি ঘোর রোষে

—শূন্য এই পুষ্পোদ্যানে
গলা টিপি খুব কোষে॥
মোর পিতা মোর ভ্রাতা, দ্রৌপদীর সম মাতা
বঞ্চিত এ দৃশ্য দরশনে।
এ হেন শূরত্ব মোর, পুত্রের বীরত্ব ঘোর
না পাইল দেখিতে নয়নে॥

সে যাক্—এখন সেই বুড়ো শেয়ালটা এসে পড়বে—এই বেলা সরে যাই। (তথা করণ)

দাসের সহিত বিটের প্রবেশ।

বিট।—স্থাবরক দাসকে তো বলে-কয়ে নিয়ে এলেম। এখন তবে শকারের সঙ্গে দেখা করি। (পরিক্রমণ ও অবলোকন) একি! পথে যে একটা * গাছ পড়ে আছে। বৃক্ষের পতনে স্ত্রীহত্যা সূচিত হচ্চে। ওরে পাপিষ্ঠ! এই অকার্য্য তবে কি তুই সত্যই করেচিস্? যাই হোক্, ওরে পাপ-বৃক্ষ! তোর পতনেও স্ত্রীহত্যা-দর্শন-পাপে আমরা পতিত হলেম। এই দুর্নিমিত্ত যদি সত্য হয়, তবে বসন্তসেনার কোন অনিষ্ট হয়েছে বলে' আমার বিলক্ষণ মনে শঙ্কা হচ্চে।—দেবতারা সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গল করুন। (শকারের নিকট গিয়া) ওগো শকার! এই দেখ স্থাবরক দাসকে বলে-কয়ে এখানে এনেছি।

শকার।—পণ্ডিত! এসো এসো! বাপু বাছা স্থাবরক দাস—তুইও আয়।

দাস।—যে আজ্ঞে।

বিট।—ওগো! এখন আমার সেই গচ্ছিৎ বস্তুটী নিয়ে এসো।

---

* বঙ্গীয় গ্রন্থে "পাদয়ো" এবং বোম্বাই-মুদ্রিত গ্রন্থে "পাদপ" আছে। শেষোক্ত পাঠান্তরটিই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

শকার।—কিরূপ গচ্ছিৎ বস্তু ?

বিট।—বসন্তসেনা।

শকার।—সে চলে গেছে।

বিট।—কোথায় ?

শকার।—তোমারি পিছনে পিছনে।

বিট।—(মনে মনে বিচার করিয়া) ও সে দিক্ দিয়ে যায়নি।

শকার।—তুমি কোন্ দিক্ দিয়ে গিয়েছিলে ?

বিট।—পূর্ব্ব দিক্ দিয়ে।

শকার।—সেও দক্ষিণ দিক দিয়ে গেছে।

বিট।—আমি দক্ষিণ দিক দিয়েই গিয়েছিলেম বটে।

শকার।—সেও উত্তর দিক দিয়ে গেছে।

বিট।—তুমি যে পাগলের মত কথা বল্‌চ। আমার অন্তরাত্মা সুস্থ হচ্চে না—ঠিক কথা বল।

শকার।—পণ্ডিত ! তোমার মাথায় পা দিয়ে শপথ করচি—এখন নিশ্চিন্ত হও—আমি বসন্তসেনাকে বধ করেছি।

বিট।—(সবিষাদে) সত্যি বধ করেছ ?

শকার।—যদি আমার কথায় প্রত্যয় না হয়, তবে রাজ-শ্যালক-বাহাদুরের বীরত্বটা একবার স্বচক্ষে দেখ। (বসন্তসেনার শরীর প্রদর্শন)

বিট।—হা ! কি সর্ব্বনাশ !—কি সর্ব্বনাশ ! আমি কি হতভাগ্য ! (মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

শকার।—হি হি হি—পণ্ডিত মরেছে।

দাস।—পণ্ডিত মশায় ! উঠুন উঠুন। না দেখে-শুনে গাড়ি হাঁকিয়ে নিয়ে আ'সায় গোড়ায় আমা হতেই এই স্ত্রীহত্যাটি হয়েচে।

বিট।—(সংজ্ঞা লাভ করিয়া সকরুণভাবে) হা বসন্তসেনা !

দয়া-দাক্ষিণ্যের নদী
বিগলিয়া গেল চলি স্বদেশ দক্ষিণে.
প্রীতি রতি অনুরাগ
সকলি চলিয়া গেল সে বালা বিহীনে।
অলঙ্কৃতা সুভূষণে!
সুবদনে। কোথা ও গো ক্রীড়া-বিলাসিনি!
সৌজন্যের প্রবাহিনি!
হাস্যের পুলিন! ওগো আশ্রয়দায়িনি!
হায় হায়! নষ্ট হল
সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার সেই মন্মথ-বিপণি॥
(সাশ্রুলোচনে)
হায় হায়! কি কষ্ট!
কি কাজ করিলি তুই
বিনাশিয়া এ হেন সুন্দরী
তো হতে পাপিষ্ঠ! হল
শ্রীভ্রষ্ট এ নির্দ্দোষ নগরী॥

(স্বগত) এই পাপিষ্ঠের অসাধ্য কিছুই নেই—ও শেষে নিজকৃত দোষ আমার উপরে সংক্রামিত করতেও পারে। এ স্থান হতে প্রস্থান করাই শ্রেয়। (পরিক্রমণ)

শকার।—(নিকটে আসিয়া বিটকে ধারণ)

বিট।—পাপিষ্ঠ আমাকে স্পর্শ করিস্ নে—তোর সংস্রবে আমি আর থাক্‌ব না—চল্লেম।

শকার।—ওরে! বসন্তসেনাকে নিজে বধ করে' শেষে আমার নামে দোষ দিয়ে কোথায় পালাচ্চিস্?

বিট।—তুই অধঃপাতে গিয়েছিস্।

শকার।— শত শত অর্থ দিব

ভোজন সহিত স্বর্ণ কাহন কাহন

হত্যা-কৃত-দণ্ড-ফল

আমা হতে অন্যজনে কর সংক্রমণ ::

বিট।—এ কথা বল্‌তে লজ্জা হল না?—ধিক্ তোকে।

দাস।—রাম! রাম! এ কি কথা?

শকার।—(হাস্য)

বিট।—

হেসোনা হেসোনা তুমি, এখন অপ্রীতি হোক্

তোমায় আমায়,

অপমানকারী নীচ, অনার্য্য-সনে যে প্রীতি

ধিক্ বাল তায়।

তব সনে আর যেন না হয় মিলন

নিগুর্ণ ধনুক সম করিনু বর্জ্জন॥

শকার।—পণ্ডিত! রাগ কোরোনা, রাগ করোনা—এসো আমরা ঐ পদ্ম-সরোবরে গিয়ে একটু আমোদ, প্রমোদ করিগে।

বিট।— যদিও নির্দ্দোষ আমি, সেবিলে তোমায়

লোকেরা অনার্য্য বলি' ভাবিবে আমায়।

স্ত্রীবধ করেছ তুমি

তোমারে দেখিলে যত নগর-রমণী

"ওই হত্যাকারী" বলি'

সচকিত আড়-চক্ষে দেখিবে অমনি

—কেমনে গো তোমা-সনে যাইব এখনি?

(সকরুণভাবে) বসন্তসেনা!

অন্য জন্মে বেশ্যা আর হয়ো না সুন্দরি!

সুচরিত্রে! শুদ্ধ-কুলে এসো দেহ ধরি'॥

শকার।—আমার "পুষ্পকরণ্ডক" উদ্যানে বসন্তসেনাকে বধ করে' তুই কোথায় পালাচ্চিস্?—আমার ভগিনীপতির কাছে এই মোকদ্দামায় তোর জবাব দিতে হবে। (ধারণ)

বিট।—রোশ্ পাজি (খড়্গ আকর্ষণ)

শকার।—(সভয়ে সরিয়া গিয়া) কিরে ভয় পেয়েচিস্? আচ্ছা তবে যা।

বিট।—(স্বগত) এখানে থাকা আর উচিত হয় না—আচ্ছা, যেখানে শর্বিলক চন্দনক প্রভৃতি আছেন সেইখানেই যাই। (প্রস্থান)

শকার।—যেখানে ইচ্ছে মর্‌গে যা—দূর হ। ওরে বেটা স্থাবরক—কেমন কাজ করেছি?

দাস।—আজ্ঞে! বড়ই খারাপ কাজ করেছেন।

শকার।—ওরে দাস, কি বলচিস্?—খারাপ কাজ করেছি? আচ্ছা বেশ। (নানা আভরণ অঙ্গ হইতে খুলিয়া) এই অলঙ্কারগুলি নে তোকে দিলেম—যে সময়ে আমি এই গুলি পরব তখন আমার, নৈলে তোর—বুঝ্‌লি?

দাস।—এই অলঙ্কারগুলিতে আপনাকেই মানায়—এ নিয়ে আমার কি হবে?

শকার।—আচ্ছা তবে এই বলদ্ দুটো নিয়ে যা। আর, আমার প্রাসাদের প্রবেশ-দ্বারের উপরে যে নূতন চূড়া-ঘর তৈরি হয়েচে সেই ঘরে তুই গিয়ে থাক্ যতক্ষণ না আমি যাই।

দাস।—যে আজ্ঞে। (প্রস্থান)

শকার।—নিজেকে বাঁচাবার জন্য পণ্ডিতটা তো সট্‌কেচে। আর, দাসটা প্রাসাদে গেলেই তাকে পায়ে বেড়ি দিয়ে বন্ধ করে রাখব্‌। এখন আর কথাটা প্রকাশ হবার কোন সম্ভাবনা নেই। এখন তবে যাই—না না, আর একবার দেখি, সত্যি মরেছে কিনা।—আবার কি মার্‌তে হবে?—না, নির্ঘাত মরেছে। আচ্ছা তবে এখন চাদর দিয়ে একে ঢেকে রাখি—কিন্তু না, এতে যে আমার নামের চিহ্ন আছে; তা হলে কোন ভদ্রলোক দেখ্‌লেই চিন্‌তে পারবে। আচ্ছা, বাতাসে উড়ে এসে এই শুষ্ক পাতাগুলো এখানে জড় হয়েছে, এই গুলো দিয়ে ঢেকে রাখা যাক্। আচ্ছা এখন তবে আদালতে গিয়ে নালিস লিখিয়ে আসি—এই কথা বলি যে "অর্থের লোভে বণিক চারুদত্ত আমার পুষ্প-করণ্ডক নামক জীর্ণ উদ্যানে প্রবেশ করে' বসন্তসেনাকে বধ করেছে।"

চারুদত্ত নাশ তরে
করিনু নূতন ফন্দি আজ!
বিশুদ্ধ এ পুরীমাঝে
পশু-হত্যা নিদারুণ কাজ॥

আচ্ছা তবে যাই। (প্রস্থান করিয়া দৃষ্টি পূর্ব্বক সভয়ে) কি আশ্চর্য্য! যে পথ দিয়েই যাই, সেই পথেই যে সেই ভিজে-কাপড়-হাতে বৌদ্ধ ভিক্ষুকটাকে দেখ্‌তে পাই। সেও দেখ্‌চি এই পথ দিয়ে আস্‌চে। আমি ওর নাক কেটে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিলেম—ও আমার শত্রুতা করে' যদি প্রকাশ করে যে এই হত্যাটা আমিই করেছি—এখন তবে কোন্ দিক দিয়ে যাই? হয়েছে—এই প্রাচীরের অর্দ্ধেকটা পড়ে গেছে—এই প্রাচীরটা ডিঙ্গিয়ে যাই।

যাই আমি এই বেলা করি' খুব ত্বরা
মহেন্দ্র যেমতি লঙ্ঘি' পাতাল ও ধরা

ধাইয়া গগন-পথে হনু-শৈল হতে
লঙ্কাদ্বীপে উপনীত হন কোন মতে॥ (প্রস্থান)

তাড়াতাড়ি সংবাহক ভিক্ষুর প্রবেশ।

ভিক্ষু।—এই কাপড়খানা তো জলে ধুলেম—এখন কি গাছের ডালে শুখোতে দেব?—না, তা হলে বানরেরা ছিঁড়ে কুটিকুটি করে' ফেলবে। তবে কি মাটিতে শুখোতে দেব?—না, তা হলে ধূলোয় ময়লা হবে। (দেখিয়া)—তবে কোথায় শুখোতে দি? আচ্ছা, বাতাসে উড়ে এসে কতকগুলো শুষ্ক পাতা এইখানে জড় হয়ে আছে—এরই উপরে বিছিয়ে শুকোতে দি। (তথাকরণ) বুদ্ধায় নমঃ। (উপবেশন) আচ্ছা, এখন তবে ধর্ম্মশ্লোক পাঠ করি। ('অজ্ঞজন' ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত শ্লোক পাঠ) কিন্তু না, যে বসন্তসেনা দশ সুবর্ণ দিয়ে জুয়ারির হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করেছেন, তাঁর যত দিন না আমি প্রত্যুপকার করতে পারি—ততদিন আমার স্বর্গ কামনা করে' কি ফল?—তত দিন আমি তাঁরই ক্রীতদাস। পাতার ভিতর থেকে কি যেন একটা নড়ে' উঠ্‌চে—ব্যাপারটা কি? অথবা

বায়ু-তাপে তপ্ত পাতা
আর্দ্র বস্ত্রে উঠেছে কাঁপিয়া
—মনে হয় পাখী যেন
নড়িতেছে পাখা ঝাপটিয়া॥

(বসন্তসেনা সংজ্ঞা লাভ করিয়া হস্ত প্রদর্শন)

হায় হায়! একি! শুদ্ধালঙ্কার-ভূষিত স্ত্রীলোকের হস্ত যে!—এইযে, অপর হস্তটিও বের করেছে—এ হস্তটি যে আমি চিনি। সত্য কি সেই হস্ত

যে হস্তে তিনি আমাকে অভয় দান করেছিলেন? আচ্ছা দেখি দিকি। হাঁ সেই বুদ্ধোপাসিকাই বটে।

বসং।—(পানীয় আকাঙ্ক্ষা)

ভিক্ষু।—কি?—জল চাচ্চে? কিন্তু পুষ্করিণীটা যে দূরে। এখন কি করি? আচ্ছা, এই কাপড়টা নিংড়ে নিংড়ে জল দি। (তথাকরণ)

বসং।—(সংজ্ঞা লাভ করিয়া উত্থান)

ভিক্ষু।—(কাপড়ের অঞ্চল দিয়া বীজন)

বসং।—মহাশয়! আপনি কে?

ভিক্ষু।—বুদ্ধোপাসিকা! তুমি আমাকে দশ সুবর্ণ দিয়ে জুয়ারির হাত থেকে মুক্ত করেছিলে—আমাকে কি তোমার স্মরণ হচ্চে না?

বসং।—আপনাকে স্মরণ হচ্চে—কিন্তু আপনি যা বল্‌চেন তাতো স্মরণ হয় না—আমি মরে গেলেও ও কথা মুখে আন্‌তে পারব না।

ভিক্ষু।—বুদ্ধোপাসিকা! একি ব্যাপার? তোমার হয়েছে কি?

বসং।—(নৈরাশ্য-সহকারে) বেশ্যার যা হবার তাই হয়েছে।

ভিক্ষু।—ওঠো বুদ্ধোপাসিকা ওঠো—এই গাছটার নিকটে যে লতা আছে তাই ধরে' ওঠো। (লতা নামাইয়া)

বসং।—(লতা ধরিয়া উত্থান)

ভিক্ষু।—এই মঠে আমার ধর্ম্ম-ভগিনী আছেন—সেখানে মনকে সুস্থ করে' উপাসিকা তোমার গৃহে যাও। এখন আস্তে আস্তে চল।

মহাশয়েরা সব সরে' যান্—সরে যান্—ইনি যুবতী স্ত্রী—আমি ভিক্ষু—আমি অবিকৃত-চিত্তে ওঁকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্চি—এই আমার পরিশুদ্ধ ধর্ম্ম।

সুসংযত হস্ত মুখ

সুসংযত ইন্দ্রিয়াদি যার

তাকেই মনুষ্য বলি,
কি করিতে পারে রাজা তার ?
হস্তে তার পরলোক,
কাড়ি লয় সাধ্য আছে কার ?

বসন্তসেনা-বধ নামক অষ্টম অঙ্ক।

নবম অঙ্ক।

দৃশ্য।—বিচারালয়।

(কখন বাহিরে কখন ভিতরে)

শোধনকের প্রবেশ।

শোধ।—বিচারকেরা আমাকে এই আজ্ঞা করেছেন:—"দেখ শোধনক! বিচার-মণ্ডপে গিয়ে আসন সব সাজিয়ে রাখো"—তাই সেখানে যাচ্চি। এই তো বিচার-মণ্ডপ—এখন তবে ভিতরে যাই। বিচার-মণ্ডপটি পরিষ্কার করে' রাখা গেল—আসন-গুলও তো সাজানো হল—এখন বিচারকদের জানিয়ে আসি। একি! সেই দুষ্টু পাজি রাজার শালা ব্যাটা যে এই দিকে আস্‌চে—ওর সাম্‌নে থেকে এই বেলা সরে' পড়া যাক্। (একান্তে অবস্থান)

উজ্জ্বল-বেশ-ধারী শকারের প্রবেশ।

শকার।—কাননে উদ্যানে বসি', জলবারি সলিলেতে
করিয়াছি স্নান।

যুবতী স্ত্রী নারী-সনে, ছিনু আমি সুশোভিত
গন্ধর্ব্ব সমান ॥
ক্ষণে গ্রন্থি বন্ধন, ক্ষণে জটা ধারণ,
ক্ষণে এলো-মেলো ঢিলে-ঢালা।
ক্ষণে খোলা-চুল ঝোলা, ক্ষণে চূড়া ঊর্দ্ধে তোলা,
চিত্ররূপী আমি রাজ-শালা ॥

তাছাড়া—মৃণাল-গ্রন্থির মধ্যে যেমন কীট প্রবেশ করে' পথ অন্বেষণ করতে করতে একটা পরিসর স্থান পায়, আমিও তেমনি সূক্ষ্ম সূত্রে বৈরনির্য্যাতনের একটা বেশ অবসর পেয়েছি—এখন কার ঘাড়ে এই দুষ্কর্ম্মটা চাপাই? হাঁ মনে পড়েছে, দরিদ্র চারুদত্তেরই ঘাড়ে চাপানো যাক্। সে দরিদ্র, লোকে তার পক্ষে সকলই সম্ভব বলে' মনে করবে। সেই কথাই ভাল। আগে বিচার-মণ্ডপে গিয়ে অভিযোগটা এই বলে' লেখাই যে, চারুদত্ত ঘাড় মট্‌কে বসন্তসেনাকে বধ করেছে। এখন তবে বিচার-মণ্ডপে যাই। এইতো বিচার-মণ্ডপ—এইবার প্রবেশ করা যাক। এই যে আসন সব প্রস্তুত। যতক্ষণ না বিচারকেরা আসেন ততক্ষণ আমি এই দূর্ব্বা-ঘাসের চাতালে একটু বসে অপেক্ষা করি। (তথা অবস্থিত)

শোধনক।—(অন্যদিকে পরিক্রমণ করিয়া সম্মুখে দেখিয়া) এই বিচারকেরা আস্‌চেন, আমি তবে এগিয়ে নিকটে যাই। (নিকটে গমন)

শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বিচারকের প্রবেশ।

বিচারক।—দেখ শ্রেষ্ঠী, কায়স্থ।

উভয়ে।—আজ্ঞে করুন

বিচা।—বিচার-কার্য্যে আমরা নিতান্ত পরাধীন—পরমুখাপেক্ষী। অর্থী-প্রত্যর্থীর মনোগত ভাব বোঝা বিচারকের পক্ষে বড়ই দুষ্কর।

সত্যরে প্রচ্ছন্ন করি'
কহে লোকে কত কথা ন্যায়-পরিচ্যুত,
নিজ দোষ নাহি বলে
মনের বিকারে নিজে হয়ে অভিভূত।
পক্ষ বিপক্ষের যদি
সহায়ের বলে হয় বলের বর্দ্ধন
নিশ্চয় গো তাহা হলে
নৃপের নামেতে হয় কলঙ্ক স্পর্শন।
সংক্ষেপে বলিতে গেলে
বিচারক-অপবাদ সুলভ জগতে,
গুণের প্রশংসা তাঁর
বহু দূরে অবস্থান করে তাঁহা হতে॥

অপিচ :—

লুকাইয়া নিজ দোষ
রোষ-বশে কহে কথা ন্যায়-বিরহিত
বিচার-আলয়ে যেগো
—উভয়-পক্ষের দোষে হইয়া দূষিত
করে সে বিষম পাপ ;
—পরলোকে অধোগতি নিশ্চয় তাহার।
সংক্ষেপে বলিতে গেলে
বিচারক যশোহীন—অপযশ্ই সার॥

সেই জন্য বিচারকেরা :—

শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, বক্তা,
নিপুণ মিথ্যার আবিষ্কারে।
ক্রোধশূন্য, সমদৃষ্টি
শত্রুমিত্র উভয়-বিচারে॥
আচরণ বিচারিয়া উত্তর প্রদান
অক্ষমে রক্ষণ, শঠে দণ্ডের বিধান,
ধর্ম্ম-পরায়ণ সদা—লোভের অতীত,
পর-তত্ত্ব অন্বেষণে চিত্ত সমাহিত
—এইরূপে বিচারক করেন বিচার
কুপিত নৃপের কোপ করিয়া সংহার॥

শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ।—এতেও যদি কেহ আপনার গুণ-রাশিতে দোষারোপ করে, সে অনায়াসেই বল্‌তে পারে চন্দ্রালোকে অন্ধকার আছে।

বিচা।—বাপু শোধনক! বিচার-মণ্ডপের পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।

শোধ।—এই দিক দিয়ে বিচারক-মহাশয় এই দিক দিয়ে। (পরিক্রমণ) এই বিচার-মণ্ডপ, প্রবেশ করুন। (সকলের প্রবেশ)

বিচা।—বাপু শোধনক বাহিরে গিয়ে জেনে এসো কে কে কার্য্যার্থী উপস্থিত।

শোধ।—যে আজ্ঞে। (প্রস্থান করিয়া) বিচারক-মহাশয় জিজ্ঞাসা করচেন এখানে কার্য্যার্থী কে কে উপস্থিত আছেন।

শকার।—(সহর্ষে) এই যে বিচারকেরা উপস্থিত।—(সগর্ব্বে পরিক্রমণ করিয়া) আমি বড় লোক, বড় মানুষ, রাজার শালা, রাষ্ট্রিয় শ্যালক—আমি একজন কার্য্যার্থী।

শোধনক।—(সভয়ে) কি সর্ব্বনাশ! প্রথমেই রাজার শালা কার্য্যার্থী? আচ্ছা, মহাশয় একটু দাঁড়ান. আমি বিচারক-মহাশয়কে বলে' আসি। (নিকটে আসিয়া) মহাশয় রাষ্ট্রিয় শ্যালক কার্য্যপ্রার্থী উপস্থিত আছেন।

বিচা।—কি? প্রথমেই রাষ্ট্রিয় শ্যালক কার্য্যার্থী? সূর্য্যোদয়ে রাহুগ্রাসের ন্যায় কোন মহাপুরুষের আজ নিপাত হবে দেখ্‌চি। শোধনক! আজ অন্য মোকদ্দমার কাজে আমরা ব্যস্ত, বাহিরে গিয়ে তুমি তাকে এই কথা বল যে "যান, আজ আপনার মোকদ্দমার বিচার হবে না।"

শোধ।—যে আজ্ঞে। (প্রস্থান করিয়া শকারের নিকট গিয়া) মহাশয়! বিচারক-মহাশয় বল্লেন "আজ যান, আজ আপনার মকোদ্দমার বিচার হবে না।"

শকার। –(সক্রোধে) কি! আমার মোকদ্দমার বিচার হবে না? যদি বিচার না হয়, তাহলে ভগিনীপতিকে বলে', রাজা পালককে বলে', ভগিনীকে বলে, মাকে বলে' এই বিচারককে দূর করে' দিয়ে এখানে অন্য বিচারককে এনে বসাব।

শোধ। –রাষ্ট্রীয়-শ্যালক-মহাশয়! দাঁড়ান, আমি বিচারপতি মহাশয়কে জানিয়ে আসি। (বিচারপতির নিকট গিয়া) রাষ্ট্রীয়শ্যালক-মশায় অত্যন্ত কুপিত হয়েছেন। (শ্যালকের কথাগুলি নিবেদন করিয়া)

বিচা।—এই মূর্খটার পক্ষে সকলই সম্ভব। বাপু! তাকে বল—"আসুন, আপনার মোকদ্দমার আজই বিচার হবে।"

শোধ। –(শকারের নিকট গিয়া) মহাশয়! বিচারপতি-মহাশয় আপনাকে আস্‌তে বল্লেন।

শকার।—প্রথমে বল্লে "বিচার হবে না"—এখন আবার বলে "বিচার হবে"—তবে বিচারপতির নিশ্চয়ই ভয় হয়েছে—এখন যা আমি বলব

তাই বিশ্বাস করবে। আচ্ছা আমি যাচ্চি। (প্রবেশ করিয়া নিকটে গিয়া: আমি অত্যন্ত সুখী হলেম—আপনাদেরও সুখী করা না করা সেও আমারই হাতে।

বিচা।—(স্বগত) কি আশ্চর্য্য! বিচারার্থী যে একেবারে স্থির-সংস্কার দেখচি। (প্রকাশ্যে) বসুন।

শকার।—হাঁ এ সব তো আমারই জায়গা—যেখানে আমার ইচ্ছে হবে সেইখানেই বস্‌ব। (শ্রেষ্ঠীর প্রতি) আমি এইখানে বসি—(শোধনকের প্রতি) না না, এইখানে বসি। (বিচারপতির মস্তকে হস্ত দিয়া) না, এইখানে বসি। (ভূমিতে উপবেশন)

বিচা।—আপনি বিচারপ্রার্থী?

শকার।—হাঁ।

বিচা। কি হয়েছে বলুন।

শকার।—কানে কানে বল্‌ব। আমি তো যে-সে লোক নই। কত বড় কুলে আমার জন্ম।

রাজার শ্বশুর মোর পিতা,
রাজা মোর পিতার জামাতা।
আমি রাজ শ্যালক যেমতি
রাজাও আমার ভগ্নিপতি॥

বিচা।—আমি সমস্তই অবগত আছি।

কি হইবে বল ওগো কুলের শিক্ষায়?
—স্বভাব-চরিত্র মূল-কারণ হেথায়।
হোক্ না উর্ব্বর ক্ষেত্র অতীব সুচারু,
বাড়ে না কি তাহে হীন কণ্টকের তরু?

তা, নালিশটা কি বলুন।

শকার।—আচ্ছা এই বলি শুনুন। আর, তাও বলি;—অপরাধী হলেও আমার কেউ কিছু করতে পারে না। তা, সেই আমার ভগ্নিপতি আমার উপর তুষ্ট হয়ে সকলের সেরা উদ্যান যে পুষ্প-করণ্ডক জীর্ণোদ্যান সেইটি আমাকে দেন। তাই কোথাও বা জল শুখানো, জমি ভরাট করান, ঝাঁট দেওয়ান, ডাল-পালা ছেঁটে ফ্যালানো—এইরূপ নানা কাজের তদারক করতে প্রতিদিন আমাকে সেখানে যেতে হয়—একদিন গিয়ে দেখি কি না একজন স্ত্রীলোকের শরীর পড়ে আছে।

বিচা।—কোন্ স্ত্রীলোকটি মারা গেছে আপনি কি তা জানেন?

শকার।—তাকি আর আমি জানিনে? সেই নগর-ভূষণ—শত-কাঞ্চন-ভূষিতা রমণীকে কে না জানে? কোন কুপুত্র অর্থের লোভে শূন্য পুষ্প-করণ্ডক জীর্ণোদ্যানে প্রবেশ করে' বসন্তসেনাকে গলা টিপে মেরেছে—আমার দ্বারা এ কাজ—(অর্দ্ধোক্তি করিয়া মুখ আচ্ছাদন)

বিচা।—ওঃ! নগর-রক্ষিদের কি অনবধানতা! দেখ, শ্রেষ্ঠী কায়স্থ! তোমরা "আমার দ্বারা এ কাজ" এই কথাটি মোকদ্দমার প্রথম পাদ-স্বরূপ লিখে রাখো।

কায়স্থ।—যে আজ্ঞে! (তথাকরণ) মহাশয় লেখা হয়েছে।

শকার।—(স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! কি বলে ফেল্লেম! পায়সান্ন-লোভীর মত তাড়াতাড়ি করে' একটা কথা বলে' নিজের মরণ নিজেই ঘটালেম যে! আচ্ছা তা হোক। (প্রকাশ্যে) ওগো বিচারপতি-মহাশয়! তোমরা কি গোলযোগ করচ? না না—আমি বল্‌ছিলেম কি—"আমার দ্বারা এ কাজ দৃষ্ট হয় নি"। (শব্দটি পদ দ্বারা পুঁছিয়া দেওন)।

বিচা।—তুমি কি করে' জান্‌লে অর্থের লোভে তাকে গলাটিপে মেরেছে?

শকার।—গলায় যেখানে অলঙ্কার থাক্‌বার কথা সেখানে তার

অলঙ্কার নেই, আর গলাটাও ফুলে উঠেচে।—এর থেকে অনুমান কর্‌লেম।

শ্রেষ্ঠী কায়স্থ।—এ কথাটা সঙ্গত।

শকার।—(স্বগত) যাক্‌, এ যাত্রা কপাল-গুণে বেঁচে গেলেম।

শ্রেষ্ঠী কায়স্থ।—দেখুন বিচারপতি-মহাশয়! কাকে অবলম্বন করে' এই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হবে?

বিচা।—নিষ্পত্তির দুইরূপ পদ্ধতি আছে।

শ্রেষ্ঠী কায়স্থ।—সে দুটি কি মশায়?

বিচা।—এক, বাক্য-অনুসারী—আর এক, অর্থ-অনুসারী। যা বাক্য-অনুসারী, তা অর্থি-প্রত্যর্থীদের বাক্যের দ্বারাই নিষ্পত্তি হয়—আর যা অর্থ-অনুসারী তা বিচারপতির বুদ্ধির দ্বারা নিষ্পত্তি হয়।

শ্রেষ্ঠী কায়স্থ।—তাহলে, বসন্তসেনার মাতাকে অবলম্বন করে' এর নিষ্পত্তি হবে।

বিচা।—তাই বটে। বাপু শোধনক! কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন না করে' বসন্তসেনার মাতাকে এখানে নিয়ে এসো।

শোধ।—যে আজ্ঞে। (প্রস্থান করিয়া গণিকার মাতার সহিত প্রবেশ) এই দিক দিয়ে আসুন ঠাকরুণ এই দিক দিয়ে!

বৃদ্ধা।—আমার কন্যা তো তার মিত্র-গৃহে গেছে। এখন এই ভদ্রলোকের বাছাটি আমাকে বল্‌চে—"আসুন, বিচারপতি ডাক্‌চেন" —কিন্তু এ কথা শুনে আমার যেন মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম হয়েচে—বুক্‌টা থরথর করে কাঁপ্‌চে। আচ্ছা মহাশয়! আমাকে বিচার-মণ্ডপের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলুন।

শোধ।—এই দিক্‌ দিয়ে ঠাকরুণ এই দিক্‌ দিয়ে। (উভয়ের পরিক্রমণ) এই বিচার-মণ্ডপ—ঠাকরুণ, প্রবেশ করুন। (উভয়ের প্রবেশ)

বৃদ্ধা।—(নিকটে গিয়া) পণ্ডিত-মহাশয়! আপনার সুখ-সমৃদ্ধি হোক্!

বিচা।—এসো বাছা—বোসো।

বৃদ্ধা।—এই বস্‌চি—(উপবেশন)

শকার।—(আক্ষেপ-সহকারে) এসেছিস বুড় কুট্‌নি, তুই এসেছিস?

বিচা।—ওগো, তুমি কি বসন্তসেনার মা?

বৃদ্ধা।—আজ্ঞে হাঁ।

বিচা।—আচ্ছা, বসন্তসেনা এখন কোথায়?

বৃদ্ধা।—মিত্রের ঘরে।

বিচা।—তার মিত্রের নাম কি?

বৃদ্ধা।—(স্বগত) ছি ছি! এ যে বড় লজ্জার কথা। (প্রকাশ্যে) এ কথা ইতর লোকেই জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারে, এ কথা জিজ্ঞাসা করা বিচারপতির যোগ্য নয়।

বিচা।—লজ্জা কোরো না—এ বিচারের প্রশ্ন।

শ্রেষ্ঠী কায়স্থ।—এ বিচারের প্রশ্ন, এতে কোন দোষ নেই—বল।

বৃদ্ধা।—কি? বিচারের প্রশ্ন? তা যদি হয় তবে বল্‌চি শুনুন। বনিক বিনয়-দত্তের নাতি, সাগর-দত্তের পুত্র, খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত চারুদত্ত বণিক-পটিতে তাঁর নিবাস—সেইখানে আমার কন্যা যাতায়াত করেন।

শকার।—মহাশয় শুন্‌লেন? এ কথাগুল লিখে নিন্—সেই চারু দত্তের সঙ্গে আমার বিবাদ।

শ্রেষ্ঠী কায়স্থ।—আচ্ছা, লিখে নিচ্চি।

বিচা।—দেখ ধনদত্ত! বসন্তসেনা চারুদত্ত মহাশয়ের গৃহে গেছে এই কথা বিচারের প্রথম পাদ বলে' লেখো। কি?—চারুদত্ত-মহাশয়কেও কি আমাদের আহ্বান কর্‌তে হবে?—"আমাদের" এ কথা বলাটা এ

স্থলে ঠিক্ নয়—বিচার-বিধিই তাঁকে আহ্বান কচ্চেন। বাপু শোধনক! যাও, চারুদত্ত-মহাশয়কে উদ্বিগ্ন না করে' সসম্ভ্রমে সাদরে ধীরে ধীরে তাঁকে এখানে নিয়ে এসো। এই কথা বল যে, "কোন কথার প্রসঙ্গে আবশ্যক হওয়ায় বিচারপতি আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষী হয়েছেন"

শোধ।—যে আজ্ঞে! (প্রস্থান করিয়া চারুদত্তের সহিত প্রবেশ) —এই দিক দিয়ে মহাশয় এই দিক্ দিয়ে।

চারু।—(চিন্তা করিয়া)

রাজা মোর কুলশীল জানেন সকলি,
এ আহ্বানে শঙ্কা মোর দারিদ্র্যে কেবলি॥

(মনে মনে বিচার করিয়া স্বগত)

বন্ধন-বিমুক্ত সেই পলাতক জনে
দিয়াছি পাঠায়ে দূরে মোর প্রবহণে
—চর-মুখে এ কথা কি শুনিলা নৃপতি?
তাই অভিযুক্ত হয়ে যাই গো কি তথি?

অথবা, এ সব ভেবে আর কি হবে?—বিচার-মণ্ডপেই যাওয়া যাক্। শোধনক! বিচার-মণ্ডপের পথ দেখিয়ে আমাকে নিয়ে চল।

শোধ।—এই দিক্ দিয়ে মহাশয় এই দিক্ দিয়ে।

(পরিক্রমণ)

বায়স কর্কশ রব করে অনিবার,
অমাত্যের ভৃত্যগণ ডাকে বারম্বার,
বাম নেত্র সহসা গো করিছে স্পন্দন,
—না জানি কি ঘটাইবে এই অলক্ষণ॥

শোধনক।—আসুন মহাশয় আসুন, ব্যস্ত হবেন না—ধীরে ধীরে আসুন।

চারু।—(পরিক্রমণ ও সম্মুখে অবলোকন করিয়া)

সূর্য্য-অভিমুখে কাক
বসি' শুষ্ক বৃক্ষ-ডালে
ঘোর বাম নেত্র তার
আমার উপরে ফ্যালে ॥

(পুনর্ব্বার অন্যদিকে অবলোকন করিয়া) একি ! একটা সর্প যে !

অঞ্জনাভ দৃষ্টি তার
নিক্ষিপ্ত যে আমার উপরে,
—স্ফুরিত বিস্তৃত জিহ্বা,
শুক্ল-বর্ণ চারি দন্ত ধরে।
নিঃশ্বাসে পূরিয়া কুক্ষি
আছড়ায় ভূমি রোষ-ভরে
ধরাসুপ্ত অহিপতি
এবে মোর পথ রোধ করে ॥

অপিচ :—

ভূমি আর্দ্র নহে, তবু
হইতেছে চরণ স্খলিত,
নাচিছে নয়ন মোর,
বাম বাহু হতেছে কম্পিত,
আবার শকুনি এই
মুহু র্মুহু করিয়া চীৎকার
মহাঘোর মৃত্যু-বার্ত্তা
মোর কাছে করিছে প্রচার ॥

তা আর ভেবে কি হবে, দেবতারা সর্ব্ব প্রকারে মঙ্গল করবেন।

শোধ।—এই দিক দিয়ে মহাশয় এই দিক দিয়ে। এই বিচার-মণ্ডপ—প্রবেশ করুন।

চারু।—(প্রবেশ ও চারি দিকে অবলোকন করিয়া) ওঃ বিচার-মণ্ডপের কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য!

বিচার-মণ্ডপ শোভে সমুদ্র যেমন,
তাহে মগ্ন চিন্তাসক্ত যত মন্ত্রীগণ।
দূত-রূপ উর্ম্মিদলে আকুল সাগর,
প্রান্তে রহে চরগণ—কুম্ভীর-মকর।
হিংস্র নাগ অশ্ব রহে বধ্য-জনতরে,
বহুভাষী চিত্ত-হারী খলেরা বিচরে।
লিপিকর কায়স্থ গো ভুজঙ্গ বিকট,
হিংস্র আচরণ-স্রোতে নীতি ভগ্ন-তট॥

আচ্ছা। (প্রবেশ করিতে গিয়া দ্বার-কাষ্ঠে মাথা ঠুকিয়া যাওয়ায়) ওঃ! আবার একটা অশুভ লক্ষণ।

ডাকিছে বায়স হোথা,
নাচিতেছে মোর নেত্র বাম,
ভুজঙ্গমে পথ রুদ্ধ
—দেবতারা করুণ কল্যাণ॥

আচ্ছা তবে প্রবেশ করি (প্রবেশ)

বিচা।—ইনিই চারু দত্ত?

উন্নত নাসিকা এঁর
সুবিশাল-অপাঙ্গনয়ন;
হতে কি পারেন ইনি
অহেতুক দোষের ভাজন?

নাগ, অশ্ব, গো, মনুষ্যে—যার যে আকৃতি
তারি অনুরূপ সদা হয় গো প্রকৃতি॥

চারু।—বিচারপতি মহাশয়ের কল্যাণ হোক! আপনার কুশল তো?

বিচা।—(ব্যস্ত সমস্ত হইয়া) আসুন মহাশয়! বাপু শোধনক! ওঁকে বসতে আসন দাও।

শোধ।—(আসন প্রদান) এই আসন, এইখানে মহাশয় বসুন।

চারু।—(উপবেশন)

শকার।—(সক্রোধে) আরে স্ত্রী-ঘাতক! তুই এসেছিস? বাহবা! কি ন্যায্য ব্যবহার!—কি ধর্ম্ম-সঙ্গত ব্যবহার! এই স্ত্রী-ঘাতককে কিনা বসতে আসন দেওয়া হল! (সগর্ব্বে) আচ্ছা, দেও।

বিচা।—চারুদত্ত মহাশয়! এই ঠাকরণটির কন্যার সঙ্গে আপনার কোন প্রসক্তি প্রণয় কিম্বা প্রীতি আছে কি?

চারু।—কার কন্যা?

বিচা।—এঁর। (বসন্তসেনার মাতাকে প্রদর্শন)

চারু।—(উঠিয়া) ঠাকরণ! প্রণাম।

বৃদ্ধা।—যাদু! চিরজীবী হও। (স্বগত) ইনিই কি সেই চারুদত্ত? উপযুক্ত পাত্রেই আমার কন্যা তার যৌবন দান করেছে।

বিচা।—মহাশয়! সেই গণিকা কি আপনার মিত্র?

চারু।—(লজ্জিত)

শকার।—লজ্জা কিম্বা ভয়বশে, মিথ্যাবাদি! দোষ কর্ম্ম
করিছ গোপন?
বধিয়াছ অর্থলোভে, নৃপের সমীপে গুপ্ত
না রবে কখন॥

শ্রেষ্ঠী কায়স্থ।—চারুদত্ত-মহাশয়! বলুন, লজ্জা করবেন না—এ হচ্ছে বিচারঘটিত প্রশ্ন।

চারু।—(সলজ্জে) দেখুন বিচারপতি-মহাশয়! কেমন করে' এ কথা বল্‌ব যে গণিকা আমার মিত্র। কিন্তু না, এতে আমি যৌবনেরই দোষে দোষী, চারিত্র্য-দোষে নয়।

বিচা।—

হতেছে বিচারে বিঘ্ন
ত্যজ লজ্জা হৃদিস্থিতা।
কহ সত্য শীঘ্র করি'
ছল গ্রাহ্য নহে হেথা॥

লজ্জা করবেন না, এ হচ্ছে মোকদ্দমা-ঘটিত প্রশ্ন।

চারু।—বিচারপতি! কার সঙ্গে আমার মোকদ্দমা?

শকার।—(সদর্পে) আমার সঙ্গে।

চারু।—তোমার সঙ্গে মোকদ্দমা?—একথা যে অসহ্য!

শকার।—ওরে স্ত্রীঘাতক! অমন রত্নভূষিতা বসন্তসেনাকে বধ করে' এখন কপটতা করে' নিজ দোষ ঢাকৃতে চেষ্টা কর্‌চিস্‌?

চারু।—কি অসম্বদ্ধ কথা বল্‌চ?

বিচা।—চারুদত্ত-মহাশয়! ও সব থাক্‌। সত্য কথা বলুন, সেই গণিকা আপনার মিত্র কি না?

চারু।—হাঁ, মিত্র।

বিচা।—আচ্ছা, মহাশয়, বসন্তসেনা এখন কোথায়?

চারু।—গৃহে গেছেন।

শ্রেষ্ঠী কায়স্থ।—কিরূপে গেলেন?—কখন গেলেন?—কার সঙ্গেইবা গেলেন?

চারু।—(স্বগত) লুকিয়ে গেছেন এই কথা কি বল্‌ব?

শ্রেষ্ঠী কায়স্থ।—মহাশয় উত্তর দিন।

চারু।—গৃহে গেছেন—এ ছাড়া আর কি বল্‌তে পারি?

শকার।—আমার "পুষ্প-করণ্ডক"-জীর্ণোদ্যানে প্রবেশ করে' অর্থ লোভে, গলা টিপে তাকে তুই বধ করেছিস—এখন বল্‌ছিস কিনা, "গৃহে গেছেন"?

চারু।—আঃ! কি অসম্বদ্ধ প্রলাপ বল্‌চ?

"বৃষ্টি-বিনা অন্তরীক্ষে, সিক্ত চাতকের পক্ষ"
—মিথ্যা এ যেমন
তেমনি এ মিথ্যাবাক্যে, হেমন্ত পদ্মের মত
ও-তব আনন॥

বিচা।—(জনান্তিকে)

গুরুভার অদ্রি-রাজে পরিমাণ করা,
কায়াহীন অনিলেরে করতলে ধরা,
সাঁতারিয়া সিন্ধুপার—যথা এই সব
চারুদত্তে দোষী করা তথা অসম্ভব॥

(প্রকাশ্যে) চারুদত্ত-মহাশয় এরূপ অকার্য্য কি করে' কর্‌বেন? ("উন্নত নাসিকা এঁর" ইত্যাদি পাঠ)

শকার।—কি? পক্ষপাত করে' বিচার করা হচ্চে?

বিচা।—দূর হ মূর্খ!

নীচ হয়ে বেদ ব্যাখ্যা
—জিহ্বা তব না হয় স্খলিত?
মধ্যাহ্নে দেখিছ সূর্য্য
—দৃষ্টি নাহি হয় বিচলিত?

অনলে দিতেছ হাত

তবু তাহা কেন নাহি হতেছে দহন ?

চারিত্র্য নাশিছ ওঁর

তব দেহ কেন পৃথ্বী না করে হরণ ?

চারুদত্ত-মহাশয় কেমন ক'রে এ অকার্য্য করবেন ?

জলের আধার মাত্র করি' রত্নাকরে
ধন-রত্ন বিতরিল যে গো অকাতরে,
কল্যাণ-নিধান সেই মহাত্মা সুজন
কেমনে করিবে এই পাপ আচরণ ?
—না পারে করিতে যাহা কোন শত্রু জন ॥

শকার।—কি ? পক্ষপাত করে' বিচার করা হচ্চে ?

বৃদ্ধা।—দ্যাখ্, হতভাগা ! ওঁর কাছে যে স্বর্ণ-অলঙ্কারগুলি গচ্ছিৎ রাখা হয়েছিল তা যখন চোরে চুরি করে' নিয়ে যায়, তখন তিনি তার পরিবর্ত্তে চতুঃসমুদ্রের সার বহুমূল্য একটী রত্নমালা দেন—সেই উনি এখন কিনা অর্থের লোভে এই অকার্য্য করবেন ?—যাদু বসন্তসেনা ! বাছা আমার কোথায় গেলি ? (রোদন)

বিচা।—চারুদত্ত-মহাশয় ! তিনি কি পদব্রজে গিয়েছিলেন—না, গাড়ি চড়ে' ?

চারু।—না না—আমি স্বচক্ষে দেখিনি, তাই আমি বল্‌তে পারিনে তিনি পদব্রজে গিয়েছিলেন, কি গাড়ী চড়ে' গিয়েছিলেন।

তাড়াতাড়ি বীরকের প্রবেশ।

পদাঘাত-অপমানে, হইয়াছি চন্দনের

এবে শত্রু ঘোর।

সেই অপমান-কথা, ভাবি' মনে কোন মতে
হল নিশি ভোর॥

আচ্ছা, এখন তবে বিচার-মণ্ডপে যাই (প্রবেশ করিয়া) বিচারপতি মশায়ের কল্যাণ হোক্!

বিচা।—এই যে নগর-রক্ষীদের প্রধান বীরক। বীরক! তোমার এখানে কি প্রয়োজন?

বীরক।—দেখুন, যে আর্য্যক কারাগার থেকে পালিয়েছে, তাকেই খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে দেখতে পাওয়া গেল একটা গাড়ি যাচ্চে—গাড়িটার দরজা বন্ধ। তার পর, সেই গাড়ীর তদন্ত করবার সময়, আমি আমার উপরওয়ালা সর্দ্দার চন্দনকে বল্লেম—"তুই দেখেছিস্—আমারও দেখতে হবে"। এই কথায় সে আমাকে লাথি মারলে। আমি সমস্ত আপনার কাছে নিবেদন করলেম—এখন আপনি বিচার করুন।

বিচা।—বাপু তুমি কি জানো সে গাড়িটা কার?

বীরক।—গাড়ি চারুদত্ত-মহাশয়ের, বসন্তসেনা আরোহী, পুষ্পকরণ্ডক পোড়ো বাগানে আমোদ-প্রমোদের জন্য তাঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল. —গাড়োয়ান এই কথা আমাকে বল্লে।

শকার।—আপনি তো আবার শুন্‌লেন বিচারপতি-মহাশয়?

বিচা।—

ও গো! এ যে শুভ্র-জ্যোস্না
শশাঙ্করে রাহু ফ্যালে গ্রাসি',
ভাঙ্গি পড়ে তট-ভূমি
ঘোলাইয়া স্বচ্ছ জলরাশি॥

দেখ বীরক, পরে তোমার অভিযোগের বিচার করব। আপাতত, এই বিচার-মণ্ডপের দ্বারে যে অশ্ব আছে, তাতে আরোহণ করে' পুষ্পকরণ্ডক-

উদ্যানে গিয়ে দেখে এসো দিকি, সেখানে কোন মৃত স্ত্রীলোকের শরীর পড়ে' আছে কি না।

বীরক।—যে আজ্ঞে। (প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ) সেখানে গিয়েছিলেম, দেখলেম বটে একজন স্ত্রীলোকের মৃত শরীর হিংস্র পশুরা ভক্ষণ করেছে।

শ্রেষ্ঠী কায়স্থ।—কিরূপে জান্‌লে স্ত্রীলোকের শরীর?

বীরক।—চুল, হাত, পা প্রভৃতি অঙ্গের অবশিষ্ট অংশ যা পড়ে' আছে তাই দেখে।

বিচা।—ওঃ! বিচারের অনুমানে ও বাস্তবিক ঘটনায় কতটা বৈষম্য!

যতই নিপুণ ভাবে করি গো বিচার
সংশয়ের জাল হয় ততই বিস্তার।
দণ্ডনীতি এইস্থলে পরিষ্কার—সুসংলগ্ন অতি,
পঙ্কগত বৃষ-সম অবসন্ন কিন্তু মোর মতি॥

চারু।—(স্বগত)

যেমনি কুসুম কোন উঠে গো ফুটিয়া,
অমনি মধুপকুল আসে গো জুটিয়া।
এমনি গো মানুষের বিপদের কালে
অনর্থ পাইয়া ছিদ্র আসে পালে পালে॥

বিচা।—চারুদত্ত মহাশয়!—এখন সত্য কথা বলুন।

চারু।— পর-গুণে দ্বেষ তার দুরাত্মা যে অতি,
রাগান্ধ যে, পরের বিনাশে তার মতি।
জাতি-দোষ-বশে সে গো মিথ্যা যাহা কহে
গ্রাহ্য কিনা তাহা—তা কি বিচারের নহে?

অপিচ :—

পুষ্প লাগি কুসুমিত লতাটী হইতে
যে-আমি পারিনে কভু কুসুম তুলিতে
করিব কি সেই আমি তাহারে হনন
অলি-কৃষ্ণ দীর্ঘ কেশে করি আকর্ষণ
—শুনিয়াও তার সেই আকুল ক্রন্দন ?

শকার।—ওগো বিচারক-মহাশয ! তোমরা কি পক্ষপাত করেই বিচার করবে ? এখনো দুরাত্মা চারুদত্তকে আসনে বস্‌তে দিয়েছ ?

বিচা।—বাপু শোধনক ! আচ্ছা উনি যা বল্‌চেন তাই কর। (শোধনক তথা করণ)

চারু।—বিচারক মহাশয় ! সুবিচার করুন, সুবিচার করুন। (আসন হইতে নামিয়া ভূমে উপবেশন)

শকার।—(সহর্ষে নৃত্য করিয়া) হি হি! আমার কৃত পাপ এখন অন্যের ঘাড়ে পড়েছে। এখন যেখানে চারুদত্ত বসেছে আমি সেই খানে গিয়ে বসি। চারুদত্ত। আমার দিকে তাকাও দিকি। এখন তবে বলনা "আমিই বধ করেছি"।

চারু।—দেখুন বিচারপতি-মহাশয। ("পরের গুণেতে" ইত্যাদি পুনর্ব্বার পাঠ করিযা—নিঃশ্বাস ফেলিয়া স্বগত)

মৈত্রেয সুহৃদ ওগো ! একি হল দায় ?
দ্বিজ-বংশ প্রিয়ে ওগো। কি কলঙ্ক হায় !
রোহসেন। না দেখিস এ বিপদ মোর ?
—বৃথায় রে ক্রীড়ামোদে রয়েচিস্ ভোর॥

যাই হোক, বসন্তসেনার সমাচার জানবার জন্য, আর সোনার খেলনা-

গাড়ি গড়তে বসন্তসেনা যে অলঙ্কার দিয়েছিলেন তা ফেরত দেবার জন্য অনেকক্ষণ হল মৈত্রেয়কে পাঠিয়েছি—এখনো কেন আস্‌চে না?—কেন এত বিলম্ব কচ্চে?

আভরণ লইয়া মৈত্রেয় বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূ।—চারুদত্ত বসন্তসেনার কাছে আমাকে যেতে বলে' এই কথা বল্লেন "দেখ মৈত্রেয়! বসন্তসেনা বৎস-রোহসেনকে আপনার অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করে' তার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, এখন তুমি গিয়ে এই অলঙ্কারগুলি তাঁকে ফেরৎ দিয়ে এসো।" এখন তবে বসন্তসেনার ওখানে যাওয়া যাক্। (পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া আকাশে) কি! সঙ্গীতাচার্য্য রেভিল?—ওগো রেভিল! তোমাকে ভাবিত-ভাবিত দেখ্‌চি কেন বল দিকি? (চিন্তা করিয়া) কি বল্‌চ?—প্রিয় সখা চারুদত্ত বিচার-মণ্ডপে আহূত হয়েছেন? তবে দেখ্‌চি অল্পে কাজ শেষ হবে না। আচ্ছা, পরে বসন্তসেনার ওখানে যাব—এখন বিচার-মণ্ডপেই যাওয়া যাক। (পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) এইতো বিচার-মণ্ডপ, এখন তবে প্রবেশ করি। (প্রবেশ) বিচারপতি মহাশয়ের কল্যাণ হোক! আমার সখা কোথায়?

বিচা।—এই যে এইখানে আছেন।

বিদূ।—সখা! কুশল তো?

চারু।—আপাতত নয়।

বিদূ।—মঙ্গল তো?

চারু।—তাও আপাতত নয়।

বিদূ।—দেখ সখা! তোমাকে ভাবিত-ভাবিত দেখ্‌চি কেন? কেনই বা তুমি বিচার-মণ্ডপে আহূত হয়েছ?

চারু।—সখা!

আমি গো নৃশংস অতি,
পরলোক-জ্ঞান নাহি কোনো।
রতি-তুল্য ললনারে
—কি করেছি ওর মুখে শোনো॥

বিদূ।—কি?—কি?—কি করেছ?

চারু।— কর্ণে)—এইরূপ।

বিদূ।—এ কথা কে বল্লে?

চারু।—(ইঙ্গিতে শকারকে দেখাইয়া) না না, ও বেচারা এর মূল কারণ নয়—দৈবই বিরোধী হয়ে আমার প্রতি এই দোষারোপ করেচেন।

বিদূ।—(জনান্তিকে) এ কথা কেন বল্লে না, "তিনি গৃহে গেছেন?"

চারু।—বলেছিলেম, কিন্তু অবস্থা-দোষে তা গ্রাহ্য হল না।

বিদূ।—দেখুন মহাশয়রা! যিনি পুর-গৃহ, মঠ, উদ্যান, দেবালয়, পুষ্করিণী, কূপ, যজ্ঞস্তম্ভ দ্বারা উজ্জয়িনী-নগরীকে অলঙ্কৃত করেছেন, তিনি দরিদ্র হয়ে অর্থের লোভে কিনা এখন এই অকার্য্য করবেন? ওরে কুলটা-পুত্র রাজ-শ্যালক, সংস্থানক! উচ্ছৃঙ্খল দোষ-ভাণ্ড—স্মবর্ণ-মণ্ডিত মর্কট! বল্ বল্—আমার সাম্‌নে একবার বল্। যে সখা-আমার ফুল তোল্‌বার জন্য মাধবী লতাটিকেও 'ধরে' টানেন না, পাছে তার পাতা ছিঁড়ে যায়, তিনি কেমন করে' উভয়-লোক-বিরুদ্ধ এই অকার্য্য করবেন? রোস্ কুটনী-পুত্র রোস্—তোর হৃদয়ের মত বাঁকা এই লাঠিটা দিয়ে তোর মাথাটা গুঁড়ো করে' ফেলি।

শকার।—(সক্রোধে) মহাশয়রা শুনুন, চারুদত্তের সঙ্গেই আমার বিবাদ, কিম্বা তার নামেই আমার নালিস—এই কাকপদ-মস্তক দুষ্ট বামনা

ব্যাট্যা আমার মাথা গুঁড়ো করবার কে বলুন দিকি?—ওরে দাসী-পুত্র দুষ্ট বিট্‌লে বামন—তা তুই পারবি বলে' মনেও করিস্ নে।

বিদূ।—(লাঠি উঠাইয়া পূর্ব্বোক্তরূপে কথন)

শকার।—(সক্রোধে উঠিয়া বিদূষককে প্রহার)

বিদূ।—(প্রতি-প্রহার—পরস্পরে মারামারি—বিদূষকের বগল হইতে আভরণগুলি পতন)

শকার।—(সেইগুলি লইয়া দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া) দেখুন মহাশয়রা দেখুন, সেই স্ত্রীলোক বেচারীর এই অলঙ্কার। এই অর্থের লোভেই স্ত্রীলোকটিকে এ বধ করেছে। (বিচারকেরা অধোমুখে অবস্থান)

চারু।—(জনান্তিকে)

এ হেন বিষমকালে, দেখিলা এ অলঙ্কার
বিচারকগণ।
হইয়া পতিত ভূমে পাতিত করে বা মোরে
এই আভরণ॥

বিদূ।—ওগো! প্রকৃত কথাটা কেন বল্‌চ না?

চারু।—সখা! দুর্ব্বল নৃপতি-নেত্র
সত্যরে না করে নিরীক্ষণ।
যদি বলি মারি নাই'
কাতরতা হবে প্রদর্শন।
অথচ অশ্লাঘ্য মৃত্যু
কভু নাহি হবে নিবারণ॥

বিচা।—হায় হায়! কি কষ্ট!

একেতো মঙ্গল বাম
তাহে পুন ক্ষীণ বৃহস্পতি,

আবার উঠিল পার্শ্বে
ধূম-কেতু ভয়ঙ্কর অতি॥

শ্রেষ্ঠী কায়স্থ।—(দেখিয়া বসন্তসেনার মাতার প্রতি) ঠাকরুণ! ভাল করে’ ঠাউরে দেখে বল দিকি, এই অলঙ্কারগুলি বসন্তসেনার কি না?

বৃদ্ধা।—(দেখিয়া) তার মতন বটে কিন্তু তা নয়।

শকার।—আরে বৃদ্ধ কুটনি!—মুখে না বল্‌চিস্ বটে কিন্তু তোর চোখে যে হাঁ বল্‌চে।

বৃদ্ধা।—দুর হ অপ্‌পেয়ে!

শ্রেষ্ঠী কায়স্থ।—খুব সাবধানে বল, এই সেই অলঙ্কার কি না।

বৃদ্ধা।—মহাশয়! এর শিল্প-কারিগুরিতে চোখে কেমন ধাঁধা লাগ্‌চে। না—এ সে অলঙ্কার নয়।

সভ্য।—এই আভরণগুলি কি চেন?

বৃদ্ধা—বল্লেম তো চিনতে পারচিনে। আবার, একেবারে চিনিনে একথাও বল্‌তে পারিনে।—বোধ হয় কোন কারিগর ঠিক্ তার মত করে’ তৈরি করেছে।

বিচা।—দেখ শ্রেষ্ঠি!

বস্তু ভিন্ন হইলেও, সুসদৃশ হওয়া কিছু
নহে অসম্ভব,
একটির অনুরূপ, ভূষণ ঘঠন করে
শিল্পী যতসব।
—হস্তের নৈপুণ্য-গুণে, সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ মোরা
করি অনুভব॥

শ্রেষ্ঠী কায়স্থ।—এগুলি কি চারুদত্ত-মহাশয়ের?

চারু।—না না—আমার নয়।

শ্রেষ্ঠী কায়স্থ।—তবে কার?

চারু।—এই ঠাকরণটির কন্যার।

শ্রেষ্ঠী কায়স্থ।—কি করে' এগুলি তাঁর অঙ্গচ্যুত হল?

চারু।—এইরূপে হয়েছিল—আসল কথাটা এই—

শ্রেষ্ঠী কায়স্থ।—চারুদত্ত-মহাশয়! সত্য কথা বলুন। দেখুন:—

সত্যে হয় সুখলাভ, পাতকী হয় না কভু
সত্যবাদীজন।
দু-অক্ষর হইলেও, সত্যেরে অসত্য দিয়া
কোরোনা গোপন॥

চারু।—এ আভরণগুলি কোন্ আভরণ তা আমি জানিনে—কিন্তু আমার গৃহ হতে আনা হয়েছে এই মাত্র জানি।

শকার।—আমার উদ্যানে প্রবেশ করে' বসন্তসেনাকে হত্যা করে' অলঙ্কারগুলি তুই হস্তগত কর্লি—এখন আবার ভাঁড়াচ্চিস্?

বিচা।—চারুদত্ত মহাশয়! সত্য বলুন, নতুবা:—

দেখুন ভাবিয়া মনে, হইবে গো আপনার
কি দারুণ দশা,
আমাদের ইচ্ছামতে, পড়িবে কোমল গাত্রে
সুকর্কশ কশা॥

চারু।— নিষ্পাপ কুলেতে আমি, করিয়াছি জনম গ্রহণ
—কোন পাপ নাহি মোর মনে।
তথাপি করেন যদি অনুমান—আমি পাপী জন,
—কি হবে এ নিষ্পাপ জীবনে?

(স্বগত) বসন্তসেনার বিরহে আমার জীবনেই বা প্রয়োজন কি? (প্রকাশ্যে) দেখুন কি আর অধিক বল্ব:—

আমি গো নৃশংস অতি,
পর-লোক-জ্ঞান নাহি কোন।
রতি-তুল্য ললনারে
কি করেছি ওরি মুখে শোন॥

শকার।—আবার কি করবি—হত্যা করিছিস। তুই নিজ মুখেই বল্‌না "হাঁ আমি হত্যা করিছি"।

চারু।—তুমিই তো তা বলেছ—আর কি প্রয়োজন?

শকার।—শুনুন ধর্ম্মাবতার! ওই হত্যা করেছে। এখনতো সমস্ত সংশয় দূর হল? এখন তবে দরিদ্র চারুদত্তের প্রতি শারীরিক দণ্ডের বিধান হোক্।

বিচা।—শোধনক! রাষ্ট্রিয় যা বল্‌চেন তাই কর। দেখ রাজপুরুষগণ! এই চারুদত্তকে ধৃত কর।

রাজ-পুরুষগণ।—(তথা করণ)

বৃদ্ধা।—ক্ষান্ত হোন্ ধর্ম্মাবতার—ক্ষান্ত হোন্! ওঁর কাছে যে স্বর্ণ-অলঙ্কারগুলি গচ্ছিত রাখা হয়েছিল, তা যখন চোরে চুরি করে' নিয়ে যায়, উনি তার পরিবর্ত্তে চতুঃসাগরের সার একটি বহু মূল্য রত্ন-মালা দেন;—সেই উনি এখন কি না অর্থের লোভে এই অকার্য্য করবেন? আচ্ছা সত্যই যদি উনি আমার কন্যাকে হত্যা করে থাকেন, তা নয় করেছেন—কিন্তু আমার এই বাছাটি বেঁচে থাকুক। তাছাড়া, বাদী প্রতিবাদী নিয়েই বিচার। এস্থলে আমিই বাদী। আমার কোন নালিশ নেই, অতএব ওঁকে ছেড়ে দিন।

শকার।—দূর হ গর্ভদাসি! ওর সঙ্গে তোর সম্পর্ক কি? তুই যা।

বিচা।—ঠাকরুণ আপনি যান। রাজপুরুষগণ! ওঁকে বাহিরে নিয়ে যাও।

বৃদ্ধা।—যাদুরে আমার!—বাছারে আমার!—(কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান)

শকার।—(স্বগত) এইবার আমার মনের মত কাজ হয়েছে—এখন আমি যাই। (প্রস্থান)

বিচা।—চারুদত্ত-মহাশয়! দেখুন, দোষী নির্দ্দোষী অবধারণ করা আমাদের কার্য্য—শেষে রাজা আছেন। তথাপি শোধনক! তুমি রাজা পালককে এই কথা নিবেদন কর :—

ইনিই পাতকী বিপ্র, "বিপ্র কিন্তু নহে বধ্য"
—মনুর বচন।
—অক্ষত বিভব-সহ, রাজ্য হতে এঁর শুধু
দণ্ড নির্ব্বাসন॥

শোধ।—যে আজ্ঞে।—(প্রস্থান করিয়া সাশ্রু-লোচনে পুনঃ প্রবেশ) ধর্ম্মাবতার! আমি সেখানে গিয়েছিলেম। রাজা পালক বল্লেন, যে হেতু অর্থ-লোভে বসন্তসেনাকে হত্যা করেছে, অতএব সেই আভরণাদি তার গলায় বেঁধে, ঢ্যাঁড়্‌রা পিটিয়ে দক্ষিণ শ্মশানে নিয়ে গিয়ে তাকে শূলে চড়ানো হোক্। যে কেউ এইরূপ অকার্য্য কর্‌বে, তারই এইরূপ অপমানজনক দণ্ড হবে।

চারু।—ওঃ! রাজা পালক কি অবিচারী! কি অবিবেচক! অথবা :—

বিচারের হুতাশনে, এইরূপে ফ্যালে নৃপে
তাঁর মন্ত্রিগণ।
পড়ি' সে অনল-মাঝে, শোচনীয় দশা তাঁর
ঘটে বিলক্ষণ॥

অপিচ :—

এইরূপে নরপতি, অবিচারী শ্বেত-কাক
মন্ত্রীর বচনে,

বধিয়াছে বধিতেছে, সহস্র নিরপরাধী
অভিযুক্ত জনে॥

সখা মৈত্রেয়! যাও, 'আমার নাম করে' তুমি আমার মাকে অন্তিম কালের প্রণাম দিয়ে এসো—আর দ্যাখো, আমার পুত্র রোহসেনকে তুমিই প্রতিপালন ক'রো।

বিদু।—মূল ছিন্ন হলে বৃক্ষের পালন আর কি করে' হবে বল?

চারু।—ও কথা বোলোনা!

লোকান্তরে যে মনুষ্য করে অপস্থিতি
পুত্রই জানিবে তার দেহ-প্রতিকৃতি।
আমা সনে তোমার যে স্নেহের বন্ধন
রোহিসেনে সেই স্নেহ করিও অর্পণ॥

বিদু।—দেখ সখা! আমি তোমার প্রিয় বয়স্য হয়ে তোমার বিরহে কি করে' প্রাণ ধারণ করব?

চারু।—ভাল, একবার রোহসেনকে এনে আমাকে দেখাও।

বিদু।—হাঁ, এ কথা সঙ্গত।

বিচা।—বাপু শোধনক! এই ব্রাহ্মণকে এখান থেকে বিদায় করে' দেও। (শোধনকের তথাকরণ)

বিচা।—ওরে! কে আছিস এখানে? চণ্ডালদের রাজাজ্ঞা জানিয়ে দে। (চারুদত্তকে পরিত্যাগ করিয়া সকল রাজপুরুষদিগের প্রস্থান)

শোধ।—এই দিক্ দিয়ে আসুন মহাশয়!

চারু।—দেখ মৈত্রেয় ("মৈত্রেয় সুহৃদ ওগো" ইত্যাদি পাঠ—আকাশে)

বিষ, জল, তুলা অগ্নি, এ সব পরীক্ষা দিতে
চাহিনু তখন,

উত্তীর্ণ না হলে তবে, আমারে উচিত ছিল
কর্কচে অর্পণ।
রিপুর বচনে যদি, প্রাণদণ্ড দিয়া বিপ্রে
করহ নিগ্রহ
তা হলে পতিত হবে, ঘোর নরকের মাঝে
পুত্র-পৌত্রসহ॥

চল আমি যাচ্চি। (সকলের প্রস্থান)

ইতি বিচার নামক নবম অঙ্ক।

দশম অঙ্ক।

দৃশ্য।—দক্ষিণ শ্মশানের পথ।

দুই জন চণ্ডালের সহিত চারুদত্তের প্রবেশ।

উভয়।— জান না তোমরা সবে, এই পথ দিয়া কেন
মোদের গমন?
—নববধ্য জনে মোরা, বাঁধিয়া লইয়া যেতে
পটু বিলক্ষণ।
অবিলম্বে কাটি মাথা, সুকৌশলে করি বধ্যে
শূলে আরোপণ।

মহাশয়রা সরে' যান! সরে যান! ইনি চারুদত্ত মহাশয়।
বধ্যে ধৃত করি মোরা
—সাজাইগো করবী-মালায়।

স্বল্প-তৈল দীপ-সম

অল্পে অল্পে তারা ক্ষয় পায়॥

চারু।—(সবিষাদে)

নয়ন-সলিলে সিক্ত, রকত চন্দনে লিপ্ত

ধূলিজালে রুক্ষ শুষ্ক দেহটি আমার।

ওই গো বায়স শাখে, করকশ স্বরে ডাকে,

ভাবে মোরে তাহাদের বলির আহার॥

চণ্ডালদ্বয়।—সরে' যান মহাশয়রা সরে' যান্!

কি দ্যাখো সজ্জন সবে? এঁর শিরশ্ছেদ হবে

এই কাল-পরশুর ঘায়।

শুন শুন সবে শুন, ইনি গো সজ্জন-দ্রুম

সুজন-পাখিরা বসে যায়॥

চল চারুদত্ত চল!

চারু।—হায়! পুরুষ-ভাগ্যে কত অচিন্তনীয় ঘটনাই উপস্থিত হয়! আমার শেষে কি না এই দশা হল?

সর্ব্বগাত্রে মাখায়েছে রকত চন্দন,

তিল-তণ্ডুলাদি পিষি' দিয়াছে লেপন,

কুঙ্কুমাদি চূর্ণ গায়ে করি' বিকীরণ

মানুষেরে সাজায়েছে পশুর মতন॥

(সম্মুখে নিরীক্ষণ করিয়া) কত রকমের মানুষই দেখা যায়—মানুষের মধ্যে কতই তারতম্য! (করুণ ভাবে)

এই নাগরিক-গুলি, এ দারুণ দশা মোর

করি' নিরীক্ষণ

বলে, "একি! ধিক্ ধিক্! নর-প্রতি পশুবৎ
করে আচরণ?"
না পারি' রক্ষিতে মোরে, অশ্রুজলে ভাসি'
আশীর্ব্বাদ করে—বলে, "হও স্বর্গবাসী॥"

চণ্ডালদ্বয়।—সরে' যান্ মহাশয়রা সরে' যান্—দেখ্‌ছেন কি?
ইন্দ্রধ্বজ-বিসর্জ্জন,
গোপ্রসব, তারা-সংক্রমণ,
সুজনের প্রাণবধ
—এ চারিটী নিষিদ্ধ দর্শন॥

একজন চণ্ডাল।—ওরে আহীণ্ড! দ্যাখ্! দ্যাখ্।
নগরী-প্রধান যেগো, কৃতান্ত-আদেশে তার
যাবে প্রাণ আজ।
আকাশ তাই কি কাঁদে?—তাই কিগো বিনা-মেঘে
ভূমে পড়ে বাজ?

দ্বিতীয় চণ্ডাল।—ওরে গুহ!
কাঁদে না আকাশ কিম্বা বিনা-মেঘে বজ্র এবে
না হয় পতন।
মেঘের অঙ্গনা যত, তারা শুধু অশ্রুধারা
করে বরিষণ।

অপিচ:—
বধ্যে যাইতেছে লয়ে
—নিরখিয়া কাঁদিছে সকলি।
নেত্রজলে সিক্ত পথ
—তাই দেখ নাহি উঠে ধূলি॥

চারু।—(নিরীক্ষণ করিয়া করুণভাবে)

হর্ম্ম্যস্থিত ওই সব কুলনারীগণ
মুখার্দ্ধ গবাক্ষ হতে করিয়া বাহির,
"হায় হায় চারুদত্ত" করি' সম্ভাষণ
বিসর্জ্জিছে অনর্গল নয়নের নীর॥

চণ্ডালদ্বয়।—চল্‌রে চারুদত্ত চল্—এই ঘোষণার স্থান। ওরে ঢ্যাড্‌রা পিটিয়ে হুকুমটা সবাইকে শুনিয়ে দে।

উভয়।—শুনুন মহাশয়রা শুনুন! ইনি বাণিজ্য-ব্যবসায়ী বিনয়-দত্তের পৌত্র, সাগরদত্তের পুত্র—অকার্য্যকারী শ্রীযুক্ত চারুদত্ত অর্থ-লোভে শূন্য পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে প্রবেশ করে' গণিকা বসন্তসেনাকে গলা টিপে হত্যা করেছেন—এঁকে বামাল ধৃত করা হয়েছে, নিজেও স্বীকার করেছেন, তাই রাজা পালক এঁর প্রাণদণ্ড আজ্ঞা করেছেন! যদি অপর কেহ এইরূপ উভয়-লোক-বিরুদ্ধ অকার্য্য করে, তাহলে রাজা পালক তাকেও এইরূপ শাস্তি দেবেন।

চারু।—(হতাশভাবে স্বগত)

পূর্ব্বে এই কুল মোর, শত যজ্ঞে ছিল পূর্ণ
যজ্ঞের সভায়।
লোকাকীর্ণ পূজা-স্থান, হইত ধ্বনিত কিবা
ব্রহ্ম-ঘোষণায়।
এবে এ ঘোষণা-স্থানে, নীচ লোকে ঘোষে মোর
বংশাবলী হায়!

(ঊর্দ্ধ দিকে দৃষ্টি করিয়া, হস্তের দ্বারা কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া) হা! প্রিয়ে বসন্তসেনা!

বিমল জোছনা-সম, শুভ্র দন্ত ছিল তব
ওষ্ঠাধর আহা কিবা, যেন গো পল্লব নব।
পিইয়া সে মুখ-মধু অমৃত সমান
কেমনে অযশ-বিষ করি এবে পান ?

উভয়।—সরে’ যান্ মহাশয়রা সরে’ যান্।

ইনি গুণরত্ন-নিধি
—অঙ্গ নহে স্বুবর্ণে ভূষিত।
স্বজনের দুঃখার্ণবে
সেতুরূপে ছিলা অবস্থিত।
নগর হইতে আজি
হতেছেন দ্যাখো অপনীত॥

তা ছাড়া :— স্থখীজন-তরে শুধু চিন্তাকুল সবে
বিপন্নের উপকারী দুর্লভ এ ভবে॥

চারু।—(চারিদিকে অবলোকন করিয়া)

এ সব বয়স্য মোর, বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকি’
দূরে চলে যায়,
উদাসীন পর যে গো, সেও তব বন্ধু হয়
স্থখের দশায়,
কিন্তু দুরবস্থা হ’লে, এই সংসার-মাঝে
মিত্র পাওয়া দায়॥

চাণ্ডালদ্বয়।—সবাইকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে—এখন রাজপথ নির্জন—এইবার এঁকে বধ্য-চিহ্ন দিয়ে সাজিয়ে নিয়ে যাওয়া যাক্।

চারু।—(নিঃশ্বাস ফেলিয়া “মৈত্রেয় সুহৃদ্ ওগো” ইত্যাদি পাঠ)

নেপথ্যে।—হা তাত!—হা প্রিয়সখা!

চারু।—(শুনিয়া সকরুণভাবে) বাপু! স্বজাতির মধ্যে তোমরা অতি ভাল লোক, তোমাদের কাছে আমি একটি ভিক্ষা চাই।

চণ্ডালদ্বয়।—কি! ব্রাহ্মণ হয়ে আমাদের কাছে ভিক্ষা?

চারু।—শিব শিব! তোমরা কি চণ্ডাল? যে দুরাচার রাজা পালক সত্য মিথ্যা কিছুই পরীক্ষা কর্‌লে না, সেই চণ্ডাল। তার পরলোকার্থেই আমি পুত্রমুখ দর্শনের প্রার্থনা কর্‌চি।

চণ্ডালদ্বয়।—আচ্ছা, তুমি পুত্রের মুখ দর্শন কর।

নেপথ্যে।—হা তাত! হা পিতঃ!

চারু।—(শুনিয়া করুণ ভাবে) শোনো বাপু! তোমরা আমাকে এই ভিক্ষাটি দেও।

চণ্ডালদ্বয়।—ও রে! তোরা সব পথ ছেড়ে দে! চারুদত্ত পুত্রকে দেখ্‌তে চান। এই দিক দিয়ে মহাশয় এই দিক দিয়ে। ওরে বালক! এই দিকে আয়।

চারুদত্তের পুত্রকে লইয়া মৈত্রেয় বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূ।—শীঘ্র আয়রে বাবা শীঘ্র আয়! দ্যাখ্, তোর পিতাকে বধ কর্‌তে নিয়ে যাচ্চে।

বালক।—হা তাত! হা পিতঃ!

বিদূ।—হা! প্রিয় সখা! কোথায় তুমি?

চারু।—(পুত্র ও মিত্রকে দেখিয়া) হা পুত্র! হা মৈত্রেয়! (করুণ ভাবে) ওঃ! কি কষ্ট।

পরলোকে তৃষ্ণাতুর

আমি যে গো রব চিরক্ষণ,

ও ক্ষুদ্র হাতের জলে

না হইবে তৃষ্ণা নিবারণ॥

এখন আমি পুত্রকে কি দিয়ে যাই? (আপনাকে অবলোকন করিয়া যজ্ঞোপবীত দর্শন) হাঁ, এটিও তো আমার আছে।

ব্রাহ্মণের যজ্ঞসূত্র

মুক্তাহীন অস্বর্ণ-ভূষণ

—যার দ্বারা পিতৃগণে

পূজাভাগ করি গো অর্পণ॥

(পুত্রকে যজ্ঞোপবীত দান)

প্রথম চণ্ডাল।—চারুদত্ত এখন তবে চল।

দ্বিতীয়।—ওরে তুই চারুদত্ত-মশায় না বলে' শুধু চারুদত্ত বলে' ডাক্‌চিস্? ওরে দ্যাখ্!

অভ্যুদয়-অবসানে নিয়তি সতত

উদ্দাম হস্তিনী সম চলে স্বেচ্ছামত॥

তা ছাড়া :— মিথ্যা অপবাদ যাঁর, উচিত নহে কি তাঁর

পদে নমস্কার?

রাহুগ্রস্ত শশধর, নহে কি গো বন্দনীয়

মান্য সবাকার?

বালক।—ওরে চণ্ডাল! আমার বাবাকে কোথায় নিয়ে যাচ্চিস্?

চারু।—বৎস!

কণ্ঠেতে ধারণ করি' করবীর মালা,

স্কন্ধদেশে শূল আর হৃদে শোক-জ্বালা,

বধ্য-স্থানে যজ্ঞ-ছাগ যায় গো যেমন

তেমনি চণ্ডাল-পিছে করিগো গমন॥

চণ্ডাল।—ও গো ছেলেটি!

চণ্ডাল আমরা নই, যদিও চণ্ডাল-কুলে
মোদের জনম।
যে করে গো সাধুজনে অপমান, সেই জেনো
চণ্ডাল অধম॥

বালক।—তবে কেন মার্‌চ বাবাকে?

চণ্ডাল।—বাছা, এ বিষয়ে রাজাজ্ঞাই অপরাধী, আমরা নই।

বালক।—আমাকে তোমরা বধ কর, বাবাকে ছেড়ে দেও।

চণ্ডাল।—বাছা! চিরজীবী হও।

চারু।—(সাশ্রুলোচনে পুত্রের গলা জড়াইয়া ধরিয়া)

কি দরিদ্র কিবা ধনী
সবারি এ সরবস্ব-ধন,
চন্দন উশীর বিনা
সুশীতল হৃদয়-লেপন॥

("কণ্ঠেতে ধারণ করি' কবরীর মালা" ইত্যাদি পুনর্ব্বার পঠন) পরে অবলোকন করিয়া স্বগত) "এ সব বয়স্ত মোর বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকি" ইত্যাদি।

বিদূ।—শোন বাপু! তোমার প্রিয়সখা চারুদত্তকে ছেড়ে দেও—আমাকে বধ কর।

চারু।—শিব শিব! (দেখিয়া স্বগত) আজ জান্‌লেম ("উদাসীন পর যে গো" ইত্যাদি)—(প্রকাশ্যে) "হর্ম্মস্থিত এই সব কুলনারীগণ" ইত্যাদি।

চণ্ডাল।—সরে' যান্ মহাশয়েরা সরে' যান।

দেখ কি তোমরা?—ইনি পুরুষ সজ্জন
—অপবাদ-বশে এঁর যায় গো জীবন,
—ছিন্ন-রজ্জু স্বর্ণ-কুম্ভ কূপে নিমজ্জন॥

চারু।—"বিমল জোছনা সম" ইত্যাদি।

অপর চণ্ডাল।—ওরে! পুনর্ব্বার ঘোষণা করে' দে।

চারু।—

ঘটিয়াছে কি দুর্দ্দশা—বিপদ মহান্
যার ফলে প্রাণ মোর হয় অবসান।
"আমি বধিয়াছি তারে"—শুনি এ ঘোষণা
আরো হয় হৃদে মোর দারুণ যাতনা॥

(প্রস্থান)

দৃশ্য—প্রাসাদ।

প্রাসাদের উপর শৃঙ্খলাবদ্ধ স্থাবরক আসীন।

স্থা।—(ঘোষণা শুনিয়া ব্যাকুল ভাবে)

কি? নির্দ্দোষী চারুদত্তের প্রাণদণ্ড হচ্চে? হায়! আমি এখন নিরুপায়—প্রভু আমাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছেন। আচ্ছা, আমি খুব চেঁচিয়ে বলি যাতে সবাই শুন্‌তে পায়ঃ—শুনুন মহাশয়রা শুনুন! আমি এই পাপী ভুল-ক্রমে গাড়ি বদল করে' পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে বসন্তসেনাকে নিয়ে গিয়ে-ছিলেম, তার পর আমার প্রভু তাঁকে বল্লেন "তুই আমাকে চাস্‌নে?" —এই বলে' গলা টিপে তাঁকে মেরে ফেল্লেন। আমার প্রভুই মেরেছেন—উনি মারেন নি। হায়! দূর বলে' আমার কথা কেউ শুন্‌তে পেলেনা। এখন তবে কি করি? নীচে কি লাফিয়ে পড়ব? যদি নীচে একবার পড়তে পারি, তা হলে চারুদত্তের প্রাণটা বেঁচে যায়। আচ্ছা, এই ছাদের উপরকার ঘরে যে ভাঙ্গা জান্‌লা আছে সেই জান্‌লা দিয়ে নীচে পড়ে যাই। বরং আমি মরি সেও ভাল, তবু সাধু সজ্জনের যিনি আশ্রয়,

সেই চারুদত্ত-মহাশয়ের প্রাণটা যেন না যায়। এই রকমে যদি আমার মৃত্যুও হয়, তবু আমার তাতে স্বর্গলাভ হবে। (নীচে পতন) কি আশ্চর্য্য! আমি তো মলেম না—আমার পায়ের বেড়িটা শুধু ভেঙ্গে গেল। চণ্ডালদের ঘোষণা-শব্দ যেখান থেকে আস্‌চে, এখন তবে সেই দিক্‌পানে যাই। ওরে চণ্ডালেরা! সর্ সর্, পথ ছেড়ে দে।

চণ্ডাল দ্বয়।—ওরে কে তুই? কেন পথ ছাড়তে বলচিস্?

দাস।—কেন বলি, শোন্।—(পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ঘটনা বর্ণন)

চারু।—একি?

কাল-পাশে বদ্ধ আমি, এ সময়ে না জানি কে
হল উপনীত।
অবৃষ্টিতে নষ্ট-প্রায় শস্য-পরে দ্রোণ মেঘ
যেন সমুদিত॥

ও গো! তোমরা সব শুন্‌লে?

ডরি না মরণে আমি
শুধু ডরি কলঙ্কাপমান।
নির্দ্দোষী আমার মৃত্যু
হবে পুত্র-জনম-সমান॥

তা ছাড়া:—

করি নাই তার প্রতি শত্রু-ব্যবহার,
ক্ষুদ্র সেগো নীচাশয়, অল্প বুদ্ধি তার।
নিজে দোষী হয়ে, তার বিষমাখা শরে
এ মোর বিমল যশ কলুষিত করে॥

চণ্ডালদ্বয়।—স্থাবরক! তুই কি সত্যি কথা বল্‌চিস্?

দাস।—সত্য বল্‌চি। পাছে আমি কাউকে এ কথা বলে দি, এই

ভয়ে প্রাসাদের উপরকার ঘরে পায়ে বেড়ি দিয়ে আমাকে বেঁধে রেখে দিয়েছিল।

দৃশ্য।—প্রাসাদ।

শকারের প্রবেশ।

শকার।—(সহর্ষে)

মাংস, তিক্ত, অম্ল, শাক,
স্যূপ, মৎস্য, অন্ন গূড়োদন
বসিয়া আপন গৃহে
কিবা সুখে করিনু ভোজন॥

(কাণ পাতিয়া শ্রবণ) ভাঙ্গা কাঁসার খন্‌খনে আওয়াজের মত চণ্ডাল-দের গলার স্বর শোনা যাচ্চে না?—আবার ঢ্যাড্‌রা পেটারও শব্দ শোনা যাচ্চে।—তবে নিশ্চয়ই দরিদ্র চারুদত্তকে বধ্যস্থানে নিযে যাচ্চে। এখন তবে দেখি। শত্রুর মরণ দেখতে আমার বড় ভাল লাগে! শুনেছি নাকি যে শত্রুর মরণ দেখে, তার জন্মান্তরে চক্ষুরোগ হয় না। পদ্মের ডাঁটার মধ্যে কীট যেমন ঢুকে কোন রকম করে' একটা পথ খুজে বের করে, আমিও তেমনি কোন প্রকার উপায়ে চারুদত্তের মরণ ঘটিয়েছি—এখন ছাদের উপর উঠে আমার নিজের বাহাদুরির ফল স্বচক্ষে দেখা-যাক্। (তথা করিয়া দর্শন) হি হি হি! এই দরিদ্র চারুদত্তকে বধ করতে নিয়ে যাবার সময় এত লোকের সমারোহ? আমার মত বড় লোককে নিযে যেতে হলে না জানি কি করে। (দেখিয়া) কেমন নূতন বলদের মত সাজিয়ে ওকে দক্ষিণ মশানে নিয়ে যাচ্চে। ভাল,

কেন এরা ঘোষণা কর্‌তে কর্‌তে আমার প্রাসাদের কাছে এসে থাম্‌ল? (দেখিয়া) একি! দাস স্থাবরকও যে এখানে নেই। এখান থেকে চলে গিয়ে সে ব্যাটা গুপ্ত কথা সব প্রকাশ করে' দেয় নি তো?—এখন সন্ধান করে' দেখি সে ব্যাটা কোথায় গেছে। (নীচে নামিয়া নিকটে অগ্রসর)

দাস।—(দেখিয়া) ওগো কর্ত্তারা! ঐ উনি এসেছেন।

চণ্ডালদ্বয়।—ওগো পৌরজন!

স'রে যাও—ছাড়ো পথ,

মৌন হয়ে থাকো রুধি' দ্বার,

দুষ্টামির শিং নিয়ে

ওই দেখ আসে দুষ্ট ষাঁড়॥

শকার।—ওরে! পথ ছেড়ে দে। ওরে বাছা দাস স্থাবরক! আয়রে আমরা যাই।

দাস।—আরে নীচ ইতর কোথাকারে! বসন্তসেনাকে মেরে সন্তুষ্ট নোস্‌—আবার এই বন্ধুজনের কল্পতরু চারুদত্ত মহাশয়কে মারবার চেষ্টায় আছিস্‌?

শকার।—আমি রত্ন-কুম্ভের মত মহাত্মা লোক, আমি কখন স্ত্রীহত্যা করি নে।

সকলে।—কি আশ্চর্য্য! তুইই মেরেছিস—চারুদত্ত কখন মারে নি।

শকার।—এ কথা কে বল্লে?

সকলে।—(দাসকে দেখাইয়া) ঐ সাধু লোকটি।

শকার।—(মুখ ঢাকিয়া) কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! কেন আমি ওকে ভাল করে' বেঁধে রাখলেম না? ঐতো আমার অকার্য্যের সাক্ষী। (চিন্তা করিয়া, আচ্ছা এইরূপ বলা যাক্ (প্রকাশ্যে) দেখুন মহাশয়রা, ওর কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। কি আশ্চর্য্য! এই দাস ব্যাটা আমার সুবর্ণ

চুরি করায় আমি ওকে ধরে মেরেছিলেম, আর বন্ধ করে রেখেছিলেম—তাই ও শত্রুতা করে' যা এখন বল্‌চে তাকি কখন সত্য হতে পারে? (আড়ালে দাসকে স্বর্ণবলয় প্রদান করিয়া চুপি চুপি) শোন্ বাছা স্থাবরক দাস! এই নে—এখন মিথ্যে করে' বল।

দাস।—(লইয়া) কর্ত্তারা সব দেখুন দেখুন! কি আশ্চর্য্য! আমাকে আবার সুবর্ণের লোভ দেখাচ্চে।

শকার।—(স্বর্ণ-বলয় ছিনিয়া লইয়া) এই সেই সুবর্ণ যার দরুণ ওকে আমি কয়েদ করে' রেখেছিলেম। (সক্রোধে) ও আমার সুবর্ণ-ভাণ্ডারের রক্ষক ছিল; তার পর, ও চুরি করায় ওকে ধরে আমি খুব প্রহার করি—যদি বিশ্বাস না হয়, ওর পিঠ্‌টা একবার দেখুন।

চণ্ডালদ্বয়।—(দেখিয়া) এ উত্তম কথা। রাগ হলে লোকে আবল তাবল্ কত কথাই না বলে।

দাস।—কি আশ্চর্য্য! এইরূপই ভৃত্যের দশা, সত্য বল্লেও কেউ বিশ্বাস করে না। (করুণ ভাবে) চারুদত্ত মহাশয়! আমার যা সাধ্য আমি করলেম। (পদতলে পতন)

চারু।—(করুণ ভাবে)

ওঠো ওঠো, আহা তুমি বিপন্ন সাধুর প্রতি
কতই সদয়।
নিঃস্বার্থ বান্ধব ওগো! ধর্ম্মশীল! কোথা হতে
সহসা উদয়?
মম প্রাণ রক্ষা তরে, করিলে কতই যত্ন,
তবু দৈব বাম।
আর কি করিবে বল, কিনা করিয়াছ তুমি
বাঁচাইতে প্রাণ॥

চণ্ডালদ্বয়।—দেখুন মহাশয়! দাস ব্যাটাকে মেরে বার করে' দিন্।

(বাহির করিয়া দিয়া) ওরে চণ্ডাল! বিলম্ব করচিস কেন? বধ কর্না ওকে।

চণ্ডালদ্বয়।—যদি এতই তাড়া থাকে তো তুমি নিজেই মার না।

রোহ।—ওরে চণ্ডাল! মারিসনে, ছেড়েদে বাবাকে।

শকার।—ওরে! ওকেও মার্—ওর সঙ্গে ছেলেটাকেও মার্।

চারু।—মূর্খের অসাধ্য কিছুই নেই, বাছা তোর মায়ের কাছে যা।

রোহ।—আমি গিয়ে তার পর কি করব?

চারু।—

মাতারে লইয়া সাথে, অদ্যই আশ্রমে তুই
কর্‌রে প্রস্থান।
পিতৃ-অপরাধ-তরে, কি জানি গো তোরো যদি
যায়রে পরাণ॥

দেখ সখা, তুমি তবে একে নিয়ে যাও।

বিদূ।—দেখ সখা, তুমি কি তবে মনে কর তোমাকে ছেড়ে আমি প্রাণ ধারণ করব?

চারু।—সখা! তোমার স্বাধীন জীবন, তোমার প্রাণ ত্যাগ করা উচিত নয়।

বিদূ।—(স্বগত) উচিত নয় বটে, কিন্তু আমি প্রিয়সখাকে ছেড়ে যে বাঁচতে পারব না। আচ্ছা তবে, ব্রাহ্মণীর হাতে ছেলেটিকে সমর্পণ করে', তার পর প্রাণ ত্যাগ করে' প্রিয়সখার অনুগামী হই। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, ওকে তবে ওর মায়ের কাছে এখনি নিয়ে যাই। (কণ্ঠ ধরিয়া পদতলে পতন)

রোহ।—(কাঁদিতে কাঁদিতে পদতলে পতন)

শকার।—ওরে! আমি বল্‌ছি শোন্, বাপ ছেলে দুজনকেই বধ কর্।

চারু।—(ভয়ের অভিনয়)

চণ্ডালদ্বয়।—দুজনকেই বধ করতে হবে এরূপ তো রাজাজ্ঞা নয়। তাই বল্‌চি, যারে ছেলে যা! (বালক ও মৈত্রেয়কে বাহির করিয়া দেওন)

চণ্ডালদ্বয়।—এই তৃতীয় ঘোষণা স্থান—আর একবার ঢ্যাড্‌রা পিটে দে! (পুনর্ব্বার ঘোষণা)

শকার।—(স্বগত) লোকেরা বিশ্বাস কচ্চে না (প্রকাশ্যে) ওরে ব্যাটা বাম্‌না চারুদত্ত! লোকেরা যে বিশ্বাস করচে না—তা তুই নিজ-মুখে এই কথা বল্‌না যে "আমি বসন্তসেনাকে বধ করেছি"।

চারু।—(নীরব)

শকার।—ওরে চণ্ডাল! দেখ্, চারুদত্ত কথা কচ্চেনা—ঢ্যাড্‌রা পেটাবার এই বাঁশের কাঠির বাড়ি ওকে পিটিয়ে পিটিয়ে কথা বের কর্ না।

চাণ্ডাল।—(প্রহার করিতে উদ্যত হইয়া) চারুদত্ত! দোষ স্বীকার কর, কথা কও।

চারু।—(করুণ ভাবে)

পড়িয়া এ ঘোরতর বিপদ-সাগরে
নাহি কোন ত্রাস কিম্বা বিষাদ অন্তরে।
নিন্দা-বহ্নি শুধু মোরে দহে অবিরত,
বলে কিনা—করিয়াছি প্রিয়ারে নিহত॥

শকার।—নিজ মুখে স্বীকার কর্ যে তুই বসন্তসেনাকে মেরেচিস্।

চারু।—পৌরজন! তোমরা সকলে শোনো। "আমি গো নৃশংস অতি" ইত্যাদি পুনর্ব্বার পাঠ।

শকার।—নিশ্চয় তুই হত্যা করেচিস্।

চারু।—আচ্ছা তবে তাই।

প্রথম চণ্ডাল।—ওরে, আজ তোর মারবার পালা।

২ চণ্ডাল।—না রে না—তোর।

১ চণ্ডাল।—ওরে! আয় আমরা এইবার লেখা-জোখা আরম্ভ করি। (বহুবিধ রেখা কাটিয়া) ওরে, যদি আজ আমার পালাই হয় তবে একটু রোস্।

দ্বিতীয়।—কেন বল্ দিকি?

প্রথম।—আমার স্বর্গীয় পিতা-ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন যে, দেখ বীরক, যদি কখন তোমার পালা আসে, বধ্যকে তুমি কখন সহসা বধ কোরো না।"

দ্বিতীয়।—ওরে! কেন বল্ দিকি?

প্রথম।—কখন কখন কোন সাধু পুরুষ অর্থ দিয়ে বধ্যকে মোচন করেন, কখন বা রাজার পুত্র হলে' তার কল্যাণ-মহোৎসবে বধ্যদের ছেড়ে দেওয়া হয়। কখনবা হাতি বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়্লে, সেই গোলমালে বধ্যেরা ছাড়ান পায়। আবার কখন যদি রাজ-পরিবর্ত্ত উপস্থিত হয়, তা হলেও বধ্যদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

শকার।—কি?—কি?—রাজ-পরিবর্ত্ত?

চণ্ডাল।—ও রে! আয় আমাদের লেখাটা শেষ করি।

শকার।—ওরে! চারুদত্তকে শীঘ্র বধ কর্। (এইরূপ বলিয়া দাসকে লইয়া একান্তে অবস্থান)

চণ্ডাল।—চারুদত্ত মহাশয়! এ রাজার আদেশ—আমাদের এতে কোন অপরাধ নেই। এইবার তবে স্মরণ করবার লোকদের স্মরণ করুন।

চারু।—

প্রবল পুরুষ বাক্যে; আর ভাগ্য দোষে আমি
হয়েছি দুষিত।
যদি থাকে ধর্ম্ম মোর, তাহার প্রভাবে প্রিয়া
হয়ে উপস্থিত
(থাকুন স্বরগে কিম্বা যেখানেই এবে তিনি
হোন্ অবস্থিত)
আপন স্বভাব-গুণে, করুন কলঙ্ক মোর
শীঘ্র অপনীত॥

ওগো! এখন আমার কোথায় যেতে হবে?

চণ্ডালদ্বয়।—(সম্মুখে দেখাইয়া) ওগো! ঐ দক্ষিণ শ্মশান দেখা যাচ্চে, যা দেখবামাত্রই বধ্যদের ঝট্ করে' প্রাণ বেরিয়ে যায়। ঐ দেখ:—

শূল হ'তে গেছে পড়ি' দেহ আধখানি,
দীর্ঘকায় শৃগালেরা করে টানাটানি।
অর্দ্ধ দেহ আছে লগ্ন শূলের উপরে
—ব্যাদানিয়া মুখ যেন অট্ট হাস্য করে॥

চারু।—হা! আমি কি হতভাগ্য! এইবার আমার সব শেষ হবে। (আবেগের সহিত উপবেশন)

শকার।—তবে আর যাব না—চারুদত্তকে কি রকম করে' বধ করে দেখা যাক্। (পরিক্রমণ করিয়া দর্শন) কি?—বসে আছে যে?

চণ্ডালদ্বয়।—চারুদত্ত! ভীত হয়েছ?

চারু।—(সহসা উত্থান করিয়া) মূর্খ!

"ডরি না মরণে আমি" ইত্যাদি।

চাণ্ডাল।—চারুদত্ত মহাশয়! আকাশে যে চন্দ্র সূর্য্য থাকেন তাঁদেরই যখন বিপদ উপস্থিত হয়, তখন মরণ-ভীরু মানবের তো কথাই নেই—এ সংসারে কেউ বা উঠে' আবার পড়চে, কেউ বা পড়ে' আবার উঠ্‌চে।

উঠন পড়ন জেনো শবেতেও আছে,
কখন কখন তারা মরিয়াও বাঁচে।
এই সব হৃদি-মাঝে করিয়া সুস্থির
আপনারে শান্ত কর—হয়ো না অধীর॥

(দ্বিতীয় চাণ্ডালের প্রতি)—এই চতুর্থ ঘোষণার স্থান—এসো আমরা আবার একবার ঘোষণা করে' দি। (উদ্‌ঘোষণ)

চারু।—হা প্রিয়ে বসন্তসেনা!

"বিমল জোছনা সম" ইত্যাদি।

ব্যস্তসমস্ত হইয়া বসন্তসেনাকে লইয়া ভিক্ষুর প্রবেশ।

ভিক্ষু।—আহা! এই পরিশ্রান্ত বসন্তসেনাকে আশ্বাস দিয়ে নিয়ে যাচ্চি—এতে আমার সন্ন্যাস-ধর্ম্ম সার্থক হল।—উপাসিকা! তোমার কোথায় যেতে হবে?

বসং।—চারুদত্ত মহাশয়ের গৃহে। ও গো! তুমি সেই শশাঙ্ককে দেখিয়ে এই কুমুদিনীকে একটু আনন্দ দেও।

ভিক্ষু।—(স্বগত) কোন্ পথ দিয়ে যাই?—(চিন্তা করিয়া) আচ্ছা এই রাজপথ দিয়ে যাওয়া যাক্। এসো—এই রাজপথ। কিন্তু এই রাজপথে একটা কি ভয়ানক কোলাহল শোনা যাচ্চে না?

বসং।—(সম্মুখে নিরীক্ষণ করিয়া) এ কি! সম্মুখে যে ভয়ানক লোকের ভীড়। মহাশয়, আপনি কি জানেন ব্যাপারটা কি? বসুন্ধরা

যেন বিষম ভারাক্রান্ত—মনে হচ্চে যেন সমস্ত উজ্জয়িনীর লোক এক স্থানে এসে বাস করচে।

চাণ্ডাল।—এই তো শেষ ঘোষণার স্থান।—ঢ্যাঁড্‌রাটা পিটিয়ে উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করে' দেও। ও গো চারুদত্ত! স্থির হয়ে থাকো—মা ভৈঃ!. শীঘ্রই তোমাকে বধ করচি।

ভিক্ষু।—দেখ উপাসিকা! তোমাকে চারুদত্ত হত্যা করেছেন এই কথা বলে' ওঁকে বধ করতে নিয়ে যাচ্চে।

বসং।—(শুনিয়া বস্ত-ত্রস্তভাবে) হায় হায়! এই হতভাগিনীর জন্য চারুদত্ত মহাশয়কে বধ করতে নিয়ে যাচ্চে? ও গো! শীঘ্র আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।

ভিক্ষু।—উপাসিকা! শীঘ্র চল শীঘ্র চল—চারুদত্ত মহাশয় বেঁচে থাকতে থাকতেই তাঁকে গিয়ে আশ্বস্ত কর। মহাশয়রা! পথছেড়ে দিন্ পথছেড়ে দিন্!

বসং।—পথ ছেড়ে দিন্—পথ ছেড়ে দিন্।

চণ্ডাল।—রাজার আদেশ। এখন যাদের স্মরণ করবার তাদের স্মরণ করুণ।

চারু।—অধিক আর কি বল্‌ব "প্রবল পুরুষ বাক্যে" ইত্যাদি।

চণ্ডাল।—(খড়্গ আকর্ষণ করিয়া) চারুদত্ত মহাশয়! মুখ উঠিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়ান, এক কোপেই আপনাকে স্বর্গস্থ করচি।

চারু।—(তথা অবস্থান)

চণ্ডাল।—(খড়্গাঘাত করিতে গিয়া খড়্গ হস্ত হইতে পতন) আরে, একি হল?

কোষ হতে এই খড়্গ আকর্ষিয়া রোষে
মুঠো করে' ধরে ছিনু খুব মতে কোশে।

দারুণ অশনি-সম এই মোর অসি
কি করিয়া ধরাতলে পড়িলরে খসি’?

এরূপ যখন ঘট্‌ল, তখন আমার মনে হয়, চারুদত্ত মহাশয় মর্‌চেন না। ভগবতি সহ্য-শৈল-বাসিনি! প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও। যদি চারুদত্তকে বাঁচিয়ে দিতে পারেন, তাহলে সমস্ত চণ্ডাল কুল অনুগৃহীত হবে।.

২ চণ্ডাল।—এখন যেরূপ আদেশ পাওয়া গেছে, সেইরূপ কাজ করা যাক্।

প্রথম।—হাঁ, তা বৈ কি।

(উভয়ে চারুদত্তকে শূলে চড়াইতে উদ্যত)

চারু।—“প্রবল পুরুষ বাক্যে” ইত্যাদি।

ভিক্ষু ও বসন্তসেনা।—(দেখিয়া) মহাশয়রা ক্ষান্ত হোন্—ক্ষান্ত হোন্—ও কাজ করবেন না। শুনুন মহাশয়রা! আমিই সেই হতভাগিনী যার দরুণ ওঁকে বধ করা হচ্চে।

চণ্ডাল।—(দেখিয়া)

কে এ বামা ত্বরা করি’ আসিছে হেথায়,
সুচারু চিকুর-ভার স্কন্ধেতে লুটায়,
ঊর্দ্ধ-হস্তে বলে শুধু “বোধো না উহায়”?

বসং।—চারুদত্ত মহাশয়! একি ব্যাপার? (বক্ষের উপর পতন)

ভিক্ষু।—চারুদত্ত মহাশয়! ব্যাপারটা কি? (পদতলে পতন)

চণ্ডাল।—(সভয়ে নিকটে গিয়া) কি?—বসন্তসেনা? না না এই নির্দ্দোষী সাধু পুরুষকে এখনও আমরা বধ করি নি।

ভিক্ষু।—(উঠিয়া) ওরে! চারুদত্ত বেঁচে আছেন?

চাণ্ডাল।—আরও শত বৎসর বাঁচবেন।

বসং।—(সহর্ষে) আ! আমার দেহে যেন আবার প্রাণ এল।

চণ্ডাল।—এখন তবে এই ঘটনার কথা রাজা পালককে নিবেদন করি গে—তিনি যজ্ঞ-স্থানের পথে গেছেন। (প্রস্থান)

চারু।—(বসন্তসেনাকে দেখিয়া সত্রাসে) কি সর্ব্বনাশ! গর্ভ দাসীটাকে কে আবার বাঁচিয়ে দিলে? এইবার আমার প্রাণটা গেল দেখ্‌চি।—আমি তবে পালাই। (পলায়ন)

চণ্ডাল।—(নিকটে আসিয়া) ও রে! না না, রাজা এই আজ্ঞা করে-ছিলেন, "বসন্তসেনাকে যে হত্যা করেছে তারই প্রাণদণ্ড হবে।" এখন এসো আমরা রাষ্ট্রিয় শ্যালককে খুঁজে বের করি। (প্রস্থান)

চারু।—(সবিস্ময়ে)

কে গো উদ্ধারিল মোরে মৃত্যুর মুখেতে?
—দ্রোণ-মেঘ দেখা দিল অনাবৃষ্টি-ক্ষেতে?

(অবলোকন করিয়া)

দ্বিতীয় বসন্তসেনা এ কি গো নেহারি?
স্বর্গ হতে অবতীর্ণ মূর্ত্তি কি তাঁহারি?
কিম্বা ভ্রান্তি বশে দ্যাখে মোর ভ্রান্ত চিত :—
এ সেই বসন্তসেনা—হয় নাই মৃত।
স্বর্গ হতে আইলা কি বাঁচাইতে মোরে
অথবা অপর কেহ সেই মূর্ত্তি ধরে'?

বসং।—(অশ্রু-নয়নে উঠিয়া পদতলে পতন) চারুদত্ত মহাশয়! আমিই সেই পাপীয়সী যার দরুণ আপনার এই দুরবস্থা ঘটেচে।

নেপথ্যে।—আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! বসন্তসেনা এখনও বেঁচে আছে?

চারু।—(শুনিয়া সহসা উঠিয়া স্পর্শসুখে নিমীলিতাক্ষ হইয়া হর্ষোৎ-ফুল্ল গদগদ স্বরে) প্রিয়ে! বসন্তসেনা তুমি?

বসং।—আমিই সেই হতভাগিনী।

চারু।—(নিরীক্ষণ করিয়া সহর্ষে) তাই তো, বসন্তসেনাই যে ! (সানন্দে)

মৃত্যু-মুখে দেখি' মোরে, পয়োধরে স্নাত করি'
অশ্রুর ধারায়
সঞ্জীবনী বিদ্যা-রূপে, তুমি যে গো আবির্ভূত
সহসা হেথায় ॥

প্রিয়ে বসন্তসেনা !

তোমারি কারণে এই দেহের নিধন
তোমারি দ্বারায় শেষে হল নিবারণ।
প্রিয়-সঙ্গমেরি এই আশ্চর্য্য প্রভাব,
—মৃতের কোথায় হয় পুন প্রাণ লাভ ?

অপিচ :—দেখ প্রিয়ে !

চারু রক্ত বস্ত্র এই, আর এই মালা এইক্ষণে
শোভে যেন বিবাহের বর-বেশ প্রিয়া-সন্মিলনে,
আর এই বধ্যজন-দুন্দুভির ধ্বনি
বিবাহ-উৎসব-বাদ্য কর্ণে যেন শুনি ॥

বসং।—নাথ ! আমার প্রতি অত্যন্ত সদয় হয়ে তুমি কি করতে যাচ্ছিলে বল দিকি ?

চারু।—প্রিয়ে ! ওরা বলে কি শুনবে ?—বলে, আমি তোমাকে হত্যা করিচি।

পূর্ব্ব-বদ্ধ বৈর-বশে, শকার শক্রতা ঘোর
করে মোর সাথ ;
নরকে পতিত নিজে, সে যে গো সাধিয়াছিল
আমারো নিপাত ॥

বসং।—(কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া) তার নাম কর্‌তে নেই, সেই নরাধমই আমাকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিল।

চারু।—(ভিক্ষুকে দেখিয়া উনি কে?

বসন্ত।—সেই পাষণ্ড আমাকে বধ করে, আর এই মহাত্মা আমাকে বাঁচিয়ে তোলেন।

চারু।—তুমি কে গো অকারণ-বন্ধু?

ভিক্ষু।—আমাকে মহাশয় চিন্‌তে পারচেন না? আমি মহাশয়ের সেই চরণ-সেবক, নাম সংবাহক। আমাকে একজন জুয়ারি ধৃত করে। তার পর এই ঠাকরণটি—আমি মহাশয়ের লোক জান্‌তে পেরে—নিজ অলঙ্কার পণ দিয়ে আমাকে ছাড়িয়ে আনেন। তার পর, জুয়া খেলাতে ধিক্কার হয়ে মনে বৈরাগ্যের উদয় হওয়ায় আমি এখন বৌদ্ধ-শ্রমণক হয়েছি।

নেপথ্যে।—(কলরব)

জয় শিব বৃষকেতু, দক্ষ-যজ্ঞ বিনাশন!
তার পর জয় জয় ক্রৌঞ্চ-শত্রু ষড়ানন!
পরে আর্য্যকের জয়, "পালক" রিপুরে যিনি
করিয়া বিনাশ
লভিলা বিশাল রাজ্য;—শেষ সীমা-চিহ্ন যার
ধবল কৈলাস॥

সহসা শর্বিলকের প্রবেশ।

শর্বিলক।—নিধন করিয়া আমি "পালক" রাজায়
"আর্য্য" রাজ্যে অভিষেক করিনু ত্বরায়;
আদেশ-প্রসাদ তাঁরি, এবে শিরে করিয়া বহন
যাইতেছি বিপন্ন সে চারুদত্তে করিতে মোচন॥

বল-মন্ত্রী-হীন সেই রিপুরে বধিয়া
স্বপ্রভাবে পৌরজনে পুনঃ আশ্বাসিয়া
নাশিয়া সে ইন্দ্র-তুল্য শক্র আধিপত্য,
সমগ্র বসুধা-রাজ্য করিনু আয়ত্ত ॥

(সম্মুখে নিরীক্ষণ করিয়া) যেখানে ঐ লোকের ভীড় জমেছে, বোধ হয় উনি ঐ খানেই আছেন। চারুদত্ত মহাশয়কে জীবন দান করে' আর্য্যক নৃপতির এই শুভ রাজ্যারম্ভ কি সফল হবে না? (আরও দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া) লোক-জন সব সরে যাও। (দেখিয়া সহর্ষে) এই যে, চারুদত্ত এখনো জীবিত, ওঁর সঙ্গে বসন্তসেনাও আছেন দেখ্‌চি। আমাদের প্রভুর মনোরথ এখন তবে সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হবে।

ও গো! আজি, কি সৌভাগ্য! পতিত বিপদার্ণবে
—দুস্তর অপার
সুশীলা প্রেয়সী ওঁরে, গুণবতী তরী হয়ে
করিলেন পার।
জ্যোস্না-শুভ্র শশধর, রাহু-গ্রাস হতে আহা
হইল মোচন।
অনেক দিনের পর, চারুদত্তে আমি আজি
করিব দর্শন ॥

আমি মহাপাতকী, কি করে' ওঁর নিকটে যাই?—কিন্তু না—সরল মনে সাধুভাবে কোথায় না যাওয়া যায়?—ঋজুতা সর্ব্বত্রই শোভা পায়। (অগ্রসর হইয়া বদ্ধাঞ্জলি) চারুদত্ত মহাশয়!

চারু।—কে তুমি?

শর্বি।— যে তব ভবন ভেদি'
হরিল সে গচ্ছিত ভূষণ

আমি সেই মহাপাপী

তব পদে লই গো শরণ ॥

চারু।—সখা, তা নয়। ও কাজ তুমি পরিহাস করে' করেছিলে। (কণ্ঠ ধারণ)

শর্বি।—একটা সংবাদ আছে।

সুচরিত্র সে আর্য্যক, সকলের কুলমান

করিতে রক্ষণ

যজ্ঞ-শালা-স্থিত দুষ্ট পালকেরে পশুবৎ

করিলা নিধন ॥

চারু।—কি ?

শর্বি।—

আরোহিয়া তব যানে, ইতি-পূর্ব্বে তব পদে

যে লয় শরণ

দুরাচার "পালকে" সে, যজ্ঞ-স্থানে পশু সম

করিল নিধন ॥

চারু।—কি বলচ শর্বিলক ? রাজা পালক যাঁকে ঘোষ-পল্লি হতে ধরে এনে অকারণে কারাগারে বদ্ধ করেন, সেই আর্য্যক আমাকে মোচন করেছেন ?

শর্বি।—আজ্ঞে হাঁ।

চারু।—কি সুসংবাদ! আমার কি সৌভাগ্য!

শর্বি।—রাজ্যে অভিষিক্ত হবামাত্রই আপনার সুহৃদ আর্য্যক উজ্জয়িনীর বেণা নদীতটস্থ কুশাবতী-রাজ্য আপনাকে দান করেছেন। অতএব সুহৃদের এই প্রথম প্রণয়-দান আপনি গ্রহণ করুন। (অন্যদিকে

ফিরিয়া) ওরে ! কে আছিস্ রে ! সেই পাপী রাষ্ট্রিয় শ্যালককে এখানে নিয়ে আয়।

নেপথ্যে।—যে আজ্ঞে।

শর্বি।—মহাশয় ! রাজা আর্য্যক আপনার কাছে এই কথা নিবেদন করচেন যে, "আপনার গুণেই আমি এই রাজ্যলাভ করেছি, অতএব এই রাজ্য আপনিই ভোগ করুন।"

চারু।—আমার গুণে রাজ্যলাভ করেছেন ?

নেপথ্যে।—ও রে রাষ্ট্রিয় শ্যালক ! আয় আয়, তোর দুরাচারের ফল এখন ভোগ কর্।

পশ্চাদ্বাহু-বদ্ধ শকারকে লইয়া রক্ষীগণের প্রবেশ।

শকার।—কি সর্ব্বনাশ !

বাঁধন-ছেঁড়া গাধার মত
পলাইয়া গেনু কত দূর.
ধরে' আন্‌লে আবার বেঁধে
ঠিক্ যেন বজ্জাৎ কুকুর॥

(চারিদিকে অবলোকন করিয়া) একি ! চারিদিকেই যে পথ বন্ধ। আমি এখন নিরুপায়—এখন কার শরণাগত হই ?—আচ্ছা, ঐ বিপন্নের যিনি শরণাগত বৎসল ওঁরই কাছে যাই। চারুদত্ত মহাশয় ! আমাকে রক্ষা করুন—রক্ষা করুন। (পদতলে পতন)

চারু।—(অনুকম্পা সহকারে) আহা ! ভয় নাই—ভয় নাই।

শর্বি।—(আবেগ-সহকারে) আঃ ! চারুদত্ত মহাশয়ের কাছে থেকে ওকে সরিয়ে দে না। (চারুদত্তের প্রতি) এখন বলুন, এই পাপীকে কি শাস্তি দেওয়া যাবে ?

সুদৃঢ় বন্ধনে ওরে সবলে টানিয়া
খাওয়াব কি দেহ ওর কুক্কুরেরে দিয়া ?
করিব কি এবে ওরে শূলে আরোপণ ?
অথবা করাৎ দিয়া করিব কর্ত্তন ?

চারু.।—আমি যা বল্‌ব তাই কি করা হবে ?

শর্বি ।—তার সন্দেহ কি ?

শকার।—চারুদত্ত মহাশয় ! আমি আপনার শরণাগত, আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। আপনার যোগ্য যা, তাই করুন—আমি আর এ কাজ কখন করব না।

নেপথ্য হইতে পৌরগণ।—বধ্ কর্, বধ্ কর্—পাতকী এখনও কেন জীবিত আছে ?

বসং।—(বধ্যমালা চারুদত্তের কণ্ঠ হইতে উঠাইয়া শকারের উপর নিঃক্ষেপ)

শকার।—বসন্তসেনা !—রাগ কোরোনা—প্রসন্ন হও—আর আমি মারব না—আমাকে রক্ষা কর।

শর্বি।—ও রে ! ওকে নিয়ে যা। চারুদত্ত মহাশয় ! আজ্ঞা করুন, এই পাপীর কি শাস্তি হবে ?

চারু।—আমি যা বল্‌ব তাই কি করা হবে ?

শর্বি।—তার সন্দেহ কি ?

চারু।—সত্যি ?

শর্বি।—সত্যি।

চারু।—তাই যদি হয়, শীঘ্র একে—

শর্বি।—বধ করা হোক্ ?

চারু।—না না, ছেড়ে দেওয়া হোক্।

শর্বি।—কেন বলুন দিকি ?

চারু।—অপরাধী শত্রু শরণাগত হয়ে যদি পায়ে পড়ে, তবে তাকে শস্ত্রের দ্বারা বধ করা উচিত নয়।

শর্বি।—তাহলে কুকুর দিয়ে কি খাওয়ান হবে ?

চারু।—না না—উপকারের দ্বারা বধ করা উচিত।

শর্বি।—অহো কি আশ্চর্য্য ! তুত্তে, বলুন মহাশয়, কি করতে হবে।

চারু।—ওকে ছেড়ে দেও।

শর্বি।—আচ্ছা, ওকে ছেড়ে দেওয়া হল।

শকার।—আরে বাঃ! আবার যে বেঁচে উঠলেম ! (রক্ষিগণের সহিত প্রস্থান)

(নেপথ্যে কলরব)

পুনর্ব্বার নেপথ্যে।—চারুদত্তের স্ত্রী ধূতা-ঠাকরণের পুত্রটি মায়ের আঁচল ধরে আছে—তিনি যেতে যেতে প্রতিপদে তাকে সরিয়ে সরিয়ে দিচ্চেন, আর প্রজ্জ্বলিত অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করতে যাচ্চেন—পৌরজনেরা অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁকে নিবারণ করতে চেষ্টা করচে, কিন্তু তিনি কিছুতেই শুন্‌চেন না।

শর্বি।—(শুনিয়া এবং নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) কি ?—চন্দনক ? চন্দনক! ব্যাপারটা কি ?

চন্দনকের প্রবেশ।

চন্দ।—মহাশয় কি দেখ্‌তে পাচ্চেন না, মহারাজ-প্রাসাদের দক্ষিণ ভাগে ভয়ানক লোকের ভীড় হয়েচে ? আমি ধূতা-দেবীকে বল্লেম, "ঠাকরণ হতাশ হবেন না। চারুদত্ত মহাশয় বেঁচে আছেন।" কিন্তু যেরূপ দুঃখে অভিভূত তাতে কেই বা শোনে—কেই বা বিশ্বাস করে ?

চারু।—(সোদ্বেগে) হা প্রিয়ে! আমি জীবিত থাকতে তুমি এ কি কাজ করতে উদ্যত হয়েছ? (উর্দ্ধে অবলোকন ও নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া)

ওগো প্রিয়ে সুচরিতে!
ও চরিত্র সুবিমল
যদি না সহি , পারে
! পাপ-পূর্ণ ধরাতল,
তথাপি শোনো গো বলি
তুমি যে গো পতিব্রতা
কেমনে পতিরে ছাড়ি
হবে স্বর্গ-সুখে রতা?

(মূর্চ্ছা)

শবি।—ওঃ কি প্রমাদ!

হোথা দ্রুত যেতে হবে ধূতার সমীপে,
মূর্চ্ছাপন্ন চারুদত্ত হেথায় এদিকে।
করিলাম এতদিন চেষ্টা যে সকল
হা ধিক্! হা ধিক্! হল সমস্ত বিফল॥

বসং।—মহাশয় ধৈর্য্য ধরুণ, সেখানে গিয়ে ঠাকরণকে বাঁচান—অধীর হলে অনর্থ ঘট্‌বে।

চারু।—(সংজ্ঞা লাভ করিয়া সহসা উঠিয়া) হা প্রিয়ে! কোথায় তুমি?—উত্তর দেও।

চন্দ।—এই দিক দিয়ে মহাশয়, এই দিক্ দিয়ে।

(সকলের পরিক্রমণ)

দৃশ্য।—অগ্নি-কুণ্ড প্রজ্জ্বলিত।

মৈত্রেয় ও র নিকার সহিত ধূতার প্রবেশ এবং মাতার বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া রোহসেনের প্রবেশ।

ধূতা।—(সাশ্রুশোচনে) জাদু, আমাকে ছাড়—বাধা দিও না—পাছে আর্য্যপুত্রের অমঙ্গলের কথা শুন্‌তে হয় আমার সেই ভয়।

রোহ।—মা তুমি গেলে আমাকে কে দেখ্‌বে? তোমাকে ছেড়ে আমি কিছুতেই বাঁচতে পারব না।

বিদূ।—ঋষিরা বলেন "স্বামীর সহিত একত্রে চিতারোহণ না করে' ভিন্ন চিতায় আরোহণ করলে ব্রাহ্মণীর পাপ হয়"।

ধূতা।—আর্য্যপুত্রের অমঙ্গল শোনার চেয়ে পাপাচরণও ভাল।

শর্বি।—(সম্মুখে অবলোকন করিয়া) নিকটেই অগ্নিকুণ্ড—শীঘ্র আসুন মহাশয়, শীঘ্র অসুন।

চারু।—(দ্রুত পরিক্রমণ)

ধূতা।—রদনিকে! যতক্ষণ না আমার ইষ্টসিদ্ধ হয় ততক্ষণ তুমি বালককে ধরে' রাখো।

দাসী।—(করুণভাবে) ঠাকরুন যা করচেন আমিও তাই করি।

ধূতা।—(বিদূষককে অবলোকন করিয়া) মহাশয়! আপনি তবে ওকে ধরে রাখুন।

বিদূ।—(আবেগ-সহকারে) অভীষ্ট কার্য্যের অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণের অগ্রে যাওয়া কর্ত্তব্য—অতএব আপনার অগ্রগামী হয়ে আমি অগ্নি-প্রবেশ করি।

ধূতা।—কি? দুজনের মধ্যে তোমরা কেউই আমার কথা শুন্‌লে না? জাদু! আমাদের পিণ্ড-জলের জন্য তুই তবে থাক্‌। কি?—আমরা গেলে তোর পিতা কি তোকে দেখ্‌বেন না?

চারু।—(শুনিয়া সহসা নিকটে আসিয়া) হাঁ—বাছাকে আমিই দেখ্‌ব। (বালককে বাহু দ্বারা উঠাইয়া বক্ষে স্থাপন)

ধূতা।—(দেখিয়া) ও মা ! এ যে তাঁর কণ্ঠস্বর শুনচি। (পুনর্ব্বার নিরীক্ষণ করিয়া সহর্ষে)—আ বাঁচলেম—তিনিই তো।—আ ! আমার কি সুখের দিন !

বালক।—(দেখিয়া সহর্ষে) ও মা ! দেখ, বাবা আমাকে কোলে নিয়েছেন। শোন মা শোন—বাবা এখন আমাকে দেখ্‌বেন। (পিতাকে প্রত্যালিঙ্গন)

চারু।—(ধূতার প্রতি)

প্রিয় বিদ্যমানে প্রিয়ে !
সুকঠোর কেন এ উদ্যম ?
অস্তে নাহি গেলে ভানু
পদ্মিনী কি মুদে গো নয়ন ?

বিদূ।—(দেখিয়া সহর্ষে) হি হি হি ! কি আশ্চর্য্য ! ওগো ! এই চোখে প্রিয়সখাকে যে আবার দেখচি। ওঃ ! সতীর কি প্রভাব ! অগ্নি-প্রবেশের চেষ্টা করে'ও প্রিয় সম্মিলন ঘটে গেল।—জয় হোক্ প্রিয় সখার জয় হোক্ !

চারু।—এসো মৈত্রেয় (আলিঙ্গন)

দাসী।—কি আশ্চর্য্য দৈবের ঘটনা ! মশাই, প্রণাম। (চারুদত্তের পদতলে পতন)

চারু।—(পৃষ্ঠে হাত দিয়া) রদনিকে ! ওঠো ! (উত্থাপন)

ধূতা।—(বসন্তসেনাকে দেখিয়া) এসো বোন্ এসো, সুখে আছ তো ?

বসং।—এখনই সুখী হলেম।

(পরস্পরে আলিঙ্গন)

শর্ব্বি।—মহাশয়ের সুহৃদ্‌বর্গ বেঁচে-বর্ত্তে আছেন তো ?

চারু।—হাঁ তোমারই প্রসাদে।

শর্ব্বি।—ঠাকরূণ বসন্তসেনা! রাজা পরিতুষ্ট হয়ে আপনার প্রতি বধূ শব্দ প্রয়োগ করতে আদেশ করেছেন।

বসং।—মহাশয়! কৃতার্থ হলেম।

শর্ব্বি।—(বসন্তসেনাকে অবগুণ্ঠিতা করিয়া চারুদত্তের প্রতি) মহাশয়! এই ভিক্ষুর কি করবেন ?

চারু।—ভিক্ষু! তোমার এখন মনোগত ইচ্ছা কি ?

ভিক্ষু।—এই সব অনিত্যতা দেখে সন্ন্যাস-ধর্ম্মে আমার দ্বিগুণ প্রবৃত্তি হয়েছে।

চারু।—সখা! ভিক্ষু এ বিষয়ে দেখ্‌চি দৃঢ়-নিশ্চয়। অতএব রাজ্য-মধ্যে যত বৌদ্ধ মঠ আছে, ওঁকে সে সকলের কুলপতি করে' দেও।

শর্ব্বি।—যে আজ্ঞে।

ভিক্ষু।—আ! আজ আমার কি সুখের দিন!

বসং।—উনিই আমাকে বাঁচিয়েছিলেন।

শর্ব্বি।—স্থাবরকের কি করবেন ?

চারু।—আজ হতে স্থাবরকের দাসত্ব ঘুচে যাক্। সেই দুজন চণ্ডাল সকল-চণ্ডালের অধিপতি হোক্। চন্দনক রাজ্যের প্রধান দণ্ডপালক হোক্। আর, সেই রাষ্ট্রীর শ্যালকের পূর্ব্বে যে কাজ ছিল, সেই কাজই থাক্।

শর্ব্বি।—যে আজ্ঞে, তাই হবে। না, এই শত্রুটাকে আপনি ত্যাগ করুণ, আমি ওকে বধ করি।

চারু।—আমি শরণাগতকে অভয় দিয়েছি। দেখ, শত্রু অপরাধ করে' যদি শরণাগত হয় তাকে বধ করা উচিত নয়।

শর্বি।—এখন বল, আর তোমার কি প্রিয় কার্য্য করতে পারি?

চারু।—এর পর আমার আর কি প্রিয় বাসনা থাকৃতে পারে?

অপবাদ-মুক্ত আমি, পদানত শত্রু যে গো
তারে আমি করিনু মোচন।
'আর্য্যক সুহৃৎ মোর, অরি নির্ম্মূলিয়া, পৃথ্বী
রাজা হয়ে করেন শাসন।
প্রিয়ারে লভিনু পুন, সখা আর্য্যকের সনে
হ'ল তব মিলন ঘটনা,
কি আর অধিক আছে, যাহা আমি এইক্ষণে
তব কাছে করিব প্রার্থনা॥
কাহারে করেন তুচ্ছ, কাহারে করেন বিধি
পূর্ণ ধন-মানে।
করেন উন্নতি কারো, কাহারো বা অধোগতি
বিবিধ বিধানে।
বিপদ ঘটান্ কারো, আকুল করিয়া তুলি'
কাহারো পরাণ।
প্রতিপক্ষ পরস্পর, তাহারি সমষ্টি ভব
—করি' এই জ্ঞান
বিধাতা করেন ক্রীড়া, অনুসরি' কূপ-যন্ত্র-
ঘটিকা বিধান॥

এখন আমার যদি কিছু প্রার্থনা থাকে তবে সে এই :—

ভরত-বাক্য।

গাভী হোক্ দুগ্ধবতী শস্য পূর্ণা বসুমতী
মেঘ কালে করুক বর্ষণ।

সকল জনের চিত করিয়া গো হরষিত
বহে যেন মধুর পবন।
বৈধ অনুষ্ঠানে রত হোন্ বিপ্র অবিরত,
লক্ষ্মীবন্ত হোন্ সাধুগণ।
রিপু করি' প্রশমন নৃপ ধর্ম্ম-পরায়ণ
পৃথিবীরে করুন পালন॥

সংহার নামক দশম অঙ্ক

সমাপ্ত

মুদ্রা-রাক্ষস।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-কর্ত্তৃক

অনুবাদিত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও

প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

১৩০৭ সাল।

মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র।

ভূমিকা।

মুদ্রা-রাক্ষসের শেষ ভাগে ভরত-বাক্যের মধ্যে এক স্থলে "ম্লেচ্ছৈরুদ্বিজ্যমানাঃ" এই শব্দগুলি আছে—ইহা হইতে উইলসন সাহেব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে সময়ে মুসলমানদিগের আক্রমণ আরম্ভ হয়, খৃষ্টাব্দের সেই একাদশ দ্বাদশ শতাব্দির মধ্যে কোন সময়ে মুদ্রারাক্ষস রচিত হয়। কিন্তু পণ্ডিতবর কাশীনাথ ত্রিম্বক্ তেলং তাঁহার মুদ্রারাক্ষসের উপক্রমণিকায় বলেন, ম্লেচ্ছশব্দে শুধু যে মুসলমান বুঝায়, ইহার সমর্থক আনুসঙ্গিক অন্য কোন প্রমাণ নাই। মুদ্রারাক্ষসে কুমার "মলয়কেতু"ও ম্লেচ্ছ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, এবং তাঁহার পিতা "পর্ব্বতক"-রাজার শ্রাদ্ধাদিরও উল্লেখ আছে।

তা ছাড়া, একাদশ দ্বাদশ শতাব্দিতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিলুপ্ত-প্রায় হইয়াছিল। পক্ষান্তরে, মুদ্রারাক্ষস পাঠ করিয়া এই-রূপ প্রতীতি হয়, সে সময়েও বৌদ্ধদিগের প্রতি লোকের বিলক্ষণ শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। একস্থলে এইরূপ উল্লেখ আছে "চন্দনদাসের সাধু ব্যবহারে "অর্হৎগণও" তিরস্কৃত হইয়াছেন"। এইরূপ বিবিধ যুক্তি অবলম্বন করিয়া পণ্ডিতবর তেলং খৃষ্টাব্দের অষ্টম শতাব্দি মুদ্রা-রাক্ষসের রচনা-কাল বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। আমারও এই সিদ্ধান্তটি সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

মৃচ্ছকটিকের ন্যায় মুদ্রা-রাক্ষসেও সেসময়কার রীতিনীতি আচার-ব্যবহারের কতকটা আভাষ পাওয়া যায়। তা ছাড়া, ইহার বিশেষত্ব এই, ইহা ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং রাজনৈতিক চক্রান্তই ইহার আখ্যান-বস্তু। ইহাতে আদি-

রসের প্রসঙ্গ মাত্র নাই—এবং পাত্রগণের মধ্যে, চন্দনদাসের স্ত্রী ও দুই জন প্রতীহারী—ইহা ব্যতীত আর কোন স্ত্রীলোক নাই। ইহা সত্বেও, পাঠকের আগ্রহ ও কৌতূহল কবি যে সজাগ রাখিতে পারিয়াছেন, ইহা কবির কম ক্ষমতার কথা নহে। পাত্রগণের চরিত্রও অতি নিপুণভাবে চিত্রিত হইয়াছে। বিশেষত, চাণক্য ও রাক্ষসের চরিত্র-বৈসাদৃশ্য অতীব পরিস্ফুট রেখায় অঙ্কিত হইয়াছে। এরূপ ধরণের নাটক শুধু সংস্কৃত-সাহিত্যে কেন, অন্য সাহিত্যেও বিরল।

গোড়ার কথা।

চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্বে মহানন্দ মগধের রাজা ছিলেন। শকটার নামে তাঁহাব এক মন্ত্রী ছিল। কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা মহানন্দ শকটারকে একবার কারাবদ্ধ করেন। সেই অবধি শকটার প্রতি-শোধ লইবার মানসে নানা প্রকাব উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রান্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন দেখিলেন, একজন কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘাকার ব্রাহ্মণ একান্তমনে কুশমূল উন্মূলিত করিয়া তক্র ঢালিয়া দিতেছে। জিজ্ঞাসা করায় সেই ব্রাহ্মণ বলিলেন ;—"কিয়দ্দিন হইল এই পথে বিবাহ করিতে যাইতেছিলাম, পদতলে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হইয়া ক্ষতাশৌচ হওয়াতে তাহার ব্যাঘাত হইয়াছে। আমি সেই নিমিত্ত এখানকার সমস্ত কুশমূল উৎপাটিত করিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছি"। এইরূপ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে মনে করিয়া তাহাকে বলিলেন :—"যদি আপনি নগরে চতুষ্পাঠী কবিয়া অবস্থান করিতে স্বীকৃত হন, তাহা হইলে আমি এই দণ্ডেই বহুসংখ্য লোক নিযুক্ত করিয়া প্রান্তরটি কুশ-শূন্য করিয়া দিই।" তাহাতে তিনি সম্মত হইয়া, নগরে গিয়া অধ্যাপনা-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ইনিই বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্য। ইতিমধ্যে মহানন্দের পিতৃ শ্রাদ্ধের দিবস আসিয়া উপস্থিত হইল। শকটার চাণক্যকে নিমন্ত্রণ-পূর্ব্বক রাজবাটীতে লইয়া গেলেন, এবং সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে পাত্রীয় আসনে বসাইয়া স্বয়ং কোন কার্য্য-ব্যপ-দেশে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। মহানন্দ সেইখানে উপ-স্থিত হইয়া দেখিলেন, শাস্ত্র নিষিদ্ধ একজন কৃষ্ণবর্ণ ব্রাহ্মণ পাত্রীয় আসনে উপবিষ্ট, এবং কে আনিয়াছে সবিশেষ শুনিয়া ক্রোধে

প্রজ্জ্বলিত হইয়া শিখাকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে আসন হইতে উঠাইয়া দিলেন। চাণক্য বলিলেন "সভ্যগণ! তোমরা সাক্ষী থাকিলে, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যতদিন নন্দবংশ ধ্বংশ করিতে না পারি ততদিন আমার এই শিখা এইরূপই রহিল।" তাহার পরেই, তিনি অভিচার-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া রাজাকে ও রাজ-পুত্রগণকে বিনাশ করিলেন এবং সিংহাসনাধিকারী—পরে তপোবন-বাসী—রাজ-ভ্রাতা সর্ব্বার্থসিদ্ধিকে অন্য উপায়ে হত্যা করিয়া, শকটারের পরামর্শ-অনুসারে ক্ষৌরকার পত্নীর গর্ভসম্ভূত রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র চন্দ্রগুপ্তকে রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পরে, চন্দ্রগুপ্ত-দ্বেষী নন্দানুরক্ত সুযোগ্য অমাত্য রাক্ষস যাহাতে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রীপদ গ্রহণ করেন তাহারই চক্রান্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এখান হইতেই নাটকের ঘটনা আরম্ভ।

পাত্রগণ।

পুরুষবর্গ।

চন্দ্রগুপ্ত। (বৃষল) (মৌর্য্য)—পাটলীপুত্রের রাজা।

চাণক্য। (বিষ্ণুগুপ্ত) (কৌটিল্য) চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী।

রাক্ষস। ভূত-পূর্ব্ব রাজা নন্দের অমাত্য।

মলয়কেতু। পর্ব্বত-রাজের পুত্র।

ভাগুরায়ণ। মলয়কেতুর কপট মিত্র—চাণক্যের লোক।

নিপুণক।
সিদ্ধার্থক।
জীবসিদ্ধি। (ক্ষপণক) (বৌদ্ধ সন্ন্যাসী)
সমিদ্ধার্থক।
জিষ্ণুদাস।
} চাণক্যের চর।

শার্ঙ্গরব। চাণক্যের শিষ্য।

চন্দনদাস
শকটদাস
} রাক্ষসের মিত্র।

চন্দনদাসের পুত্র।

বিরাধ গুপ্ত। রাক্ষসের চর।

প্রিয়ম্বদক। রাক্ষসের ভৃত্য।

বৈহীনর। চন্দ্রগুপ্তের কঞ্চুকী।

জাজলী। মলয়কেতুর কঞ্চুকী।

দূত কর্ম্মচারী রক্ষীগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীবর্গ।

চন্দনদাসের স্ত্রী।

শোণোত্তরা। চন্দ্রগুপ্তের প্রতীহারী।

বিজয়া। মলয়কেতুর প্রতীহারী।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

নন্দ। পাটলীপুত্রের ভূত-পূর্ব্ব রাজা।

পর্ব্বতক। প্রথমে চন্দ্রগুপ্তের মিত্র রাজা—পরে চাণক্য-কর্ত্তৃক গুপ্তভাবে নিহত হয়েন।

সর্ব্বার্থসিদ্ধি। নন্দের মৃত্যুর পর, রাক্ষস-কর্ত্তৃক সিংহাসনে স্থাপিত।

বৈরোধক। পর্ব্বতকের ভ্রাতা।

প্রধানগণ, রাজন্যবর্গ, বৈতালিক ইত্যাদি।

স্থান।

পাটলীপুত্র (কুসুমপুর) (পুষ্পপুর) এবং মলয়কেতুর শিবির।

মুদ্রা-রাক্ষস।

প্রথম অঙ্ক।

নান্দী।

"কে গো এই ভাগ্যবতী তব শির-পরে ?"
জিজ্ঞাসেন পারবতী দেব মহেশ্বরে।
"শশি-কলা শিরে মোর" শোনো গো পার্ব্বতি !
"শশি-কলা ধরে নাম শিরে যে যুবতী ?"
"পরিচিত শশিকলা ভুলিলে কেমনে ?"
"ইন্দু নহে—নারী-কথা সুধাই এক্ষণে।"
"বলুক বিজয়া তবে সত্য কি না বটে।"
গঙ্গারে লুকাতে পারবতীর নিকটে
করিলেন যিনি এই শাঠ্য-আচরণ
সেই বিভু তোমাদের করুন রক্ষণ ॥

অপিচ:—

যথেচ্ছা-পাদবিক্ষেপে
পাছে পৃথ্বী হয় অবনত

তাই হর নৃত্যকালে
গতি তাঁর করেন সংযত।
প্রকাশিতে নাট্য-ভঙ্গী
বাহু যায় ত্রিলোক ছাড়ায়ে
তাই তিনি ভয়ে ভয়ে
একটুকু রাখেন গুটায়ে।
অগ্নি-স্ফুলিঙ্গবর্ষী
নেত্র পাছে করয়ে দাহন
কারো পানে দৃষ্টিপাত
না করেন তাই ত্রিলোচন।
আধারের অনুরোধে
যিনি গো করেন নৃত্য কুণ্ঠিত হইয়া
সে ত্রিপুরজয়ী দেব
পালুন তোমারে সবে করুণা করিয়া॥

নান্দ্যন্তে।

সূত্রধার।—অতি প্রসঙ্গে প্রয়োজন নাই। মহারাজ উপাধিধারী পৃথুর পুত্র—সামন্ত বটেশ্বর দত্তের পৌত্র, কবিবর বিশাখ-দত্ত-প্রণীত "মুদ্রা-রাক্ষস" নাটকখানি উপস্থিত সভাসদ্‌গণ আমাকে অভিনয় করতে আদেশ করেছেন। এই সভাস্থ কাব্য-বিশারদ পণ্ডিতদের সমক্ষে অভিনয় করে' আমারও বিলক্ষণ পরিতোষ হবে সন্দেহ নাই।

কৃষি হয় ফলবতী
অজ্ঞ জন্‌ও যদি বীজ সুক্ষেত্রেতে বুনে

ধান্যের প্রাচুর্য্য কভু
অপেক্ষা নাহিক রাখে কৃশকের গুণে॥

এখন তবে ঘরে গিয়ে গৃহিণীকে ডেকে আনি। আর, সমস্ত গৃহ-জনদের নিয়ে সঙ্গীত-কার্য্য আরম্ভ করে' দি। (পরিক্রমণ পূর্ব্বক অবলোকন করিয়া) এই তো আমাদের গৃহ—এইবার তবে প্রবেশ করি। (প্রবেশ ও অবলোকন করিয়া) একি! আজ আমাদের গৃহে যেন কি একটা মহোৎসব হচ্চে—বাড়ির লোকজন সবাই স্বস্ব-কর্ম্মে অত্যন্ত ব্যস্ত—ব্যাপারখানা কি?—তাই বটে:—

বহি' আনে জল কেহ,
ঘষিতেছে কেহ শিলে সুগন্ধী চন্দন,
কেহ গাঁথে ফুলমালা
বিচিত্র কুসুম দিয়া বিচিত্র বরণ,
কেহবা পিষিছে দ্রব্য
মুসল প্রহার করি' আধার শিলায
"হুঁ হুঁ" করি' মুহুর্মুহু
হুঙ্কারিছে প্রত্যেক সে মুসলের ঘায়॥

আচ্ছা, গৃহিণীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে' দেখি। (নেপথ্যাভি-মুখে অবলোকন করিয়া)

ও গো মোর গুণবতি!
সংসারের স্থিতি-গতি, ত্রিবর্গ-সাধিকে!
মম-গৃহ-নীতি-গুরু!
আছে কার্য্য, শীঘ্র করি' এসো এইদিকে॥

নটীর প্রবেশ।

এই যে আমি এসেছি। কি আজ্ঞা হয় অনুগ্রহ করে' বল।

সূত্র।—ঠাকরুণ, আজ্ঞার কথা এখন থাক্। পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণদের ভোজনে নিমন্ত্রণ করে আমাকে কি আজ অনুগৃহীত করেছ—না, কোন বাঞ্ছিত অতিথির আগমনে এই সমস্ত পাকের আয়োজন হচ্চে?

নটী।—হাঁ গো হাঁ, পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণদের আজ নিমন্ত্রণ করেছি।

সূত্র।—কেন বল দিকি?

নটী।—আজ ভগবান চন্দ্রের গ্রহণ, তাই নিমন্ত্রণ করেছি।

সূত্র।—কে বল্লে, আজ গ্রহণ?

নটী।—নগরের লোকজন সবাই এই কথা বল্‌চে।

সূত্র।—ওগো ঠাকরুণ! আমি অত্যন্ত শ্রম স্বীকার করে' জ্যোতিঃ-শাস্ত্রের চৌষট্টি অঙ্গ অধ্যয়ন করেছি—ব্রাহ্মণদের উদ্দেশে যে পাক কার্য্য আরম্ভ হয়েছে এখনি তা' বন্ধ করে' দেও। চন্দ্রগ্রহণ হবে বোলে তোমাকে নিশ্চয় কেউ ঠকিয়েছে। দেখ না কেন:—

কেতু সহ পাপগ্রহ পূর্ণ চন্দ্রমারে
সবলে যদিও সে গো চাহে গ্রাসিবারে—(অর্দ্ধোক্তি)

নেপথ্যে।

আঃ! আমি এখানে থাক্‌তে চন্দ্রকে কে বলপূর্ব্বক গ্রাস করতে চায় শুনি?

সূত্র।— কেতু সহ পাপগ্রহ পূর্ণ চন্দ্রমারে
সবলে যদিও ইচ্ছা করে গ্রাসিবারে
বুধ-যোগে রক্ষিত সে—কে পারে তাহারে?

নটী।—ও গো! কে বল দিকি পৃথিবীতে থেকে রাহুর আক্রমণ হতে চন্দ্রকে রক্ষা করতে চাচ্চেন?

সূত্র।—গিন্নি! সত্য কথা বল্‌তে কি, আমিও ঠিক্ ঠাওরাতে পারি নি। আচ্ছা আর একবার মনোযোগ দিয়ে শুনি—কণ্ঠ-স্বরে বুঝ্‌তে পারব ব্যক্তিটা কে।

কেতুসহ পাপগ্রহ পূর্ণ চন্দ্রমারে
সবলে যদিও সে গো চাহে গ্রাসিবারে,
বুধযোগে রক্ষিত সে, কে পারে তাহারে?

নেপথ্যে।—আঃ! আমি থাক্‌তে চন্দ্র বলপূর্ব্বক কে গ্রাস করতে চায়?

সূত্র।—(শুনিয়া) আ! এইবার বুঝ্‌তে পেরেছি।—কৌটিল্যের অবতার চাণক্য।

নটী।—(ভয়ের অভিনয়)

সূত্র।— চাণক্য কুটিল-মতি ক্রোধানলে যার
নন্দ-বংশ দগ্ধ হয়ে হল ছারখার।
চন্দ্রের গ্রহণ কি তা বুঝিনু এখন,
মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তে শত্রু করে আক্রমণ॥

এসো এখন আমরা এখান থেকে প্রস্থান করি।

(প্রস্থান।)

ইতি প্রস্তাবনা।

মস্তকের মুক্ত শিখা হস্তে বুলাইতে বুলাইতে চাণক্যের প্রবেশ।

চাণক্য।—আমি থাক্‌তে চন্দ্রগুপ্তকে বলের দ্বারা পরাভব করতে কে ইচ্ছা করে শুনি?

প্রসারিত মুখ যার
দ্বিরদ-শোণিত গানে রক্ত শোভা ধরে
সেই মুখে শোভে পুন
দন্ত যার বিনিন্দিয়া নব-শশধরে
এ হেন সিংহেরে নাশি'
সন্ধ্যারুণ দন্ত তার কার সাধ্য হরে ?

অপিচ :—

নন্দকুল-কাল-সর্প-কোপানল হ'তে
যে ভীষণ ধূম-লতা ওঠে ব্যোম-পথে
সেই এই শিখা মোর বাঁধি পুন আমি
অদ্যাপি না করে ইচ্ছা কোন্ মৃত্যু-কামী ?

অপিচ :—

উল্লঙ্ঘন করি' এই
নন্দকুল-দাবানল-প্রজ্জ্বলিত কোপের প্রতাপ
সহসা পতঙ্গ সম
আত্মপর না ভাবিয়া কোন্ মূঢ় দিবে তাহে ঝাঁপ ?

শার্ঙ্গরব !—শার্ঙ্গরব !

শিষ্যের প্রবেশ।

শিষ্য।—আজ্ঞা করুন গুরুদেব !

চাণ।—বৎস ! আমি এইখানে বস্‌তে চাই।

শিষ্য।—নানা গুরুদেব ! নিকটেই প্রকোষ্ঠশালার দ্বারে বেত্রাসন আছে সেইখানে বস্‌লেই ভাল হয়।

চাণ।—কোন কার্য্যবিশেষে আমার মন এখন অভিনিবিষ্ট—তার

জন্যই আমার এই আকুলতা। আর সেই জন্যই আমি আসন আনতে বলেছিলেম—শিষ্যের প্রতি গুরুজনের স্বাভাবিক কঠোরতা বশতঃ নয় (উপবেশন করিয়া স্বগত) ভাল, পৌরজনদের মধ্যে এ কথা কি করে' প্রকাশ হল যে রাক্ষস নন্দবংশ ধ্বংস হওয়ায় অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে, পিতৃহত্যার প্রতিশোধ আকাঙ্ক্ষী পর্ব্বতক-পুত্র মলয়কেতুকে সমস্ত নন্দরাজ্য দানের প্রলোভনে প্রোৎসাহিত করে' তাঁর সহিত সন্ধিস্থাপন করেছেন এবং মলয়-কেতুর অধীনস্থ বৃহৎ সৈন্যের সাহায্যে মৌর্য্য-চন্দ্রগুপ্তকে আক্র-মণ করতে উদ্যত হয়েছেন। আমি নন্দবংশ উচ্ছেদ করব বলে' যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেম তা সকলের কাছে প্রকাশ হলেও আমি যখন সেই দুস্তর প্রতিজ্ঞা-সিন্ধু উত্তীর্ণ হতে সমর্থ হয়েছি—তখন এই আক্রমণের কথা প্রকাশ হলেও আমি কি তা দমন করতে পারব না ?

আমিই করেছি ম্লান
রিপুদল-যুবতীর চারু চন্দ্রানন,
আমিই তো নীতি-বায়ে
মোহভস্ম চৌদিকে করিনু বিকীরণ,
মন্ত্রী-দ্রুম করি' শূন্য
খেদাইনু তাহা হতে ছিল যত মাননীয়
পৌর দ্বিজদল।
নন্দকুলাঙ্কুরে দহি'
(শ্রান্তি-বশে নহে)—হবে দাহ্যাভাবে শান্ত মোর
কোপ-দাবানল॥

অপিচ :—

যাহারা আমারে দেখি'
ব্রাহ্মণ-আসন-চ্যুত অতি নিরুপায়,
রাজভয়ে নত মুখে
অস্ফুট বচনে পূর্ব্বে করে "হায় হায়,"
এখন দেখুক তারা :—
সিংহ যথা গজরাজে উচ্চ হতে পাড়ে ভূমিতলে,
সবংশে নন্দেরে আমি
সেইরূপ করিয়াছি সিংহাসন-চ্যুত নীতি-বলে॥

সেই আমি এখন প্রতিজ্ঞায় উত্তীর্ণ হয়েও চন্দ্রগুপ্তের অনুরোধে আবার অস্ত্র ধারণ করেছি।

হৃদয়ের রোগসম
ভুবনের অন্তঃশত্রু নন্দবংশে করি' উন্মূলিত
সরসীতে পদ্ম যথা
মৌর্য্যবংশে রাজ-লক্ষ্মী করিয়াছি স্থির-প্রতিষ্ঠিত।
কোপ-প্রীতি প্রত্যেকের
ভিন্ন দুই সার-ফল, একনিষ্ঠ মনে
তুল্যরূপে দেখ আমি
বিভাগ করিয়া দেছি শত্রু মিত্রজনে॥

কিন্তু রাক্ষসকে হস্তগত করতে না পারলে, নন্দবংশের উচ্ছেদই বা কি করে' হবে, চন্দ্রগুপ্তের সৌভাগ্য-লক্ষ্মীই বা কিরূপে স্থাপিত হবে? (চিন্তা করিয়া) ওঃ! নন্দবংশের উপর রাক্ষসের অসীম ভক্তি; নন্দবংশের অঙ্কুরটি মাত্র জীবিত থাকতে,

চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিত্ব গ্রহণে কখনই তিনি সম্মত হবেন না। তা, নন্দবংশের শেষ অঙ্কুর সর্ব্বার্থসিদ্ধি, তপোবনে গিয়ে তাপস-ধর্ম্ম অবলম্বন করলেও, আমরা তো তাকে নিহত করেছি। এখন রাক্ষস, ম্লেচ্ছরাজ-মলয়কেতুকে রাজ্য অঙ্গীকার করে তাঁর সাহায্যে আমাদের উচ্ছেদার্থ বিপুল উদ্যোগ করচেন। (আকাশ-পানে চাহিয়া) সাধু! আমাত্য রাক্ষস সাধু! মন্ত্রির মধ্যে তুমি বৃহস্পতি!—কেন না :—

বৈষয়িক লোক যত
ধনীর করয়ে সেবা অর্থ-লালসায়,
বিপদেও হয় সাথী
পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে এই প্রত্যাশায়।
কিন্তু যারা ভক্তি-বশে
প্রভু মৃত হইলেও উপকার করিয়া স্মরণ,
নির্লোভ নিঃস্বার্থ হয়ে
প্রভু-দত্ত কার্য্য-ভার অকাতরে করয়ে বহন
—সমগ্র ধরণী-মাঝে সুদুর্লভ হেন কৃতীজন॥

তাঁকে হস্তগত করতে এই জন্যই আমাদের এত যত্ন—কি করলে তিনি অনুগ্রহ করে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রীপদ গ্রহণ করেন এখন আমাদের সেই চেষ্টা। কেননাঃ—

কি হবে তাহারে লয়ে
ভক্তিযুক্ত হয়ে যে গো নির্ব্বুদ্ধি দুর্ব্বল?
বুদ্ধি-পরাক্রমশালী
ভক্তিহীন হয় যদি, তাহে বা কি ফল?

বুদ্ধি পরাক্রম ভক্তি
তিন গুণই যেই জনে করে অধিষ্ঠান
সেই তো নৃপের ভৃত্য
সম্পদে বিপদে—অন্যে কলত্র-সমান॥

আমিও এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্য নিদ্রিত নই—যাতে তিনি মন্ত্রিপদ গ্রহণ করেন তার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করচি। তার দৃষ্টান্ত :—চন্দ্রগুপ্ত কিম্বা পর্ব্বতক এই উভয়ের এক-জনকে বিনাশ করলেই চাণক্যের বিষম অনিষ্ট সাধন করা হয়, এই মনে করে' রাক্ষস চাণক্যের পরমোপকারী মিত্র নিরীহ নির্দ্দোষ পর্ব্বতেশ্বরকে বিষকন্যা প্রয়োগ করে' হত্যা করেছেন—এইরূপ একটা জনাপবাদ লোক-প্রত্যয়ার্থ প্রচার করে দেওয়া গেছে।

এদিকে আবার ভাগুরায়ণ, "তোমার পিতাকে চাণক্যই বধ করেছেন" এই কথা পর্ব্বতক-পুত্র মলয়কেতুকে গোপনে বলে,' তার মনে ভয় সঞ্চার করে' দিয়ে, এখান থেকে তাঁকে স্থানান্তরে অপ-সারিত করেছেন। রাক্ষস এ কথা বুঝতে পেরে বুদ্ধির দ্বারা নিবারণ করলেও করতে পারেন, কিন্তু রাক্ষসই যে তার পিতাকে বধ করেছেন এই জনাপবাদ কিছুতেই নিরাকৃত হবার নয়। তা ছাড়া, কে আমাদের স্বপক্ষ, কে বিপক্ষ তা অনুসন্ধান করে' জান্‌বার জন্য, নানা দেশের ভাষাভিজ্ঞ, বেশাভিজ্ঞ আচার-ব্যবহারজ্ঞ বিবিধ-চিহ্নধারী গুপ্তচর নিযুক্ত করা গেছে। কুসুমপুর-নিবাসী নন্দামাত্যের সুহৃদ্‌গণ কোথায় যাতায়াত করে—কি কার্য্য করে, সমস্ত অনুসন্ধান করা তাদের কাজ। এই সমস্ত

উপায় অবলম্বন করে' চন্দ্রগুপ্তের সহোত্থায়ী ভদ্রভট্ প্রভৃতি প্রধান পুরুষেরা অভীষ্ট সাধনে কৃতকার্য্য হয়েছেন। আর, শত্রু-নিয়োজিত বিষ-প্রয়োক্তাদের দুশ্চেষ্টার প্রতিবিধানার্থ, নৃপতি-সন্নিধানে পরীক্ষিত-ভক্তি বিশ্বাসী লোক সকল নিযুক্ত করা গেছে। তা ছাড়া, ইন্দুশর্ম্মা নামে একটি ব্রাহ্মণ আমাদের সহাধ্যায়ী মিত্র, তিনি শুক্রাচার্য্যকৃত দণ্ডনীতি এবং চৌষট্টি অঙ্গের জ্যোতিঃশাস্ত্রে বিলক্ষণ প্রবীণতা অর্জ্জন করেছেন। নন্দবংশোচ্ছেদের প্রতিজ্ঞার পর, আমি তাঁকে বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীর বেশে কুসুমপুরে পাঠাই। এখন, নন্দের সমস্ত অমাত্যদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছে। বিশেষতঃ তাঁর উপর রাক্ষসের বিলক্ষণ বিশ্বাস জন্মেছে। তাঁর দ্বারা এখন আমাদের বিশেষ কাজ হবে। এপর্য্যন্ত আমরা এমন কোন উপায় অবলম্বন করিনি যা পরিহাসের যোগ্য। চন্দ্রগুপ্ত আমাকেই প্রধান মন্ত্রী করে', সমস্ত রাজ্যতন্ত্র-ভার আমার স্কন্ধেই আরোপিত করে', নিজে সর্ব্বদাই উদাসীন ভাবে থাকেন। কিন্তু তাও বলি, রাজকার্য্য স্বয়ং তত্ত্বাবধানের কষ্ট যে রাজার ভোগ করতে হয় না, সেই রাজাই সুখী। কেন না:—

স্বয়ং আহরিয়া বলি
ভুঞ্জিলেও তাঁহে ক্লেশ আছে স্বভাবত
গজেন্দ্র নরেন্দ্র তাই
দুঃখ-ভারে অবসন্ন হয়েন সতত॥

দৃশ্য।—রাজপথ।

যমপট হস্তে চরের প্রবেশ।

চর।— প্রণম' যমের পদে
অন্য দেবে আমাদের বল কি বা কাজ,

অন্য-দেব-ভক্তদের
প্রস্ফুরন্ত প্রাণ হরি' লন যমরাজ॥

অপিচ :—

থাকিলে যমেতে ভক্তি
দুর্জনেরো হাতে নাহি মরণের ভয়,
সবারে মারেন যিনি
তাঁহ'তেই আমাদের প্রাণ-রক্ষা হয়॥

এখন তবে এই গৃহে প্রবেশ করে' যম-পট দেখিয়ে গান আরম্ভ করে দি। (পরিক্রমণ)

দৃশ্য।—চাণক্যের গৃহ।

শিষ্য।—(দেখিয়া) বাপু! এ গৃহে প্রবেশ নিষেধ।

চর।—ওহে ব্রাহ্মণ, এ কার গৃহ?

শিষ্য।—আমাদের গুরুদেব স্বগৃহীত-নামা চাণক্য ঠাকুরের।

চর।—(হাসিয়া) ওহে ব্রাহ্মণ! এতো তবে আমার ধর্ম্মভ্রাতার গৃহ, আমাকে প্রবেশ করতে দেও—আমি তোমার গুরুদেবকে কিছু ধর্ম্মোপদেশ দিতে চাই।

শিষ্য।—(সক্রোধে) ধিক্ মূর্খ! আমাদের গুরুদেবের চেয়েও কি তুমি ধর্ম্মজ্ঞ?

চর।—ওহে ব্রাহ্মণ! রাগ কোরো না। সকলেই যে সব জানে তা তো নয়—তা তোমার গুরুদেবও কোন কোন বিষয় জানেন, আবার মাদৃশ লোকেরও কোন কোন বিষয় জানা আছে।

শিষ্য।—(সক্রোধে) আরে মূর্খ! আমাদের গুরুদেবের সর্ব্বজ্ঞতা তুই অপহরণ করতে চাস?

চর।—অহে ব্রাহ্মণ! যদি তোমার গুরুদেব সকলই জানেন, আচ্ছা তবে তিনি বলুন দিকি, চন্দ্র কার অপ্রিয়?

শিষ্য।—গুরুদেবের এ সব জেনে কি হবে?

চর।—ওহে ব্রাহ্মণ, এ জেনে কি হবে তা তোমাদের গুরুদেবই বিলক্ষণ জানেন—তোমার সোজা বুদ্ধিতে বোধ হয় তুমি এই টুকুই বোঝো যে চন্দ্র কমলদেরই অপ্রিয়।

পদ্মের চাঁদের রূপে দ্বেষ নিরবধি
পূর্ণ-কলা হইলেও তাহার বিরোধী॥

চাণ।—(শুনিয়া স্বগত) "চন্দ্রগুপ্তের যারা বিদ্বেষী, তাদের আমি জানি" এই হচ্চে ওর কথার গূঢ় তাৎপর্য্য।

শিষ্য।—আরে মূর্খ! এসব অসম্বন্ধ প্রলাপ বাক্য বল্‌চ কেন?

চর।—ওহে ব্রাহ্মণ! এ সব কথা পরে সুসম্বদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে।

শিষ্য।—কি করে' সুসম্বদ্ধ হবে?

চর।—যদি তেমন শ্রোতা ও জ্ঞাতা পাই তাহলে।

চাণ।—(দেখিয়া) বাপু! স্বচ্ছন্দে গৃহে প্রবেশ কর—সেরূপ লোক এখানেই পাবে।

চর।—আচ্ছা। (প্রবেশ পূর্ব্বক নিকটে গিয়া) জয় হোক্ ঠাকুরের!

চাণ।—(দেখিয়া স্বগত) আঃ! কার্য্যের এত বাহুল্য হয়ে পড়েছে, নিপুণককে কিসের অনুসন্ধানে নিযুক্ত করেছি তা মনে পড়চে না। হাঁ, এইবার মনে পড়েছে, প্রজাদের মন বোঝবার জন্য নিপুণককে নিযুক্ত করেছিলেম। (প্রকাশ্যে) এসো বাপু, এইখানে বোসো।

চর।—যে আজ্ঞা। (ভূতলে উপবেশন)

চাণ।—বাপু! তোমাকে যে কাজে নিযুক্ত করেছিলেম তার সমস্ত বৃত্তান্ত এখন বল দিকি। প্রজারা কি চন্দ্রগুপ্তের প্রতি অনুরক্ত?

চর।—অনুরক্ত বৈ কি। বিরাগ-কারণগুলি আপনি সমস্তই তো দূর করেছেন, এখন প্রজারা সুগৃহীত-নামা মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের প্রতি সকলেই দৃঢ় অনুরক্ত। কিন্তু এই নগরে শুধু তিনটি লোক আছেন যাঁরা পূর্ব্ব হতেই রাক্ষসের সহিত স্নেহ-সম্মান সূত্রে বদ্ধ—কেবল তাঁদেরই মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের চন্দ্র-শ্রী সহ্য হচ্চে না।

চাণ।—(সক্রোধে) বরং বলনা কেন, তাদের পক্ষে তাঁদের নিজের জীবনই অসহ্য হয়ে উঠেছে। বাপু, তাদের নাম কি তুমি জান?

চর।—আপনার নিকট সেই অশ্রুত-নাম ব্যক্তিদের কথা কি করে' নিবেদন করি?

চাণ।—সেই জন্যইতো আরো শুন্‌তে চাই।

চর।—শুনুন তবে; প্রথম শত্রুপক্ষের বিষম পক্ষপাতী সেই, বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী ক্ষপণক।

চাণ।—(সহর্ষে স্বগত) আমাদের শত্রুপক্ষের বিষম পক্ষপাতী সেই ক্ষপণক? (প্রকাশ্যে) তার নাম কি?

চর।—তার নাম জীবসিদ্ধি।

চাণ।—আমাদের শত্রুপক্ষের বিষম পক্ষপাতী সেই বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী] তুমি কি করে' জান্‌লে?

চর।—কেননা, তিনিই তো অমাত্য রাক্ষসের প্রযুক্ত বিষ-কন্যা পর্ব্বতেশ্বরকে এনে দেন।

চাণ।—(স্বগত) জীবসিদ্ধি তো আমারই চর। (প্রকাশ্যে) বাপু! তার পর, আর কে?

চর।—আর একজন হচ্চে—অমাত্য রাক্ষসের প্রিয়বয়স্য শকটদাস নামে একজন কায়স্থ।

চাণ।—(হাসিয়া স্বগত) কায়স্থ?—সেতো ক্ষুদ্র প্রাণী। যাহোক্, সামান্য শত্রুকেও অবজ্ঞা করা উচিত নয়। তার উচ্ছেদের জন্য আমি সুহৃদ্-ছদ্মবেশী সিদ্ধার্থকে নিযুক্ত করেছি। (প্রকাশ্যে) তৃতীয় ব্যক্তিটি কে শুনি?

চর।—(হাসিয়া) তৃতীয় ব্যক্তি হচ্চে—অমাত্য রাক্ষসের দ্বিতীয় হৃদয়-তুল্য পুষ্পপুর-নিবাসী মণিকার-শ্রেষ্ঠী, নাম চন্দনদাস, যার গৃহে অমাত্য রাক্ষস আপনার স্ত্রীপুত্রকে রেখে নগর হতে পলায়ন করেছেন।

চাণ।—(স্বগত) তবে নিশ্চয়ই সে রাক্ষসের পরম সুহৃৎ। আত্মীয়-সমান না হলে, স্ত্রীপুত্রকে কখনই তার কাছে রেখে যেত না। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, বাপু তুমি জান্‌লে কি করে' চন্দনদাসের গৃহে রাক্ষস তাঁর স্ত্রীপুত্রকে রেখে গেছেন।

চর।—ঠাকুর, এই অঙ্গুরী-মুদ্রা দেখ্‌লেই আপনি সমস্ত অবগত হতে পারবেন। (মুদ্রা প্রদান)

চাণ।—(মুদ্রা লইয়া অবলোকন ও পাঠ করণ) এ যে রাক্ষসের নাম দেখ্‌চি। (সহর্ষে স্বগত) যাহোক্, রাক্ষসের অঙ্গুরী-মুদ্রাটি তো আমাদের হস্তগত হল। (প্রকাশ্যে) অঙ্গুরীমুদ্রাটি কি করে' পেলে বল দিকি?

চর।—ঠাকুর শুনুন তবে বলি। আমাকে তো আপনি পৌরজনের ভাব-চরিত্র জান্‌বার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। তাই আমি

এই যম-পট হাতে করে' ঘরে ঘরে প্রবেশ করি, কেউ আমাকে সন্দেহ করতে পারে না—একদিন, ঘুরে ঘুরে শেষে মণিকার শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসের গৃহে প্রবেশ করলেম। আর, সেখানে যমপট খুলে গান গাইতে আরম্ভ করলেম।

চাণ।—তার পর, তার পর?

চর।—তার পর, একটা পর্দ্দার ভিতর থেকে পঞ্চবর্ষ-বয়স্ক সৌম্য-দর্শন একটি কুমার, বালক-সুলভ কৌতুকোৎফুল্ল-নয়নে বেরিয়ে আস্‌ছিল এমন সময় সেই পর্দ্দার ভিতর থেকে "আহা হা বেরিয়ে গেল গো, বেরিয়ে গেল" এইরূপ ভয়ত্রস্তা স্ত্রীলোকদের একটা ঘোরতর কলরব শোনা গেল। তার পর, একটি স্ত্রীলোক দ্বারদেশ হতে একটুখানি মুখ বার করে' বালকটিকে ভর্ৎসনা করে' কোমল বাহুলতা দিয়ে তাকে ধরলেন। কুমারকে ধরতে গিয়ে ব্যস্ততাপ্রযুক্ত, পুরুষ-অঙ্গুলীমাপে গঠিত এই অঙ্গুরী-মুদ্রাটি তাঁর অজ্ঞাতসারে হস্ত হ'তে অঙ্গনে স্খলিত হয়ে প্রণামোদ্যত নববধূর ন্যায় আমার পায়ের কাছে গড়িয়ে এসে পড়ল। দেখ্‌লেম, আমাত্য রাক্ষসের নামাঙ্কিত, তাই অঙ্গুরী-মুদ্রাটি নিয়ে এসে শ্রীচরণে অর্পণ করলেম। এই রকম করে'ই এই মুদ্রাটি হস্তগত হয়েছে।

চাণ।—বাপু! সমস্ত শুনলেম—এখন তুমি প্রস্থান কর। এই পরিশ্রমের পুরস্কার শীঘ্রই পাবে।

চর।—যে আজ্ঞা ঠাকুর। (প্রস্থান।)

চাণ।—শার্ঙ্গরব! শার্ঙ্গরব!

শার্ঙ্গরবের প্রবেশ।

শিষ্য।—গুরুদেব! আজ্ঞা করুন।

চাণ।—বৎস! মসীপাত্র ও পত্র নিয়ে এসো।

শিষ্য।—যে আজ্ঞা গুরুদেব। (প্রস্থান করিয়া পুনঃ প্রবেশ) গুরুদেব! এই মসীপাত্র ও পত্র।

চাণ।—(লইয়া স্বগত) এখন কি লিখি। এই লিপির দ্বারা রাক্ষসকে জয় করতে হবে।

প্রতীহারী শোনোত্তরার প্রবেশ।

প্রতি।—জয় হোক্ ঠাকুরের জয় হোক্!

চাণ।—(সহর্ষে স্বগত) এই শুভসূচক জয়-শব্দ গ্রহণ করলেম। (প্রকাশ্যে) শোনোত্তরে! কি জন্য এসেছ বল দিকি? প্রয়োজনটা কি?

প্রতী।—ঠাকুর! মহারাজ চন্দ্রশ্রী চন্দ্রগুপ্ত, কমল-মুকুলাকার অঞ্জলী স্বমস্তকে স্থাপন করে' ঠাকুরের শ্রীচরণে এই নিবেদন করচেন:—"আপনার আদেশানুসারে আমি মহারাজ পর্ব্বতেশ্বরের পারলৌকিক কার্য্য সমাধা করতে ইচ্ছা করি—তিনি যে সকল আভরণ অঙ্গে ধারণ করতেন, সেইগুলি আমি গুণবান ব্রাহ্মণদের দান করলেম"।

চাণ।—(সহর্ষে স্বগত) সাধু বৃষল সাধু! তুমি যা বলে' পাঠিয়েছ তা আমার হৃদয়ের কথা। (প্রকাশ্যে) দেখ শোনোত্তরে! বৃষলকে আমার নাম করে' এই কথা বলবে: "সাধু বৎস সাধু, লোক-ব্যবহারে তুমি বিলক্ষণ অভিজ্ঞ, অতএব তোমার যা অভিপ্রায় সেই মত অনুষ্ঠান কর। পর্ব্বতেশ্বরের ধৃতপূর্ব্ব ভূষণাদি গুণবান ব্রাহ্মণদের দান করবে বলচ—আচ্ছা আমি

স্বয়ং যাদের গুণ পরীক্ষা করেছি সেই সকল ব্রাহ্মণদের তোমার নিকট পাঠাচ্চি।"

প্রতী।—যে আজ্ঞা ঠাকুর। (প্রস্থান)

চাণ। শার্ঙ্গরব! শার্ঙ্গরব! আমার নাম করে' বিশ্বাবসুদের তিন ভাইকে বল, বৃষলের কাছ থেকে আভরণাদি নিয়ে আমার সহিত যেন সাক্ষাৎ করে।

শিষ্য।—যে আজ্ঞা গুরুদেব! (প্রস্থান)

চাণ।—(স্বগত) পত্রের শেষাংশে তো এই কথাটা লিখ্‌তে হবে—পূর্ব্বাংশে কি লেখা যায়? (চিন্তা করিয়া) হাঁ মনে পড়েছে! চরদের কাছথেকে আমি জান্‌তে পেরেছি, ম্লেচ্ছরাজের সৈন্য-মধ্যে প্রধানতম পাঁচটি রাজা পরম ভক্তি-সহকারে রাক্ষসের আনুগত্য স্বীকার করেছে। তারা হচ্চেঃ—

কুলুত দেশের পতি, চিত্রবর্ম্মা নাম;
নৃসিংহ মলয়াধিপ, নাম সিংহনাদ;
কাশ্মীর-দেশাধিরাজ, নাম পুষ্করাক্ষ;
শত্রুন্দম সিন্দুদেশ-রাজ সিন্ধুসেন;
প্রচুর-তুরঙ্গ-বল পারসীক-রাজ
মেঘাক্ষ নামেতে খ্যাত; এই পঞ্চ নাম
লিখিলাম হেথা—অতঃপর চিত্রগুপ্ত
কি আর করিবে?—আমি করিনু সে কাজ॥

(চিন্তা করিয়া) অথবা নামগুলি এখন না লেখাই ভাল। কেননা, তারা এখনও প্রকাশ্যরূপে রাক্ষসের সঙ্গে যোগ দেয় নি।

(প্রকাশ্যে)

শার্ঙ্গরব! শার্ঙ্গরব!

শিষ্যের প্রবেশ।

শিষ্য।—গুরুদেব আজ্ঞা করুন।

চাণ।—ব্রাহ্মণের হস্তাক্ষর, যত্ন করে' লিখ্‌লেও, প্রায়ই অস্পষ্ট হয়ে থাকে। অতএব আমার নাম করে' সিদ্ধার্থককে বলঃ—(কানে-কানে) এই পত্রের লিখিত কথাগুলি যার জন্য লেখা হয়েছে, স্বয়ং তারই পাঠ্য—শকটদাসের দ্বারা লিখিয়ে নিয়ে, শিরোনামা না দিয়ে, আমার নিকট পত্রখানি যেন নিয়ে আসে। চাণক্য লিখ্‌তে বলেছে, একথা যেন শকটদাসকে না বলা হয়।

শিষ্য।—যে আজ্ঞা গুরুদেব। (প্রস্থান)

চাণ।—(স্বগত) যাক্, মলয়কেতু এইবার পরাজিত হবে।

লিপি হস্তে সিদ্ধার্থকের প্রবেশ।

সিদ্ধার্থক।—জয়হোক্ ঠাকুরের জয় হোক্! ঠাকুর! শকটদাসের স্বহস্তে লেখা এই সেই লিপি।

চাণ।—(গ্রহণ করিয়া নিরীক্ষণ) বাঃ! কি সুন্দর হাতের লেখা। (পাঠ করিয়া) দেখ বাপু, এই মুদ্রাটি দিয়ে এখন এইটি মুদ্রিত কর দিকি।

সিদ্ধা।—যে আজ্ঞা। (তথা করিয়া) ঠাকুর, এই নিন্ মুদ্রিত লিপিখানি—এখন, আর কি করতে হবে আজ্ঞা করুন।

চাণ।—দেখ বাপু! আমার নিজের একটি কাজে তোমাকে নিযুক্ত করতে চাই।

সিদ্ধা।—(সহর্ষে) ঠাকুর, সে আপনার অনুগ্রহ। আজ্ঞা করুন, দাসের দ্বারা কি কাজ হতে পারে।

চাণ।—দেখ বাপু! প্রথমে তো বধ্যস্থানে গিয়ে, সরোষে ঘাতক-দের ডান চোক্ টিপে ইঙ্গিত করবে, তারা সেই ইঙ্গিত গ্রহণ করে' ভয়ের ছলে যখন ইতস্তত পলায়ন করবে, তখন শকটদাসকে সেখান থেকে নিয়ে এসে রাক্ষসের নিকট উপস্থিত করবে। রাক্ষস সুহৃদের প্রাণরক্ষায় পরিতুষ্ট হয়ে তোমাকে পারিতোষিক দিলে তা গ্রহণ করে', কিছুকাল রাক্ষসের সেবক হয়ে থাক্‌বে। তার পর শত্রুরা যখন নগরের নিকট-বর্ত্তী হবে, তখন আমার এই কার্য্যটি তোমাকে করতে হবে। (কানে কানে—"এই এই")

সিদ্ধা।— যে আজ্ঞা ঠাকুর।

চাণ।—শার্ঙ্গরব!—শার্ঙ্গরব!

শিষ্যের প্রবেশ।

শিষ্য।—আজ্ঞা করুন গুরুদেব!

চাণ।—আমার নাম করে' কালপাশিককে, আর দণ্ডপাশিককে বল্‌বেঃ—"বৃষলের আদেশ—এই জীবসিদ্ধি নামে বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী যে রাক্ষসের দ্বারা নিয়োজিত হয়ে বিষকন্যার দ্বারা পর্ব্বতেশ্বরকে বধ করে, দোষ ঘোষণা করে' অপমানের সহিত যেন তাকে নগর হতে নির্ব্বাসিত করা হয়।

শিষ্য।—যে আজ্ঞা গুরুদেব। (পরিক্রমণ)

চাণ।—আর একটু দাঁড়াও বৎস! আর একজন শকটদাস নামে কায়স্থ, যে রাক্ষসের দ্বারা নিযুক্ত হয়ে, আমাদের শরীরের অনিষ্ট চেষ্টায় নিয়ত তৎপর, দোষ-ঘোষণা করে' তাকেও যেন শূলে দেওয়া হয় আর তার গৃহজনদেরও যেন কারাবদ্ধ করা হয়।

শিষ্য।—যে আজ্ঞা গুরুদেব। (প্রস্থান।)

চাণ।—(চিন্তা করিয়া স্বগত) দুরাত্মা রাক্ষস কি গৃহীত হবে?

সিদ্ধ।—ঠাকুর, গৃহীত—

চাণ।—(স্বহর্ষে স্বগত) কি আশ্চর্য্য! রাক্ষস গৃহীত? (প্রকাশ্যে) বাপু! কে গৃহীত বল্‌চ?

সিদ্ধা।—আমি বল্‌ছিলেম, ঠাকুরের আদেশ তো গৃহীত হ'ল, এখন আমি কার্য্য-সিদ্ধির চেষ্টায় যাই।

চাণ।—(অঙ্গুরী-মুদ্রাঙ্কিত লিপি অর্পণ করিয়া) বাপু সিদ্ধার্থক তুমি যাও—তোমার কার্য্য যেন সিদ্ধ হয়।

সিদ্ধা।—যে আজ্ঞা। (প্রণাম করিয়া প্রস্থান)

শিষ্যের প্রবেশ।

শিষ্য।—গুরুদেব! কালপাশিক ও দণ্ডপাশিক গুরুদেবের নিকট নিবেদন করচেনঃ—"মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের আদেশ-অনুযায়ী কার্য্য আরম্ভ হয়েছে।

চাণ।—বেশ বেশ। বৎস! মণিকার-শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসকে আমি এখন দেখ্‌তে ইচ্ছা করি।

শিষ্য।—যে আজ্ঞা। (প্রস্থান করিয়া চন্দনদাসের সহিত পুনঃ প্রবেশ) এই দিক্‌দিয়ে শেঠ্‌জি, এই দিক্ দিয়ে।

চন্দন।—(স্বগত) নিষ্ঠুর চাণক্য ডেকেছেন একথা শুন্‌লে নির্দ্দোষ জনেরও শঙ্কা হয়—আমি তো তাতে দোষী। আমি তাই ধনসেন প্রভৃতি তিনটি বণিককে বলেছি, "কি জানি যদি চাণক্য দুরাচার আমার গৃহে প্রবেশ করে, তাই তোমরা সাবধানে অমাত্য রাক্ষসের গৃহজনকে আমার গৃহ হতে অন্যত্র নিয়ে যাও, আমার যা হবার তা হবে।"

শিষ্য।—ওগো শেঠ্‌জি—এই দিক্ দিয়ে, এই দিক্ দিয়ে।

চন্দ।—এই যে আমি এসেছি (উভয়ের পরিক্রমণ)

শিষ্য।—গুরুদেব! এই চন্দনদাস শ্রেষ্ঠী।

চন্দ।—(সম্মুখে অগ্রসর হইয়া) জয় হোক ঠাকুরের জয় হোক্!

চাণ।—(অবলোকন করিয়া) এসো এসো শেঠজি, এই আসনে বোসো।

চন্দ।—(প্রণাম করিয়া) ঠাকুরের কি না জানা আছে—এখানে আদর অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি নাই। কিন্তু আমি অতি তুচ্ছ-লোক, এরূপ উচ্চ আসনে বস্‌বার যোগ্য নই—অতএব আমি এই ভূতলেই বসি।

চাণ।—শেঠজি ও কথা বোলো না—আমাদের সহিত তুমি সমান আসনে বস্‌বার যোগ্য—অতএব তুমি এই আসনে উপবেশন কর।

চন্দ।—(স্বগত) এঁর কোন অভিসন্ধি আছে। (প্রকাশ্যে) যে আজ্ঞা। (উপবেশন)

চাণ।—ওগো শেঠজি চন্দনদাস, বাণিজ্য ব্যবসায়ে বেশ লাভ হচ্চে তো?

চন্দ।—হাঁ, ঠাকুরের প্রসাদে আমাদের বাণিজ্য নির্ব্বিঘ্নে চল্‌চে।

চাণ।—আচ্ছা বল দেখি শেঠ্‌জি, প্রজারা চন্দ্রগুপ্তের দোষ কীর্ত্তন করবার সময় পূর্ব্ব-রাজাদের স্তুতিবাদ কি এখনও করে?

চন্দ।—(কান ঢাকিয়া) ছি ছি! ও পাপ কথা মনেও করতে নেই; শারদ-নিশা-সমুদিত পূর্ণিমার চন্দ্র চন্দ্রগুপ্তকে দেখে চন্দ্রশ্রী অপেক্ষা প্রজাগণ অধিক আনন্দ উপভোগ করে।

চাণ।—ভাল, তাই যদি হয়, সন্তুষ্ট প্রজাদের নিকট রাজারা প্রিয়-কার্য্যের প্রত্যাশা কি করতে পারেন না?

চন্দ।—ঠাকুর আজ্ঞা করুন, আমাদের নিকটে কত অর্থ চান?

চাণ।—ও গো শেঠজি, এ চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য, নন্দের রাজ্য নয়। অর্থলোভী নন্দের কেবল অর্থ-সম্বন্ধ, তাতেই তাঁর প্রীতি উৎপন্ন হত—কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের তা নয়, তোমাদের সুখেই তাঁর সুখ।

চন্দ।—(সহর্ষে) ঠাকুর, আমাদের প্রতি তাঁর যথেষ্ট অনুগ্রহ।

চাণ।—ও গো শেঠ্‌জি, কিসে সেই প্রীতি উৎপন্ন হয়, তা তো তুমি জিজ্ঞাসা করলে না?

চন্দ।—কিসে হয়, আজ্ঞা করুন ঠাকুর।

চাণ।—সংক্ষেপে বল্‌তে গেলে, রাজাদের প্রতি অবিরুদ্ধ ব্যবহারে।

চন্দ।—এরূপ রাজ-বিরোধী বলে' ঠাকুর কাউকে কি জানেন?

চাণ।—প্রথমতঃ তুমিই তো একজন।

চন্দ।—(কানে আঙ্গুল দিয়া) ও পাপ কথা মুখে আন্‌তে নেই—অগ্নির সহিত তৃণের বিরোধ কিরূপে সম্ভব হতে পারে?

চাণ।—এই যেমন তুমি বিরোধ করচ—তুমি তো রাজার অনিষ্ট-কারী রাক্ষসের গৃহজনকে তোমার নিজ গৃহে এনে এখনও রক্ষা করচ।

চন্দ।—ঠাকুর একথা সমস্তই অলীক; কোন্ দুরাচার ঠাকুরকে এসব কথা বলেছে?

চাণ।—ওগো শেঠ্‌জি, কেন বৃথা আশঙ্কা করচ? চিরকালই পূর্ব্ব-রাজার অনুচরগণ প্রাণভয়ে ভীত হয়ে পৌরজনদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের গৃহে গৃহজনদের ফেলে দেশান্তরে প্রস্থান করে,

তাতে তাদের তো কোন দোষ হয় না। তবে, তাদের লুকিয়ে রাখাটাই দোষের বিষয়।

চন্দ।—সে কথা সত্য। সেই সময়ে অমাত্য রাক্ষসের গৃহজনেরা আমাদের গৃহে ছিলেন বটে।

চাণ।—প্রথমে বল্লে "সে সমস্তই অলীক"—তার পর এখন বল্‌চ "সেই সময়ে ছিলেন বটে"—এই বচন দুটি যে পরস্পর-বিরোধী।

চন্দ।—আমি স্বীকার করচি, এ সমস্তই আমার বাক্‌-ছল মাত্র।

চাণ।—ওগো শেঠ্‌জি! রাজা চন্দ্রগুপ্ত ছলনার কথা গ্রহণ করেন না, এখন তবে রাক্ষসের গৃহ-জনকে বিনা-ছলে আমাদের হাতে সমর্পণ কর।

চন্দ।—আমি তো নিবেদন করেছি, সেই সময়ে অমাত্য রাক্ষসের গৃহজন আমাদের গৃহে ছিলেন।

চাণ।—এখন তবে কোথায় গেছেন?

চন্দ।—জানি নে কোথায় গেছেন।

চাণ।—(ঈষৎ হাসিয়া) জান না বটে? ওগো শেঠ্‌জি, মস্তকের উপর ফণী—দূরে তার প্রতিকার—বুঝ্‌লে? তা ছাড়া, নন্দকে যেমন বিষ্ণুগুপ্ত—(অর্দ্ধোক্তি করিয়া লজ্জিত)

চন্দ।—(স্বগত)

উপরেতে ঘন ঘোর মেঘের গর্জ্জন
সুদূরে দয়িতা, একি হল গো বিষম?
দিব্যৌষধি হিমালয়ে, শিরে ভুজঙ্গম॥

চাণ।—দেখ শেঠ্‌জি, অমাত্য রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তকে উচ্ছেদ করবেন, একথা মনেও কোরো না। দেখ—

জীবিত থাকিতে নন্দ

বক্রনাসা পরাক্রান্ত সুনীতিজ্ঞ যত ছিল সু-সচিবগণ

করিতে পারেন নাই

(জান তো সকলি তুমি) সুচঞ্চলা রাজশ্রীর স্থৈর্য্য সম্পাদন।

জগৎ-আনন্দকর

এখন সে চন্দ্রকর স্থিরতা করিয়া লাভ, সমভাবে হয় বিকীরণ;

কেমনে এখন বল

চন্দ্রসম চন্দ্রগুপ্ত রাজা হতে মনোহর দীপ্তি তাঁর করিবে হরণ?

অপিচ—

("দ্বিরদ-শোনিত পানে" ইত্যাদি পূর্ব্ব লিখিত কবিতা পাঠ)

চন্দ।—(স্বগত) এরূপ শ্লাঘা করা আপনাকেই শোভা পায়, কেন না আপনি ফলের দ্বারাই তার পরিচয় দিয়েছেন।

নেপথ্যে।

(ভীড় সরাইয়া দিবার জন্য হাঁক-ডাক্ শব্দ)

চাণ।—(শার্ঙ্গরব! জান দিকি ব্যাপারটা কি।

শিষ্য।—যে আজ্ঞা গুরুদেব। (প্রস্থান করিয়া পুনঃপ্রবেশ) গুরুদেব! রাজা চন্দ্রগুপ্তের আজ্ঞাক্রমে রাজদ্রোহী বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী জীবসিদ্ধিকে অপমানের সহিত নগর হতে নির্ব্বাসিত করা হচ্চে।

চাণ।—বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী? আহা আহা!—না, ঠিক্‌ই হয়েছে, এখন রাজদ্রোহিতার ফল ভোগ করুক। ও গো শেঠ্‌জি চন্দনদাস—দেখ্‌লে তো, রাজানিষ্টকারীর রাজাই তীক্ষ্ণ দণ্ডদাতা—এখনও সুহৃদ্বাক্য হিত বিবেচনায় গ্রহণ কর। রাক্ষসের গৃহজনকে

সমর্পণ কর, তা হলে চিরকাল তুমি রাজপ্রসাদ উপভোগ করতে পারবে।

চন্দ।—আমার গৃহে অমাত্য রাক্ষসের গৃহজন নাই।

(নেপথ্যে কলরব)

চাণ।—শার্ঙ্গরব! জান দিকি আবার কি হল।

শিষ্য।—যে আজ্ঞা গুরুদেব। (প্রস্থান করিয়া পুনঃ প্রবেশ) গুরুদেব! রাজাজ্ঞাক্রমে রাজদ্রোহী কায়স্থ শকটদাসকে শূলে দেবার জন্য নিয়ে যাচ্চে।

চাণ।—স্বকর্ম্মের ফল ভোগ করুক। ওগো শেঠ্‌জি, রাজার অনিষ্ট করলে রাজা এইরূপ তীক্ষ্ণ দণ্ড বিধান করেন—তুমি যে রাক্ষসের স্ত্রীকে গোপন করে রেখেছ, সে দোষ তোমার কখনই তিনি ক্ষমা করবেন না। অতএব পর-কলত্রের বিনিময়ে এখন আত্ম-কলত্র ও আত্ম-জীবন রক্ষা কর।

চন্দ।—আমাকে ভয় দেখাচ্চেন কি? অমাত্য রাক্ষসের গৃহজন আমার গৃহে বাস্তবিক যদি থাকৃত, তবু তাদের আমি সমর্পণ করতেম না—তাতে এখন তো তারা নেই।

চাণ।—চন্দন দাস! এই তোমার সঙ্কল্প?

চন্দ।—হাঁ, এই আমার স্থির সঙ্কল্প।

চাণ।—(স্বগত) সাধু চন্দনদাস সাধু!

সুলভ হলেও অর্থ, পর লাগি দেয় যে জীবন
অমন দুষ্কর কর্ম্ম * "শিবি" বিনা কে করে সাধন?

* "শিবি" নামক উশীনর রাজার পুত্র কপোত রক্ষার্থ ও শ্যেনপক্ষীর সন্তোষার্থ নিজের হৃদয়-মাংস দান করিয়াছিলেন।

(প্রকাশ্যে) চন্দনদাস! এই তোমার সঙ্কল্প?

চন্দ।—হাঁ, এই আমার স্থির সঙ্কল্প।

চাণ।—(সক্রোধে) দুরাত্মা দুষ্ট বণিক! এইবার তবে রাজকোপ ভোগ কর্।

চন্দ।—(বাহু প্রসারণ করিয়া) আমি প্রস্তুত আছি। ঠাকুর! আপনার অধিকার-অনুরূপ কার্য্য অনুষ্ঠান করুন।

চাণ।—(সক্রোধে) শার্ঙ্গরব! আমার নাম করে', কালপাশিক ও দণ্ডপাশিককে বল, এই দুষ্ট বণিককে যেন যথোচিত শাস্তি দেওয়া হয়।—না না না—একটু দাঁড়াও—তাদের না বলে' দুর্গ-পাল ও বিজয়পালকে এই কথা বলঃ—তার গৃহ-রক্ষিত ধনাদি গ্রহণ করে', পুত্র কলত্রের সহিত যেন ওকে কারারুদ্ধ করা হয়। আমি ততক্ষণ রাজাকে এই সব কথা জানিয়ে আসি। তিনি নিশ্চয়ই সর্ব্বস্ব-হরণ দণ্ড ও প্রাণদণ্ডের আদেশ করবেন।

শিষ্য।—যে আজ্ঞা গুরুদেব। এই দিক্ দিয়ে শেঠ্‌জি এই দিক্ দিয়ে।

চন্দ।—(উত্থান করিয়া) ঠাকুর! আসি তবে। আমার সৌভাগ্য, মিত্রের কার্য্যে আমার প্রাণ যাচ্চে—নিজের দোষে নয়। (পরিক্রমণ করিয়া শিষ্যের সহিত প্রস্থান)

চাণ।—(সহর্ষে) যাক্—রাক্ষস এইবার হস্তগত। কেন না,

রাক্ষসের এ বিপদে অপ্রিয় বস্তুর মত
অক্লেশে চন্দন-দাস ত্যজিতেছে প্রাণ;
চন্দন-বিপদে পুন, করিবে রাক্ষস-মন্ত্রী
নিশ্চয় আপন প্রাণে অতি তুচ্ছ জ্ঞান॥

নেপথ্যে কলরব।

চাণ।—শার্ঙ্গরব !

শিষ্যের প্রবেশ।

শিষ্য।—আজ্ঞা করুন গুরুদেব।

চাণ।—ব্যাপারটা কি জান দিকি। (প্রস্থান করিয়া ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া পুনঃ প্রবেশ) গুরুদেব! সিদ্ধার্থক বধ্যশকটদাসকে নিয়ে বধ্যভূমি হতে পলায়ন করেছে।

চাণ।—(স্বগত) সাধু সিদ্ধার্থক সাধু! কার্য্য তবে আরম্ভ হয়েছে দেখ্‌ছি। (প্রকাশ্যে) কি! পালিয়েছে? (সক্রোধে) বৎস, ভাগুরায়ণকে বল, শীঘ্র তাকে ধরে' আনে।

শিষ্য।—(প্রস্থান করিয়া সবিষাদে পুনঃ প্রবেশ) গুরুদেব! ভাগু-রায়ণও পলায়ন করেছে।

চাণ।—(স্বগত) কার্য্য-সিদ্ধির জন্যই গেছে। (সক্রোধে প্রকাশ্যে) বৎস! দুঃখিত হয়ে আর কি হবে, আমার নাম করে' ভদ্রভট্, পুরুষ দত্ত, হিঙ্গুরাত, বলগুপ্ত, রাজসেন, রোহিতাক্ষ, বিজয়-বর্ম্মা এদের সবাইকে বল, শীঘ্র গিয়ে দুরাত্মা ভাগুরায়ণকে ধরে' আনে।

শিষ্য।—যে আজ্ঞা গুরুদেব। (প্রস্থান করিয়া সবিষাদে পুনঃ প্রবেশ)—গুরুদেব, দুঃখের কথা কি আর বল্‌ব—সকল প্রজাই প্রাণভয়ে আকুল; ভদ্রভট্ প্রভৃতি তারাই সর্ব্বাগ্রে রজনী প্রভাত হবামাত্রই পলায়ন করেছে।

চাণ।—(স্বগত) তাদের পথ নির্ব্বিঘ্ন হোক্! (প্রকাশ্যে) বৎস! দুঃখ করে' আর কি হবে। দেখ :—

গেছে যারা হৃদে কিছু করিয়া ধারণ
যাক্ তারা—কি করিবে ?—বৃথাই শোচন !
এখনো যাহারা আছে—যায় যাক্ চলি,
থাকে যেন শুধু মোর বুদ্ধিটি কেবলি ;
—যে বুদ্ধি-প্রভাবে নন্দ-বংশ হল ক্ষয়,
যে বুদ্ধি-প্রভাবে শত্রু করিলাম জয়,
যে বুদ্ধি অভীষ্ট কার্য্য করিতে সাধন
শতাধিক সৈন্য-বল করে গো ধারণ ॥

(উত্থান করিয়া আকাশে) এইবার দুরাত্মা ভদ্রভট্ প্রভৃতিকে ধৃত করব। (স্বগত) দুরাত্মা রাক্ষস ! তুই এখন আর কোথায় যাবি ?

অরণ্যের গজসম, উত্তেজিত বল-মদে
স্বচ্ছন্দে করিতেছিস একাকী বিহার।
সাধিতে রাজার কার্য্য, আবদ্ধ করিব গুণে
বশীভূত করি' তোরে বুদ্ধিতে আমার ॥

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

রাক্ষস-ভবনের সম্মুখস্থ রাজপথ—সাঁপুড়িয়ার ছদ্ম-বেশে রাক্ষসের চর বিরাধগুপ্তের প্রবেশ।

সাঁপু।—

জানে যারা তন্ত্র-যুক্তি,
চক্রাকারে গণ্ডি দিয়া খনয়ে ভূতল,
রক্ষিতে পারে গো মন্ত্র,
সর্পরাজ তাহাদেরি জীবিকা-সম্বল॥

(আকাশে)

আমি কে তাই জিজ্ঞাসা করচেন মহাশয়?—আমি সাঁপুড়ে আমার নাম জীর্ণবিষ। কি বলচেন?—আপনিও সাপ খেলাতে ইচ্ছা করেন? আপনার ব্যবসায় কি? কি বলচেন?—আপনি রাজ-কুল-সেবক? তবে আপনিও সাপ নিয়ে খেলেন বটে। কি বল্‌চেন? কেন তাই জিজ্ঞাসা করচেন? তার কারণঃ—যে সাঁপুড়েরা মন্ত্রৌষধে নিপুণ নয়, বিনা-অঙ্কুশে যারা মত্ত গজরাজের উপর আরোহণ করে—অধিকার লাভ করে' যে রাজসেবকেরা গর্ব্বিত হয়, এই প্রকারের লোক নিশ্চয়ই বিনাশ পায়। এ কি! দেখ্‌তে না দেখ্‌তেই যে চলে গেল। (পুনর্ব্বার আকাশে) আপনি আবার কি জিজ্ঞাসা করচেন?—আমার প্যাট্‌রায় কি আছে তাই জিজ্ঞাসা করচেন?

মশায়, এতে সর্প আছে—এতেই আমার জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। (পুনর্ব্বার আকাশে) কি বল্‌চেন?—দেখ্‌তে চান্? ক্ষান্ত হোন্ ও-ইচ্ছা করবেন না, দেখাবার স্থান এ নয়। যদি নিতান্তই দেখ্‌বার কৌতূহল হয়ে থাকে তবে এই গৃহের মধ্যে আসুন, দেখাই। কি বল্‌চেন?—এ অমাত্য রাক্ষসের গৃহ? - ওখানে আমাদের মত লোকের প্রবেশ নিষেধ? তবে আপনি যান্ মশায়; ব্যবসার খাতিরে আমার এখানে প্রবেশ আছে। একি! এও যে চলে গেল। (আকাশের দিকে তাকাইয়া স্বগত) চন্দ্রগুপ্তের পক্ষাবলম্বী চাণক্যকে দেখে মনে হয়, রাক্ষসের সমস্ত চেষ্টাই বিফল হবে; আবার, মলয়কেতুর পক্ষাবলম্বী রাক্ষসকে দেখে মনে হয়, চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য বুঝি যায়-যায়।

মৌর্য্যকুল-স্থির-লক্ষ্মী
দৃঢ়বদ্ধ চাণক্যের বুদ্ধি-রজ্জু দিয়া।
রাক্ষস দিতেছে টান
উপায়-হস্তের মুঠে সে রজ্জু ধরিয়া॥

এই দুই জন সুনীতি-কুশল সচিবের বিবাদে নন্দকুল-রাজলক্ষ্মী সংশয়াকুল হয়ে উঠেছেন।

মহারণ্যে দুই গজ হলে' যুদ্ধে রত
ভয়ার্ত্তা করিণী যথা করে ইতস্তত,
সেইরূপ রাজলক্ষ্মী হয়ে অনিশ্চয়
ইতস্তত করি' ক্লেশ পান অতিশয়॥

যাই হোক্, এখন অমাত্য রাক্ষসের সঙ্গে একবার দেখা করে' আসি। (প্রস্থান)

দৃশ্য।—রাক্ষসের গৃহ।

অনুচর-পরিবৃত হইয়া রাক্ষস সচিন্তভাবে আসীন।

রাক্ষ।—(ঊর্দ্ধদিকে অবলোকন করিয়া সাশ্রু-নয়নে) ওঃ! কি কষ্ট! কি কষ্ট!

নীতি ও বিক্রমগুণে যদু-কুল সম যেই কুল
চিরকাল করিয়াছে রিপুদলে সমূলে নির্ম্মূল,
বিপুল সে নন্দ-কুলে উচ্ছেদ করিলা বিধি
নির্দ্দয় হইয়া
আকুল এ চিন্তা-ভরে দিবা রাত্রি আমি যে গো
রয়েছি জাগিয়া।
কিন্তু বৃথা চিন্তা মোর—বৃথা এ কল্পনা,
—বৃথা যথা ভিত্তি-বিনা চিত্রের রচনা॥

অথবা,

পরের হইয়া দাস
নীতিতে আমি যে মন করেছি নিবেশ
তাহার কারণ নহে
ভক্তির বিস্মৃতি কিম্বা বিষয়ে আবেশ,
প্রাণের প্রচ্যুতি-ভয়,
কিম্বা আপনার কোন গৌরব-বাসনা,
একমাত্র হেতু তার
শত্রু বধি' মৃত সে রাজার আরাধনা॥

(আকাশের দিকে অবলোকন করিয়া সাশ্রু-নয়নে) ভগবতি কমলালয়ে! তুমি আদপে গুণজ্ঞ নও।

আনন্দের হেতু সেই নন্দে করি ত্যাগ
বৈরী মৌর্য্যপুত্রে তব কেন অনুরাগ ?
মদগন্ধী গজ-নাশে মদধারা যায় যথা চলে'
নন্দনাশে তব লয় কেন বল হ'ল না চপলে॥

অপিচ, বলি ওগো নীচ-কুলোদ্ভবে!

খ্যাত কুলোদ্ভব নৃপ
হয়েছে কি দগ্ধ সবে এ ধরণীর মাঝে ?
তাই কিরে পাপীয়সী
পতিত্বে বরিলি তুই কুলহীন রাজে ?

অথবা :—

চপল কুসুম-কাশ পুরন্ধ্রীর মতি
পুরুষের গুণ-জ্ঞানে বিমুখ সে অতি॥

আর, দেখিস্ অবিনীতে! তোর আশ্রয়কে উন্মূলিত করে', আমি তোর মনোরথ ব্যর্থ করব। (চিন্তা করিয়া) যাহোক্ আমি চন্দনদাসের গৃহে গৃহজনকে রেখে নগর হতে বেরিয়ে এসে ভালই করেছি। গৃহজনকে সেখানে রেখে এলেম তার কারণঃ— কুসুমপুরে রাক্ষস আবার ফিরে আস্‌বে—সে বিষয়ে সে নিতান্ত উদাসীন নয়—এই কথা ভেবে আমাদের সহকার্য্যকারী রাজ-পুরুষগণের উদ্যম শিথিল হবে না।

তীক্ষ্ণবিষপ্রয়োগী ব্যক্তি সংগ্রহ করে' তাদের দ্বারা চন্দ্রগুপ্তের প্রাণ বধ এবং শত্রুদের মধ্যে ভেদ সাধন করবার জন্য শকটদাসের বিপুল ধন-কোষ তো সঞ্চিত আছে। প্রতিক্ষণ শত্রুদের বৃত্তান্ত জান্‌বার জন্য এবং তাদের ভেদ সাধন করবার জন্য সুহৃদ্বর জীবসিদ্ধি প্রভৃতিরাও নিযুক্ত আছে। আর অধিক কি চাই ?

মহারাজ যাঁহার প্রিয় আত্মজ ভাবিয়া
পুষিলেন এত দিন যতন করিয়া
সেই চন্দ্রগুপ্ত ব্যাঘ্র-শিশুর সমান
সবংশে হরিল নন্দ-রাজের পরাণ।
বুদ্ধি-শরে এবে তার করিব গো মর্ম্ম বিদারণ
বর্ম্ম হয়ে দৈব যদি ঈর্ষা-ভরে না করে রক্ষণ॥

মলয়কেতুর কঞ্চুকী জাজলির প্রবেশ।

কঞ্চু।—

চাণক্য-নীতিতে যথা, নন্দ-বংশ হয়ে ধ্বংশ,
প্রতিষ্ঠিত রাজ্যে মৌর্য্যকুল ;
তেমতি বার্দ্ধক্যে মোর, কামনা হইয়া নষ্ট
আমাতে গো ধর্ম্ম বদ্ধমূল।
অমাত্য রাক্ষস যথা, করি' বিধিমতে চেষ্টা
তবু নাহি পারে জিনিবারে,
তেমতি আমারো লোভ, ভোগে বৃদ্ধি লভিয়াও
তবু ধর্ম্ম নাশিতে না পারে॥

(দেখিয়া) এই যে অমাত্য রাক্ষস। (পরিক্রমণ করিয়া নিকটে অগ্রসর) অমাত্যের কল্যাণ হোক্!

রাক্ষ।—জাজলি, নমস্কার! দেখ প্রিয়ম্বদক, এঁর জন্য একটা আসন নিয়ে এসো।

প্রিয়ং।—এই যে আসন—বসুন মশায়।

কঞ্চুকী।—(উপবেশন করিয়া) কুমার মলয়কেতু অমাত্যকে এই কথা জানাতে বলেছেনঃ—অনেক দিন হতে আপনি সর্ব্ব প্রকার

দেহ-সংস্কার পরিত্যাগ করায় কুমার মলয়কেতুর হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছে। স্বামী-গুণ সহসা বিস্মৃত হওয়া আপনার পক্ষে দুষ্কর-বটে, তবু কুমারের এই অনুরোধটি আপনার রক্ষা করা কর্ত্তব্য (আভরণাদি দেখাইয়া) অমাত্য! এই আভরণগুলি কুমার নিজ অঙ্গ হতে খুলে আপনার জন্য পাঠিয়েছেন—এইগুলি অনুগ্রহ করে' আপনি ধারণ করুন।

রাক্ষ।—দেখুন জাজলি, আমার নাম করে' কুমারকে বলবেন কুমারের গুণপক্ষপাতী হয়ে আমি স্বামী-গুণও বিস্মৃত হ'য়েছি। কিন্তু

যাবৎ না সমুদয়
রিপুদল একেবারে করি' নিঃশেষিত,
তব স্বর্ণ-সিংহাসন
"সুগাঙ্গ"-প্রাসাদে আমি করি প্রতিষ্ঠিত,
তাবৎ শোনোগো নৃপ
শত্রু-অপমান-গ্রস্ত এই দীন দেহে
কিছুমাত্র অলঙ্কার
কেমনে ধারণ আমি করিব বল হে॥

কঞ্চু।—এরূপ অনুরোধ কুমার আর কাহাকেও করেন না—অন্যের পক্ষে এ অতি দুর্লভ—অতএব আপনি তাঁর এই প্রথম অনুরোধটি মান্য করুন।

রাক্ষ।—মহাশয়, কুমারের ন্যায় আপনার বাক্যও অলঙ্ঘনীয়—অতএব আপনি আদেশ-অনুযায়ী কার্য্য করুন।

কঞ্চু।—(ভূষণাদি পরাইয়া দিয়া) আপনার কল্যাণ হোক্! এখন তবে আমার কাজে যাই।

রাক্ষ।—প্রণাম মহাশয়!

কঞ্চু।—আমার কাজে চল্লেম।

(প্রস্থান)

রাক্ষ।—প্রিয়ম্বদক। জেনে এসো তো, আমার সহিত সাক্ষাৎ করবার জন্য কে দ্বারে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রিয়ং।—যে আজ্ঞা। (প্রস্থান করিয়া সাঁপুড়িয়াকে দেখিয়া) কে গো তুমি?

সাঁপু।—বাপু! আমি সাঁপুড়ে, আমার নাম জীর্ণবিষ—অমাত্যকে আমি সাপ-খেলা দেখাতে চাই।

প্রিয়ং।—দাঁড়াও—আমি অমাত্যকে জানিয়ে আসি। (রাক্ষসের নিকট গিয়া) মন্ত্রী-মশায়, একজন সাঁপুড়ে আপনাকে সাপ-খেলা দেখাতে চাচ্চে।

রাক্ষ।—(বামাক্ষির স্পন্দন-সূচনায় স্বগত) একি! প্রথমেই সর্প দর্শন? (প্রকাশ্যে) প্রিয়ম্বদক! সাপখেলা দেখ্‌তে আমার কৌতূহল নেই—ওকে কিঞ্চিৎ পারিতোষিক দিয়ে বিদায় কর।

প্রিয়ং।—যে আজ্ঞা। (প্রস্থান করিয়া সাঁপুড়ের নিকট আসিয়া) দর্শন করে' আর কি হবে—অদর্শনেই এই তোমার ফল লাভ হল।

সাঁপু।—বাপু! আমার নাম করে' অমাত্যকে বল, আমি শুধু সর্পোপজীবী নই, আমি একজন কবিও বটে, তা যদি অমাত্য, দর্শন দিয়ে আমাকে অনুগৃহীত না করেন, তবে অনুগ্রহ করে' অন্ততঃ এই পত্রটি পাঠ করুন।

প্রিয়ং।—(পত্র লইয়া রাক্ষসের নিকট আগমন) অমাত্য-মশায়, সেই সাঁপুড়ে বল্‌চে, সে কেবল সর্পোপজীবী নয়—সে একজন

কবিও বটে—যদি দর্শন দিয়ে অনুগৃহীত না করেন, তবে অন্ততঃ এই পত্রখানি পাঠ করুন। (পত্র-প্রদান)

রাক্ষ।—(পত্র লইয়া পাঠ)

অতীব নিপুণ ভাবে, সমগ্র কুসুমরস পিইয়া ভ্রমর
করে যাহা উদ্‌গীরণ, অন্যের তাহাই হয় অতি কার্য্যকর॥

রাক্ষ।—(স্বগত) ও! "আমি কুসুমপুর-বৃত্তান্ত অবগত হয়েছি, আমি আপনার চর''—শ্লোকটির এই মর্ম্মার্থ। প্রভূত কার্য্যের ব্যস্ততায় চরদের কথা ভুলে গিয়েছিলেম—এখন আবার মনে পড়েছে। সাঁপুড়ের ছদ্মবেশে বিরাধগুপ্ত বোধ হয় কুসুমপুর থেকে এসেছে। (প্রকাশ্যে) প্রিয়ম্বদক, ঐ সুকবিটিকে এই খানে নিয়ে এসো—ওঁর মুখ হতে ভাল ভাল সুমিষ্ট বচন শুন্‌তে হবে।

প্রিয়ং।—যে আজ্ঞা। (সাঁপুড়ের নিকটে গিয়া) আসুন মশায়।

সাঁপু।—(নিকটে আসিয়া অবলোকন করিয়া স্বগত) ঐ যে অমাত্য রাক্ষস।

অমাত্য রাক্ষস ইনি;
—আশঙ্কা করিয়া লক্ষ্মী যাঁহার উত্তম,
মৌর্য্যরাজ-কণ্ঠদেশে
শ্লথ বাম বাহুলতা করিয়া স্থাপন
আছেন ফিরায়ে মুখ;
যদিও দক্ষিণ বাহু সবলে জড়িত স্কন্ধ-সনে
গাঢ় আলিঙ্গন-ভরে;—
তবু সেই বাম বাহু, অঙ্কে খসি পড়ে ক্ষণে ক্ষণে
—মৌর্য্যরাজ-বক্ষদেশ নাহি ধরে গাঢ় আলিঙ্গনে॥

(প্রকাশ্যে) অমাত্যের জয় হোক্!

রাক্ষ।—(দেখিয়া) এই যে বিরাধ—(অর্দ্ধোক্তি করিয়া স্মরণ হওয়ায়) প্রিয়ম্বদক! এখন সাপ-খেলা দেখে একটু আমোদ ভোগ করা যাক্। পরিজনেরা এখন বিশ্রাম করুক—তুমিও তোমার কাজে যাও।

প্রিয়ং।—যে আজ্ঞা।

(পরিজনবর্গের প্রস্থান)

রাক্ষ।—সখা বিরাধগুপ্ত! এই আসনে বোসো।

বিরা।—যে আজ্ঞা অমাত্য। (উপবেশন)

রাক্ষ।—(কষ্টের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া) আহা! মহারাজের পাদপদ্মোপজীবী ভৃত্যদের এখন এই অবস্থা। (রোদন)

বিরা।—অমাত্য! দুঃখ করে' কি হবে? আমার বিশ্বাস, শীঘ্রই আপনি আমাদের পুরাতন অবস্থা আবার ফিরিয়ে আন্‌বেন।

রাক্ষ।—সখা বিরাধগুপ্ত! এখন কুসুমপুরের সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা কর।

বিরা।—অমাত্য! কুসুমপুরের তো বিস্তীর্ণ বৃত্তান্ত—এখন কোন্ কথা থেকে আরম্ভ করব বলুন।

রাক্ষ।—চন্দ্রগুপ্তের নগরে প্রবেশ করা হতে, আমার তীক্ষ্ণবিষদায়ী চরেরা কি কি কাজ করলে আমি সমস্ত শুন্‌তে চাই।

বিরা।—এই আমি বল্‌চি শুনুন:—চাণক্যের বুদ্ধিতে চালিত হয়ে, শক যবন কিরাত কাম্বোজ পারসীক বাহ্লীক প্রভৃতি চন্দ্রগুপ্ত ও পর্ব্বতেশ্বরের সৈন্য-সাগরে—প্রলয়ের জলপ্লাবনের মত—সমস্ত কুসুমপুর একেবারে অবরুদ্ধ।

রাক্ষ।—(শস্ত্র আকর্ষণ করিয়া বাস্তসমস্ত ভাবে) আমি থাক্‌তে কার সাধ্য কুসুমপুর অবরোধ করে? প্রবীরক! প্রবীরক!

প্রাকারের চারিধারে
ধনুর্ধারী লোক শীঘ্র করহ স্থাপন,
শত্রু-করি-ভেদ-ক্ষম
গজবৃন্দ পুরদ্বার করুক রক্ষণ,
ত্যজিয়া মরণ-ভয়
নাশিতে দুর্ব্বল শত্রু বাসনা যাদের,
মোর সনে একপ্রাণে
অভিলাষ করে যারা অভীষ্ট যশের,
নির্গত হউক তারা
পুর হতে, বিলম্ব না করি' তিলার্দ্ধের॥

বিরা।—অমাত্য মশায়! উদ্বিগ্ন হবেন না—আমি পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত বর্ণনা করছিলেম।

রাক্ষ।—ও!—পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত? আমি মনে করছিলেম, বর্ত্তমানের কথা বল্‌চ। (শস্ত্র ত্যাগ করিয়া সাশ্রু লোচনে) হা মহারাজ নন্দ! সেই সময়ে তুমি আমার প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করতে, আমার তা বিলক্ষণ স্মরণ আছে।

মেঘনীল গজ-ঘটা যেথায় চলিছে,
"রাক্ষস যেন গো যায় এখনি তথায়।"
চঞ্চল তরঙ্গগতি অশ্বসৈন্য যেথা,
"এখনি রাক্ষস যেন সেই স্থানে ধায়।"
"বিপক্ষ-পদাতি-সৈন্য নাশুক রাক্ষস,"
এইরূপ কত আজ্ঞা দিতেন অজস্র।

জান নাকি, স্নেহসূত্রে হেথা অবস্থিত
একা হইয়াও আমি ছিলাম সহস্র ? ॥

—তার পর, তার পর ?

বিরাধ।—তার পর, চারি দিক হতে পুষ্পপুর অবরুদ্ধ দেখে, পৌর-দিগের প্রতি আচরিত এই অত্যাচার আর সইতে না পেরে, সেই অবস্থায় পৌরজনের অনুরোধে, সুরঙ্গ দিয়ে মহারাজ সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি তপোবনে পলায়ন করলেন। প্রভুর অবর্ত্তমানে আমাদের সৈন্য-মণ্ডলীর প্রযত্ন শিথিল হয়ে গেল—তখন শত্রুগণ জয় ঘোষণা করতে লাগল। নগরের মধ্যে থাক্‌লে শত্রুগণ নানা-প্রকার বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে মনে করে' অমাত্য আপনিও তো সুরঙ্গ দিয়ে পলায়ন করলেন এবং নন্দরাজ্য পুনঃস্থাপন ও চন্দ্রগুপ্তের নিধনের জন্য বিষকন্যা-প্রয়োগের ব্যবস্থা করলেন—কিন্তু দৈবক্রমে সেই বিষকন্যার দ্বারাই নিরপরাধ পর্ব্বতেশ্বর নিহত হলেন।

রাক্ষ।—সখা দেখ, কি আশ্চর্য্য ব্যাপার !

অর্জ্জুনে বধিতে কর্ণ
"একপুরুষ-ঘাতিনী" শক্তি রাখে ঠিক্ করি',
কৃষ্ণের সন্তোষ-তরে
নাশে ঘটোৎকচে উহা, পার্থে পরিহরি।
সেইরূপ বিষকন্যা
রক্ষিত হইয়াছিল চন্দ্রগুপ্ত-তরে,
চাণক্যের কল্যাণার্থ
নিহত করিল শেষে পর্ব্বতেশ্বরে ॥

বিরা।—অমাত্য। দৈবের এস্থলে স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ পাচ্চে, কি করা যায় বলুন।

রাক্ষ।—তার পর, তার পর?

বিরা।—তার পর, পিতা নিহত হলে, ভয়ে কুমার মলয়কেতু কুসুমপুর হতে পলায়ন করলেন। পর্ব্বতক-ভ্রাতা বৈরাধকের মনে এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়ে দেওয়া হল যে, এ হত্যাকাণ্ড চাণক্যের দ্বারা সাধিত হয় নি। তার পর, চন্দ্রগুপ্ত নন্দভবনে প্রবেশ করবেন, এইরূপ ঘোষণা করে' দেওয়া হল। দুর্ম্মতি চাণক্য কুসুমপুর নিবাসী সমস্ত সূত্রধারদের আহ্বান করে' বল্লেন, "দৈবজ্ঞের কথা-অনুসারে আজই অর্দ্ধরাত্রি-সময়ে চন্দ্রগুপ্ত নন্দভবনে প্রবেশ করবেন। অতএব প্রথম-দ্বার হতে আরম্ভ করে' সমস্ত রাজভবন তোমরা এখনি সংস্কার কর।" তাতে সূত্রধারেরা বল্লে,—"মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত নন্দভবনে প্রবেশ করবেন প্রথমে জান্‌তে পেরেই সূত্রধার দারুবর্ম্মা কনক-তোরণ স্থাপনাদি কার্য্যের দ্বারা প্রথমেই রাজদ্বারের সংস্কার শেষ করেছেন, এখন ভবনের অভ্যন্তরে সংস্কার আবশ্যক।" আদেশের অপেক্ষা না করেই রাজভবন দ্বারের সংস্কার করা হয়েছে শুনে চাণক্যবটু পরিতুষ্ট হয়ে দারুবর্ম্মার নৈপুণ্যের প্রশংসা করলেন এবং শীঘ্রই "সমুচিত পারিতোষিক পাবে" এইরূপ তাকে বল্লেন।

রাক্ষ।—(উদ্বেগ সহকারে) সখা! চাণক্য-বটুর পরিতোষ শেষে কোথায় রইল?—আমি জানি, দারুবর্ম্মার সমস্ত প্রযত্ন হয় বিফল, নয় অনিষ্ট-ফলে পরিণত হয়েছে। এইরূপ বুদ্ধিমোহে অথবা অতিমাত্র রাজভক্তি প্রযুক্ত কাল-প্রতীক্ষা না করেই

যে সে এই সংস্কারাদি কার্য্য করেছিল, তার দরুণ চাণক্য-বটুর মনে বিলক্ষণ সংশয় উপস্থিত হয়। তার পর, তার পর?

বিরা।—তার পর, দুর্ম্মতি চাণক্য শুভ লগ্নে অর্দ্ধরাত্রি সময়ে চন্দ্রগুপ্তের নন্দভবনে প্রবেশ হবে, এইরূপ শিল্পী ও পুরবাসীদের মনে ধারণা করিয়ে দিলেন। সেই সময় উপস্থিত হলে, পর্ব্বতেশ্বরের ভ্রাতাকে চন্দ্রগুপ্তের সহিত একাসনে বসিয়ে রাজ্যের অর্দ্ধার্দ্ধি ভাগ করা হল।

রাক্ষ।—পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত রাজ্যার্দ্ধভাগ পর্ব্বতেশ্বরের ভ্রাতা বৈরোধককে কি তবে সত্যই দেওয়া হয়েছিল?

বিরা। দেওয়া হয়েছিল বৈকি অমাত্য।

রাক্ষ।—(স্বগত) চিরধূর্ত্ত চাণক্যবটু সেই নিরপরাধ পর্ব্বতেশ্বরের গুপ্তবধ সাধন করে', যে অপযশের ভাগী হয়েছিল সেই অপযশ পরিহারার্থ, লোকের নিকট তার প্রতিপত্তি লাভের এইরূপ চেষ্টা। (প্রকাশ্যে) তার পর, তার পর?

বিরা।—তার পর, প্রথমে তো প্রকাশ করা হয়েছিল চন্দ্রগুপ্তই অর্দ্ধরাত্রে ভবন প্রবেশ করবেন—কিন্তু তা না হয়ে, দুর্মতি চাণক্যের আদেশ ক্রমে, তুষার্-স্বচ্ছ মুক্তাহার-পরিশোভিত উজ্জ্বল বর্ম্মে শরীর আচ্ছাদিত করে', মণিময় উজ্জ্বল মুকুট মস্তকে এবং সুগন্ধ কুসুমমালা যজ্ঞোপবীতের ন্যায়, তির্য্যক্‌ভাবে বক্ষঃস্থলে ধারণ করে' বৈরোধক, চন্দ্রগুপ্তের বাহন চন্দ্রলেখা নামক হস্তি-পৃষ্ঠে আরোহণ করলেন। চন্দ্রগুপ্তের অনুচর রাজলোক তাঁর অনুগমন করতে লাগল—চির-পরিচিত লোকেরাও বৈরোধককে চিন্‌তে না পেরে চন্দ্রগুপ্ত বলে' ভ্রম করতে লাগ্‌ল। বৈরোধক হস্তি-পৃষ্ঠে আরোহণ করে' অতিবেগে নন্দভবন প্রবেশে

প্রবৃত্ত হলেন। অমাত্য! আপনারই নিযুক্ত দারুবর্ম্মা নামে সূত্রধার তাকে চন্দ্রগুপ্ত ভেবে তার নিধনের জন্য যন্ত্র তোরণ পূর্ব্বহতেই সজ্জিত করে' রেখেছিল। তার পর, বাহনস্থিত চন্দ্রগুপ্তের অনুযাত্রী ভূপালগণ পুরদ্বারের বাহিরে বাহনদের থামিয়ে রাখ্‌লেন—কেবল বৈরোধকই একাকী অগ্রসর হলেন। তার পর, অমাত্য! আপনারই নিযুক্ত "বর্ব্বরক" নামে চন্দ্র-গুপ্তের মাহুৎ, কণক-শৃঙ্খল-বিলম্বিত কণক-দণ্ড হতে একটি গুপ্ত ছোরা টেনে বার করলে।

রাক্ষ।—উভয়েরই যত্ন অস্থানে প্রযুক্ত।—তার পর, তার পর?

বিরা।—তার পর, ছুরিকা আকর্ষণের সময়, মাহুতের জঘনাঘাতে উত্তেজিত হয়ে করিণী অতি বেগে চল্‌তে লাগ্‌ল। তার পর, যেরূপ মন্দগতিতে হস্তিনী পূর্ব্বে অগ্রসর হচ্ছিল, সেই গতি-অনুসারেই প্রথমে লক্ষ্য স্থির করা হয়, কিন্তু এই সময়ে হস্তীর গতি আবার দ্রুত হওয়ায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে অসময়ে যন্ত্র-তোরণ পতিত হল—তাই দেখে দারুবর্ম্মা ছুরিকা বার করে', চন্দ্রগুপ্ত মনে করে' বৈরোধককে আঘাত করতে উদ্যত হল, কিন্তু তাতে কৃতকার্য্য না হয়ে বর্ব্বরক বেচারাকে বধ করলে। তার পর, দারুবর্ম্মা মনে করলে, যন্ত্র তোরপাতে কার্য্য সিদ্ধি হলনা, চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক নিশ্চয়ই তার প্রাণদণ্ড হবে—এই মনে করে', শীঘ্র উত্ত... তে রণদেশে আরোহণ করে', যন্ত্র-চালনের মূল বীজ সেই লৌহ কীলকটি উঠিয়ে নিয়ে করিণী-পৃষ্ঠারূঢ় সেই নিরপরাধ বৈরোধককে চন্দ্রগুপ্ত-ভ্রমে নিহত করলে।

রাক্ষ।—কি সর্ব্বনাশ! দুইটি বিষম অনর্থ উপস্থিত হল। চন্দ্রগুপ্ত

নিহত হল না—নিহত হল বৈরোধক আর বর্ব্বরক। (আবেগ-সহকারে স্বগত) এরাতো নিহত হল না, দৈব আমাদেরই নিহত করলেন। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা এখন সেই সূত্রধার দারুবর্ম্মা কোথায়?

বিরা।—বৈরোধকের সম্মুখে যে সব পদাতিরা ছিল তারা লোষ্ট্রা-ঘাতে তাকে বধ করলে।

রাক্ষ।—(সাশ্রু লোচনে) কি কষ্ট! কি কষ্ট! আহা! প্রিয় সুহৃদ দারুবর্ম্মা আমাকে ছেড়ে চলে গেলেন? আচ্ছা, সেই ভিষক্ অভয়-দত্ত কি কাজ করলেন?

বিরা।—অমাত্য, তাঁর যা করবার তিনি সমস্তই করেছেন।

রাক্ষ।—(সহর্ষে) দুর্ম্মতি চন্দ্রগুপ্ত কি নিহত হয়েছে?

বিরা।—না অমাত্য, দৈবক্রমে তিনি বেঁচে গেছেন।

রাক্ষ।—(সবিষাদে) তবে যে তুমি পরিতুষ্ট হয়ে বল্লে' সমস্তই করেছেন, তার অর্থ কি?

বিরা।—অমাত্য! তিনি চন্দ্রগুপ্তের জন্য বিষচূর্ণ-মিশ্র ঔষধ প্রস্তত করেছিলেন। কিন্তু দুর্ম্মতি চাণক্য কনক-পাত্রে তার বর্ণান্তর উপলব্ধি করে' চন্দ্রগুপ্তকে বল্লে—"বৃষল! বৃষল! এ ঔষধে বিষ আছে, পান কোরো না।"

রাক্ষ।—এই বটুটা ভারি শঠ্। আচ্ছা,তার পর সেই বৈদ্যের কি হল?

বিরা।—সে ঔষধ সেই বৈদ্যকেই পান করান হল—আর তাতেই তার মৃত্যু হল।

রাক্ষ।—(সবিষাদে) আহাহা! তাহলে বলনা কেন, মহান বিজ্ঞান-রাশিই গত হয়েছেন। আচ্ছা, চন্দ্রগুপ্তের শয্যা-সংক্রান্ত প্রধান কর্ম্মচারী প্রমোদকের কি হল?

বিরা।—সেও নিহত হয়েছে।

রাক্ষ।—(সোদ্বেগে) কি রকম করে' ?

বিরা।—সে লোকটা অতি মূর্খ। অমাত্য! আপনারই প্রদত্ত বিপুল অর্থরাশি লাভ করে', বিপুল ব্যয়-সহকারে সে সম্ভোগ আরম্ভ করেছিল। তার পর, "কোথা হতে তোমার এত প্রভূত ধনাগম হল"—এই কথা তাকে জিজ্ঞাসা করায় পরস্পর-বিরোধী সে অনেক কথা বল্লে—তাতে দুর্মতি চাণক্য কোন বিচিত্র উপায়ে তাকে বধ করতে আদেশ করলেন।

রাক্ষ।—(সোদ্বেগে) এস্থলেও দৈব আমাদের কার্য্যের প্রতিবন্ধক হলেন। আচ্ছা, রাজ-শয়ন-গৃহের অভ্যন্তরস্থ সুরঙ্গে অবস্থান করে' আমাদের নিযুক্ত বীভৎসক প্রভৃতি কর্ম্মচারীরা, নিদ্রিতা-বস্থায় চন্দ্রগুপ্তকে যে বধ করবে বলেছিল, তার কি হল ?

বিরা।—অমাত্য, সে অতি দারুণ বৃত্তান্ত।

রাক্ষ।—(সাবেগে) দারুণ বৃত্তান্ত কিরূপ ? দুর্মতি চাণক্য তো জান্‌তো না, সুরঙ্গের মধ্যে তাদের বাস ?

বিরা।—জান্‌তো বৈ কি।

রাক্ষ।—কি করে' জান্‌লে ?

বিরা।—প্রথমে চন্দ্রগুপ্ত ভবনে যেই প্রবেশ করলেন, অমনি দুরাত্মা চাণক্য শয়ন-গৃহের চারিদিক ভাল করে' দেখেনিলে। তার পর একটা ছিদ্র হতে, ভাতের কণা নিয়ে একসার পিঁপ্‌ড়ে বেরিয়ে আস্‌চে দেখ্‌তে পেয়ে মনে করলে অবশ্যই ঘরে মনুষ্য আছে; তাই ঘরের ভিতরে আগুন ধরিয়ে দিলে। বীভৎসক প্রভৃতি বেরোবার পথ না পেয়ে গৃহ-দাহে দগ্ধ হয়ে নিহত হল।

রাক্ষ।—(সাশ্রু লোচনে) সখা! দেখ, চন্দ্রগুপ্তের অদৃষ্টগুণে সবাই নিহত হল।

চন্দ্রগুপ্ত বধ-তরে বিষময়ী যে কন্যায়
নিজে আমি করিনু প্রেরণ,
রাজ্যার্দ্ধভাগী নৃপ পর্ব্বতক, দৈববশে
তাহাতেই হইল নিধন।
নিয়োজিনু যাহাদের মহারাজ চন্দ্রগুপ্তে
বধিবারে যন্ত্র-বিষ-বলে,
তারাই মরিল আগে; আমার নীতিতে দেখ
মৌর্য্যের শুভই শুধু ফলে॥

বিরা।—অমাত্য! তবু, যে কাজ আরম্ভ করা গেছে তা ছাড়া উচিত নয়। দেখুন অমাত্য :—

বিঘ্ন-ভয়ে কার্য্যারম্ভ কভু নাহি করয়ে অধম,
আরম্ভিয়া বাধা পেয়ে ক্ষান্ত হয় যে জন মধ্যম,
পুনঃ পুনঃ বাধা পেয়ে তবু যেনা প্রারব্ধরে ছাড়ে
তাহারি উত্তম গুণ, সকলে উত্তম বলে তারে॥

অপিচ :—

অনন্ত-শরীরে কিগো হয়নাকো ভূধারণ-ক্লেশ?
তবুতো নিঃক্ষেপ নাহি করে কভু ধরণীরে "শেষ।"
দিবাপতি-গতিতে কি—বলদেখি—নাহি পরিশ্রম?
তবুতো নিশ্চলভাবে নাহি থাকে সূর্য্য কদাচন।
লজ্জা নাহি পায় কি গো শ্লাঘ্য জন ত্যজি' অঙ্গীকার?
—অঙ্গীকার পালনইতো সাধুদের চির-কুলাচার॥

রাক্ষ।—সখা! প্রারব্ধ কার্য্য ত্যাগ করা উচিত নয়—এখুব ঠিক্ কথা। তার পর, তার পর?

বিরা।—সেই অবধি দুর্ম্মতি চাণক্য সহস্রগুণে অধিক সাবধান হয়ে, "এ ব্যক্তি হতে চন্দ্রগুপ্তের এই অনিষ্ট হবে" এইরূপ পূর্ব্বহতেই আশঙ্কা করে' কুসুমপুর-নিবাসী নন্দামাত্যের অনুগত তাবৎ লোককেই নিগৃহীত করলেন।

রাক্ষ।—(আবেগ-সহকারে) আচ্ছা বয়স্য, কে কে নিগৃহীত হ'ল বল দিকি?

বিরা।—অমাত্য! প্রথমেই তো বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী জীবসিদ্ধি অপমানের সহিত নগর হতে নির্ব্বাসিত হল।

রাক্ষ।—(স্বগত) এ দণ্ড তার পক্ষে অসহ্য নয়। তার পরিবার নেই—তার পক্ষে স্থানচ্যুতি বিশেষ কষ্টকর হবে না। (প্রকাশ্যে) সখা, কি অপরাধে তার নির্ব্বাসন হল?

বিরা।—"সে দুরাত্মা রাক্ষসের কথা-মত বিষ-কন্যা দ্বারা পর্ব্বতেশ্বরকে বধ করে"—এই অপরাধে।

রাক্ষ।—(স্বগত) সাধু চাণক্য সাধু!

নিজ অপযশ তব করি' পরিহার,
চাপাইলে আমাপরে সব দোষভার।
অর্দ্ধরাজ্যভাগী সেই পর্ব্বতেশে নাশি'
একনীতি-বীজে তব বহু ফল-রাশি॥

(প্রকাশ্যে) তার পর—তার পর?

বিরা।—তার পর, "চন্দ্রগুপ্তকে বধ করবার জন্য শকটদাস, দারুবর্ম্মা প্রভৃতিকে নিয়োজিত করেছিল"—এই কথা ঘোষণা করে' দিয়ে, শকট দাসকে শূলে চড়িয়ে দেওয়া হল।

রাক্ষ :—(সাশ্রুলোচনে) হা সখা শকটদাস! তোমার এরূপ মৃত্যুদণ্ড নিতান্তই অন্যায়। তবে স্বামীর জন্য তুমি প্রাণ দিয়েছ, তাই তোমার জন্য শোক করা উচিত নয়। এস্থলে আমরাই শোচনীয়; যেহেতু, নন্দবংশ ধ্বংশ হবার পরেও আমরা বাঁচতে ইচ্ছা করচি।

বিরা।—অমাত্য! সে কথা ঠিক্ নয়—আর কিছুর জন্য না হোক্, স্বামীর কার্য্য সাধনার্থেই আমাদের এখনও জীবন ধারণ করা প্রয়োজন।

রাক্ষ।—সখা!

এই জন্য আমরাও করিয়াছি জীবনে বাসনা
—না করে কৃতঘ্নজন মৃতরাজে কভু আরাধনা॥

সখা, আর আর সুহৃদদের কি বিপদ ঘট্‌ল বল দিকি—আমি এখন সবই শুন্‌তে প্রস্তুত।

বিরা।—তার পর, চন্দনদাস ভীত হয়ে, অমাত্য! আপনার পুত্র-কলত্র পরিবারকে স্থানান্তরিত করলেন।

রাক্ষ।—সখা, তাহলে চন্দনদাস ক্রূর-মতি চাণক্য বটুর বিরুদ্ধে কাজ করেছেন।

বিরা।—অমাত্য! সুহৃদের বিরুদ্ধে কাজ করলে আরও অন্যায় হত।

রাক্ষ।—তার পর, তার পর?

বিরা।—তার পর, চাণক্য বটুর অনুরোধ-ক্রমেও যখন অমাত্যের পুত্র-কলত্রকে চন্দনদাস সমর্পণ করলেন না, তখন চাণক্য-বটু কুপিত হয়ে—

রাক্ষ।—নিশ্চয়ই তাঁকে বধ করলেন।

বিরা।—না অমাত্য! বধ করেননি কিন্তু গৃহের ধনসম্পত্তি সমস্ত

হস্তগত করে' পুত্র-কলত্রের সহিত তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করলে।

রাক্ষস।—পরিতুষ্ট হয়ে তুমি একথা বল্‌চ—এতে পরিতোষের বিষয় কি আছে? রাক্ষসের পুত্র-কলত্র, স্থানান্তরিত হয়েছে, একথা বলাও যা, পুত্র-কলত্রের সহিত রাক্ষস কারারুদ্ধ হয়েছে একথা বলাও তা।

(ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া একজন রক্ষীর প্রবেশ)

রক্ষী।—অমাত্যের জয় হোক্! শকটদাস দ্বার-দেশে উপস্থিত।

রাক্ষ।—প্রিয়ম্বদক! এ কি সত্য?

প্রিয়ং।—অমাত্যের ভৃত্যেরা কি কখন মিথ্যা বল্‌তে পারে?

রাক্ষ।—সখা বিরাধগুপ্ত! এ কি ব্যাপার?

বিরা।—অমাত্য! যে ব্যক্তি রক্ষা হবার, ভবিতব্যতাই তাকে রক্ষা করে।

রাক্ষ।—প্রিয়ম্বদক! সত্যই যদি এসে থাকে, তবে কেন বিলম্ব করচ—তাকে শীঘ্র নিয়ে এসো।

প্রিয়ং।—যে আজ্ঞা অমাত্য। (প্রস্থান)

শকটদাস এবং তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সিদ্ধার্থকের প্রবেশ।

শক।—(দেখিয়া স্বগত)

মৌর্য্য যেন বদ্ধমূল
—ভীম শূল হেরিলাম প্রোথিত ভূতলে,

মর্ম্মঘাতী বধ্যমালা
মৌর্য্যলক্ষ্মী রূপে যেন পরিলাম গলে।
নন্দ-বধ-কালে ঘোর
অশ্রাব্য ঘোষণা-বাদ্য শ্রবণে শুনিয়া
পূর্ব্ব হতে হয়ে আছে
হৃদয় কঠিন মোর—গিয়াছে সহিয়া,
—তাই মর্ম্মাহত মোর হয় নাই হিয়া॥

(অবলোকন করিয়া সহর্ষে) ঐ যে অমাত্য রাক্ষস।
নন্দ-ক্ষয় হইলেও স্বামীতে অক্ষয় ভক্তি,
সাধন করেন স্বামী-কাজ,
স্বামীভক্তদের ইনি পরম দৃষ্টান্ত হয়ে
পৃথ্বী-মাঝে করেন বিরাজ॥

(নিকটে অগ্রসর হইয়া) অমাত্যের জয় হোক্!

রাক্ষ।—(অবলোকন করিয়া সহর্ষে) সখা শকট দাস! কুটিলমতি চাণক্যের দৃষ্টিগোচর হয়েও তুমি যে আবার আমার দৃষ্টিগোচর হলে, এ আমার পরম সৌভাগ্য বল্‌তে হবে। এসো আমাকে আলিঙ্গন কর।

শক।—(তথা করণ)

রাক্ষ।—(শকট দাসকে আলিঙ্গন করিয়া) এই আসনে বোসো।

শক।—যে আজ্ঞা অমাত্য। (উপবেশন)

রাক্ষ।—সখা শকট দাস! কোন্ ব্যক্তি হতে আমি আজ এই হৃদয়ানন্দ লাভ করলেম বল দেখি?

শক।—(সিদ্ধার্থককে দেখাইয়া) অমাত্য! প্রিয়সুহৃদ সিদ্ধার্থক ঘাতকদের তাড়িয়ে দিয়ে বধ্য-স্থান হতে আমাকে নিয়ে এসেছেন।

রাক্ষ।—(সহর্ষে) বাপু সিদ্ধার্থক, আমাদের এই প্রিয়সখার তুমি যার পর নাই উপকার করেছ—এর সমুচিত প্রতিদান আর কি হতে পারে—তবু এইগুলি দিচ্চি গ্রহণ কর।

(নিজ গাত্র হইতে ভূষণাদি খুলিয়া সিদ্ধার্থককে প্রদান)

সিদ্ধা।—(গ্রহণ করিয়া পদতলে পতিত হইয়া স্বগত) এখন তবে আমি প্রভু চাণক্যের আদেশ-অনুসারে কাজ করি। (প্রকাশ্যে) অমাত্য! এখানে আমি এই প্রথম এসেছি, এখানে আমার এমন কেউ পরিচিত লোক নেই, যার কাছে অমাত্যের এই পারিতোষিক উপহারগুলি রেখে নিশ্চিন্ত হতে পারি। তাই আমার ইচ্ছা, অমাত্যের মুদ্রায় মুদ্রিত করে' অমাত্যের ভাণ্ডারেই এগুলি রাখা হয়। যখন আমার প্রয়োজন হবে তখন আবার আমি নেব।

রাক্ষ।—আচ্ছা, তাতে আপত্তি কি, শকট দাস! তাই কর।

শক।—যে আজ্ঞা অমাত্য। (মুদ্রা দেখিয়া জনান্তিকে) অমাত্য! এই মুদ্রাটি যে আপনার নামাঙ্কিত।

রাক্ষ।—(দেখিয়া সবিষাদে মনে মনে বিচার করত স্বগত) আহা! আমার উৎকণ্ঠা দূর করবার জন্য, নগর হতে প্রস্থান করবার সময়, ব্রাহ্মণী আমার হাত থেকে এটি নিয়েছিলেন। আচ্ছা, এর হাতে কি করে' এল? (প্রকাশ্যে) বাপু সিদ্ধার্থক! এটি কোথা থেকে পেলে বল দিকি?

সিদ্ধা।—অমাত্য! চন্দনদাস নামে কুসুমপুর-নিবাসী একজন

মণিকার শ্রেষ্ঠী আছেন। তাঁর গৃহদ্বারে এটি পড়েছিল—আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলেম।

রাক্ষ।—সম্ভব।

সিদ্ধা।—অমাত্য! কিসে সম্ভব মনে করলেন?

রাক্ষ।—সখা! ধনীদের দ্বারেই এইরূপ হস্ত-চ্যুত দ্রব্য পাওয়া যায়।

শক।—সখা সিদ্ধার্থক! অমাত্য-নামাঙ্কিত এই মুদ্রাটি তুমি দেও, অমাত্য অর্থ দিয়ে তোমাকে পরিতুষ্ট করবেন।

সিদ্ধা।—অমাত্য এই মুদ্রাটি অনুগ্রহ করে' গ্রহণ করলেই আমার যথেষ্ট পরিতোষ হবে—আমি আর কোন পারিতোষিকের প্রার্থী নই। (মুদ্রা সমর্পণ)

রাক্ষ।—দেখ সখা শকটদাস! তোমার অধিকার-ভুক্ত কার্য্যে এই মুদ্রাটি ব্যবহার কোরো।

শক।—যে আজ্ঞা অমাত্য।

সিদ্ধা।—অমাত্য। একটা কথা নিবেদন করব কি?

রাক্ষ।—বাপু! বিশ্বস্তভাবে অসংকোচে বল।

সিদ্ধা।—অমাত্য তো জানেনই, দুর্মতি চাণক্যের কোন অপ্রিয় কাজ করে' পাটলীপুত্রে পুনর্ব্বার প্রবেশ করা আমার পক্ষে অসম্ভব, তাই আমার ইচ্ছা, এখানে থেকেই অমাত্যের শ্রীচরণ সেবা করি।

রাক্ষ।—বাপু, সে তো সুখের বিষয়। তোমার মত প্রিয় মিত্রকে কাছে রাখাই আমার ইচ্ছা—তুমি আপনিই যখন সেইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে, তখন আর সে বিষয়ে তোমাকে আমার অনুরোধ করতে হল না। হাঁ, তুমি আমার কাছেই থাকো।

সিদ্ধা।—(সহর্ষে) অনুগৃহীত হলেম।

রাক্ষ।—সখা শকটদাস! সিদ্ধার্থকের বিশ্রামের আয়োজন করে’ দেও।

শক।—যে আজ্ঞা অমাত্য। (সিদ্ধার্থকের সহিত প্রস্থান)

রাক্ষ।—সখা বিরাধগুপ্ত! কুসুমপুরের অবশিষ্ট বৃত্তান্তটা এখন বল দিকি। কুসুমপুর-নিবাসী চন্দ্রগুপ্তের প্রজাদের উপর আমাদের ভেদ-কার্য্য কি আরম্ভ হয়েছে?

বিরা।—হাঁ অমাত্য! হয়েচে বৈ কি; যথাক্রমে প্রধান প্রধান রাজপুরুষদের উপর ভেদ-নীতি প্রয়োগ করা যাচ্চে। এখন রাজার সঙ্গে মন্ত্রীর মনান্তর হবার উপক্রম হয়েছে।

রাক্ষ।—সখা, তাঁদের মধ্যে মনান্তরের কারণ কি বল দেখি।

বিরা।—অমাত্য! এই তার কারণ। মলয়কেতুর পলায়নের পর থেকে চন্দ্রগুপ্ত আপনাকে নিঃশত্রু মনে করে’, চাণক্যের মনে আঘাত দিতে কুণ্ঠিত হচ্চেন না, আবার চাণক্যও এখন জয়গর্ব্বে গর্ব্বিত, তিনিও চন্দ্রগুপ্তের আজ্ঞা ভঙ্গ করে’ চন্দ্রগুপ্তের মনে বিরক্তি উৎপাদন করতে সঙ্কুচিত হচ্চেন না। এ তো আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি।

রাক্ষ।—সখা বিরাধগুপ্ত! তবে তুমি আবার সাঁপুড়ের ছদ্মবেশে কুসুমপুরে যাও। সেখানে বৈতালিক-ব্যবসায়ী স্তনকলস নামে আমার একটি সুহৃদ বাস করেন। তুমি গিয়ে আমার নাম করে’ তাঁকে বল, চন্দ্রগুপ্ত যে আজ-কাল চাণক্যের আজ্ঞা ভঙ্গ করচেন সেই বিষয়ে তিনি প্রশংসা-সূচক শ্লোক পাঠ করে’ চন্দ্রগুপ্তকে যেন উত্তেজিত করেন। তার যা ফল হয়, অতি গোপনে উষ্ট্রারোহী দূতের দ্বারা আমাকে সংবাদ পাঠিও।

বিরা।—যে আজ্ঞা অমাত্য। (প্রস্থান)

একজন রক্ষীর প্রবেশ।

রক্ষী।—অমাত্যের জয় হোক্! অমাত্য! শকটদাস এই কথা আমাকে জানাতে বল্লেন, এই তিনটি অলঙ্কার একজন বিক্রী করতে এনেছে; তা, এইগুলি আপনি একবার দেখুন।

রাক্ষ।—(দেখিয়া স্বগত) ওঃ! এগুলি যে মহামূল্য অলঙ্কার। বাপ্! শকটদাসকে বল, বিক্রেতাকে যথোচিত মূল্য দিয়ে এ-গুলি যেন গ্রহণ করা হয়।

রক্ষী।—যে আজ্ঞা। (প্রস্থান)

রাক্ষ।—আমিও ততক্ষণ একজন উষ্ট্রারোহীকে কুসুমপুরে পাঠাই। (উঠিয়া) দুরাত্মা চাণক্যের সহিত চন্দ্রগুপ্তের ভেদসাধন কি হবে?—আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় কি না দেখা যাক্।

মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্ত
সর্ব্বরাজ-অধিরাজ হয়ে এবে আছে তেজ-ভরে,
"আমারি আশ্রয়ে রাজা
চন্দ্রগুপ্ত"—চাণক্যেরো এই গর্ব্ব জাগিছে অন্তরে।
একজন রাজ্য লাভে
হইয়াছে কৃতকার্য্য—অন্যজন প্রতিজ্ঞার কাজে;
উভয়ের সফলতা
এই অবসর লভি ঘটাইবে ভেদ দোঁহা-মাঝে॥

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

তৃতীয় অঙ্ক।

দৃশ্য।—পাটলীপুত্রে চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদ।

বৈহিনার কঞ্চুকীর প্রবেশ।

শোন্ বলি তৃষ্ণা ওরে! যে সব ইন্দ্রিয়-যোগে
রূপাদি বিষয় নিরূপিয়া
লভিস জনম তুই, হত সেই চক্ষু আদি;
এবে রুদ্ধ তাহাদের ক্রিয়া।
আজ্ঞাবহ অঙ্গগুলি
ত্যজিয়াছে ক্রমে ক্রমে পটুতা আপন,
জরা আসি' মূর্দ্ধে তব
সবলে করেছে দেখ্ চরণ স্থাপন,
মিছে তবে কেন মোরে করিস্ দহন॥

(পরিক্রমণ করিয়া আকাশে) ওহে সুগাঙ্গ-প্রাসাদের তত্ত্বাবধায়ক কর্ম্মচারিগণ! সুগৃহীতনামা মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত তোমাদের এই আদেশ করচেন:—কুসুমপুরে যে অতি-রমণীয় কৌমুদী-মহোৎসব আরম্ভ হয়েছে তা আমি দেখ্‌তে ইচ্ছা করি। অতএব "সুগাঙ্গ"-প্রাসাদের উপরে আমাদের দর্শন-যোগ্য স্থান সকল নির্দ্দিষ্ট কর।—সে সমস্ত ঠিক্ করতে তোমাদের বিলম্ব হচ্চে কেন? (আকাশে শ্রবণ)

প্রত্যুত্তর।—"আপনি বলেন কি মহাশয়? মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত কৌমুদী-উৎসব করতে নিষেধ করেছেন তা কি আপনি জানেন না?"

কঞ্চুকী।—(আকাশে) আরে হতভাগারা! তোদের মরণ উপ-

স্থিত দেখ্‌ছি—ও সব বাজে কথা রেখে দিয়ে উৎসবের শীঘ্র আয়োজন কর্।

প্রাসাদের স্তম্ভরাজি ধূপের বিমল গন্ধে
হোক্ সুরভিত,
পূর্ণচন্দ্রকরোজ্জ্বল চামরে শোভিত হোক্—
মাল্যে বিভূষিত।
প্রাসাদ-কুট্টিম-ভূমি রাজসিংহাসন-ভারে
বহুদিন বিমূর্চ্ছিত-প্রায়
সপুষ্প চন্দন-বারি সিঞ্চিয়া তাহার পরে,
শীঘ্র করি' শান্ত কর তায়॥

উত্তর।—কি?—শীঘ্র আমাদের এই সমস্ত উদ্যোগ কর্‌তে বল্‌চেন?

কঞ্চুকী।—(আকাশে) শীঘ্র কর, শীঘ্র কর, ঐ দেখ মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত এই দিকে আস্‌চেন।

যাঁর পিতা নন্দরাজ
সুদৃঢ় অঙ্গের বলে মহাভারক্ষম,
বিষম দুর্গম পথে
ধরণীর গুরুভার করিলা বহন,
এ নব-বয়সে দেখ
তিনি এবে বহিতে উদ্যত সেই উচ্চ গুরুভার;
মনস্বী সুশিক্ষাবলে
সহেন সতত ক্লেশ—কভু না করেন পরিহার॥

প্রতীহারীর সহিত রাজার প্রবেশ।

রাজা।—(স্বগত) রাজাকে বাধ্য হয়ে শাস্ত্রবিহিত রাজধর্ম্মের অনুসরণ করতে হয়—সুতরাং রাজা পরাধীন—তাঁর পক্ষে রাজত্ব অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার।

পরার্থের অনুষ্ঠানে
স্বার্থপরতাতে করে নৃপেরে জড়িত,
নিজস্বার্থ তেয়াগিলে
নৃপের নৃপত্ব পুনঃ হয় অন্তর্হিত।
আপনার স্বার্থ হতে
পরার্থেরে যদি কেহ প্রিয় করি' গণে
তবে সে তো পরাধীন,
সুখাস্বাদ কোথা পাবে পরাধীন জনে?

তাছাড়া, আত্মসংযমী আত্মবান রাজাদের পক্ষে রাজলক্ষ্মী নিতান্ত দুরারাধ্যা।

উপাসক তীক্ষ্ণ হ'লে উদবিগ্ন লক্ষ্মীর পরাণ,
মৃদু হলে পর-অপমান-ভয়ে করেন প্রস্থান,
মূর্খেরে করেন ঘৃণা,
অধিক বিদ্বান হ'লে নাহি হয় প্রেমের উচ্ছ্বাস,
শূরে দেখি' পান ভয়,
নিতান্ত হইলে ভীরু তাহারে করেন উপহাস।
আদরিণী বেশ্যা-সম
লক্ষ্মীরে সেবিতে হয় অতিকষ্টে হয়ে তাঁর দাস॥

তার পরে আবার, "আমার সহিত কৃত্রিম কলহ করে' কিছু-কাল স্বতন্ত্রভাবে রাজ-কার্য্য করবে" এইরূপ আবার ঠাকুর আমাকে উপদেশ করেছেন। এই পাতকের কাজ কি ক'রে তিনি আমার কাছ থেকে স্বীকার করিয়ে নিলেন? অথবা, ঠাকুরের উপদেশ-অনু-সারে কাজ করে' করে', আমার চিত্ত নিতান্ত পরাধীন হয়ে পড়েছে।

এই ভূমণ্ডল-মাঝে সৎকার্য্য করিলে শিষ্য
গুরু নাহি করে নিবারণ,
মোহবশে যদি কভু, পথ ছাড়ি যায়, তারে
ফিরায় গো গুরুর শাসন।
সুশিক্ষিত সাধু জন
অবাধে স্বাধীন ভাবে বিচরে সতত,
আমিই রয়েছি শুধু
স্বাতন্ত্র্য-বিমুখ হয়ে পর-পদানত॥

(প্রকাশ্যে) দেখ বৈহীনরা সুগাঙ্গ-প্রাসাদে আমাকে নিয়ে চল।

কঞ্চু।—এই দিকে মহারাজ এই দিকে।

(রাজার পরিক্রমণ)

দৃশ্য—"সুগাঙ্গ"-প্রাসাদ।

কঞ্চু।—(পরিক্রমণ করিয়া) মহারাজ, এই সুগাঙ্গ-প্রাসাদ। ধীরে ধীরে আরোহণ করুন।

রাজা।—(আরোহণ করিয়া চারিদিকে অবলোকন করত) আহা! শরৎকালের শোভা-সৌন্দর্য্যে দিঙমণ্ডল কি রমণীয় ভাব ধারণ করেছে!

বর্ষা-অপগমে ছায় শুভ্র মেঘ-খণ্ডগুলি
শীর্ণ বালু-তট সম
চারিদিকে সমাকীর্ণ কল-কল্লোলকারী
সারসের সমাগম।
রজনীতে পরিব্যাপ্ত বিচিত্র নক্ষত্ররাজি
বিকচ কুমুদ-প্রায়,
দীর্ঘ দশদিক যেন নভস্তল হতে ঝরি
নদীরূপে বহে যায়॥

অপিচ :—

উচ্ছলিত জল-দলে উপদেশি' না লঙ্ঘিতে
স্বনির্দ্দিষ্ট পথ
সুপ্রচুর শস্য-ভারে শালী-ধান্য-শিখা-গুলি
করি' অবনত,
উগ্র-বিষ-সম সেই ময়ূরগণের মদ
করিয়া হরণ
বিনয়ের উচ্চ শিক্ষা শরৎ সকল জনে
করে বিতরণ॥

অপিচ :—

পতি সে বহু-বল্লভ
—অপ্রসন্না গঙ্গা তাই থাকে ঈর্ষা-ভরে,
রতি-কথা-সুচতুরা
শরৎ দূতীর ন্যায় তাঁরে শান্ত করে।

যতনে প্রসন্ন করি'
মার্গে আনি' কোন মতে কৃশাঙ্গী দেবীকে
লয়ে যায় তাঁরে সিন্ধু-পতির সমীপে॥

(চারিদিকে অবলোকন করিয়া) একি! কুসুমপুরে আজ কৌমুদী-উৎসবের উদ্যোগ দেখ্‌চি নে কেন? আচ্ছা, বৈহীনরা আমার নাম করে' কুসুমপুরে আজ কৌমুদী-মহোৎসবের ঘোষণা করে' দিয়েছিলে তো?

কঞ্চু।—মহারাজ, ঘোষণা করেছিলেম বৈ কি।

রাজা।—তবে কেন পৌরজনেরা আমাদের আদেশ-অনুসারে কাজ করচে না?

কঞ্চু।—(কান ঢাকিয়া) সে কি কথা মহারাজ? মহারাজের আজ্ঞা ইতিপূর্ব্বে কেহই লঙ্ঘন করতে সাহস করে নি—আজ কি না তা পৌরজনেরা লঙ্ঘন করবে?

রাজা।—তবে, বৈহীনরা এখনও পৌরজনদের উৎসবে প্রবৃত্ত দেখ্‌চি না কেন? দেখ:—

ঘন-জঘন অলস-গতি বারাঙ্গনা যত
কথা-চতুর নাগর-সঙ্গে না শোভয়ে পথ।
পরসপরে স্পরধা করি' গৃহের বিভবে
স্ত্রীগণ-সনে প্রধান জনে না মাতে উৎসবে॥

কঞ্চু।—মহারাজ, তাই বটে।

রাজা।—কি বল্‌চ?

কঞ্চু।—হাঁ তাই বটে মহারাজ।

রাজা।—স্পষ্ট করে' বল; এর কারণ কি?

কঞ্চু।—মহারাজ, কৌমুদী-উৎসব এবার নিষিদ্ধ হয়েছে।

রাজা।—(সক্রোধে) আঃ! কে নিষেধ করলে?

কঞ্চু।—মহারাজ! আর অধিক নিবেদন করতে আমরা অক্ষম।

রাজা।—চাণক্য নিশ্চয়ই এরূপ রমণীয় দৃশ্য হতে দর্শকগণকে বঞ্চিত করেন নি?

কঞ্চু।—মহারাজ! প্রাণের মায়া ছেড়ে অন্য আর কে মহারাজের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করতে পারে বলুন?

রাজা।—শোনোত্তরে! আমি উপবেশন করতে ইচ্ছা করি।

প্রতী।—মহারাজ! এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

রাজা।—(উপবেশন করিয়া) দেখ বৈহীনরি! চাণক্য-ঠাকুরকে দেখ্‌তে চাই।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান)

দৃশ্য—চাণক্যের ভবন। কোপ মিশ্রিত চিন্তা-সহকারে চাণক্য আসীন।

চাণ।—(স্বগত) হতভাগ্য দুরাত্মা রাক্ষস কি করে' আমার সহিত স্পর্দ্ধা করে?

চাণক্য অপমানিত

কুপিত ভুজঙ্গসম পুর হতে করিয়া প্রস্থান

নন্দেরে বধিয়া যথা

মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্তে করিলেন সিংহাসন দান,

সেইরূপ বুদ্ধিবলে

চন্দ্র-গুপ্ত-চন্দ্রশোভা করিবেন রাক্ষস হরণ?

এই চেষ্টা তাঁর এবে
বুদ্ধির প্রভাবে তিনি করিবেন মোরে অতিক্রম॥

(আকাশে) রাক্ষস! রাক্ষস! এদুশ্চেষ্টা হতে তুই বিরত হ॥
নহে এই চন্দ্রগুপ্ত গর্ব্বিত নৃপতি নন্দ
—কুমন্ত্রী-চালিত রাজ্য যার,
তুমিও চাণক্য নহ, এটুকু সাদৃশ্য শুধু
—উভয়েরি শত্রুতা অপার॥
শত্রুর বিশ্বাস লভি' মোর ভৃত্য আছে ঘিরি
"পর্ব্বত"-নন্দনে,
সিদ্ধার্থক-আদি চর রয়েছে নিযুক্ত মোর
আদেশ পালনে।
ভেদ-কার্য্যে পটু আমি, কৃত্রিম কলহ করি'
চন্দ্রগুপ্ত সাথে
এক্ষণে করিব চেষ্টা মলয়-কেতু রাক্ষসে
ভেদ ঘটে যাতে॥

কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চু।—ওঃ! রাজসেবায় অশেষ কষ্ট!
প্রথমে রাজার ভয়
পরে সচিবের—পরে রাজ-প্রিয়জনে,
পরে ধূর্ত্তগণে ভয়
—অনুগ্রহ পায় যারা রাজার ভবনে।

গাল-মন্দ সহি' যেগো
দৈন্য-হেতু অন্ন-তরে ঊর্দ্ধ মুখে থাকে
কৃত-বুদ্ধি পণ্ডিতেরা
কুকুর-জীবিকা বলে তার ব্যবসাকে ॥

(পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) এই তো চাণক্যের গৃহ—এইবার তবে প্রবেশ করি। (প্রবেশ ও অবলোকন করিয়া) মরি মরি! রাজাধিরাজ-মন্ত্রীর কি চমৎকার গৃহ-ঐশ্বর্য্য!

কোথাও বা দেখা যায়
গুঁড়াতে গোময়-শুষ্ক আছে নোড়ানুড়ি,
কোথাও বা রহে পড়ি
শিষ্যগণ-আহরিত কুশ ঝুড়ি-ঝুড়ি,
গৃহের প্রাচীর জীর্ণ,
গৃহ-চাল পড়েছে ঝুঁকিয়া,
ছাঁইচের প্রান্ত ঢাকা
শুকানো সমিৎ-কাষ্ঠ দিয়া ॥

যাহোক্, বৃষল চন্দ্রগুপ্তই এই মন্ত্রীর উপযুক্ত রাজা।—কেন না:—

দৈন্য-হেতু, মিষ্টভাষী
সত্যবাদী কৃতী সাধুগণ
গুণহীন রাজারেও
অবিরাম করে আরাধন।
এই ধন-লোভ হেতু
সম্পূর্ণ প্রভাব রহে তাদের উপর

নিস্পৃহ নিশ্চেষ্ট জন
প্রভুগণে তৃণ-সম করে অনাদর॥

(দেখিয়া সভয়ে) এই যে চাণক্য-ঠাকুর!
লোক পরাজয় করি'
সাধন করিয়া যিনি এক-ই সময়ে
নন্দ মৌর্য্য উভয়ের
উদয়াস্ত—শীত গ্রীষ্ম আনিলা পর্য্যায়ে,
— সেই সে চাণক্য মন্ত্রী
সহস্র রশ্মির তেজ করি' অতিক্রম,
বিরাজেন নিজ তেজে
প্রকাশিয়া চারিদিকে অতুল বিক্রম॥

(ভূমিতলে নতজানু হইয়া) মন্ত্রী-মহাশয়ের জয় হোক্!

চাণ।—(অবলোকন করিয়া) বৈহীনরা! কি প্রয়োজনে তোমার আগমন?

কঞ্চু।—মহাশয়! নৃপতিগণের প্রণতিকালে তাঁদের শিরস্থ মণি-মাণিক্যের রশ্মিপ্রভায় যে চরণ যুগল পিঙ্গলীকৃত হয়, সেই পাদ-পদ্মে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত প্রণিপাত পুরঃসর এই কথা নিবেদন করচেন, কার্য্যান্তরের বাধা যদি না থাকে তবে মহাশয়ের সহিত তিনি একবার সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছা করেন।

চাণ।—বৃষল আমার সহিত সাক্ষাৎ করতে চান? বৈহীনরা! আমি যে কৌমুদী উৎসব নিষেধ করেছি এ কথা তাঁর শ্রবণ-গোচর হয় নি তো?

কঞ্চু।—শ্রবণগোচর হয়েছে বৈ কি।

চাণ।—(সক্রোধে) আঃ! কে এ কথা তাঁকে বল্লে?

কঞ্চু।—(সভয়ে) মহাশয় শান্ত হোন্। তিনি স্বয়ং "সুগাঙ্গ" -প্রাসাদ-শিখরে গিয়ে দেখেছেন, কুসুমপুরবাসীরা কৌমুদী- -উৎসবের জন্য কিছু মাত্র উদ্যোগ করচে না।

চাণ।—আ! বুঝেচি।—দাঁড়াও। ভাল, আমার অবিদ্যমানে তুমিই বৃষলের রোষানল উদ্দীপিত করেছ—না আর কেউ?

কঞ্চু।—(সভয়ে নীরবে অধোমুখে অবস্থান)।

চাণ।—ওঃ! চাণক্যের উপর রাজ-পরিজনের কি ভয়ানক বিদ্বেষ!—আচ্ছা, এখন বৃষল কোথায় আছেন?

কঞ্চু।—(সভয়ে) "সুগাঙ্গ"-প্রাসাদ হতেই মহারাজ আমাকে আপ-নার পাদ-পদ্ম-সমীপে পাঠিয়েছেন।

চাণ।—(উঠিয়া) কঞ্চুকি! সুগাঙ্গ-প্রাসাদের পথে আমাকে নিয়ে চল।

কঞ্চু।—এই দিক দিয়ে, মহাশয়—এই দিক্ দিয়ে।

(উভয়ের পরিক্রমণ)

দৃশ্য।—সুগাঙ্গ-প্রাসাদ।

কঞ্চু।—এই "সুগাঙ্গ"-প্রাসাদ। মহাশয় ধীরে ধীরে আরোহণ করুন।

চাণ।—(আরোহণ করত অবলোকন করিয়া স্বগত) এই যে! বৃষল সিংহাসনে বসেছেন দেখ্‌চি! বেশ, বেশ!

রাজ-ব্যবহারে অজ্ঞ

নন্দরাজ বঞ্চিত যে অতি-উচ্চ রাজ-সিংহাসনে

তাহে অধ্যাসিত এবে
চন্দ্রগুপ্ত, সমকক্ষ হয়ে তুল্য-নৃপগণ সনে ;
—জনমে পরম প্রীতি দেখ ও গো ইথে মোর মনে॥

(অগ্রসর হইয়া) বৃষলের জয় হোক্!

রাজা।—(সিংহাসন হইতে উঠিয়া চাণক্যের পা ধরিয়া) ঠাকুর! চন্দ্রগুপ্তের প্রণাম গ্রহণ করুন।

চাণ।—(হস্তধারণ করিয়া) ওঠো বৎস ওঠো।

শিলান্ত-স্খলিত যার
সুরধুনী ধারাপাত শীকর-শীতল
সেই যে শৈলেন্দ্র-গিরি,
তাহা হতে আরম্ভি' আসুক নৃপদল।
বহু রাগে সুরঞ্জিত
মণি-দীপ্ত দক্ষিণের সিন্ধু-উপকূল,
সে হতে করিয়া সুরু
আসুক আছয়ে যত নৃপতির কুল।
আসি তারা ভয়ে ভয়ে
চরণ-যুগলে তব হইয়া প্রণত
পদাঙ্গুলী-রন্ধ্র ভাগ
চূড়া-রত্ন-প্রভা-পূর্ণ করুক সতত॥

রাজা।—ঠাকুরের প্রসাদে আমি এই সমস্তই উপভোগ করচি। উপবেশন করুন ঠাকুর!

চাণ।—বৃষল! আমাকে কি জন্য আহ্বান করা হয়েছে বল দিকি?

রাজা।—ঠাকুরের দর্শনে আপনাকে সুখী করব এই অভিপ্রায়ে।

চাণ।—(ঈষৎ হাসিয়া) বৃষল! বিনয়ে প্রয়োজন নাই। প্রভুরা

কখনই অধিকারস্থ কর্ম্মচারীকে বিনা-প্রয়োজনে আহ্বান করেন না। অতএব, প্রয়োজনটা কি স্পষ্ট করে' বল।

রাজা।—কৌমুদী-উৎসব নিষেধের উপকারিতা ঠাকুর কিরূপ বুঝেছেন তাই জান্‌তে ইচ্ছা করি।

চাণ।—(ঈষৎ হাসিয়া) বৃষল, তবে দেখচি তিরস্কারের জন্যই আমাকে ডাকা হয়েছে।

রাজা।—শিব শিব! সে কি কথা? নানা ঠাকুর,—তিরস্কারের জন্য নয়।

চাণ।—তবে কিসের জন্য?

রাজা।—উপদেশ লাভের জন্য।

চাণ।—বৃষল! তাহলে অবশ্য উপদেষ্টার অভিপ্রায়-অনুসারে উপদিষ্ট ব্যক্তির চলা কর্ত্তব্য।

রাজা।—ঠাকুর তাতে আর সন্দেহ কি, কিন্তু আমি জানি, নিষ্প্রয়োজনে ঠাকুর কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না—তাই আমি এই প্রশ্ন করেছিলেম।

চাণ।—বৃষল তুমি ঠিক বুঝেছ। চাণক্য বিনা-প্রয়োজনে স্বপ্নেও কোন কাজ করেন না।

রাজা।—তাই ঠাকুর, শিষ্যভাবেই আমি এই বাচালতা প্রকাশ করতে সাহসী হয়েছি।

চাণ।—শোনো বৃষল! অর্থ-শাস্ত্রকারেরা ত্রিবিধ রাজ্য-তন্ত্রের বর্ণনা করেন। যথা:—রাজায়ত্ত, সচিবায়ত্ত এবং উভয়ায়ত্ত। এখন, সচিবায়ত্ত তন্ত্রের অনুসন্ধানে তোমার কি প্রয়োজন? যেহেতু আমিই সেই জন্য নিযুক্ত হয়েছি—সে সব জানা আমারই কাজ।

রাজা।—(কুপিতভাবে মুখ ফিরাইয়া)

নেপথ্যে বৈতালিক-দ্বয়ের পঠন।

প্রথম।—

বিকসিত কাশ-পুষ্পে শুক্ল কান্তি ধরেছে আকাশ,
মনে হয় শিব-দেহে ভস্ম-শোভা হয় পরকাশ।
শীতাংশুর অংশু-জালে মেঘ-রাশি হয় অপস্থত,
—হর-ভাল-চন্দ্রকরে করি-চর্ম্ম-মালিন্য দুরিত।
দশদিক হইয়াছে কৌমুদীর কিরণে উজ্বালা
—মহাদেব-কণ্ঠে যেন শোভয়ে ধবল মুণ্ড-মালা।
রাজ-হংস দলে দলে কুতূহলে করে বিচরণ
হর-হাস্য-বিকসিত দশন-শ্রী করিয়া ধারণ ;
—শিবরূপী এ শরৎ সর্ব্ব দুঃখ করুক হরণ॥

অপিচঃ—

অলস নয়ন যিনি
সবে মাত্র করি' উন্মীলন
রত্ন-দীপ-প্রভা হতে
ফিরাইয়া রাখেন আনন,
অঙ্গ-ভঙ্গ জৃম্ভনেতে
নয়ন ভরিয়া উঠে নীরে
তাইতে এখন যাঁর
দৃষ্টি-কার্য্য চলে ধীরে ধীরে,
নাগাঙ্কে শয়ন যাঁর,
বিশাল ফণার উপাধান,

—সেই সে অনন্ত-শয্যা

এবে যিনি ছাড়িবারে চান,

নিদ্রাভঙ্গে নেত্র রাঙ্গা,

বক্র দৃষ্টি হতেছে পতন

—হেন হরি তোমাদের

চিরকাল করুন রক্ষণ॥

দ্বিতীয়।—

কোন হেতু কোন জনে

তেজের আধার করি' গড়েন বিধাতা।

মদস্রাবী গজরাজে

মৃগরাজ নিজ তেজে জয় করি' যথা

প্রকাশে বিজয়-গর্ব্ব,

সেইরূপ সিংহাসনে সার্ব্বভৌমগণ

সহিতে না পারে কভু

আজ্ঞাভঙ্গ প্রজাদের শোনো গো রাজন!

অপিচ—

ভূষণের উপভোগে

প্রভু নহে প্রভু বলি' খ্যাত,

প্রভু বলি' মানি তারে

আজ্ঞা যার অটুট অক্ষত॥

চাণ।—(শুনিয়া স্বগত) প্রথমটি তো কোন দেবতা-বিশেষের স্তুতি-চ্ছলে শরৎকালের গুণ-ঘোষণা—তার পর, আশীর্ব্বচনে সেটি শেষ হয়েছে। দ্বিতীয়টির তাৎপর্য্য কি বুঝ্‌তে পার্‌লেম না। (চিন্তা করিয়া) হাঁ বুঝেছি। এ লোকটি রাক্ষসের নিয়োজিত।

ওরে দুরাত্মা রাক্ষস! এ তুই বেশ জানিস্, কুটীল-নীতি চাণক্য এখনও জাগ্রত।

রাজা।—দেখ বৈহীনরা! এই দুই জন বৈতালিককে শত সহস্র সুবর্ণ-মুদ্রা দিতে বল।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞা মহারাজ। (উঠিয়া পরিক্রমণ)

চাণ।—(সক্রোধে) বৈহীনরা! দাঁড়াও—যেওনা। দেখ বৃষল! এই অপাত্রে কেন এত অর্থ বিসর্জ্জন করচ?

রাজা।—(সকোপে) ঠাকুর! আপনি প্রত্যেক বিষয়েই আমার ইচ্ছায় বাধা দেন—আমি দেখ্‌চি, এ আমার রাজ্য নয়—এ আমার কারাগার।

চাণ।—যে রাজারা রাজ-কার্য্য নিজে দেখেন না, তাঁদের সম্বন্ধে এই সব দোষ ঘটতেই পারে। যদি তোমার এসব সহ্য না হয়, তাহলে তুমি এখন হতে নিজেই কেন শাসন-কার্য্যের ভার নেও না।

রাজা।—আচ্ছা আমি এখন হতে রাজ-কার্য্য স্বয়ং নির্ব্বাহ করব।

চাণ।—সে ভাল কথা। আমিও তা হলে নিজ কার্য্যে নিযুক্ত হতে পারি।

রাজা—আচ্ছা এখন তবে, কৌমুদী-উৎসব-নিষেধের প্রয়োজন কি শুন্‌তে ইচ্ছা করি।

চাণ।—বৃষল! আমিও শুন্‌তে ইচ্ছা করি, কৌমুদী-উৎসব অনুষ্ঠানের প্রয়োজনটা কি।

রাজা।—আমার আজ্ঞা যাতে অব্যাহত থাকে, এই তো প্রথম প্রয়োজন।

চাণ।—বৃষল, কৌমুদী উৎসবের নিষেধে যাতে তোমার আজ্ঞা অব্যাহত থাকে, আমারও সেই প্রথম প্রয়োজন। কেন না—

তমালের কিশলয়ে
যার শ্যাম তট-বন রহে সুশোভিত,
সুচটুল তিমি-কুলে
যাহার অন্তর্-জল সদাই ক্ষুভিত,
সেই চারি সিন্ধু হ'তে
আসি' শত অবনত নরপতিগণ
যে আদেশ সমাদরে
পুষ্প-মালা-সম শিরে করয়ে ধারণ,
সেই সে প্রভুর আজ্ঞা
আমা হতে নাহি যে গো হতেছে পালিত
এতেই প্রকাশ পায়
—অসীম প্রভুত্ব তব বিনয়-ভূষিত ॥

রাজা।—আচ্ছা, অন্য কি প্রয়োজন তাও শুন্‌তে ইচ্ছা করি।

চাণ।—তাও আমি বল্‌চি, শোনো।

রাজা।—বলুন।

চাণ।—শোনোত্তরে! শোনোত্তরে! আমার নাম করে' কায়স্থ অচল-দত্তকে বল, ভদ্রভট্ট প্রভৃতির নাম যাতে লেখা আছে সেই পত্রখানি যেন সে পাঠিয়ে দেয়।

প্রতী।—যে আজ্ঞা। (প্রস্থান করিয়া পুনঃ প্রবেশ) মহাশয়, এই সেই পত্র।

চাণ।—(গ্রহণ করিয়া) বৃষল! শোনো।

রাজা।—আমি শুন্‌চি—বলুন।

চাণ।—"স্বস্তি।—সুগৃহীত-নামা মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সহোত্থায়ী

প্রধান পুরুষগণ যাঁরা এখান হইতে পলায়ন করিয়া মলয়কেতুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তাঁদের নামের সংখ্যা-পত্র।

তার মধ্যে প্রথমেই গজাধ্যক্ষ ভদ্রভট্ট; অশ্বাধ্যক্ষ পুরুষ দত্ত; প্রধান দৌবারিক চন্দ্রভানুর ভাগিনেয় হিঙ্গুরাত; মহারাজের কুটুম্বজন মহারাজ বলগুপ্ত; মহারাজের শৈশব-ভৃত্য রাজসেন; সেনাপতি সিংহবল-দত্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভাগুরায়ণ; মালব-রাজপুত্র রোহিতাক্ষ; ক্ষত্রগণ-প্রধান বিজয়বর্ম্মা—ইতি।" (স্বগত) প্রকৃত কথা, আমরা এই কয়জনেই মহারাজের কার্য্য সযত্নে নির্ব্বাহ করচি। (প্রকাশ্যে) এই তো গেল পত্র—

রাজা।—দেখুন ঠাকুর, এঁদের বিরাগের হেতুগুলি আমি শুন্‌তে ইচ্ছা করি।

চাণ।—শোনো বৃষল আমি বলচি। ভদ্রভট্ট ও পুরুষ-দত্ত হস্তী ও অশ্বপালের অধ্যক্ষ, উভয়েই মদ্যপায়ী লম্পট ও অত্যন্ত মৃগয়াসক্ত; তাই আমি তাদের পদচ্যুত করি। তারা আবার সেই সব পদে নিযুক্ত হয়ে মলয়কেতুর আশ্রয় গ্রহণ করেছে। হিঙ্গুরাত ও বলগুপ্ত অত্যন্ত লুব্ধ-প্রকৃতি, তারা এখানে যথেষ্ট অর্থ পাচ্ছিল না, সেখানে অধিক অর্থ উপার্জ্জন করতে পারবে মনে করে', তারাও মলয়কেতুর আশ্রিত হয়েছে। আর তোমার শৈশব-ভৃত্য রাজসেন, তোমার প্রসাদে, কোষ হস্তী অশ্ব প্রভৃতি বিপুল ঐশ্বর্য্য সহসা লাভ করে', পাছে আবার সে সকলের উচ্ছেদ হয়, এই আশঙ্কায় সেও মলয়কেতুর আশ্রয় গ্রহণ করেছে। আর এই যে আর একজন সেনাপতি সিংহবল-দত্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভাগুরায়ণ, এর সহিত পর্ব্বতেশ্বরের অত্যন্ত সৌহার্দ্দ হয়। সেই অনুরাগ-বশতঃ, বিষকন্যা দ্বারা

পর্ব্বতেশ্বরকে চাণক্যই হত্যা করেছে এইরূপ বলে' মলয়কেতুকে গোপনে ভয় দেখিয়ে, তাকে এখান থেকে স্থানান্তরিত করে। তার পর, তোমার অনিষ্টকারী চন্দনদাস প্রভৃতি নিগৃহীত হল দেখে, পাছে সেও নিজ দোষের জন্য দণ্ডিত হয়, এই আশঙ্কায় সেও পলায়ন করে' মলয়কেতুর আশ্রয় গ্রহণ করে। মলয়কেতুও মনে করলে, এই তো আমার প্রাণরক্ষা করেছে; তাই কৃতজ্ঞ হয়ে, পিতৃ-পরিচিত পৈতৃক আমলের লোক ভেবে', ঠিক্ আপনার অব্যবহিত নিম্নের যে অমাত্য-পদ, সেই পদে তাকে নিযুক্ত করে। আর, রোহিতাক্ষ ও বিজয়-বর্ম্মা এই দুই জন বড় অভিমানী—তুমি তাদের জ্ঞাতিবর্গকে বহু সম্মান দেওয়ায়, তারা তা সহ্য করতে না পেরে তারাও মলয়কেতুর আশ্রয় গ্রহণ করে। —তাদের বিরাগের এই সমস্ত হেতু।

রাজা।—দেখুন ঠাকুর, বিরাগের এই সকল হেতু জান্তে পেরেও শীঘ্র কেন আপনি তার প্রতিবিধান করেন নি?

চাণ।—বৃষল, আমি তার প্রতিবিধান করতে পারিনি।

রাজা।—কৌশলের অভাবে, না কোন প্রয়োজন সাধনের অপেক্ষায় পারেন নি?

রাজা।—কৌশলের অভাব কি করে' হবে? প্রয়োজনের অপেক্ষাই এর কারণ।

রাজা।—ভাল, অপ্রতিবিধানের কি প্রয়োজন হয়েছিল, শুন্‌তে ইচ্ছা করি।

চাণ।—বৃষল! শোনো এবং শুনে বিচার কর।

রাজা।—আচ্ছা আমি উভয়ই করচি—আপনি বলুন।

চাণ।—দেখ বৃষল, বিরক্ত প্রজাদের সম্বন্ধে দুই প্রকার প্রতিবিধানের

উপায় আছে—অনুগ্রহ আর নিগ্রহ। অনুগ্রহ হচ্চে—পদচ্যুত ভদ্রভট ও পুরুষদত্তদের স্ব স্ব পদে পুনঃস্থাপন করা। কিন্তু ওরূপ ব্যসন-দোষাক্রান্ত অযোগ্য ব্যক্তিদের যদি স্বপদে পুনঃ স্থাপন করা যায়, তাহলে সকল রাজ্যের যে মূল হস্তী অশ্বাদি, তার ক্ষয় হয়। আর, হিঙ্গুরাত ও বলগুপ্ত এই দুই জন লুব্ধ-প্রকৃতির লোককে সমস্ত রাজ্য-সম্পদ দিয়ে পরিতুষ্ট করলেও তারা কখন অনুগৃহীত বোধ করবে না। রাজসেন ও ভাগুরায়ণ—এই দুই জন ধনপ্রাণ নাশের ভয়ে ভীত, এদের অনুগ্রহ করবার অবকাশ কোথায়? আর, রোহিতাক্ষ ও বিজয়বর্ম্মা এরা নিজ কুটুম্বদের সম্মানে আপনাদের অপমানিত মনে করে। এই দুইটি অভিমানী ব্যক্তিদের প্রতি কিরূপ অনুগ্রহ করলে তবে এরা প্রীত হয়, তাতো বুঝ্‌তেই পারচ। অতএব এসব স্থলে অনুগ্রহ চলে না। এখন নিগ্রহের কথা বলি শোনো। নন্দের রাজ্য-ঐশ্বর্য্য লাভ করেই যদি আমরা সহোত্থায়ী প্রধান পুরুষবর্গকে দণ্ডের দ্বারা পীড়ন করি, তা হলে নন্দকুলানুরক্ত প্রজাদের অবিশ্বাস-ভাজন হতে হয়। অতএব এ স্থলে নিগ্রহও চলে না। আবার আমাদের যে সকল ভৃত্যপক্ষ শত্রুর অনুগৃহীত, তারা রাক্ষসের উপদেশ শুন্‌তেই উন্মুখ। এখন আমরা বৃহৎ ম্লেচ্ছ-রাজ-সৈন্যে পরিবেষ্টিত এবং পর্ব্বতক পুত্র মলয়কেতু আমাদের আক্রমণ করতে উদ্যত। এ সময় আমাদের আয়াস-কষ্টের সময়—উৎসবের সময় নয়। অতএব এখন আমাদের দুর্গ-সংস্কার আরম্ভ করতে হবে—এখন কৌমুদী-উৎসবের অনুষ্ঠানে কি ফল?—এই জন্যই উৎসব নিষেধ করা হয়েছে।

রাজ।—এতেও অনেক প্রশ্ন করবার আছে।

চাণ।—বৃষল, মন খুলে প্রশ্ন কর, আমারও অনেক কথা বল্‌বার আছে।

রাজ।—আমি এই জিজ্ঞাসা করচি—

চাণ।— আমি তার উত্তরে এই বল্‌চি—

রাজা।—যে ব্যক্তি আমাদের সকল অনর্থের হেতু সেই মলয়কেতু যখন পলায়ন করলে, তখন ঠাকুর আপনি সে বিষয়ে উপেক্ষা করলেন কেন?

চাণ।—বৃষল! মলয়কেতুর পলায়নে উপেক্ষা না করলে দুটি পন্থার মধ্যে একটি পন্থা অবলম্বন করতেই হত। হয় অনুগ্রহ নয় নিগ্রহ। যদি নিগ্রহ করা যেত, তাহলে আমাদের দ্বারাই পর্ব্বতক নিহত হয়েছে, লোকের মনে এইরূপ বিশ্বাস হত—আর এই কৃতঘ্নতা-অপবাদে আমাদের নিজেরই তাহলে পোষকতা করা হত। পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুত অর্দ্ধরাজ্য দিতে হবে বলে' আমরা যে তার বিনাশ সাধন করেছি, এতেও আমাদের কৃতঘ্নতা-অপরাধ সপ্রমাণ হত—এই সব কারণেই আমি তার পলায়নে উপেক্ষা করেছিলেম।

রাজা।—ঠাকুর, আচ্ছা এ যেন হল। রাক্ষস এই নগর হতে চলে' গিয়ে নগরের বাহিরে যে এখন অবস্থান করচেন, এবিষয়েও তো আপনার উপেক্ষা প্রকাশ পায়—এ বিষয়ে ঠাকুরের উত্তর কি?

চাণ।—নিজ প্রভুর প্রতি অচল অনুরাগ বশতঃ রাক্ষস নগরে বহুকাল বাস করে—আর অনেক দিন একত্র থাকায়, চরিত্রজ্ঞ নন্দানুরক্ত প্রজাবর্গের সে বিশ্বাস-ভাজন হয়। বুদ্ধি-পৌরুষ-সমন্বিত সহায়সম্পদযুক্ত কোষ-বল-বিশিষ্ট রাক্ষস নগরের মধ্যে থাক্‌লে, মহান্ আভ্যন্তরিক শত্রুতার সৃষ্টি হওয়া সম্ভব; কিন্তু নগর হতে দূরীকৃত হলে, যদিও বহিঃশত্রুতার উৎপত্তি হতে

পারে, তবু তার প্রতিবিধান ততটা দুঃসাধ্য নয়। এই জন্য তারও পলায়নে আমি উপেক্ষা করেছিলেম।

রাজা।—এখানে তাকে রেখে কেন বিবিধ উপায় অবলম্বন করা হল না?

চাণ।—আচ্ছা, কেন তাকে দূরীকৃত করা হয়েছে শোনো। হৃদয়-নিহিত শেল যে কারণে নানা উপায়ে উদ্ধৃত করা হয়, সেই কারণেই তাকে নগর হতে বহিষ্কৃত করা হয়েছে। তাকে দূরীকৃত করার প্রয়োজন কি তা এই বল্লেম।

রাজা।—ঠাকুর, তাঁকে বলপূর্ব্বক কেন ধৃত করা হল না?

চাণ।—বৃষল, বলের দ্বারা রাক্ষসকে নিগৃহীত করলে সে যদি আত্ম হত্যা করত, কিম্বা আমাদের দ্বারাই নিহত হত, তাহলে সে দুটিই দোষের বিষয় হত। দেখ বৃষল—

অতিমাত্র আক্রমণে
যদি হয় তার প্রাণনাশ
সে নহে উচিত কাজ;
ছাড়া পাইলেও আছে ত্রাস
—পাছে নাশে হেন ব্যক্তি
আমাদের সেনা-মুখ্য-দলে।
বন-গজ-সম তাই
বশ করা উচিত কৌশলে॥

রাজা।—আমি ঠাকুরের সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করতে পারিনে; যাই হোক্, এস্থলে অমাত্য রাক্ষসই অধিকতর প্রশংসনীয় বলে' আমার মনে হয়।

চাণ।—(সক্রোধে) "আপনার অপেক্ষা" এই বলে'ই বাক্যটা শেষ

কর না কেন।—কিন্তু তা নয়। দেখ বৃষল, সে কি-এমন কাজ করেছে?

রাজা।—যদি তা না জানেন, তবে শ্রবণ করুন। সেই মহাত্মা—

মোদেরি বিজিত পুরে, পা দিয়া মোদেরি গলে,
রহিলেন ইচ্ছা যত দিন;
আমাদের সৈন্যদের বিজয়-ঘোষণা-রব
ব্যাঘাতিয়া করিলেন ক্ষীণ।
বিপুল সুনীতি-বলে ঘটালেন আমাদের
মনের সংশয়;
—নিজ পক্ষ-লোক-পরে —বিশ্বাস্য হলেও—আর
বিশ্বাস না হয়॥

চাণ।—(হাসিয়া) বৃষল, রাক্ষস এই সব করেছে?

রাজা।—তা বৈ কি। অমাত্য রাক্ষসই তো এই সব করেছে।

চাণ।—বৃষল! এখন তবে জানলেম, নন্দকে উচ্ছেদ করে' আমি যেমন তোমাকে রাজসিংহাসনে বসিয়েছি, তেমনি রাক্ষসও তোমাকে উচ্ছেদ করে' মলয়কেতুকে রাজসিংহাসনে বসিয়েছে।—তাই না?

রাজা।—আমাকে তিরস্কার করে' কি ফল? দেখুন ঠাকুর, সে-সব দৈবের কাজ, তাতে আপনার কি হাত আছে?

চাণ।—দেখ, বৃষল! তুমি পরগুণ-দ্বেষী।

কোপে বিকম্পিত-শিখা
হস্তের অঙ্গুলী-অগ্রে করিয়া মোচন,
সর্ব্বজন-সমক্ষেতে
কে করিল রিপু-নাশ-প্রতিজ্ঞা ভীষণ?

সেই সে প্রতিজ্ঞা পালি'

অতুল ঐশ্বর্য্যশালী নন্দরাজ-কুলে,

—রাক্ষসেরি সনমুখে—

কে বলতো পশুসম বধিল সমূলে?

অপিচঃ—

সুদীর্ঘ নিষ্কম্প পক্ষ

গৃধ্রগণ চক্রাকারে উড়িছে আকাশে,

ঢাকিয়া ভানুর প্রভা

চিতাধূম মেঘাচ্ছন্ন করে দিক-দশে,

শ্মশানের জীবগণে

বিতরি' আনন্দ, নন্দ-দেহ-চিতানল

অদ্যাপি নেবেনি দেখ

—বহু বসা-হব্য লভি' এখনও উজ্জ্বল॥

রাজা।—এও অন্যে করেছে।

চাণ।—অন্য কে শুনি?

রাজা।—নন্দকুল-বিদ্বেষী দৈবের দ্বারাই এ কাজ হয়েছে।

চাণ।—মূর্খের নিকটেই দৈবের প্রমাণ গ্রাহ্য।

রাজা।—যারা জ্ঞানবান তারাই নিরহংকারী।

চাণ।—(ক্রোধ অভিনয় করিয়া) বৃষল! বৃষল! আমাকে তুমি সামান্য ভৃত্যের ন্যায় দমন করতে চাও? এই দেখ, বদ্ধশিখা মোচন করতে আবার আমার হস্ত ধাবমান (ভূমিতে পদাঘাত করিয়া)

আরোহিতে প্রতিজ্ঞায়

এ চরণ আবার ধাবিত।

নন্দ-বিনাশের পর

যে রোষাগ্নি ছিল প্রশমিত

(আসন্ন মরণ নাকি)

পুন তা করিছে প্রজ্জলিত ?

রাজা।—(আবেগ-সহকারে স্বগত) একি! মন্ত্রিবর সত্যই যে কুপিত হয়েছেন।

পক্ষ্মের স্পন্দন ঘন, অরুণ-বরণ-আঁখি

অশ্রুজলে তবু প্রক্ষালিত,

ভ্রূভঙ্গে ধূম-রাশি, নেত্র-মাঝে রোষানল

ঘোরতর হেরি প্রজ্জ্বলিত।

মনে হয়, ধরা যেন রুদ্রের সে তাণ্ডবের

রুদ্ররস করিয়া স্মরণ,

চাণক্যের পদাঘাতে থরথর কাঁপি' তবু

কোন মতে করে তা বহন॥

চাণ।—(কৃত্রিম কোপ সংহরণ করিয়া) বৃষল! বৃষল! উত্তর প্রত্যুত্তরে প্রয়োজন নাই। যদি আমা-অপেক্ষা রাক্ষসকে তুমি যোগ্যতর বিবেচনা কর, তবে এই শস্ত্র তাকেই দেও (শস্ত্রত্যাগ করিয়া উঠিয়া আকাশে লক্ষ্য বদ্ধ করিয়া স্বগত) রাক্ষস! রাক্ষস! যে বুদ্ধির দ্বারা তুমি কৌটিল্যের বুদ্ধিকে পরাজয় করতে চাও তোমার সেই বুদ্ধির এইতো চূড়ান্ত সীমা।

দেখ শঠ-চূড়ামণি রাক্ষস!

চাণক্য হইতে ভক্তি করি' বিচলিত

মৌর্য্যেরে জিতিবে সুখে—করি' স্থিরীকৃত,

যে ভেদ ঘটাতে তুমি হয়েছ উদ্যত,
তব বিনাশেই তাহা হবে পরিণত ॥

(প্রস্থান)

রাজা।—দেখ বৈহীনরা! এখন হতে, চাণক্যের মন্ত্রণা অগ্রাহ্য করে' চন্দ্রগুপ্ত স্বয়ং রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করবেন, এই কথা তুমি প্রজাদের বুঝিয়ে বল্‌বে।

কঞ্চু।—(স্বগত) "ঠাকুর" এই উপপদটি ব্যবহার না করে', মহারাজ শুধু "চাণক্য" বল্লেন কেন? তবে কি, চাণক্য সমস্ত অধিকার হতে বিচ্যুত হয়েছেন? যদি তা হয়ে থাকেন, মহারাজের তাতে কোন দোষ নেই। কেন না:—

নৃপ করে যদি কোন মন্দ আচরণ
সে দোষ মন্ত্রীর বলি' জানে সর্ব্বজন।
গজ দুষ্ট বলি' যদি অপবাদ হয়,
নিষাদী-প্রমাদে ঘটে সে দোষ নিশ্চয় ॥

রাজা।—বৈহীনরা, তুমি ভাব্‌চ কি?

কঞ্চু।—না মহারাজ, কিছুই ভাব্‌চিনে। তবে কি না, বড় সুখের বিষয়, আমাদের প্রভু এখন প্রকৃত প্রভু হলেন।

রাজা।—(স্বগত) আমাদের মধ্যে যে কৃত্রিম কলহ হল, লোকে যদি তা সত্য বলে' বিশ্বাস করে, তাহলে ঠাকুরের মনস্কামনা পূর্ণ হবে। (প্রকাশ্যে) শোনোত্তরে! এই শুষ্ক কলহে আমার মাথা ধরে গেছে। শয়ন-গৃহে আমাকে নিয়ে চল।

প্রতী।—আসুন মহারাজ আসুন।

রাজা।—(সিংহাসন হইতে উত্থান করিয়া স্বগত)

আর্য্যেরি আদেশক্রমে
লঙ্ঘিয়াছি তাঁহার গৌরবে,
তবু যেন ইচ্ছা হয়
'পশি এবে ধরণী-গরভে।
সত্যই যাহারা করে
গুরুদেবে ঘোর অপমান
লজ্জায় তাদের হৃদি
কেন নাহি হয় দুইখান?
(সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ অঙ্ক।

দৃশ্য—রাক্ষসের গৃহ।

পথিক-বেশধারী দূতের প্রবেশ।

দূত।—ওঃ!

পথ চলি' চলি' শত যোজন-অধিক
কদর্য্য কঠিন স্থানে কে বল গো যায়?
এ হেন দুষ্কর পথে কে হয় পথিক
যদি সে গো নিজ প্রভু-আজ্ঞা নাহি পায়।

এখন তবে অমাত্য রাক্ষসের গৃহে যাই। ওগো দরোয়ান্‌জি! দরোয়ান্‌জি! কে আছ গো?—মন্ত্রীমশায়কে খবর দেও। বল, করভক চট্‌পট্‌ কাজ সেরে পাটুলীপুত্র থেকে ফিরে এসেছে।

দৌবারিকের প্রবেশ।

দৌ।—বাপু, চেঁচিয়ে কথা কোয়ো না। রাজকার্য্যের চিন্তায় রাত্রি জাগরণ করে' মন্ত্রীমশায়ের শিরঃপীড়া হয়েছে, তাই এখনও শয্যা ত্যাগ করেন নি। এখন একটু এখানে অপেক্ষা কর। অবসর বুঝে তাঁকে খবর দেওয়া যাবে।

দূত।—আচ্ছা বাবা, যা তোমার ইচ্ছে।

(রাক্ষস শয্যার উপর বসিয়া চিন্তামগ্ন—
শকটদাস আসনে বসিয়া নিদ্রিত)

রাক্ষস।—সব কার্য্যে দৈব বলী

—মনে সদা করি আন্দোলন ;

চাণক্য কুটিল-মতি

বুদ্ধি তার করি গো চিন্তন।

যতই উপায় করি

সে করে যে সকলি নিহত,

কি করি না পাই ভাবি',

জাগরণে নিশি হয় গত॥

অপিচ,

যেমতি নাটককার

প্রথমে করিয়া স্বল্প কার্য্যের সূচনা

পশ্চাতে করেন তিনি

সেই স্বল্প সূত্র-হতে বিস্তৃত রচনা,

বীজ-গত গূঢ় ফল

বীজ হতে ক্রমে ক্রমে তোলেন ফুটায়ে,

প্রতিকূল কার্য্যগুলি

বিস্তারিয়া অবশেষে আনেন গুটায়ে,

সাধিতে এ সব কার্য্য

যেমন তাঁহার হয় কষ্ট অনুভব,

তাঁর মত আমাদেরো

সমান কার্য্যের ক্রম—কষ্ট সেই সব॥

সেই দুরাত্মা চাণক্য-বটুও—

(দৌবারিক অগ্রসর হইয়া)

দৌবা।—জয় হোক্! জয় হোক্!

রাক্ষ।—যদি সেই চাণক্য-বটুও আমাদের প্রতারিত করিতে সমর্থ হয়ে থাকে—

দৌবা।—মন্ত্রী মহাশয়!

রাক্ষ।—(বামাক্ষি স্পন্দন সূচনায় স্বগত) তবে দেখ্‌ছি চাণক্যবটুরই জয়। "আমাদের প্রতারিত করতে যদি সমর্থ হয়ে থাকে" এই কথা বল্‌বামাত্রই—বাম চক্ষুর স্পন্দনে কথাটা যেন সত্য বলে' প্রতিপাদিত হল। তবু উদ্যম ত্যাগ করা উচিত নয়। (প্রকাশ্যে) বাপু, কি বল্‌তে চাও?

দৌবা।—মন্ত্রীমশায়! করভক পাটলীপুত্র থেকে এসেছে—আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়।

রাক্ষ।—তাকে এখনি নিয়ে এসো।

দৌবা।—যে আজ্ঞা। বাপু! ঐখানে মন্ত্রী মহাশয় আছেন—তুমি এগিয়ে যাও।

(দৌবারিকের প্রস্থান।)

কর।—(রাক্ষসের নিকট অগ্রসর হইয়া) মন্ত্রী মহাশয়ের জয় হোক্!

রাক্ষ।—(অবলোকন করিয়া) এসো বাপু করভক এসো—এইখানে বোসো।

কর।—যে আজ্ঞে। (ভূতলে উপবেশন)

রাক্ষ।—(স্বগত) এত কাজের বাহুল্য হয়েছে—কি কাজে একে পাঠিয়েছিলেম, মনে হচ্চে না। (চিন্তা)

দৃশ্য।—রাজপথ।

বেত্রহস্তে দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রবেশ।

ব্যক্তি।—সরে যাও সরে যাও লোকজন তফাৎ হও—

সে অতি দূরের কথা

দেবতা কি ভূদেবের কাছে আগমন,

অভাগার পক্ষে দেখ

দুর্লভ—এমন কি,—দূরেরো দর্শন॥

আকাশে।—কি বল্‌চ?—"কেন আমাদের তাড়িয়ে দিচ্চেন?" এই কথা বল্‌চ? অমাত্য-রাক্ষসের শিরঃপীড়া হয়েছে বলে কুমার মলয়কেতু তাঁকে দেখ্‌তে আস্‌চেন—তাই তোমাদের সরিয়ে দিচ্চি।

(বেত্রধারী পুরুষের প্রস্থান)

ভাগুরায়ণের সহিত মলয়কেতু এবং তৎপশ্চাৎ কঞ্চুকীর প্রবেশ।

মল।—(নিঃশ্বাস ফেলিয়া স্বগত) আজ দশটি মাস হল পিতার কাল হয়েছে। আমারি পৌরুষকে ধিক্‌ যে আমি তাঁর উদ্দেশে আজও এক-অঞ্জলি জল দিতে পারলেম না! কিন্তু না—আমি পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞা করেছি।

পিতৃশোকে মাতা যথা

রতন-বলয়-ভাঙ্গি' বক্ষের তাড়নে

—ধূলায় অলক রুক্ষ—

লুটাইলা ধরামাঝে করুণ ক্রন্দনে,

শত্রু-স্ত্রীর সেই দশা

আগে আমি করিব বিধান,

তার পরে পিতৃদেবে

পিণ্ডজল করিব প্রদান॥

বীরের উচিত ভার
নিজ স্কন্ধে করিয়া বহন
—হয়, রণে প্রাণ দিয়া
পিতৃ-পথে করিব গমন ;
নয়, মাতৃ-নেত্র হতে
অশ্রুজল আকর্ষণ করি'
সেই অশ্রু দিব আনি'
রিপু-বধূ-জন-নেত্রোপরি ॥

(প্রকাশ্যে) দেখ জাজলি! আমার নাম করে' আমার অনু-যাত্রী রাজাদের বল, আমি একাকী অমাত্য রাক্ষসের নিকট অত-র্কিত ভাবে সহসা গিয়ে তাঁর প্রীতি উৎপাদন করব—অতএব তাঁরা যেন আর কষ্ট করে' আমার সঙ্গে না আসেন।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞা কুমার। (পরিক্রমণ করিয়া আকাশে) ভোঃ ভোঃ রাজন্যবর্গ! কুমারের এই আদেশ, আপনারা যেন কেউ কুমারের অনুগামী না হন। (দেখিয়া সহর্ষে) এই যে, কুমারের আদেশ শোন্‌বামাত্র সকল রাজাই ফিরে চলে গেলেন।

দেখুন কুমার!
থামাইল কেহ অশ্ব টানিয়া খলিন,
গরবে উঠায় অশ্ব গ্রীবা সুবঙ্কিম।
সম্মুখের দুই পা নভোদেশে উঠে
—আকাশ খুঁড়িছে যেন নিজ খুর-পুটে।
কেহ বা থামায় নিজ মত্ত গজরাজে
অমনি নীরব ঘণ্টা—আর নাহি বাজে।

সিন্ধু যথা বেলা-সীমা
কিছুতেই নাহি পারে করিতে লঙ্ঘন
সেইরূপ তব আজ্ঞা
নৃপগণ না পারে করিতে অতিক্রম ॥

মল।—জাজলি, তুমিও লোকজনের সঙ্গে ফিরে যাও। একলা কেবল ভাগুরায়ণ আমার সঙ্গে আসুক।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞা কুমার। (লোকজনের সহিত প্রস্থান)

মল।—দেখ সখা ভাগুরায়ণ! ভদ্রভট্ট প্রভৃতি এখানে এসে আমাকে বলেছিল যে "দুরাত্মা চাণক্য যার মন্ত্রী সেই চন্দ্রগুপ্তের আশ্রয় ত্যাগ করে যে আমরা কুমারের আশ্রয়ে এসেছি, সে কেবল কুমারের কমনীয় গুণ দেখে, আর কুমারের সেনাপতি কুমারসেনের উদ্যোগে। অমাত্য-রাক্ষসের এতে কোন হাত নেই।" কিন্তু আমি অনেকক্ষণ চিন্তা করেও এ কথার অর্থ কিছুই বুঝ্‌তে পারলেম না।

ভাগু।—কুমার! এর অর্থ তো বড় দুর্ব্বোধ নয়। সর্ব্বত্রই দেখা যায়, কোন বিজিগীষু পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করতে হলে, তাঁর প্রিয় ও হিতৈষী ব্যক্তিরই মধ্যবর্ত্তিতা লোকে অবলম্বন করে' থাকে।—এতো সহজ কথা।

মল।—দেখ সখা ভাগুরায়ণ! অমাত্য রাক্ষস তো আমাদের প্রিয়তম সখা ও পরম হিতৈষী বন্ধু উভয়ই।

ভাগু।—কুমার! সে কথা সত্য, কিন্তু অমাত্য রাক্ষস চাণক্যেরই বদ্ধবৈরী—চন্দ্রগুপ্তের নয়। তাই, যদি কখন চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের জয়-গর্ব্ব সহ্য করতে না পেরে তাকে মন্ত্রি-পদ হতে রহিত করেন, তাহলে নন্দকুলের প্রতি রাক্ষসের চিরভক্তিবশত, চন্দ্রগুপ্তকে

সেই নন্দেরই বংশধর মনে করে’, সম্পদ ও সুহৃদজনের আশায় অমাত্য রাক্ষস আবার চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে যোগ দিলেও দিতে পারেন এবং চন্দ্রগুপ্তও, রাক্ষসকে পিতৃ-পরম্পরাগত মন্ত্রী মনে করে’, তাঁর সঙ্গে সন্ধি করতেও সম্মত হতে পারেন। “এরূপ যদি ঘটে, তবে কুমার আমাদেরও বিশ্বাস করবেন না”—এই তাঁদের কথার মর্ম্মার্থ।

মল।—ঠিক্ কথা। দেখ সখা ভাগুরায়ণ, অমাত্য-রাক্ষসের গৃহে আমাকে নিয়ে চল।

ভাগু।--এই দিক দিয়ে কুমার এই দিক দিয়ে।

(উভয়ের পরিক্রমণ)

দৃশ্য—রাক্ষসের গৃহ।

ভাগু।—এই অমাত্য রাক্ষসের গৃহ। প্রবেশ করুন কুমার।

মল।—আচ্ছা, এসো।

(উভয়ের প্রবেশ)

রাক্ষ।—হাঁ, মনে পড়েছে। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা বাপু! কুসুমপুরে বৈতালিক স্তনকলসকে কি দেখেছিলে?

করভক।—দেখেছিলেম বৈকি মন্ত্রী-মশায়।

মল।—(শুনিয়া) দেখ ভাগুরায়ণ, এখন কুসুমপুরের কথাবার্ত্তা হচ্চে। আমরা আর নিকটে যাব না। এখান থেকেই শোনা যাক্।—কেন না :—

একভাবে মন্ত্রীগণ

গোপনে কহেন কথা নিজ ইচ্ছা-সুখে,

মঙ্গল-ভঙ্গ-ভয়ে তাহা

অন্যভাবে প্রকাশেন রাজার সম্মুখে ॥

ভাগু।—যে আজ্ঞা কুমার, এইখানে থেকেই শোনা যাক্।

রাক্ষ।—বাপু! সে কার্য্যটি কি সিদ্ধ হয়েছে?

করভ।—অমাত্যের প্রসাদে তা সিদ্ধ হয়েছে।

মল।—সখা ভাগুরায়ণ! কার্য্যটি কি বল দিকি?

ভাগু।—কুমার, অমাত্যের কথাবার্ত্তার মর্ম্ম তলিয়ে পাওয়া ভার—আমি তো এখনও ঠিক্ ধরতে পারচি নে। যাই হোক্, এখন মনোযোগ দিয়ে শুনুন কুমার।

রাক্ষ।—আমি সমস্ত সবিস্তারে শুন্‌তে চাই।

কর।—শুনুন মন্ত্রিমশায়, আপনি তো আমাকে এই আজ্ঞা করেছিলেন যে "দেখ করভক! আমার নাম করে' বৈতালিক স্তনকলসকে বল্‌বে, "দুর্ম্মতি চাণক্য যেযে বিষয়ে আজ্ঞাভঙ্গ করেছে, সেই সেই বিষয়ে চন্দ্রগুপ্তকে উত্তেজিত করবার জন্য শ্লোক রচনা করে তাঁর সাম্‌নে যেন পাঠ করা হয়।"

রাক্ষ।—তার পর—তার পর?

কর।—তার পর আমি পাটলীপুত্রে গিয়ে বৈতালিক স্তনকলসকে অমাত্যের এই কথা বল্লেম।

রাক্ষ।—তার পর?

কর।—পৌরজনেরা নন্দবংশের বিনাশে বিষণ্ণ থাকায়, তাদের পরিতোষের জন্য চন্দ্রগুপ্ত কুসুমপুরে কৌমুদী-উৎসবের অনুষ্ঠান করতে বলেন। তারা এই উৎসব-আমোদ চিরকাল করে' এসেছে, তাই তারা—প্রিয় বন্ধুর পুনর্দর্শনের মত—এই আদেশ সাদরে গ্রহণ করলে।

রাক্ষ।—(সাশ্রু নয়নে) হা মহারাজ নন্দ!

শোনো ওগো নৃপ-শশি!

কুমুদ-আনন্দদায়ী থাকিলেও চন্দ্র

জগত-আনন্দ তুমি

— তোমা-বিনা কিসে হবে কৌমুদী-আনন্দ?

তার পরে কি হল বাপু?

কর।—তার পর, হতভাগা চাণক্য, পৌরজনের সাধের সেই কৌমুদী-উৎসব বন্ধ করে দিলে। তাতে স্তনকলস চন্দ্রগুপ্তকে রাগিয়ে দেবার জন্য একটি পরিপাটী শ্লোক পাঠ করলেন।

রাক্ষ।—(সহর্ষে) সাধু সখা স্তনকলস সাধু! উপযুক্ত কালে যে বীজ বপন করা যায়, সময়ে তার ফল অবশ্যই ফলে!

সদ্যঃ ক্রীড়ারস-ভঙ্গ যদি কভু ঘটে,

অসহ্য হয় গো তাহা ক্ষুদ্রেরো নিকটে।

লোকাতীত তেজ ধরে যেই নৃপবর

তার পক্ষে সহ্য করা আরো তা দুষ্কর॥

মল।—সে কথা সত্য।

রাক্ষ।—তার পর—তার পর?

কর।—তার পর, আজ্ঞাভঙ্গ-হেতু চন্দ্রগুপ্ত মনে মনে কুপিত হয়ে, প্রসঙ্গক্রমে অমাত্য রাক্ষসের গুণকীর্ত্তন করে', শেষে চাণক্য-হতভাগাকে পদচ্যুত করলেন।

মল।—দেখ সখা ভাগুরায়ণ, এই গুণকীর্ত্তনে রাক্ষসের প্রতি চন্দ্রগুপ্তের বিশেষ ভক্তি প্রকাশ পাচ্চে।

ভাগু।—কুমার! গুণকীর্ত্তন অপেক্ষা চাণক্যকে পদচ্যুত করায় এই ভক্তি আরও বেশি প্রকাশ পাচ্চে।

রাক্ষ।—দেখ বাপু! এই কৌমুদী-উৎসবের নিষেধই কি চন্দ্রগুপ্তের কোপের একমাত্র কারণ—না, তা ছাড়া আরও কিছু আছে?

মল।—দেখ সখা ভাগুরায়ণ, কোপের অন্য কোন কারণ আছে কি না, জেনে কি ফল?

ভাগু।—কুমার! চাণক্য অতিশয় বুদ্ধিমান, নিষ্প্রয়োজনে কি তিনি চন্দ্রগুপ্তকে রাগিয়ে দেবেন? এ পর্য্যন্ত কৃতজ্ঞ চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের গৌরব কখন লঙ্ঘন করেন নি। অনেক কারণে ওঁদের মধ্যে মনান্তর না ঘট্‌লে কখন এতদূর গড়ায় না।

কর।—মন্ত্রীমশায়! রাগের কারণ আরও কিছু আছে।

রাক্ষ।—কি?—কি?—আর কি কারণ?

কর।—প্রথমতঃ কুমার মলয়কেতু ও রাক্ষসের পলায়ন চাণক্য উপেক্ষা করেছিলেন। সেই এক কারণ।

রাক্ষ।—(সহর্ষে) সখা শকটদাস! এই বার চন্দ্রগুপ্ত নিশ্চয় আমার হস্ত-গত হবেন; চন্দনদাসের বন্ধন মোচন, আর স্ত্রী-পুত্রের সহিত তোমারও মিলন হবে।

মল।—সখা ভাগুরায়ণ! "চন্দ্রগুপ্ত এইবার আমার হস্তগত হবে" এই কথা যে উনি বল্লেন, এর অর্থ কি?

ভাগু।—যে চন্দ্রগুপ্তকে চাণক্য ওঁর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে সেই চন্দ্রগুপ্তকে আবার ফিরে পাবার সম্ভাবনা হয়েছে—এই অর্থ, আবার কি?

রাক্ষ।—আচ্ছা বাপু, পদচ্যুত হয়ে বটু এখন কোথায় আছে?

কর।—পাটলীপুত্রেই আছে।

রাক্ষ।—(আবেগ-সহকারে) কি বল্লে বাপু?—সেইখানেই আছে? তপোবনেও যায় নি—আর কোন প্রতিজ্ঞাতেও বদ্ধ হয় নি?

কর।—মন্ত্রীমহাশয়, তপোবনে যাবেন এইরূপ শুন্‌তে পাই।

রাক্ষ।—(আবেগ-সহকারে) এ কথা সত্য বলে' বোধ হয় না। দেখ :—

ধরণীর ইন্দ্র যিনি সেই নন্দরাজ
শ্রেষ্ঠাসন হতে তারে নিষ্কাশিল যবে
সেই অপমান বটু নারিল সহিতে।
এবে, নিজ-কৃত-রাজা সেই মৌর্য্য হতে
বল দেখি অপমান কেমনে সে সবে?

মল।—সখা ভাগুরায়ণ! চাণক্য তপোবনে গেলে কিম্বা প্রতিজ্ঞা-রূঢ় হলে তাতে চন্দ্রগুপ্তের কি লাভ?

ভাগু।—কুমার! এ তো সহজেই বোঝা যায়—যতক্ষণ চাণক্য-হতভাগা চন্দ্রগুপ্ত হতে দূরে থাকবে ততক্ষণই চন্দ্রগুপ্তের লাভ। ততক্ষণই চন্দ্রগুপ্ত স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে।

শক।—দেখুন অমাত্য! এ ছাড়া আর কি হতে পারে? এ তো বেশ বোঝা যাচ্চে। দেখুন না কেন অমাত্য—

যে নৃপতি ইন্দুদ্যুতি চূড়ামণি-বিভূষিত রাজগণ-শিরে
রাখেন চরণ নিজ, তিনি কি গো আজ্ঞাভঙ্গ সহিবেন ধীরে?

কৌটিল্য কোপন বটে
—দৈবাৎ করিয়া পূর্ণ—জানে সে গো প্রতিজ্ঞার ক্লেশ,
প্রতিজ্ঞা ব্যাঘাত-ভয়ে
প্রতিজ্ঞায় সেগো আর কভু নাহি করিবে প্রবেশ॥

রাক্ষ।—সখা শকটদাস! সে কথা সত্য। আচ্ছা তুমি যাও—করভকের বিশ্রামের আয়োজন করে' দেওগে।

শক।—যে আজ্ঞে।

(করভকের সহিত প্রস্থান)

রাক্ষ।—আমিও গিয়ে এখন একবার কুমারের সহিত সাক্ষাৎ করব মনে করচি।

মল।—আমিই আপনাকে দেখ্‌তে এসেছি।

রাক্ষ।—(অবলোকন করিয়া) এই যে কুমার নিজেই এসেছেন। (আসন হইতে উত্থান করিয়া) এই আসনে বস্‌তে আজ্ঞা হোক কুমার।

মল।—আমি বস্‌চি। আপনিও বসুন। (উভয়ের উপবেশন)

মল।—আপনার শিরোবেদনাটা কি আরাম হয়েছে?

রাক্ষ।—এখনও পর্য্যন্ত "কুমার" শব্দের স্থলে "অধিরাজ" শব্দ বসাতে পারলেম না—শিরোবেদনা আর কি করে' যাবে বলুন?

মল।—আপনি যে কার্য্য স্বয়ং অঙ্গীকার করেছেন, তা কখনই আমার দুষ্প্রাপ্য হবে না। তবে এখন সৈন্য-সামন্ত সমস্ত প্রস্তুত রেখে, শত্রুদের মধ্যে যতদিন না একটা বিভ্রাট উপস্থিত হয়, ততদিন কিছুকাল আমাদের এইরূপ উদাসীন ভাবে থাক্‌তে হবে।

রাক্ষ।—কুমার! আর কাল-হরণের অবকাশ কোথায়?—শীঘ্র শত্রুকে জয় করে' যশস্বী হোন্‌!

মল।—অমাত্য, শত্রুর কোন বিভ্রাটের কথা কি আপনি জান্‌তে পেরেছেন?

রাক্ষ।—বিলক্ষণ জান্‌তে পেরেছি।

মল।—কিরূপ বলুন দিকি।

রাক্ষ।—আর অন্য বিভ্রাট কি—সচিব-বিভ্রাট। চন্দ্রগুপ্ত চাণক্য হতে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন।

মল।—দেখুন অমাত্য! সচিব-বিভ্রাট বিভ্রাট বোধেই ধর্ত্তব্য নয়।

রাক্ষ।—দেখুন কুমার! অন্য রাজাদের পক্ষে সচিব-বিভ্রাট বিভ্রাট বলে গণ্য না হতে পারে—কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে তা নয়।

মল।—দেখুন মহাশয়! আর যার পক্ষে যা হোক্, চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে সেটা আদপেই বিভ্রাট নয়।

রাক্ষ।—কেন বলুন দিকি?

মল।—চাণক্যের দোষেই চন্দ্রগুপ্ত প্রজাদের বিরাগ-ভাজন হয়েছে। প্রজারা প্রথমে চন্দ্রগুপ্তেরই অনুরক্ত ছিল। এখন সেই সব দোষ নিরাকৃত হলে আবার তারা চন্দ্রগুপ্তের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করবে।

রাক্ষ।—তা নয় কুমার। দেখুন, দুই প্রকারের প্রজা দেখা যায়। এক চন্দ্রগুপ্তের সহোত্থায়ী—আর এক নন্দবংশের অনুরক্ত লোক। চাণক্যের দোষই চন্দ্রগুপ্তের সহোত্থায়ী প্রজাদের বিরাগের হেতু—নন্দবংশের অনুরক্ত প্রজাদের সে হেতু নয়। কৃতঘ্ন চন্দ্রগুপ্ত পিতৃকুলগত সমস্ত নন্দকুলকে বধ করায় নন্দকুলের অনুরক্ত প্রজারা চন্দ্রগুপ্তের বিদ্বেষী বটে—কিন্তু তাদের নিজের কেহ আশ্রয় না থাকায় তারা দায়ে পড়ে' চন্দ্রগুপ্তের অনুগত হয়েছে। এখন সেই প্রজারা যদি মনে করে, আর কারও কর্ত্তৃক শত্রু-হস্ত হতে উদ্ধারের সম্ভাবনা আছে, তাহলে তারা তখনই চন্দ্রগুপ্তকে ছেড়ে তারই পক্ষ আশ্রয় করবে। দেখুন আমরা যে কুমারের পক্ষ আশ্রয় করেছি—আমরাই তো তার দৃষ্টান্ত-স্থল।

মল।—আচ্ছা অমাত্য! এখন যে চন্দ্রগুপ্তকে আক্রমণ করবার অবসর হয়েছে আপনি বল্‌চেন, সচিব-বিভ্রাটই কি তার এক-মাত্র কারণ—না আরও অন্য কারণ আছে?

রাক্ষ।—আরও অনেক কারণ আছে। কিন্তু এইটিই সর্ব্বপ্রধান।

মল।—অমাত্য, সর্ব্বপ্রধান কেন বলুন দিকি? এখন কি চন্দ্রগুপ্ত অন্য মন্ত্রীর হস্তে রাজকার্য্যভার এবং সেই সঙ্গে আপনাকে সমর্পণ করে' স্বয়ং এর প্রতিবিধানে অসমর্থ?

রাক্ষ।—হাঁ, তিনি এখন অসমর্থ।

মল।—তার কারণ কি?

রাক্ষ।—তার পক্ষে স্বায়ত্ত তন্ত্রের রাজ্যশাসন অসম্ভব। দুরাত্মা চন্দ্রগুপ্ত, সচিবের অধীনে নিয়ত থেকে তার চক্ষু বিকল হয়ে গেছে—সে লোকব্যবহার নিজে কিছুই দেখ্‌তে পায় না, তবে স্বয়ং প্রতিবিধান করতে আর কিরূপে সমর্থ হবে? যেহেতু ঃ—

মন্ত্রী, রাজা—এই দুটি পায়ে ভর দিয়া।
রাজ-লক্ষ্মী সোজা হয়ে থাকে দাঁড়াইয়া।
স্ত্রী-স্বভাব-হেতু পরে
সহিতে না পারি' দেহ-ভার
এক-পায়ে ভর দিয়া
অন্যটিরে করে পরিহার॥

অপিচ—

স্তনপায়ী অতিশিশু স্তন-ছাড়া হয়ে যথা
ক্ষণকাল না পারে থাকিতে।
লোক-জ্ঞান-মূঢ় নৃপ সচিব-বিচ্ছিন্ন হয়ে
মুহূর্ত্ত না পারে গো তিষ্ঠিতে॥

মল।—(স্বগত) ভাগ্যি আমি সচিবায়ত্ত নই! (প্রকাশ্যে) দেখুন

অমাত্য, যদিও এখন বহুকারণে সচিব-বিভ্রাটগ্রস্ত শত্রুকে আক্রমণ করবার সুযোগ হয়েছে, তবু আমাদের সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ কখনই হবে না।

রাক্ষ।—কুমার আমি বল্‌চি, সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ হবে। কেননাঃ—

উৎকৃষ্ট সৈন্য তব,
তুমি নৃপ যুঝিতে উন্মুখ।
নন্দ-অনুরক্ত পুর,
পদচ্যুত চাণক্য বিমুখ।
মৌর্য্যরাজ অভিনব,
আর আমি স্বাধীন—
(অর্দ্ধোক্তি করিয়া লজ্জিত) কৌশলী
যুদ্ধ-মার্গ-মন্ত্রণায় ;
প্রভু! এবে সুসাধ্য সকলি,
আর কোন বাধা নাই
—তব ইচ্ছা অপেক্ষা কেবলি॥

মল।—অমাত্য, যদি এইটিই আক্রমণের উপযুক্ত সময় বলে' আপনার বিবেচনা হয়, তবে আর বসে কেন ?—দেখুনঃ—

অত্যুন্নত মত্ত-গজ,
ভ্রমর ঝঙ্কারে' যার গায়,
ঘন-ঘোর শ্যামকান্তি
তট ভাঙে যার দন্ত-ঘায়,
—হেন শত গজ পিবে
শোণ-কান্তি শোণ নদী-নীর।

তুঙ্গকূল সেই শোণ

—স্রোতো-বলে ভাঙ্গে যার তীর

—উপকণ্ঠ-তরু-শ্যাম ;

উঠায়ে তরঙ্গ-কোলাহল

নদীরে খনিত করি'

বহমান বেগে যার জল॥

অপিচঃ—

মদমিশ্র বারি-ধারা, শুণ্ড দিয়া উদ্‌গারিয়া

বৃষ্টিসম করিতে করিতে বরিষণ,

(বিন্ধ্যে ঘেরে মেঘ যথা) গম্ভীর গর্জ্জন-রবে

গজবৃন্দ নগরেরে করিবে বেষ্টন॥

(ভাগুরায়ণের সহিত মলয়কেতুর প্রস্থান।)

রাক্ষ।—ওহে! কে আছ ওখানে?

একজন রক্ষীর প্রবেশ।

রক্ষী।—আজ্ঞে!

রাক্ষ।—প্রিয়ম্বদক! জেনে এসো তো—জ্যোতিষিকদের মধ্যে কে দ্বারে উপস্থিত আছে।

প্রিয়ং।—যে আজ্ঞে।

(প্রস্থান করিয়া জৈন সন্ন্যাসীকে দেখিয়া পুনঃ প্রবেশ)

মন্ত্রীমশায়, জ্যোতিষিকদের মধ্যে সেই ক্ষপণক জীবসিদ্ধি আছেন।

রাক্ষ।—(অশুভ সূচনায় স্বগত) প্রথমেই ক্ষপণকের দর্শন?

(প্রকাশ্যে) তার বীভৎসতা ঘুচিয়ে তাকে এখানে নিয়ে এসো।

ক্ষপণক জীবসিদ্ধির প্রবেশ।

ক্ষপ।— মোহ-ব্যাধি-বৈদ্য সেই, মহামান্য "অর্হতে"র
পালহ আদেশ।
প্রথমেই কটু বটে, পরে উপাদেয় কিন্তু
তাঁর উপদেশ॥
(নিকটে অগ্রসর হইয়া)
উপাসকের ধর্ম্মলাভ হোক্!

রাক্ষ।—দেখ বাপু! আমাদের যাত্রা-কাল নির্দ্ধারণ করে' দেও দিকি।

ক্ষপ।—(চিন্তা করিয়া) দেখ উপাসক! যাত্রা-মুহূর্ত্ত আমি অবধারণ করেছি। মধ্যাহ্নকাল হতে আরম্ভ করে' সপ্তকলা-নিবৃত্ত যে পূর্ণিমা তিথি সেই শোভন তিথিতে উত্তর দিক হতে দক্ষিণ দিকে যাত্রা কর্‌লে মঘাদি সপ্ত নক্ষত্র দক্ষিণ দিকে অবস্থিতি করবে।

অপিচ ঃ—

ভানু হলে অস্তগামী,
পূর্ণশশি হইলে উদয়,
উদি' কেতু অস্ত হলে
বুধলগ্নে যাত্রার সময়॥

রাক্ষ।—বাপু, কিন্তু তিথিটা শুভ বলে' মনে হচ্চে না।

ক্ষপ।—দেখ উপাসক!

একগুণ তিথি-ফল,
চারি গুণ ফল নক্ষত্রের,
লগ্নের চৌষট্টি গুণ
সিদ্ধান্ত এই জ্যোতিষের॥

অপিচ ঃ—

সুলগ্ন হইবে লগ্ন,
ক্রূর গ্রহে কর পরিহার।
চন্দ্র-বলে হও বলী
—হইবে গো বহু উপকার॥

রাক্ষ।—দেখ বাপু, অপরাপর জ্যোতিষিদের সঙ্গে একবার পরামর্শ করে' দেখ।

ক্ষপ।—উপাসক! তুমি পরামর্শ কর। আমি এখন গৃহে চল্লেম।

রাক্ষ।—দেখ বাপু রাগ কোরো না।

ক্ষপ।—আমি রাগ করিনি।

রাক্ষ।—তবে কে রাগ করেছে?

ক্ষপ।—(স্বগত) ভগবান্ কৃতান্ত—যিনি আত্মপক্ষকে ত্যাগ করিয়ে আমার ন্যায় শত্রুপক্ষের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাচ্চেন।

(ক্ষপণকের প্রস্থান)

রাক্ষ।—প্রিয়ম্বদক, কত বেলা হল দেখ তো।

প্রিয়ং।—যে আজ্ঞে। (প্রস্থান করিয়া পুনঃ প্রবেশ) সূর্য্যদেব অস্ত হব-হব কচ্চেন।

রাক্ষ।—(আসন হইতে উত্থান করিয়া দর্শন) তাইতো, ভগবান সূর্য্যদেব সত্যই যে অস্তোন্মুখ হয়েছেন।

উদয় হইলে ভানু
উপবন-তরুচ্ছায়া ক্ষণ-অনুরাগে
সুদূর পশ্চিম দিকে
দিনমণি-সাথে সাথে যায়.আগে আগে।
অস্তাচলে গেলে ভানু—
পুন সেই ছায়া ফিরি আসে গো তখনি,
বিভব হইলে গত
ভৃত্যেরা ছাড়িয়ে যায় প্রভুরে এমনি॥

(সকলের প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।

পঞ্চম অঙ্ক।

দৃশ্য।—মলয়কেতুর শিবির।

পত্র ও অলঙ্কার-সম্বলিত থলিয়া ও মুদ্রা লইয়া সিদ্ধার্থকের প্রবেশ।

সিদ্ধা।—আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

দেশ-কাল-কুম্ভ হতে, বুদ্ধির সলিল-সেকে
হইয়া সিঞ্চিত
চাণক্যের নীতি-লতা, করিবে গো গুরুফল
আজি প্রসবিত॥

চাণক্যের প্রথম-লিখিত অমাত্য-রাক্ষসের মুদ্রাঙ্কিত পত্রখানি তো আমি সঙ্গে নিয়েছি। আর, তাঁরই মুদ্রাঙ্কিত এই গহনার পেট্‌রা। আমি তো পাটুলীপুত্রে চলেছি—এখন তবে যাওয়া যাক্। একি! ক্ষপণক আস্‌চে যে! এই অশুভ দর্শনটা সূর্য্যদেবকে দর্শন করে' কাটিয়ে দি।

ক্ষপণকের প্রবেশ।

প্রণমি "অর্হৎ"-পদে
—সেই সব অসামান্য মহা জ্ঞানী জন—
অলৌকিক মার্গ ধরি'
এ লোকে করেন যাঁরা সিদ্ধি অন্বেষণ॥

সিদ্ধা।—প্রণাম পরিব্রাজক মহাশয়!

ক্ষপ।—উপাসক! তোমার ধর্ম্মলাভ হোক্! মন্তরণে সমুদ্র পার হবে এইরূপ যেন তোমার মনের গতি দেখ্‌ছি।

সিদ্ধা।—পরিব্রাজক মশায়, আপনি তা জান্‌লেন কি করে'?

ক্ষপ।—এ আর জান্‌তে কি।—তোমার যে এই পথ—নৌকার কর্ণধারের মত ঐ পত্রখানিতেই সূচিত হচ্চে।

সিদ্ধা।—আপনি অবশ্য জানেন, আমি দেশান্তরে যাচ্চি। তা, বলুন দিকি পরিব্রাজক মশায়, আজকের দিনটা কেমন?

ক্ষপ।—উপাসক! আগে মাথা মুড়িয়ে তার পর নক্ষত্রের ফলাফল জিজ্ঞাসা করচ?

সিদ্ধা।—পরিব্রাজক মশায়! আপাতত যদি কিছু ফলাফল ঘটে' থাকে তো বলুন। যদি আমার অনুকূল হয় তবে অগ্রসর হব—নৈলে এখান থেকেই ফিরে যাব।

ক্ষপ।—অনুকূলই হোক্ বা প্রতিকূলই হোক্ আপাতত তো মলয়-কেতুর শিবিরে কোন উপাসকই মুদ্রা-চিহ্ন না দেখিয়ে যেতে পারচে না।

সিদ্ধা।—পরিব্রাজক মহাশয়! বলুন দিকি এর কারণ কি?

ক্ষপ।—উপাসক! শোনো, প্রথমে তো এই মলয়কেতুর শিবিরে লোকের অবারিত দ্বার ছিল—এখন কুসুমপুর নিকটবর্ত্তী হয়েছে, এখন মুদ্রা-চিহ্ন ব্যতীত কাকেও প্রবেশ কিম্বা প্রস্থান করতে অনুমতি দেওয়া হচ্চে না। তবে যদি ভাগুরায়ণের দেওয়া মুদ্রা-নিদর্শন তোমার কাছে থাকে, তবে বিশ্বস্ত মনে যাও, নতুবা গমনে ক্ষান্ত হয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে এখানে থাকো। তা না হলে, প্রহরী-স্থানের অধ্যক্ষ তোমার হাত-পা-বেঁধে তোমাকে এখনি রাজবাড়িতে নিয়ে যাবে।

সিদ্ধা।—পরিব্রাজক মহাশয়! আপনি কি জানেন না, আমি সিদ্ধার্থক—অমাত্য রাক্ষসের পারিষদ্? আমার মুদ্রা-নিদর্শন না থাক্‌লেও কার সাধ্য আমাকে আট্‌কে রাখে।

ক্ষপ।—উপাসক! রাক্ষসেরই হও বা খক্কসেরই পারিষদ্ হও, বিনা মুদ্রা-নিদর্শনে তোমার বেরোবার উপায় নেই।

সিদ্ধা।—পরিব্রাজক মহাশয়, রাগ করবেন না, আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার কার্য্যসিদ্ধি হয়।

ক্ষপ।—উপাসক যাও—তোমার যেন কার্য্যসিদ্ধি হয়। আমিও পাটুলীপুত্রে যাবার মুদ্রা-নিদর্শন ভাগুরায়ণের কাছ থেকে পাবার প্রতীক্ষায় আছি।

ভাগুরায়ণ এবং তাঁহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ একজন অনুচরের প্রবেশ।

ভাগু।—(স্বগত) ওঃ! চাণক্য-নীতির কি বিচিত্রতা!

কভু পরিস্ফুট-লক্ষ্য,
কভুবা সে দুর্বোধ গভীর,
কখন সম্পূর্ণ-অঙ্গ,
কখন বা কৃশাঙ্গ-শরীর।
কখন বা ভ্রষ্ট-বীজ,
কভু বা অপর্য্যাপ্ত ধরে ফল-ভার
—নিয়তির সম অহো
নীতিজ্ঞ জনের নীতি বিচিত্র-আকার!

(প্রকাশ্যে) দেখ বাপু ভাসুরক! কুমারের ইচ্ছা নয়, আমি

দূরে থাকি। অতএব এই আস্থান মণ্ডপে আমার আসন রেখে দেও।

অনুচর।—এই আসন, বসুন মশায়।

ভাগু।—(বসিয়া) যে কেউ মুদ্রা-নিদর্শন পাবার জন্য আমার সহিত দেখা করতে চাবে, তাকেই তুমি আমার কাছে নিয়ে আস্‌বে। বুঝ্‌লে?

অনুচর।—যে আজ্ঞে মশায়। (প্রস্থান)

ভাগু।—(স্বগত) আহা! কুমার মলয়কেতু আমাকে এত স্নেহ করেন, তাঁকেই কি না আমার প্রতারণা করতে হবে। ওঃ!—কি দুষ্কর কার্য্য! কিন্তু আবার—

লজ্জা কুল যশোমানে
হইয়া বিমুখ একেবারে
ধন লোভে ধনীকে যে
বিক্রয় করেছে আপনারে,
বিচার-অক্ষম সেই পরতন্ত্র জনা
কেমনে গো হিতাহিত করে বিবেচনা?

প্রতীহারী-অনুসৃত মলয়কেতুর প্রবেশ।

মল।—(স্বগত) ওঃ! রাক্ষসের উপর আমার এতটা সন্দেহ হয়েছে যে আমি কিছুই ঠিক্ বুঝ্‌তে পারচিনে।

সেই সে রাক্ষস-মন্ত্রী
নন্দকুলে দৃঢ় ভক্তি অনুরাগ যার
—চাণক্য হইলে দূর—
নন্দবংশী মৌর্য্যেতে কি মিলিবে আবার?

কিম্বা গণি' মোর ভক্তি
তাঁর প্রতি, প্রতিজ্ঞা পালিবে মন্ত্রীবর?
—কুম্ভকার-চক্র সম
এই চিন্তা চিত্তে মোর ভ্রমে নিরন্তর॥

(প্রকাশ্যে) বিজয়া! ভাগুরায়ণ কোথায়?

প্রতীহারী।—যারা শিবির থেকে বেরিয়ে যেতে চায়, তাদের তিনি মুদ্রা-নিদর্শন দিচ্চেন—তিনি এখন এই কাজেই আছেন।

মল।—দেখ বিজয়া, তোমার যেন পায়ের শব্দ না হয়, ভাগুরায়ণ মুখ ফিরিয়ে আছে, আমি পিছন থেকে ওর চোক্ টিপে ধর্ব্বি।

প্রতী।—যে আজ্ঞা কুমার।

ভাসুরকের প্রবেশ।

ভাসু।—মশায়! ইনি ক্ষপণক, মুদ্রার নিমিত্ত মশায়ের সহিত সাক্ষাৎ করতে চান।

ভাগু।—নিয়ে এসো।

ভাসু।—যে আজ্ঞে। (প্রস্থান)

ক্ষপণকের প্রবেশ।

ক্ষপ।—উপাসকদের ধর্ম্মবৃদ্ধি হোক্!

ভাগু।—(অবলোকন করিয়া স্বগত) একি! রাক্ষসের মিত্র জীবসিদ্ধি যে! (প্রকাশ্যে) পরিব্রাজক! রাক্ষসের কোন প্রয়োজনে যাওয়া হচ্চে না কি?

ক্ষপ।—(কাণে আঙ্গুল দিয়া) ছি ছি ও কথা বল্‌বেন না। আমি এমন স্থানে যাচ্চি যেখানে রাক্ষস কিম্বা পিশাচের নাম পর্য্যন্ত শোনা যায় না।

ভাগু।—পরিব্রাজক মশায়! আপনার সুহৃদেরই উপর অত্যন্ত অভিমান হয়েছে দেখ্‌ছি। রাক্ষস আপনার কাছে কিসে, অপরাধী?

ক্ষপ।—উপাসক! রাক্ষস আমার প্রতি কোন অপরাধই করেন নি। আমি আমার নিজের কাছেই অপরাধী।

ভাগু।—পরিব্রাজক মশায়! আপনি আমার কৌতূহল বৃদ্ধি করচেন।

মল।—(স্বগত) আমারও।

ভাগু।—মশায়, ব্যাপারটা কি আমি শুন্‌তে ইচ্ছা করি।

মল।—(স্বগত) আমিও।

ক্ষপ।—উপাসক! সে কথা শুনে কি হবে?

ভাগু।—পরিব্রাজক! যদি গোপনীয় কথা হয় তবে থাক্।

ক্ষপ।—গোপনীয় কথা নয়।

ভাগু।—তবে বলুন।

ক্ষপ।—উপাসক! গোপনীয় নয় বটে কিন্তু একটা বড় নৃশংস ব্যাপার। তাই বল্‌তে চাই নে।

ভাগু।—পরিব্রাজক, আমিও তবে মুদ্রা-নিদর্শন দেব না!

ক্ষপ।—(স্বগত) ভাগুরায়ণ শুন্‌তে প্রার্থী হয়েছে, ওকে বলা উচিত। (প্রকাশ্যে) কি করা যায়—নিরুপায়। আচ্ছা বল্‌চি—শোনো তবে।

ক্ষপ।—হতভাগ্য আমি যখন প্রথমে পাটলীপুত্রে এসে বাস করলেম তখন রাক্ষসের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়। সেই সময়ে রাক্ষস গূঢ় বিষকন্যা প্রয়োগে মহারাজ পর্ব্বতেশ্বরকে বধ করে।

মল।—(সাশ্রুলোচনে স্বগত) কি? রাক্ষস পিতাকে বধ করেছে—চাণক্য নয়?

ভাগু।—পরিব্রাজক! তার পর—তার পর?

ক্ষপ।—তার পর, চাণক্য-হতভাগা আমাকে রাক্ষসের মিত্র বলে' আমাকে অপমানের সহিত নগর হতে নির্ব্বাসন করে দিলে। এখন আবার রাক্ষস, আমি যাতে জীবলোকে না থাকি, তার একটা কি উপায় করচে। রাক্ষস সর্ব্বপ্রকার অকার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষ।

ভাগু।—দেখ পরিব্রাজক, প্রতিশ্রুত অর্দ্ধ-রাজ্যদানের অনিচ্ছা-বশতই চাণক্য-হতভাগা এই অকার্য্য সাধন করে;—রাক্ষস করেছে বলে' তো আমরা শুনি নি।

ক্ষপ।—(কাণে আঙ্গুল দিয়া) রামো! চাণক্য বিষ-কন্যার নামও জানে না। সেই দুষ্ট-বুদ্ধি রাক্ষসই এই অকার্য্য করেছে।

ভাগু।—পরিব্রাজক! এ বড় দুঃখের বিষয়। এই নেও মুদ্রা-নিদর্শন—এসো, এই কথা আমরা কুমারকে জানাই।

মল।—(অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া)

শুনিয়াছি সখা ওগো!
শ্রবণ-বিদারী এই দারুণ বচন—
রাক্ষস-সুহৃদ্ যাহা
রিপু-রাক্ষসের কথা বলিল এখন।
বহুদিন গত, তবু
পিতৃ-বধে কষ্ট হল দ্বিগুণ বৰ্দ্ধন॥

ক্ষপ।—(স্বগত) এই যে, মলয়কেতু-হতভাগা শুনেছে যে—ভালই হয়েছে। আমার উদ্দেশ্য সফল হল। (প্রস্থান)

মল।—(আকাশে) রাক্ষস! এ কি তোমার উচিত?

"ইনি মোর প্রিয় মিত্র"

নিশ্চিত জানিয়া ইহা—নিরুদ্বিগ্ন-মন

সর্ব্বকার্য্য তোমাপরে

বিশ্বাস করিয়া পিতা করেন অর্পণ

—সেই সে পিতারে বধি'

অশ্রুজলে ভাসাইলি সর্ব্ব বন্ধুজনে,

রাক্ষস—সার্থক নাম

এতদিন পরে আজি জানিলাম মনে॥

ভাগু।—(স্বগত) ঠাকুর আদেশ করেছিলেন, "রাক্ষসের যাতে প্রাণরক্ষা হয় তা করবে।" আচ্ছা তাই তবে করা যাক্‌। (প্রকাশ্যে) কুমার! অত উদ্বিগ্ন হবেন না। কুমার আসন গ্রহণ করলে কুমারকে কিঞ্চিৎ নিবেদন করতে ইচ্ছা করি।

মল।—(উপবেশন করিয়া) সখা, কি বল্‌বে বল।

ভাগু।—দেখুন কুমার, সাবধান গৃহস্থ লোকেরা যেরূপ স্বেচ্ছা-বশতঃ কাজ করেন, অর্থশাস্ত্রব্যবহারীরা তা পারেন না। তাঁরা রাজ্যের স্বার্থের জন্য অরি মিত্র উদাসীন সম্বন্ধে যথা-শাস্ত্র ব্যবস্থা করেন। দেখুন, সেই সময়ে রাক্ষসের ইচ্ছা ছিল—সর্ব্বার্থসিদ্ধি রাজা হন। সুগৃহীতনামা মহারাজ পর্ব্বতেশ্বর চন্দ্রগুপ্ত অপেক্ষাও প্রবল, সুতরাং তাঁহতে স্ব-উদ্দেশ্য সাধনের ব্যাঘাত হবার সম্ভাবনা থাকায় রাক্ষস তাঁকেও আপনার পরম শত্রু বোলে মনে করতেন। অতএব, সেই সময়ে রাক্ষস যে এই কাজ করেছিলেন, তাতে তাঁর বিশেষ দোষ দেখা যায় না। দেখুন কুমার :—

রাজ্য-প্রয়োজন-বশে মিত্রজনে শত্রু করে

—শত্রুজনে মিত্র করে নীতি।

এই জনমেই যেন জন্মান্তর ঘটায় সে
বিলোপিয়া পূর্ব্বগত-স্মৃতি ॥

অতএব এই বিষয়ে রাক্ষসকে এখন তিরস্কার না করাই ভাল। যে পর্য্যন্ত না আপনার নন্দরাজ্য লাভ হয়, সে পর্য্যন্ত রাক্ষসকে বরং অনুগ্রহই করতে হবে। তার পর তাঁকে রাখা কি ত্যাগ করা, তাঁর কার্য্য দেখেই কুমার পরে স্থির করবেন।

মল।—আচ্ছা তাই হোক্। সখা তুমি ঠিক্ বিবেচনা করেচ—নৈলে রাক্ষসকে এখন বধ করলে প্রজাদের ক্ষোভের কারণ হবে এবং আমাদের বিজয়লাভেও সন্দেহ থাক্‌বে।

একজন রক্ষীর প্রবেশ।

রক্ষী।—জয় হোক্ কুমারের জয় হোক্! মশায়ের এই প্রহরী-স্থানের অধ্যক্ষ দীর্ঘচক্ষু শ্রীচরণে এই নিবেদন করচে:—এই ব্যক্তি মুদ্রা-নিদর্শন না নিয়ে পত্রহস্তে শিবির হতে বেরুচ্ছিল, আমরা একে ধৃত করে' এনেছি, মশায় একবার একে স্বচক্ষে দেখুন।

ভাগু।—আচ্ছা বাপু, তাকে নিয়ে এসো।

রক্ষী।—যে আজ্ঞে। (প্রস্থান)

রক্ষীর অগ্রে অগ্রে বদ্ধ-হস্ত সিদ্ধার্থকের প্রবেশ।

সিদ্ধা।—(স্বগত)

নিজগুণে তুষ্ট করে—দোষে নাহি মতি
—এই সব প্রভুভক্তে করি গো প্রণতি॥

রক্ষী।—(অগ্রসর হইয়া) মশায় এই সেই ব্যক্তি।

"ইনি মোর প্রিয় মিত্র"

নিশ্চিত জানিয়া ইহা—নিরুদ্বিগ্ন-মন

সর্ব্বকার্য্য তোমাপরে

বিশ্বাস করিয়া পিতা করেন্ন অর্পণ

—সেই সে পিতারে বধি'

অশ্রুজলে ভাসাইলি সর্ব্ব বন্ধুজনে,

রাক্ষস—সার্থক নাম

এতদিন পরে আজি জানিলাম মনে॥

ভাগু।—(স্বগত) ঠাকুর আদেশ করেছিলেন, "রাক্ষসের যাতে প্রাণরক্ষা হয় তা করবে।" আচ্ছা তাই তবে করা যাক্। (প্রকাশ্যে) কুমার! অত উদ্বিগ্ন হবেন না। কুমার আসন গ্রহণ করলে কুমারকে কিঞ্চিৎ নিবেদন করতে ইচ্ছা করি।

মল।—(উপবেশন করিয়া) সখা, কি বল্‌বে বল।

ভাগু।—দেখুন কুমার, সাবধান গৃহস্থ লোকেরা যেরূপ স্বেচ্ছা-বশতঃ কাজ করেন, অর্থশাস্ত্রব্যবহারীরা তা পারেন না। তাঁরা রাজ্যের স্বার্থের জন্য অরি মিত্র উদাসীন সম্বন্ধে যথা-শাস্ত্র ব্যবস্থা করেন। দেখুন, সেই সময়ে রাক্ষসের ইচ্ছা ছিল—সর্ব্বার্থসিদ্ধি রাজা হন। সুগৃহীতনামা মহারাজ পর্ব্বতেশ্বর চন্দ্রগুপ্ত অপেক্ষাও প্রবল, সুতরাং তাঁহতে স্ব-উদ্দেশ্য সাধনের ব্যাঘাত হবার সম্ভাবনা থাকায় রাক্ষস তাঁকেও আপনার পরম শত্রু বোলে মনে করতেন। অতএব, সেই সময়ে রাক্ষস যে এই কাজ করেছিলেন, তাতে তাঁর বিশেষ দোষ দেখা যায় না। দেখুন কুমার :—

রাজ্য-প্রয়োজন-বশে মিত্রজনে শত্রু করে

—শত্রুজনে মিত্র করে নীতি।

এই জনমেই যেন জন্মান্তর ঘটায় সে
বিলোপিয়া পূর্ব্বগত-স্মৃতি ॥

অতএব এই বিষয়ে রাক্ষসকে এখন তিরস্কার না করাই ভাল। যে পর্য্যন্ত না আপনার নন্দরাজ্য লাভ হয়, সে পর্য্যন্ত রাক্ষসকে বরং অনুগ্রহই করতে হবে। তার পর তাঁকে রাখা কি ত্যাগ করা, তাঁর কার্য্য দেখেই কুমার পরে স্থির করবেন।

মল।—আচ্ছা তাই হোক্। সখা তুমি ঠিক্ বিবেচনা করেচ—নৈলে রাক্ষসকে এখন বধ করলে প্রজাদের ক্ষোভের কারণ হবে এবং আমাদের বিজয়লাভেও সন্দেহ থাক্‌বে।

একজন রক্ষীর প্রবেশ।

রক্ষী।—জয় হোক্ কুমারের জয় হোক্! মশায়ের এই প্রহরী-স্থানের অধ্যক্ষ দীর্ঘচক্ষু শ্রীচরণে এই নিবেদন করচে :—এই ব্যক্তি মুদ্রা-নিদর্শন না নিয়ে পত্রহস্তে শিবির হতে বেরুচ্ছিল, আমরা একে ধৃত করে' এনেছি, মশায় একবার একে স্বচক্ষে দেখুন।

ভাগু।—আচ্ছা বাপু, তাকে নিয়ে এসো।

রক্ষী।—যে আজ্ঞে। (প্রস্থান)

রক্ষীর অগ্রে অগ্রে বদ্ধ-হস্ত সিদ্ধার্থকের প্রবেশ।

সিদ্ধা।—(স্বগত)

নিজগুণে তুষ্ট করে—দোষে নাহি মতি
—এই সব প্রভুভক্তে করি গো প্রণতি ॥

রক্ষী।—(অগ্রসর হইয়া) মশায় এই সেই ব্যক্তি।

ভাগু।—(দেখিয়া) বাপু! একি একজন আগন্তুক, না কারও আশ্রিত ব্যক্তি?

সিদ্ধা।—মশায়, আমি অমাত্য রাক্ষসের একজন পার্শ্বচর ভৃত্য।

ভাগু।—আচ্ছা বাপু, মুদ্রা-নিদর্শন না নিয়ে কেন তবে শিবির হতে বেরুচ্চ?

সিদ্ধা।—মশায়, কোন গুরুতর কার্য্যের অনুরোধে তাড়াতাড়ি যেতে হচ্চে।

ভাগু।—এত কি গুরুতর কার্য্য যে রাজ-শাসন লঙ্ঘন করে' যাচ্চ?

মল।—সখা ভাগুরায়ণ! পত্রখানা দিতে বল।

সিদ্ধা।—(ভাগুরায়ণকে পত্র অর্পণ)

ভাগু।—(সিদ্ধার্থকের হস্ত হতে পত্র লইয়া মুদ্রা দর্শন) কুমার! এই পত্র, আর এই রাক্ষসের নামাঙ্কিত এই মুদ্রা।

মল।—মুদ্রাটি নষ্ট না করে' পত্র উদ্ঘাটন করে' আমাকে দেখাও।

ভাগু।—(সেইরূপ করিয়া প্রদর্শন)

মল।—(গ্রহণ করিয়া পঠন) "স্বস্তি! কোন স্থান হইতে, কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তিবিশেষকে যথাস্থানে এই কথা অবগত করিতেছে। আমাদের বিপক্ষকে দূর করিয়া সত্যবান্ আপনি সত্যবাদিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। সম্প্রতি আমাদের যে সকল বান্ধবগণের সহিত আপনার প্রথম সন্ধির প্রস্তাব হইয়াছিল, পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুত সেই প্রতিজ্ঞা উৎসাহপূর্ব্বক পালন করিয়া হে সত্যসন্ধ! আপনি তাদের প্রীতি উৎপাদন করুন। পরে আপনকার প্রতি ইহাদের অনুরাগ সঞ্চার হইলে, স্বাশ্রয় বিনাশে ইহারা উপকারারই শরণাপন্ন হইবে। একটি কথা সত্যবান আপনি বিস্মৃত না হইলেও আপনাকে আবার স্মরণ করাইয়া দিতেছি।

আমার এই বান্ধবদের মধ্যে কেহ কেহ বিপক্ষের কোষ,—কেহ বা বিষয়-সম্পত্তির প্রার্থী। আমাকে যে তিনটি অলঙ্কার পাঠাইয়াছেন, তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি। পত্রের শূন্যতা-দোষ পরিহারের নিমিত্ত, আমিও যৎকিঞ্চিৎ পাঠাইতেছি, গ্রহণ করিবেন। এবং অতি বিশ্বস্ত পরমাত্মীয় সিদ্ধার্থকের প্রমুখাৎ আর যাহা কিছু বাচিক শ্রবণ করিবেন।"

মল।—সখা ভাগুরায়ণ! এ পত্রের মর্ম্মার্থ কি?

ভাগু।—বাপু সিদ্ধার্থক, এ পত্রখানি কার লেখা?

সিদ্ধা।—আমি তো তা জানিনে মশায়!

ভাগু।—ধূর্ত্ত! তুমি পত্র নিয়ে যাচ্চ, অথচ জাননা কার পত্র?—আচ্ছা ও কথা যাক্—তোমার প্রমুখাৎ বাচিক কে শুন্‌বে বল দিকি?

সিদ্ধা।—(ভয়ের অভিনয়) আপনি।

ভাগু।—কি!—আমি?

সিদ্ধা।—আপনিই তো আমাকে ধৃত করেছেন—কিন্তু কি কথা আমি কিছুই জানি নে।

ভাগু।—(সক্রোধে) এইবার জান্‌বে। বাপু ভাসুরক! একে বাহিরে নিয়ে গিয়ে, যতক্ষণ না সব কথা বলে, ততক্ষণ প্রহার কর।

রক্ষী।—যে আজ্ঞে। (সিদ্ধার্থককে লইয়া প্রস্থান এবং পুনঃ প্রবেশ করিয়া) মার্‌তে মার্‌তে এর বস্ত্র হতে নামমুদ্রাঙ্কিত একটা অলঙ্কারের পেটিকা পড়ে গেল।

ভাগু।—(দেখিয়া) কুমার—এতেও রাক্ষসের নাম মুদ্রাঙ্কিত।

মল।—এই সেই দ্রব্য যাতে পত্রের শূন্যতা পূরণ হয়েছে। এই

মুদ্রাটিও অক্ষত রেখে, পেটিকা উদ্ঘাটন করে' আমাকে দেখাও।

ভাগু।—(সেইরূপ করিয়া প্রদর্শন)

মল।—(দেখিয়া) এ কি! এ যে সেই আভরণগুলি যা আমি নিজ অঙ্গ হতে খুলে রাক্ষসকে পাঠিয়েছিলেম। এখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্চে, এই পত্র রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তকেই লিখচে।

ভাগু।—কুমার, এইবার সংশয় একেবারে দূর হবে। বাপু আবার প্রহার কর তো।

রক্ষী।—যে আজ্ঞে মশায়। (প্রস্থান করিয়া পুনঃ প্রবেশ) প্রহার করতে করতে এই ব্যক্তি বল্‌লে, "স্বয়ং কুমারের নিকট আমি নিবেদন করব।"

মল।—নিয়ে এসো।

রক্ষী।—যে আজ্ঞে কুমার। (প্রস্থান করিয়া সিদ্ধার্থককে লইয়া প্রবেশ)

সিদ্ধা।—(পদতলে পড়িয়া) যদি অভয় দেন তো সমস্ত কুমারের নিকট বলি।

মল।—বাপু! তুমি পরাধীন ব্যক্তি—তোমার দোষ কি—আমি অভয় দিচ্চি—তুমি যা জানো সমস্ত অসঙ্কোচে বল।

সিদ্ধা।—শুনুন কুমার! অমাত্য রাক্ষস এই পত্র নিয়ে চন্দ্রগুপ্তের নিকট আমাকে যেতে বলেছেন।

মল।—বাপু! এখন, বাচিক কি বল্‌বার আছে তাও শুন্‌তে চাই।

সিদ্ধা।—কুমার!—অমাত্য রাক্ষস আমাকে এইরূপ বল্‌তে আদেশ করেছেন :—কুলূতার রাজা চিত্রবর্ম্মা, মলয়-দেশের রাজা সিংহ-নাদ, কাশ্মীর দেশের রাজা পুষ্করাক্ষ, সিন্ধুরাজ সিন্ধুসেন, আর

পারসীকের রাজা মেঘাক্ষ;—এর মধ্যে প্রথম যে তিন জনের নাম করলেম তাঁরা মলয়কেতুর বিষয়-সম্পত্তির প্রার্থী,—আর দুই জন কোষ ও হস্তিবলের প্রার্থী। আর, মহারাজ আপনি যেরূপ চাণক্যকে দূর করে' আমার প্রীতি উৎপাদন করেছেন, সেইরূপ এঁদেরও পূর্ব্ব-কথিত প্রার্থনাগুলি পূর্ণ করুন—রাজ-সদনে এই আমার নিবেদন।

মল।—(স্বগত) কি!—চিত্রবর্ম্মা প্রভৃতিও আমার বিদ্বেষী?—তবে রাক্ষসের প্রতি এদেরও বিশেষ অনুরাগ? (প্রকাশ্যে) বিজয়া, অমাত্য রাক্ষসের সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই।

প্রতী।—যে আজ্ঞে কুমার। (প্রস্থান)

দৃশ্য—রাক্ষসের গৃহ।

রক্ষীগণ-পরিবৃত রাক্ষস আসনস্থ হইয়া চিন্তা-মগ্ন।

রাক্ষ।—(স্বগত) আমাদের সৈন্যবল চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যবলের সহিত সম্পূর্ণ সমান কি না ঠিক্ জান্‌তে না পারলে আমার মনে আর শান্তি নাই। কেন না:—

স্বপক্ষের লোক যত স্বপক্ষেরি অনুগত
বিপক্ষে একান্ত বীত-রাগ
—এ যদি জানিতে পাই, নিশ্চিত জানিব তবে
আমাদেরি ধ্রুব জয় লাভ।
কিন্তু যদি স্বতঃ তারা আয়ত্ত না হয়,
—বশে আনা দেখাইয়া শুধু লোভ-ভয়,

তু-পক্ষেরি হয় যদি—স্বপক্ষের যাহা প্রতিকূল—
তাহা হলে আমাদের পরাজয়, নাহি তাহে ভুল॥

কিন্তু না - চন্দ্রগুপ্তের প্রতি যাদের বিদ্বেষ-কারণ জানা গেছে—ভেদোপায়ে পূর্ব্ব হতেই যাদের স্বপক্ষে আনা গেছে, প্রায় তাদের দ্বারাই আমাদের সৈন্যমণ্ডলী পূর্ণ—তবে কেন জয়লাভে বৃথা সন্দেহ করচি। (প্রকাশ্যে) প্রিয়ম্বদক! আমার নাম করে' কুমারের পক্ষাবলম্বী রাজাদের বল, এখন আমরা প্রতিদিন কুসুমপুরের নিকটবর্ত্তী হচ্চি—অতএব এখন সৈন্য বিভাগ করে' যাত্রা করা কর্ত্তব্য। এইরূপে বিভাগ করবে ঃ—

সর্ব্বাগ্রে আমার পিছে, খস-মগধের সৈন্য
করুক গমন।
গান্ধার-যবন-পতি—এঁদের যতনে মধ্যে
করিবে স্থাপন।
তাহার পশ্চাতে যান্ শক-নরপতিগণ
চেদি-হূন-সাথে।
অবশিষ্ট কৌলূতাদি রাজ-লোকে পরিবৃত
কুমার পশ্চাতে॥

প্রিয়ং।—যে আজ্ঞে। (প্রস্থান)

প্রতীহারীর প্রবেশ।

প্রতি।—জয় হোক্ অমাত্যের জয় হোক্! কুমার অমাত্যকে দেখতে ইচ্ছা করেন।

রাক্ষ।—বাপু! একটু দাঁড়াও—কে আছে ওখানে?

রক্ষীর প্রবেশ।

রক্ষী।—আজ্ঞে!

রাক্ষ।—শকটদাসকে বল, কুমার আমাকে পরিধানের জন্য যে আভরণ দিয়েছিলেন, সেগুলি না পরে' কুমারের সহিত সাক্ষাৎ করাটা উচিত হয় না—অতএব যে তিনটি অলঙ্কার ক্রয় করা হয়েছিল তার মধ্য হতে একটি যেন তিনি আমাকে পাঠিয়ে দেন।

রক্ষী।—যে আজ্ঞা অমাত্য। (প্রস্থান করিয়া পুনঃ প্রবেশ) অমাত্য, এই সেই অলঙ্কার।

রাক্ষ।—(অবলোকন করিয়া এবং আপনাকে অলঙ্কৃত করিয়া উত্থান) বাপু, রাজবাড়ির পথ দেখিয়ে আমাকে নিয়ে চল।

প্রতী।—এই দিক দিয়ে অমাত্য এই দিক দিয়ে।

রাক্ষ।—(স্বগত) উচ্চ পদ নির্দ্দোষ পুরুষের পক্ষেও ভয়ের বিষয়। কেন না:—

প্রথমে তো সেব্য হতে সেবকের ভয়ের উদয়,
পরে প্রভু-পার্শ্বচর—তা হতেও মনে-মনে ভয়।
উচ্চ-পদ ভৃত্য-জনে সতত করয়ে দ্বেষ দুর্জ্জন-কুল,
মহোচ্চ-পদস্থ ভৃত্য পতনের ভয়ে তাই সদা চিন্তাকুল॥

প্রতী।—(পরিক্রমণ করিয়া) অমাত্য! এইখানে কুমার আছেন—এই দিকে আস্‌তে আজ্ঞা হোক্।

রাক্ষ।—(দেখিয়া) এই যে কুমার।

পাদাগ্রে স্থাপন করি' নিশ্চল সে শূন্য-দৃষ্টি
—নাহি যাহে বিষয়-গ্রহণ

সুদুর্ব্বহ গুরুতর কার্য্য-ভারে নত মুখ
হস্তোপরি করেন বহন॥

(নিকটে অগ্রসর হইয়া) জয় হোক্ কুমারের জয় হোক্!

মল।—প্রণাম মহাশয়! এই আসনে বস্‌তে আজ্ঞা হোক্।

রাক্ষ।—(উপবেশন)

মল।—অমাত্য, আমি অনেকক্ষণ আপনাকে না দেখ্‌তে পেয়ে উদ্বিগ্ন আছি।

রাক্ষ।—যাত্রার উদ্যোগে ব্যস্ত থাকায় কুমারের এই তিরস্কার আমার শুন্‌তে হল।

মল।—যাত্রার কিরূপ ব্যবস্থা করা হয়েছে শুন্‌তে ইচ্ছা করি।

রাক্ষ।—কুমারের অনুগত রাজাদের এইরূপ আদেশ করা গেছে, ("সর্ব্বাগ্রে আমার পিছে" ইত্যাদি পঠন।)

মল।—(স্বগত) এতে জানা যাচ্চে, আমার বিনাশের জন্য যারা চন্দ্রগুপ্তের আরাধনা করচে, তারাই আমাকে ঘিরে থাক্‌বে। দেখুন মহাশয়, এমন কোন ব্যক্তি কি আছে যে কুসুমপুরে এখন যাতায়াত করচে?

রাক্ষ।—এখন আর সেখানে যাতায়াতের প্রয়োজন নাই—সে প্রয়োজনের অবসান হয়েছে।

মল।—(স্বগত) বোঝা গেল। (প্রকাশ্যে) তা যদি হয়, তবে কেন আপনি পত্র লিখে কুসুমপুরে লোক পাঠাচ্চেন?

রাক্ষ।—(দেখিয়া) এ কি! সিদ্ধার্থক যে।—বাপু ব্যাপারখানা কি?

সিদ্ধা।—(সাশ্রুলোচনে লজ্জিত ভাবে) অমাত্য! আমার উপর রাগ

করবেন না। *আমাকে এমনি প্রহার করলে, যে অমাত্যের সেই গুপ্ত কথাটি আমি আর পেটে রাখতে পারলেম না।

রাক্ষ।—বাপু! সে গুপ্ত কথাটি কি?—আমি তো কিছুই জানি নে।

সিদ্ধা।—প্রহার না করলে আমি কথনই—(এই অর্দ্ধোক্তি করিয়া অধোমুখে অবস্থান।)

মল।—ভাগুরায়ণ! প্রভুর সাম্‌নে এ ব্যক্তি ভীত ও লজ্জিত হয়েছে, তাই বল্‌চে না। তুমি স্বয়ং অমাত্যকে সমস্ত বল।

ভাগু।—যে আজ্ঞা কুমার। অমাত্য! ও এই কথা বল্‌চে: *"রাক্ষস আমাকে পত্র দিয়ে চন্দ্রগুপ্তের কাছে পাঠাচ্চেন, আর মুখেও কিছু বল্‌তে বলেছেন"।

রাক্ষ।—বাপু সিদ্ধার্থক! এ কথা কি সত্য?

সিদ্ধা।—(লজ্জা অভিনয়) তাড়িত হয়ে আমি এই কথা বলেছি।

রাক্ষ।—কুমার! এ কথা মিথ্যা। তাড়িত হলে কি না বলা যায়?

মল।—ভাগুরায়ণ! পত্র দেখাও—আর, ও ব্যক্তি অমাত্যের নিজ ভৃত্য, বাচিক যা বল্‌বার ওঁর কাছে অবশ্যই বল্‌বে।

ভাগু।—(পত্র দেখাইয়া পাঠ) "স্বস্তি! কোন স্থান হইতে" ইত্যাদি।

রাক্ষ।—কুমার—কুমার—এ নিশ্চয়ই শত্রুর প্রয়োগ।

মল।—পত্রের শূন্যতা পূরণের জন্য মহাশয় আবার আভরণ পাঠিয়েছেন।—এ শত্রুর প্রয়োগ কি করে' হবে? (আভরণ প্রদর্শন)

রাক্ষ।—(আভরণ নিরীক্ষণ করিয়া) কুমার! আমি এ কখনই পাঠাই নি—এটি আপনি আমাকে দান করেছিলেন, পরে

কোন কারণে সন্তুষ্ট হয়ে পারিতোষিক-স্বরূপ আমি এটি সিদ্ধার্থককে দিই।

ভাগু।—দেখুন অমাত্য, যে আভরণ কুমার নিজ গাত্র হতে খুলে আপনাকে দিয়েছিলেন, তা কি পরিত্যাগের যোগ্য?

মল।—আবার আপনি লিখেছেন—"আমার পরম আত্মীয় সিদ্ধার্থকের প্রমুখাৎ বাচিক অবগত হবেন।"

রাক্ষ।—বাচিক কথা কে বলে' পাঠাচ্চে?—এ লেখাই বা কার?—এ পত্র তো আমি দিই নি।

মল।—এ তবে কার মুদ্রা?

রাক্ষ।—কুমার, ধূর্ত্তেরা জাল-মুদ্রাও তৈরি করতে পারে।

ভাগু।—কুমার, অমাত্য ঠিক্ বল্‌চেন। বাপু সিদ্ধার্থক! এ পত্র কার লেখা?

সিদ্ধা।—(রাক্ষসের মুখের দিকে তাকাইয়া অধোমুখে অবস্থান)

ভাগু।—মিথ্যা কেন আবার মার খেয়ে মরবে—বলে' ফ্যালো।

সিদ্ধা।—মহাশয়! শকটদাসের লেখা।

রাক্ষ।—কুমার! শকটদাস যদি লিখে থাকে তবে সে আমারই লেখা বল্‌তে হবে।

মল।—বিজয়া! শকটদাসকে ডাকো।

প্রতী।—যে আজ্ঞা কুমার।

ভাগু।—(স্বগত) চাণক্য-ঠাকুরের চরেরা এমন কোন কথা বলে না যার অর্থ অনিশ্চিত। শকটদাস এসে যদি এই পত্র চিন্‌তে পারে, তা হলে পূর্ব্ব-কথা সমস্ত প্রকাশ করে' দেবে। কেন না, আমিই তাকে দিয়ে এই পত্র লিখিয়েছিলেম। তা হলে মলয়কেতু সন্দিহান হয়ে এই অভিযোগের বিষয়ে আর ততটা

আদর করবেন না। (প্রকাশ্যে) কুমার! শকটদাস কখনই অমাত্য রাক্ষসের সাম্‌নে এ পত্র তার লেখা বলে' স্বীকার করবে না, অতএব তার লিখিত অন্য এক পত্র আনা হোক্—তা হলে তার সঙ্গে অক্ষর মিল করে' দেখলেই সব জানা যাবে।

মল।—বিজয়া! আচ্ছা তাই করা হোক্।

ভাগু।—কুমার, আর তার মুদ্রাটিও যেন আনা হয়।

মল।—আচ্ছা, অন্য পত্র ও মুদ্রা দুই নিয়ে এসো।

প্রতী।—যে আজ্ঞে কুমার। (প্রস্থান করিয়া পুনঃ প্রবেশ) এই শকটদাসের স্বহস্তে লেখা পত্র ও মুদ্রা।

মল।—(দেখিয়া) মহাশয়! অক্ষরের বেশ মিল দেখা যাচ্চে।

রাক্ষ।—(স্বগত) হাঁ, লেখার অক্ষরে মিল আছে বটে। আচ্ছা, শকটদাস তো আমার মিত্র—কিন্তু এই পত্রের অক্ষরে যে তার বিপরীত সাক্ষ্য দিচ্চে। তবে কি সত্যই এ পত্র শকটদাসের লেখা ?

নশ্বর অর্থের লোভে, অবিনাশী যশোমানে
দিয়া জলাঞ্জলি
স্ত্রী-পুত্রের স্মরি' দশা, প্রভুভক্তি বন্ধুত্ব কি
ভুলিল সকলি ?

না—তার আর কোন সন্দেহ নাই।

তারই এ অঙ্গুলী-মুদ্রা,
সিদ্ধার্থক মিত্র শকটের,
অন্য পত্রে সাক্ষ্য দেয়
—এই পত্র তাহারি হাতের।

স্পষ্ট জানা যায় ইথে, ভেদপটু দীন-চেতা
শকট বাঁচাতে নিজ প্রাণ
শত্রু সনে দিয়া যোগ, ভর্ত্তৃ-স্নেহে পরাঙ্মুখ
—করেছে এ কার্য্য অনুষ্ঠান ॥

মল।—(দেখিয়া) আর্য্য! তিনটি অলঙ্কার যা শ্রীমান পাঠিয়েছিলেন, আর যা আপনার হস্তগত হয়েছে বলে' পত্রে উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে এটি কি একটি? (নিরীক্ষণ করিয়া স্বগত) কি! যে আভরণ পূর্ব্বে পিতা পরিধান করতেন এ কি তাই না? (প্রকাশ্যে) এই অলঙ্কার কোথা হতে আপনি পেলেন?

রাক্ষ।—বণিকদের নিকট ক্রয় করেছিলেম।

মল।—বিজয়া! তুমি এই ভূষণ চিন্‌তে পার্‌চ?

প্রতী।—(নিরীক্ষণ করিয়া সাশ্রু-লোচনে) চিন্‌তে পারচি বৈ কি। এ তো মহারাজ পর্ব্বতেশ্বর পূর্ব্বে অঙ্গে ধারণ করতেন।

মল।—(সাশ্রুলোচনে) হা তাত!

কুলের ভূষণ ও গো! ভূষণ-বল্লভ তুমি,
এ ভূষণ তব গাত্রোচিত।
ইহাতে শোভিতে তুমি শরৎ-প্রদোষ যথা
সমুজ্জ্বল নক্ষত্র-ভূষিত ॥

রাক্ষ।—(স্বগত) কি! এই ভূষণগুলি পূর্ব্বে পর্ব্বতেশ্বর পরিধান করতেন এই কথা বল্‌চে? (প্রকাশ্যে) তবে নিশ্চয় চাণক্যের প্রয়োগেই সেই বণিক এইগুলি আমাকে বিক্রয় করে' থাকবে।

মল।—যে ভূষণগুলি আমার পিতা পূর্ব্বে পরিধান করতেন এবং যা

পরে চন্দ্রগুপ্তের হস্তগত হয়, সেগুলি তুমি বণিকদের নিকট ক্রয় করেছ—এ কথা সঙ্গত বলে' মনে হয় না। অথবা তা হতেও পারে।

কুটিল কৃতঘ্ন তুমি, অধিক লাভের আশা
মনে মনে সঙ্গোপনে করিয়া পোষণ,
চন্দ্রগুপ্ত হতে ক্রয়, করেছ এ অলঙ্কার
মূল্য-রূপে আমাদের করি' নির্দ্ধারণ॥

রাক্ষ।—(স্বগত) ওঃ! কি পাকা চালই চেলেচে!

"এ পত্র আমার নহে"—কেমনে এ উত্তর দি
মুদ্রাঙ্কটি যখন আমার।
"শকট সৌহার্দ্দ-সূত্র করিয়াছে ছিন্ন"—এই
প্রত্যয় বা হইবে কাহার?
"চন্দ্রগুপ্ত নরপতি, ভূষণ বিক্রয় করে"
—এও বা কি হয় গো সম্ভব?
ইতর-উত্তর চেয়ে, দোষের স্বীকার ভাল
এই স্থলে হইয়া নীরব॥

মল।—এখন আমি আর্য্যকে এই কথা জিজ্ঞাসা করি—

রাক্ষ।—যে আর্য্য তাকেই জিজ্ঞাসা করুন, আমি তো এখন অনার্য্য হয়ে পড়েছি।

মল।—

চন্দ্রগুপ্ত প্রভু-পুত্র, আমি তব মিত্র-পুত্র
অনুগত সেবা-পরায়ণ।
মৌর্য্য অর্থদাতা তব, তুমি বুদ্ধিদাতা মোর,
—করি তব মতানুসরণ।

সেথা তব মন্ত্রীপদ—সসম্মান দাস্য-মাত্র

—হেথা পূর্ণ প্রভুত্ব তোমার।

অধিক কি স্বার্থ-লোভে, তবে তুমি কর এবে

হেন নীচ অনার্য্য ব্যভার ?

রাক্ষ।—কুমার! আমার বিরুদ্ধে এইরূপে দোষের অভিযোগ করে' আবার আপনিই তো তার উচিত উত্তর দিলেন। ("চন্দ্রগুপ্ত প্রভু-পুত্র" ইত্যাদি পুনর্ব্বার পঠন)

মল।—(পত্র অলঙ্কার স্থলিকা প্রভৃতি দেখাইয়া) আচ্ছা, এ সব তবে কি ?

রাক্ষ।—(সাশ্রুলোচনে) এ সব বিধাতার বিড়ম্বনা—চাণক্যের নয়। কেন না :—

তিরস্কার-পাত্র শুধু

যদিও গো মোরা ভৃত্যগণ,

তথাপি যে সাধু রাজা

উপকার করিয়া স্মরণ

ভৃত্যেরে ভাবিতো মনে

ঠিক্ নিজ পুত্রের মতন

—সদসদ্-বিবেচক সেই নৃপে পাপ-বিধি

করিল বিনাশ

—সর্ব্ব-পৌরুষ-নাশী সেই সে বিধির এই

কৌতুক-বিলাস॥

মল।—(সক্রোধে) কি! এখনও নিজের দোষ ঢাকবার জন্য বল্‌চ এ সমস্ত বিধাতার বিড়ম্বনা—তোমার কোন দোষ নেই ?

তীব্রবিষ সুবিষম, বিষকন্যা করিয়া প্রয়োগ
বিশ্বস্ত পিতায় তুমি করিলে নিধন।
গৌরবের মন্ত্রীপদে, শত্রুসনে দিয়া এবে যোগ
বেচিতেছ আমা-সবে মাংসের মতন॥

রাক্ষ।—(স্বগত) এ যে আবার গণ্ডের উপর বিস্ফোটক। (প্রকাশ্যে কাণ ঢাকিয়া) শিব শিব! এ পাপ-কথা মুখে আন্‌তেও নেই! আমি পর্ব্বতেশ্বরের প্রতি বিষ-কন্যা প্রয়োগ করি নি—আমি নির্দ্দোষ।

মল।—কে তবে পিতাকে বধ করলে?

রাক্ষ।—এস্থলে দৈবকে প্রশ্ন করা উচিত।

মল।—(সক্রোধে) এস্থলে দৈবকে প্রশ্ন করা উচিত?—ক্ষপণক জীবসিদ্ধিকে নয়?

রাক্ষ।—(স্বগত) কি! জীবসিদ্ধিও চাণক্যের চর? হা! কি সর্ব্বনাশ! শত্রু চাণক্য আমার হৃদয় পর্য্যন্ত আক্রমণ করেছে দেখ্‌চি!

মল।—(সক্রোধে) সেনাপতি শিখরসেনকে জানিয়ে এসো, এই পাঁচ জন রাজা এই রাক্ষসের সহিত সৌহার্দ্দ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আমার প্রাণবধ করে' চন্দ্রগুপ্তের শরণাপন্ন হবে বলে' ইচ্ছুক হয়েছে:—কৌলুত-রাজ চিত্রবর্ম্মা, মলয়-নরপতি সিংহনাদ, কাশ্মীর-রাজ পুষ্করাক্ষ, সিন্ধুরাজ সুষেণ, পারসীক-রাজ মেঘাক্ষ—এই পাঁচ জন। এদের মধ্যে সর্ব্ব-প্রধান প্রথম তিন জন যারা আমার রাজ্য-কামনা করে, গভীর গর্ত্তের মধ্যে তাদের ছাই-চাপা দিয়ে পুতে ফেলা হোক্; আর দুই জন যারা আমার হস্তীবলের অভিলাষী, হস্তীর দ্বারাই তাদের বধ করা হোক্।

রক্ষী।—যে আজ্ঞে কুমার। (প্রস্থান)

মল।—(সক্রোধে) রাক্ষস!—রাক্ষস!—শোনো।—আমি বিশ্বাস-ঘাতক রাক্ষস নই, আমি মলয়কেতু; যাও, সর্ব্বান্তঃকরণে চন্দ্রগুপ্তের আশ্রয় গ্রহণ করগে।

এসেছ রাক্ষস তুমি
চাণক্য মৌর্য্যের সনে হইয়া মিলিত
—এ ত্রিবর্গ দুর্নীতিরে
অক্লেশে করিতে পারি আমি উন্মূলিত॥

ভাগু।—কুমার, আর কাল হরণ করে' কি হবে? কুসুমপুর অবরোধ কর্‌তে এখনি আমাদের সৈন্যগণ যাত্রা করুক।

সুগন্ধী লোধ্রের চূর্ণে সুরঞ্জিত হয় যেই
ধবল কপোল-দেশ গৌড়-নারীদের
—ধূষর করিয়া তাহা, মলিন করিয়া তুলি'
সুনীল ভ্রমর-কান্তি কুঞ্চিত কেশের
—গজ-মদ-জল-সিক্ত দলিত ভূতল হতে
ধূলারাশি—অশ্ব-খুর-পুট-সমুত্থিত—
ছাইয়া গগনতল, আচ্ছন্ন করিয়া পুরী
শত্রুর মস্তকে গিয়া হউক পতিত॥

(পরিজন-সমভিব্যাহারে মলয়কেতুর প্রস্থান)

রাক্ষ।—(মনের আবেগে) হা ধিক্! কি কষ্ট! চিত্রবর্ম্মাদি সেই নির্দ্দোষ ব্যক্তিদেরও প্রাণদণ্ড হল? তবে কি রাক্ষস, রিপু-বিনাশের চেষ্টা না করে' এত দিন ধরে' শুধু সুহৃদ্‌নাশেরই চেষ্টা করলে? হায়! আমি কি হতভাগ্য! এখন কি করি?

যাব কি গো তপোবনে?
—না হইবে তপে শান্ত বৈর-পূর্ণ মন

জীবিত থাকিতে রিপু;

তবে কি করিব ভর্ত্তৃ-পথানুসরণ?

—স্ত্রীজনের যোগ্য সে যে;

অসি-হস্তে রণক্ষেত্রে হব কি পতন?

—কৃতঘ্ন হইব, যদি

"চন্দনে"রে কারা হতে না করি মোচন॥

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

দৃশ্য—পাটলীপুত্র।

অলঙ্কৃত হইয়া সিদ্ধার্থকের প্রবেশ।

সিদ্ধা।— জলদ-সুনীল-কান্তি

কেশিঘাতী কেশবের জয়!

লোক-লোচন-চন্দ্রমা

চন্দ্রগুপ্ত নৃপতির জয়!

যে করে সকল জয়

প্রতিপক্ষে করি' প্রতিহত

সে আর্য্য-চাণক্যনীতি

—তার জয় ঘোষো অবিরত॥

এখন তবে বহুকালের প্রিয়সখা সমিদ্ধার্থকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি গে। (পরিক্রমণ করিয়া অবলোকন) এই যে, প্রিয়সখা এই দিকেই আস্‌চেন। আমি তবে এগিয়ে যাই।

সমিদ্ধার্থকের প্রবেশ।

সমি।— চিত্ত দহে পান-ভূমে,

প্রাণ কাঁদে গৃহোৎসবে।

মিত্রের বিরহে মিত্র,

বিভবে কি সুখ লভে?

আমি শুনলেম, মলয়কেতুর শিবির হতে প্রিয়সখা সিদ্ধার্থক এসেছেন। এখন তবে তাঁর অন্বেষণ করা যাক্। (পরিক্রমণ ও

নিকটে অগ্রসর হইয়া) এই যে সিদ্ধার্থক। সুখে আছ তো প্রিয় সখা? (উভয়ের পরস্পর আলিঙ্গন)

সিদ্ধা।—(দেখিয়া) প্রিয়সখা সমিদ্ধার্থক, তুমি এখানে কি করে' এলে? (নিকটে আসিয়া) সুখে আছ তো প্রিয়সখা?

সমি।—সখা, তুমি এত দিনের পর প্রবাস থেকে ফিরে' এলে। আমাকে কোন সংবাদ না দিয়েই অন্যত্র চলে গিয়েছিলে—এতে আর আমার সুখ কোথায় বল?

সিদ্ধা।—রাগ কোরো না সখা, রাগ কোরো না। আমাকে দেখবা মাত্রই চাণক্য এই আজ্ঞা করলেন "দেখ সিদ্ধার্থক, তুমি যাও, গিয়ে এই সুসংবাদটি প্রিয়দর্শন চন্দ্রগুপ্তকে জানিয়ে এসো।" তাঁকে সংবাদটি দেবামাত্র তিনি আমাকে এই পারিতোষিক দিলেন—তার পরেই সখা তোমাকে দেখবার জন্য আমি তোমার গৃহে যাচ্ছিলেম।

সমি।—যদি আমাকে শোনাতে কোন আপত্তি না থাকে, তা হলে আমি সেই সুসংবাদটি শুন্‌তে ইচ্ছা করি।

সিদ্ধা।—প্রিয়সখা, এমন কি কথা আছে যা তোমার কাছে অবক্তব্য। আচ্ছা শোনো তবে বলি। দেখ, চাণক্য-ঠাকুরের নীতিতে হতবুদ্ধি হয়ে হতভাগ্য মলয়কেতু রাক্ষসকে তো দূর করে দিলে, আর পাঁচজন প্রধান-প্রধান রাজাকেও বধ করলে। তার পর, সেই অদূরদর্শী কুমারের দুরাচারে, তার সৈন্যগণের মধ্যে অনেকেই ভয়-চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল; আর, নিজ ধন-সম্পত্তি রক্ষার্থ ব্যগ্র হয়ে তাঁর শিবির-ভূমি ত্যাগ করে' তারা চলে গেল। তাতে, তাঁর সৈন্যবলেরও বিলক্ষণ লাঘব হল। তার পর, যাঁরা নিজ নিজ রাজ্যে ফিরে যাচ্ছিলেন—সেই ভদ্রভট্ট, পুরুদত্ত, হিঙ্গুরাত,

বলগুপ্ত, রাজসেন, ভাগুরায়ণ, রোহিতাক্ষ, বিজয়বর্ম্মা প্রভৃতি প্রধানগণ মলয়কেতুকে ধৃত করে' কারাবদ্ধ করলেন।

সমি।—লোকে বলে, ভদ্রভট্ট প্রভৃতি এরা চন্দ্রগুপ্তের বিদ্বেষী হয়ে মলয়কেতুর আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। কি করে' তবে এখন কু-কবির নাটকের মত উপক্রমে একরূপ হয়ে উপসংহারে অন্য-রূপ হল?

সিদ্ধা।—সখা, শোনো তবে, আমার এই চাণক্য-ঠাকুরের নীতি দৈবগতিরই ন্যায় অশ্রুত-গতি।

সমি।—সখা! তার পর—তার পর?

সিদ্ধা।—তার পর চাণক্য-ঠাকুর এই নগর হতে বেরিয়ে, সংগ্রামের উৎকৃষ্ট উপকরণ-সকল সঙ্গে নিয়ে, রাজ-শূন্য অসংখ্য রাজসৈন্য হস্তগত করলেন।

সমি।—সখা, এ ঘটনা কোথায় হল?

সিদ্ধা।—যেখানে:—

অতি-মদ-দর্প-ভরে, শত শত মহাকায়
প্রমত্ত বারণ
করিছে বৃংহিত-ধ্বনি, সজল জলদ শোভা
করিয়া ধারণ।
কশার প্রহার-ভয়ে, যুদ্ধসাজে সুসজ্জিত
তুরঙ্গ অযুত
হইয়া কম্পিত-তনু, রণভূমে প্রাণপণে
ছুটিতেছে দ্রুত॥

সমি।—আচ্ছা, ও সব কথা থাক্। ভাল, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি,

সর্ব্বজনের সমক্ষ চাণক্য পদচ্যুত হয়ে, আবার সেই মন্ত্রীপদে কি করে' আরূঢ় হলেন বল দিকি ?

সিদ্ধা।—তুমি দেখছি মূর্খের মত কথা কচ্চ। যে চাণক্যের বুদ্ধি-কৌশল অমাত্য-রাক্ষস পর্য্যন্ত ধরতে পারে নি, তার মধ্যে তুমি প্রবেশ করতে ইচ্ছা করচ ?

সমি।—আচ্ছা, অমাত্য-রাক্ষস এখন কোথায় ?

সিদ্ধা।—সখা, অমাত্য-রাক্ষস, সেই প্রলয়-কোলাহল বৃদ্ধি হলে মলয়কেতুর শিবির হতে নির্গত হয়ে, এই কুসুমপুরেই এসেছেন। উন্দুর নামে একজন চর বরাবর তাঁর পিছনে পিছনে এসে এই সংবাদটি চাণক্য-ঠাকুরকে নিবেদন করে।

সমি।—আচ্ছা ভাল, অমাত্য রাক্ষস নন্দরাজ্য প্রতিস্থাপন করবার উদ্দেশে বেরিয়ে, শেষে অকৃতকার্য্য হয়ে, আবার এই কুসুম-পুরে এলেন কেন বল দিকি ?

সিদ্ধা।—সখা, আমার বোধ হয়, চন্দনদাসের স্নেহানুরোধে।

সমি।—সত্য, চন্দনদাসের স্নেহানুরোধে ? আচ্ছা চন্দনদাস মুক্ত হয়েছে কি না তা কি জান ?

সিদ্ধা।—সখা, সে হতভাগ্যের আবার মুক্তি কোথায় ? চাণক্য আমাদের দুজনকে আজ্ঞা করেছেন, "তাকে বধ্য-স্থানে নিয়ে গিয়ে বধ করবে।"

সমি।—(সক্রোধে) সখা কি আশ্চর্য্য ! চাণক্য কি আর কোন ঘাতক পেলেন না যে এই নৃশংস কার্য্যে আমাদেরই নিযুক্ত করলেন ?

সিদ্ধা।—জীবলোকে বাস করবার যার ইচ্ছা আছে, সে কখনই চাণক্যের আদেশ লঙ্ঘন করে না। তবে চল, চণ্ডালের

বেশ ধারণ করে’, চন্দনদাসকে বধ্য-স্থানে নিয়ে যাওয়া যাক্‌।

(উভয়ের প্রস্থান)

ইতি প্রবেশক।

দৃশ্য—বন-ভূমি।

রজ্জু হস্তে এক ব্যক্তির প্রবেশ।

ব্যক্তি।—ষড়্‌-গুণ-যোগে দৃঢ়

পাশ-মুখ যার পরিপাটী অতিশয়

অরাতি- বন্ধন-পটু

সে চাণক্য-নীতি-রজ্জু—তার জয় জয়॥

যে স্থানের কথা উন্দুর চাণক্যকে বলেছিল, এই তো সেই স্থান। চাণক্যের আদেশ-অনুসারে রাক্ষসের সঙ্গে এইখানেই দেখা করতে হবে। এ কি! অমাত্য-রাক্ষস কাপড়ে মুখ ঢেকে এই দিকেই যে আস্‌চেন। এখন তবে এই জীর্ণ উদ্যানের তরুর আড়াল থেকে দেখি কোথায় উনি আসন গ্রহণ করেন। (পরিক্রমণ করিয়া সেইরূপ অবস্থান)

অবগুণ্ঠিত হইয়া শঙ্কিতভাবে রাক্ষসের প্রবেশ।

রাক্ষ।—(সাশ্রুলোচনে) ওঃ! কি কষ্ট! কি কষ্ট!

কাতরা আশ্রয়-নাশে—কুলটা যে রাজলক্ষ্মী

গোত্রান্তরে গত,

ত্যজি ভক্তি প্রজাগণ, গতানুগতিক ভাবে
তারি অনুগত।
বিশ্বস্ত আত্মীয় জন, না লভিয়া নিজ নিজ
পৌরুষের ফল,
কার্য্য-ভার সব ত্যজি', শিরোহীন সর্প-সম
বিমূঢ় অচল॥

অপিচ।—

দুশ্চারিণী রাজলক্ষ্মী, কুলীন ভুবন-পতি
নিজ পতি ছাড়ি',
নীচকুলোদ্ভব যেই বৃষল—করিয়া ছল
হইল তাহারি।
তাহাতে হইলা স্থির, কি করিব মোরা?—যাহা
নিশ্চিত মোদের
তাহাও করিল ব্যর্থ, এমনি বিদ্বেষ-বুদ্ধি
দারুণ দৈবের॥
লভিয়া অযোগ্য মৃত্যু, নন্দ-মহারাজ হ'ল
পরলোক-গত,
পর্ব্বত-রাজের হয়ে, কত যত্ন কত চেষ্টা
করিনু নিয়ত।
হইলে নিহত তিনি, লইনু পুত্রের পক্ষ—
তাতেও বিফল।
নন্দ-রাজকুল-রিপু নহেতো চাণক্য বটু
—দৈবই কেবল॥

অহো! সেই ম্লেচ্ছ মলয়কেতুর কোন° বিবেচনা নাই। কেননা :—

মৃত হইলেও প্রভু, যে করে প্রভুর সেবা
করি' প্রাণ পণ,
অক্ষত-শরীরে সে কি, প্রভু-বৈরী সনে করে
মিত্রতা-বন্ধন ?
বিবেক-বিমূঢ় ম্লেচ্ছ, না করিল বিবেচনা
ইহা কোন মতে,
দৈব-উপহত-বুদ্ধি পূর্ব্ব-হইতেই যায়
বিপরীত পথে ॥

যদিও এখন আমি শত্রুর হস্তগত, তবু চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে কখনই সন্ধি করব না—তা অপেক্ষা বনবাসী হওয়াও শ্রেয়। আমি প্রতিজ্ঞা পালন করতে পারলেম না—এই অপযশ বরং ভাল, তবু শত্রুর বাক্য-গঞ্জনা কখনই সহ্য করতে পারব না। (চারিদিকে অবলোকন করিয়া সাশ্রুলোচনে) এই সেই নগরের উপকণ্ঠ-ভূমি যেখানে মহারাজ পদচারণা করতেন—তাঁর চরণ-স্পর্শে উদ্যানটি যেন এখনও পবিত্র হয়ে আছে।

এই খানেই :—

দ্রুতগামী অশ্বপৃষ্ঠে, বল্গা শিথিল করি',
ধনুছিলা করি' আকর্ষণ,
ইতস্তত মহারাজ, করিতেন ধনু হতে
চল-লক্ষ্যে বাণ বিমোচন।
এই সে উদ্যান-মাঝে, রাজাদের সনে তাঁর
হইত আলাপ।

সেই নৃপগণ-বিনা, পুষ্প-পুর-ভূমি এবে
করে গো বিলাপ ॥

হতভাগ্য আমি এখন কোথায় যাই ? (দেখিয়া) আচ্ছা, ঐ যে জীর্ণ উদ্যানটি দেখা যাচ্ছে ঐ উদ্যানে প্রবেশ করে' কারও কাছ থেকে চন্দনদাসের সংবাদটা জানা যাক্। (পরিক্রমণ করিয়া স্বগত) কি আশ্চর্য্য! মানুষের কখন কি অবস্থা হয় পূর্ব্ব হতে কিছুই জানা যায় না।

কিছুকাল পূর্ব্বে যবে, বেষ্টিত হইয়া আমি
নরপতিগণে
রাজাধিরাজের মত, হতেম পুরীর বার—
উদ্যান-ভ্রমণে.
তখন গো পৌরজন, নবোদিত ইন্দু-সম
করিত গো অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ,
এখন সেই সে আমি, জীর্ণোদ্যানে চৌরসম
ভয়ে দ্রুত করিছি প্রবেশ ॥

কিন্তু এ তো হবারই কথা—যাঁর প্রসাদে আমার সেই অবস্থা ঘটেছিল তিনি যে এখন নাই। (প্রবেশ ও অবলোকন করিয়া) অহো! এই জীর্ণ উদ্যানের এখন আর কোন সৌন্দর্য্য নেই। এখন এখানে :—

ভাঙে যথা নদীকুল—মহা-অট্টালিকা সব
গিয়াছে পড়িয়া,
পরিশুষ্ক সরোবর—সুহৃদের নাশে যথা
সাধু-জন হিয়া।

ফলহীন বৃক্ষসব—প্রতিকূল দৈব-বশে
কৌশল যেমতি,
তৃণেতে আচ্ছন্ন ভূমি—কুনীতি-চালিত যথা
অজ্ঞ-জন-মতি ॥

অপিচ এখানে :—

তীক্ষ্ণ পরশুর ঘায়ে, তরু-শাখা-অঙ্গমাঝে
হইয়াছে ক্ষত,
তাহাতে কপোত বসি, অস্ফুট ক্রন্দন-স্বরে
কূজে অবিরত।
বন্ধুর ব্যথায় ব্যথী, নিঃশ্বাস করিয়া ত্যাগ
যেন ফণিগণ
ত্যজিয়া নির্মোক নিজ, বস্ত্র-খণ্ডে ক্ষত-স্থান
করে আচ্ছাদন ॥

আহা! এই সব নিরীহ তরুগণঃ—

অন্তঃশরীর-শুষ্ক, কীট-ক্ষতি-শোক হৃদে
করিছে বহন।
ছায়ার বিরহে ম্লান, বিপদের গুরুভারে
চিন্তায় মগন
—বৈরাগ্য-উদয়ে যেন, শ্মশান-প্রদেশে তারা
করিবে গমন ॥

আমার দুঃসময়ের উপযুক্ত আসন—এই ভগ্নাগ্র শিলাতলে একটু বসা যাক্। (উপবেশন করিয়া শ্রবণ) এ কি! শঙ্খ ও ঢাকের বাদ্যের সঙ্গে নান্দী-ধ্বনি শোনা যাচ্ছে না?—হাঁ তাই তো।

বাদ্য-মিশ্র নান্দী-রবে, ভরপূর হয়ে আছে
শ্রোতার শ্রবণ,
সৌধ অট্টালিকা সব, পিইয়া তা' অপর্য্যাপ্ত
করে উদ্‌গীরণ।
সেই মহা ধ্বনি যেন
কৌতূহলে হইয়া অধীর
দিক-দৈর্ঘ্য দেখিবারে
হইয়াছে ঘরের বাহির॥

(চিন্তা করিয়া) হাঁ বুঝেছি, মলয়কেতু বন্দী হওয়ায় রাজবাটীর লোকেরা আনন্দ-ধ্বনি করচে। মৌর্য্যকুলের কতটা আনন্দ হয়েছে এতে তার বেশ পরিচয় পাওয়া যাচ্চে। (সাশ্রুলোচনে) ওঃ! কি কষ্ট! কি কষ্ট!

রিপুর সৌভাগ্য-কথা
দৈব মোরে শুনায়েছে সব,
আনিয়া নিকটে মোর
দেখায়েছে রিপুর বিভব,
এবে দেখি যত্ন তার
করাইতে হৃদে অনুভব॥

ব্যক্তি।—এই যে, বসে আছেন দেখ্‌ছি। এইবার তবে চাণক্য-ঠাকুরের আজ্ঞা-মত কাজ করি। (রাক্ষসের সম্মুখে রজ্জুপাশে উদ্বন্ধনের উদ্যোগ)

রাক্ষ।—(দেখিয়া স্বগত) এ কি! এ লোকটা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করবার চেষ্টা করচে কেন? নিশ্চয় আমার মত এও তবে একজন হতভাগ্য ব্যক্তি। আচ্ছা, একে জিজ্ঞাসা করেই

দেখা যাক্। (নিকটে অগ্রসর হইয়া প্রকাশ্যে) বাপু হে! তুমি করচ কি?

ব্যক্তি।—(সাশ্রুলোচনে) প্রিয়সখার বিনাশে শোকগ্রস্ত ব্যক্তি যা করে' থাকে, আমি তাই করচি।

রাক্ষ। (স্বগত) প্রথমে দেখেই আমি বুঝেছিলেম, এ একজন আমার মতন হতভাগ্য দুঃখার্ত্ত ব্যক্তি। আচ্ছা, একে জিজ্ঞাসা করে' দেখি। (প্রকাশ্যে) ওহে বাপু, আমাদের দু-জনেরই সমান অবস্থা। যদি বিশেষ গোপনীয় না হয়, তা হলে আমি শুন্‌তে ইচ্ছা করি, তুমি কেন আত্মহত্যা করতে যাচ্চ।

ব্যক্তি।—(নিরীক্ষণ করিয়া) এ গোপনীয়ও নয়, বিশেষ গুরুতর ব্যাপারও নয়। প্রিয়সখার বিনাশে আমার হৃদয় এতটা কাতর হয়েছে যে মরণের বিলম্ব আর তিলার্দ্ধ সহ্য হচ্চে না।

রাক্ষ।—(নিশ্বাস ফেলিয়া স্বগত) সুহৃদের বিপদে আমি যে পরের মত উদাসীন হয়ে আছি, এ যেন সেইজন্যই আমাকে তিরস্কার করচে। (প্রকাশ্যে) বাপু, যদি গোপনীয় কথা না হয়—কিম্বা বিশেষ গুরুতর ব্যাপারও না হয়, তা হলে আমি শুন্‌তে ইচ্ছা করি, তোমার দুঃখের কারণটা কি।

ব্যক্তি।—মহাশয় যখন বারবার জিজ্ঞাসা করচেন, কি করি, আচ্ছা তবে বলি শুনুন। এই নগরে জিষ্ণুদাস নামে একজন শ্রেষ্ঠ বণিক আছেন।

রাক্ষ।—(স্বগত) জিষ্ণুদাস তো চন্দনদাসের পরম মিত্র।

ব্যক্তি।—তিনি আমারও প্রিয়বন্ধু।

রাক্ষ।—(সহর্ষে স্বগত) এ যে বল্‌চে ওর প্রিয়বন্ধু। তবে তো

বেশ হয়েছে।' যার সঙ্গে এতটা নিকট-সম্বন্ধ, সে অবশ্যই চন্দনদাসের বৃত্তান্তও বল্‌তে পারবে।

ব্যক্তি।—(সাশ্রুলোচনে) সম্প্রতি তিনি দীন-দরিদ্রদের ধনাদি বিতরণ করে' অগ্নিপ্রবেশ করবেন মনে করে' নগর হতে বেরিয়েছেন। আমার যাতে সেই প্রিয়-সখার অশ্রোতব্য কথা শুন্‌তে না হয়, তাই আমিও উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করব বলে' এই জীর্ণ উদ্যানে এসেছি।

রাক্ষ।—আচ্ছা বাপু—তোমার সুহৃদের অগ্নি-প্রবেশের হেতু কি? ঔষধের অতীত, দুরারোগ্য কোন মহা ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন কি?

ব্যক্তি।—না মশায়, তা নয়, তা নয়।

রাক্ষ।—অগ্নিতুল্য বিষতুল্য রাজ-ক্রোধে তাড়িত হয়ে কি এ কাজ করচেন?

ব্যক্তি।—মহাশয়—না না না—ও পাপ কথা মুখে আন্‌বেন না—এ রাজ্যে চন্দ্রগুপ্তের নিষ্ঠুর ব্যবহার নাই।

রাক্ষ।—তোমার বন্ধু কি কোন দুর্লভ পর-নারীতে আসক্ত?

ব্যক্তি।—(কর্ণ ঢাকিয়া) শিব শিব!—তা নয় মশায়। নীতি-পরায়ণ বণিকজনের এ দোষ কথনই নাই—বিশেষতঃ জিষ্ণু-দাসের।

রাক্ষ।—আপনি যেমন সুহৃদের নাশে উদ্বন্ধনে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তিনিও কি তেমনি নিজ সুহৃদের বিনাশে অগ্নি-প্রবেশে প্রবৃত্ত হয়েছেন?

ব্যক্তি।—হাঁ, তাই বটে।

রাক্ষ।—(আবেগ-ভরে স্বগত) চন্দনদাসের তিনি প্রিয় সুহৃদ্—

শুধু এই জন্যই তাঁর বিনাশে তিনি অগ্নিপ্রবেশে প্রবৃত্ত হয়েছেন? একথা শুনে স্নেহ-পক্ষপাত বশতঃ আপনার হৃদয় তো বিচলিত হতেই পারে। (প্রকাশ্যে) কি করে' চন্দনদাসের প্রাণনাশ হল এবং তাঁর বন্ধুও প্রাণত্যাগ করতে কিরূপে কৃতসঙ্কল্প হলেন সমস্ত বিস্তারিত শুন্‌তে ইচ্ছা করি।

ব্যক্তি।—আমি অতি মন্দভাগ্য, আমার মরণের বিঘ্ন হচ্চে। আমি যাই।

রাক্ষ।—বাপু, যদি আমাকে শোনাতে আপত্তি না থাকে তো বল।

ব্যক্তি।—এতই যদি শুন্‌তে ইচ্ছা, আচ্ছা তবে বলচি।

রাক্ষ।—বাপু বল, আমি মন দিয়ে শুন্‌চি।

ব্যক্তি।—এই নগরে চন্দনদাস নামে একজন মণিকার শ্রেষ্ঠী বাস করেন।

রাক্ষ।—(সবিষাদে স্বগত) আমার আত্মহত্যার দ্বার দৈব এইবার দেখ্‌চি উদ্ঘাটন করবেন। হৃদয়! স্থির হও, না জানি আরও কি দুঃখের কথা শুনতে হবে। (প্রকাশ্যে) শোনা যায় বটে, তিনি মিত্রবৎসল সাধু পুরুষ— তাঁর কি হয়েছে?

ব্যক্তি।—তিনি জিষ্ণুদাসের প্রিয়বন্ধু।

রাক্ষ।—(স্বগত) আমার হৃদয়ে যেন বজ্রপাত হচ্চে। (প্রকাশ্যে) তার পর—তার পর?

ব্যক্তি।—তার পর, জিষ্ণুদাস বন্ধু-স্নেহের অনুরূপ এই কথা চন্দ্র-গুপ্তকে বল্লেন—

রাক্ষ।—বল, কি বল্লেন?

ব্যক্তি।—"মহারাজ! আমার গৃহে সমস্ত পরিবার ভরণ-পোষণের উপযুক্ত পর্য্যাপ্ত অর্থ আছে, তার বিনিময়ে আমার

প্রিয়সুহৃদ্ চন্দনদাসকে আপনি মুক্ত করুন”—এই কথা বল্লেন।

রাক্ষ।—(স্বগত) সাধু জিষ্ণুদাস সাধু! আহা! তুমিই যথার্থ মিত্র-স্নেহের পরিচয় দিয়েছ।

যে ধনের তরে দেখ, পিতা পুত্রগণে, আর
পুত্রেরা পিতায়,
সুহৃদ্ সুহৃদ্-জনে, প্রতারণা করি' ত্যজে
স্নেহ-মমতায়
—সেই প্রিয় ধন তুমি বন্ধুর বিপদে সদা
ত্যজিতে প্রবৃত্ত
বণিকের মায়া ছাড়ি; সার্থক তোমার অর্থ,
ধন্য তব চিত্ত॥

(প্রকাশ্যে) আচ্ছা বাপু, তাঁর সেই কথায় চন্দ্রগুপ্ত কি বল্লেন?

ব্যক্তি।—মশায়, তার পর চন্দ্রগুপ্ত উত্তর করলেন “দেখ শ্রেষ্ঠী জিষ্ণুদাস, আমি অর্থের নিমিত্ত চন্দনদাসকে কারারুদ্ধ করি নি; ইনি অমাত্য রাক্ষসের গৃহ-জনকে নিজ গৃহে লুকিয়ে রেখেছেন, অনেক অনুরোধ-সত্ত্বেও আমাদের হাতে সমর্পণ করেন নি, তাই ওঁকে কারারুদ্ধ করেছি। এখন যদি তাদের সমর্পণ করেন, তা হলে এখনি তাঁর মুক্তি হয়। অন্যথা, তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতে আমরা বাধ্য হব।” অন্য লোকেও যাতে তাঁর দৃষ্টান্তে এরূপ কাজ না করে, তাই তাঁকে বধ্য-স্থানে

আনা হয়েছে। শ্রেষ্ঠী জিষ্ণুদাস এই অশ্রাব্য সংবাদ শোনবার পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করবেন বলে' অগ্নি-প্রবেশের উদ্দেশে নগর হতে নির্গত হয়েছেন। প্রিয়সখার এই অশ্রাব্য সংবাদ আমারও যাতে শুনতে না হয়, তাই আমিও উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করবার নিমিত্ত এই জীর্ণ উদ্যানে এসেছি।

রাক্ষ।—চন্দনদাসকে এখনও বোধ হয় বধ করে নি?

ব্যক্তি।—না মহাশয়, এখনও তাঁকে বধ করে নি। এখনও, অমাত্য রাক্ষসের গৃহজনকে সমর্পণ করতে তাঁকে ক্রমাগত বলা হচ্চে। কিন্তু বারবার বলা সত্ত্বেও, মিত্র-বাৎসল্য-বশতঃ তিনি কিছুতেই তাদের সমর্পণ করেচেন না। এই জন্যই তাঁর প্রাণদণ্ডের এত বিলম্ব হচ্চে।

রাক্ষ।—(সহর্ষে স্বগত) সাধু সখা চন্দনদাস সাধু!

তব সখা নাহি কাছে,
তবু তুমি রক্ষিছ শরণাগত জনে,
সাধু গো চন্দনদাস!
শিবি-রাজ সম যশ অর্জ্জিলে এক্ষণে॥

(প্রকাশ্যে)।—বাপু যাও, এখনি গিয়ে জিষ্ণুদাসের অগ্নি-প্রবেশ নিবারণ কর গে। আমিও গিয়ে চন্দনদাসকে মৃত্যু-মুখ হতে উদ্ধার করিগে।

ব্যক্তি।—আচ্ছা মশায়, চন্দনদাসকে কি উপায়ে মৃত্যু হতে উদ্ধার করবেন?

রাক্ষ।—(খড়্গ আকর্ষণ করিয়া) এই খড়্গের দ্বারা।

দেখ এই খড়্গা মোর, মেঘ-মুক্ত আকাশের
শুভ্র মূর্ত্তি করেগো ধারণ,
যুদ্ধোৎসাহে পুলকিত, চির-কর ধৃত হয়ে
যার সনে সখ্যের বন্ধন।
সময়ের নিকষেতে, রিপু-যুদ্ধে যার বল
বহু-পরীক্ষিত,
মিত্র-স্নেহাকুল আমি—সহসা সে যুদ্ধে মোরে
করে নিয়োজিত॥

ব্যক্তি।—মশায়, শুনেছি শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসের জীবন নাকি বিষম সংশয়াপন্ন, কিন্তু ঠিক কি ঘটেছে নিশ্চয় এখনও কিছু বল্‌তে পারচিনে। (দেখিয়া ও পদতলে পড়িয়া) আপনি সুগৃহীত-নামা অমাত্য-রাক্ষস কি না, অনুগ্রহ করে' আমাকে বলে' আমার সংশয় দূর করুন।

রাক্ষ।—ওঠো বাপু ওঠো! আমি স্বচক্ষে আমার প্রভুর বিনাশ দেখেছি, আমি আমার সুহৃদ্-বিনাশের হেতু, আমি অতি অনার্য্য। হাঁ বাপু আমি সেই সার্থক-নামা রাক্ষস বটে।

ব্যক্তি।—(সহর্ষে পুনর্ব্বার পদতলে পড়িয়া) শান্ত হোন্—শান্ত হোন্! আর্য্য! আজ আমার শুভদিন—আজ আমি কৃতার্থ হলেম।

রাক্ষ।—ওঠো বাপু ওঠো। আর কাল হরণ করে' কি হবে? জিষ্ণুদাসকে বলগে, এই রাক্ষস চন্দনদাসকে মৃত্যু হতে উদ্ধার করতে এথনি যাচ্চে। ("দেখ এই খড়্গা মোর" ইত্যাদি পাঠ করিয়া খড়্গা আকর্ষণ পূর্ব্বক পরিক্রমণ)

ব্যক্তি।—(চরণে পতিত হইয়া) শান্ত হোন্, শান্ত হোন্ অমাত্য মহাশয়। কিছু দিন হল, এই নগরে চন্দ্রগুপ্ত প্রথমে শকটদাসের প্রাণ-দণ্ডের আজ্ঞা দিয়েছিলেন। কিন্তু কে একজন এসে বধ্যস্থান হতে তাঁকে বলপূর্ব্বক নিয়ে প্রস্থান করে। এই-রূপ প্রমাদ ঘটায় চন্দ্রগুপ্ত মহা ক্রুদ্ধ হয়ে ঘাতককে বধ করে' নিজ রোষাগ্নি নির্ব্বাণ করেন। সেই অবধি ঘাতকেরা অস্ত্রধারী কোন পুরুষকে অগ্রে কিম্বা পশ্চাতে দেখ্‌তে পেলেই আপনা-দের জীবন রক্ষার জন্য, বধ্যস্থানে পৌঁছবার পূর্ব্বেই অর্দ্ধ পথে বধ্যদের প্রাণবধ করে। অতএব আপনি যদি অস্ত্রধারী হয়ে সেখানে যান, তা হলে শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসের মৃত্যু-কাল আরো এগিয়ে দেওয়া হবে। (প্রস্থান)

রাক্ষ।—(স্বগত) অহো! চাণক্য-বটুর নীতিমার্গ অতীব দুর্বোধ! কেন না:—

যদি সে শকটদাস, চাণক্যের অভিমতে
আনীত হইয়া থাকে আমার হেথায়,
কোন্ অভিপ্রায়ে তবে, ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে
নিহত করিল সেই ঘাতক জনায়?
পক্ষান্তরে কেন পুনঃ, সেরূপ কৃত্রিম পত্র
করে প্রকটিত?
—কিছুই বুঝিতে নারি, সংশয়-তরঙ্গে চিত্ত
ঘোর আন্দোলিত॥
খড়্গ-ব্যাপারের এই নহে গো সময়।
ঘাতকে বধিলে আমি, চন্দনদাসের হবে মরণ নিশ্চয়॥

আছে খড়্গ-নীতি-ফল—এ নহে সে কাল।
উপেক্ষাও নহে ঠিক্, আমা-তরে সুহৃদের বিপদ করাল॥
এই তবে করি স্থির, বলি গিয়া ভূপে
—নিজ তনু সমর্পিব মুক্তি-মূল্য-রূপে॥

সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ অঙ্ক সমাপ্ত।

সপ্তম অঙ্ক।

দৃশ্য।—বধ্য-ভূমি।

চণ্ডালের প্রবেশ।

সরে' যাও মশায়রা, সরে' যাও সবে,
যদি চাও বাঁচাইতে, নিজপ্রাণ কুলমান, কলত্র-বিভবে।
তাই বলি, তোমরা গো কর পরিহার
বিষবৎ মনে করি', যাহা কিছু প্রতিষিদ্ধ, অপথ্য রাজার॥
অপথ্য সেবিলে হয়, ব্যাধি মৃত্যু ব্যক্তি-বিশেষের,
রাজাপথ্য সেবো যদি, হইবে গো বিনাশ কুলের॥

যদি প্রত্যয় না হয়, তবে ঐ চেয়ে দেখ, রাজার অপথ্য-কারী সেই শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসকে সপুত্র-কলত্র বধ্যস্থানে নিয়ে আসা হচ্চে। (আকাশে) মহাশয় কি বলচেন? চন্দনদাসের মুক্তির উপায় আছে কি না? তার একমাত্র উপায়—যদি অমাত্য রাক্ষস তাঁর গৃহজনকে আমাদের হস্তে সমর্পণ করেন। (পুনর্ব্বার আকাশে) কি? এই শরণাগত-বৎসল আপনার জীবনের জন্য এই কার্য্য কখনই করবেন না?—তবে নিশ্চয় জান্‌বেন তাঁর কিছুতেই শুভ হবে না। আমি যা বল্লেম, এ ভিন্ন এ স্থলে আর কোন প্রতিকার নেই।

দ্বিতীয় চণ্ডালের পশ্চাৎ স্ত্রী-পুত্র-সমভিব্যাহারে
শূল-স্কন্ধে বধ্যবেশধারী
চন্দনদাসের প্রবেশ।

স্ত্রী।—হা ধিক্! হা ধিক্! আমাদের মত চরিত্র-ভঙ্গ-ভীরু ব্যক্তি-দেব শেষে চোরের মত মরতে হল? কৃতান্ত! তোমায় পায়ে গড় করি। তবে কি দুর্জ্জনদের কাছে দোষী-নির্দোষের মধ্যে কোন ইতর বিশেষ নেই? তাই বটে

আমিষ ত্যজিয়া যারা, মৃত্যুভয়ে প্রাণ ধরে
করি' তৃণাহার
সেই মুগ্ধ মৃগগণে, বধে ব্যাধগণ, এ কি
বিধি বিধাতার॥

(চারিদিকে অবলোকন করিয়া) প্রিয়সখা জিষ্ণুদাস! আমার কথায় একটা উত্তর পর্য্যন্ত কেন দিচ্চ না বল দিকি? যাদের এখন চখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পাচ্চি, এই দুঃসময়ে তাদেরও দেখ্‌চি পাওয়া ভার।

চন্দ।—আমার এই প্রিয় সখারা কোন প্রতীকার করতে না পেয়ে অশ্রুপাত করতে করতে ফিরে যাচ্চেন এবং শোকগ্রস্ত হয়ে দীন-বদনে, বাষ্পপূর্ণ দৃষ্টিতে আমাকে ফিরে ফিরে দেখ্‌চেন।

চণ্ডাল।—(পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) মহাশয়! চন্দন-দাস! এইবার বধ্যস্থানে আসা গেছে—এখন আপনার সুহৃ-জনদের বিদায় করে' দিন।

চন্দ।—দেখ গৃহিণি, পুত্রদের নিয়ে তুমি ফিরে যাও। এখন বধ্য-স্থানে আসা গেছে—এখন আর তোমাদের আসা উচিত হয় না।

স্ত্রী।—(সাশ্রুলোচনে) নাথ! তুমি এখন পরলোকে যাচ্চ—দেশান্তরে যাচ্চ না—এখন তোমার গুরুজনদের ফিরে পাঠান তোমার উচিত হয় না।

চন্দ।—ঠাকরুণ, মিত্রের কার্য্যেই আমার মৃত্যু হচ্চে—নিজ দোষে নয়। এ তো হর্ষের বিষয়—তবে তোমরা রোদন করচ কেন?

স্ত্রী।—তা যদি হয়, তা হলেও এখন গুরুজনদের ফিরে পাঠান তোমার উচিত হয় না।

চন্দ।—আচ্ছা, তোমরা এখন কি করতে চাও?

স্ত্রী।—(সাশ্রুলোচনে) আমাকে অনুমতি দেও, আমি তোমার সঙ্গে যাই।

চন্দ।—ঠাকরুণ, এ দুশ্চেষ্টা হতে বিরত হও। দেখ তোমার পুত্রটি এখনও লোক-ব্যবহার কিছুই জানে না—তাকে তোমার দেখ্‌তে হবে।

স্ত্রী।—আমাদের কুলদেবতারাই ওকে দেখ্‌বেন। জাদু, বাছা, তোর পিতার চরণে এই শেষ প্রণাম কর।

পুত্র।—(পায়ে পড়িয়া) বাবা, তুমি গেলে আমি কি করব?

চন্দ।—বৎস, চাণক্য হীন দেশে গিয়ে বাস কোরো।

চণ্ডাল।—শ্রেষ্ঠী মশায়! শূল পোতা হয়েছে, এইবার প্রস্তুত হোন।

স্ত্রী।—মশায়রা তোমরা রক্ষা কর—রক্ষা কর।

চন্দ।—বাপু, একটু সবুর কর। দেখ প্রাণপ্রিয়ে! কেন তুমি বৃথা রোদন কচ্চ? স্বীজনের প্রতি যাঁর দয়ামায়া ছিল সে নন্দ মহারাজ যে স্বর্গে গেছেন।

১ চণ্ডাল।—ওরে বেণুবেত্রক! এই চন্দনদাসকে ধরে' নিয়ে আয়। তাহলে গৃহজনেরা আপনা হতেই চলে যাবে।

২ চণ্ডাল।—ওরে বজ্রলোমক।—এই দেখ্ ধরেছি।

চন্দ।—বাপু, একটু থামো। আমি পুত্রটিকে একবার কোলে করি। (পুত্রকে কোলে করিয়া মস্তক আঘ্রাণ) দেখ বাছা এক সময়ে মরতেই হবে—এখন মিত্র কার্য্যে যে আমি মরচি এই আমার সুখ ও সান্ত্বনা।

পুত্র।—আচ্ছা বাবা, এই কি আমাদের কুল-প্রথা? (পদতলে পতন)।

চণ্ডা।—ওরে বজ্রলোমক। ওকে ধরে নিয়ে আয়। (চণ্ডালদ্বয় শূলে দিবার জন্য চন্দনদাসকে ধৃত করণ)

স্ত্রী।—মহাশয়রা—রক্ষা করুন—রক্ষা করুন!

(রাক্ষসের সত্বর প্রবেশ)

রাক্ষস।—ভয় নাই ঠাকরুণ, ভয় নাই। শোনো সেনাপতি—চন্দনদাসকে বধ কোরো না। কেন না:—

রিপুকুল নাশ সম, প্রভুকুল নাশ যেগো
দেখিল নীরবে,
মিত্রের বিপদ-কালে, যে থাকে নিশ্চিন্ত বোসে
যেন গো উৎসবে,
যার এই ছার আত্মা তোমাদের অপমান
তিরস্কার-ভূমি,
তারি প্রাপ্য বধ্যমালা—মম কণ্ঠে পরাইয়া
দেও গো এখনি॥

চন্দ।—(দেখিয়া সাশ্রু লোচনে) অমাত্য, আপনি আবার এ কি করতে যাচ্চেন?

রাক্ষ।—তোমার স্বচরিতের একাংশ মাত্রের অনুকরণ।

চন্দ।—অমাত্য, আমার এখন সমস্তই নিষ্ফল। আমার জন্য এইরূপ করে' আপনি আমার মনের মত কাজ করলেন না।

রাক্ষ।—সখা চন্দনদাস। তিরস্কার করে' ফল কি? জীবলোক স্বার্থপ্রধান। বাপু! দুরাত্মা চাণক্যকে এই কথা বলগে।

চণ্ডালদ্বয়।—কি কথা?

অসজ্জন রুচি ঘোর' দুষ্কাল এ কলি কালে
নিজ প্রাণ করি' বিসর্জ্জন,
অন্যের করে যে রক্ষা সেই সে চন্দনদাস
শিবি যশ করিল অর্জ্জন।
তিনি অতি শুদ্ধ-চিত্ত, তাঁর স্বচরিত কার্য্যে
বুদ্ধগণও হন তিরস্কৃত।
লোক পূজ্য সেই তিনি, বধ্যভূমে মোর তরে
হইলেন নীত।
অমাত্য রাক্ষস তাই, দেখ এবে বধ্যস্থানে
আসি' উপস্থিত॥

১ম চণ্ডাল।—ওরে বেণুবেত্রক। তুমি তবে শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসকে ধরে' এই শ্মশান-গাছের ছায়ায় একটুখানি দাঁড়াও, আমি চাণক্য মন্ত্রী মশায়কে বলে' আসি, অমাত্য রাক্ষস ধৃত হয়েছে।

২য় চ।—আচ্ছা বজ্রলোমক, তাই করচি।

(সপুত্র-দারা চন্দনদাসকে লইয়া প্রস্থান)

১ম চণ্ডা।—(রাক্ষসের সহিত পরিক্রমণ করিয়া) ওগো। দৌবারিকদের মধ্যে কে আছে ওখানে? নন্দকুল-সৈন্যের বজ্রস্বরূপ, মৌর্য্যকুল প্রতিষ্ঠাতা সেই চাণক্য ঠাকুরকে বল :—

রাক্ষ।—(স্বগত) এও রাক্ষসের শুনতে হল?

চণ্ডা।—চাণক্য ঠাকুরের নীতি কৌশলে অমাত্য রাক্ষস ধৃত হয়েছেন।

চাণ।—(যবনিকা হইতে সহর্ষে মুখ বাড়াইয়া) বাপু—বল বল।

উত্তুঙ্গ পিঙ্গল-শিখা, দীপ্তানল কে বাঁধিল
বসন-অঞ্চলে?
সদাগতি গতি রোধ, কে করিল সহসা গো
রজ্জুর শৃঙ্খলে?
গজমদ গন্ধী জটা, সিংহে কে বাঁধিল বল
পিঞ্জর মাঝারে?
কে সাঁতারে' হল পার, কুম্ভীর-মকর-পূর্ণ
ভীম পারাবারে?

চণ্ডা।—এ সব কে আর করবে—নীতি নিপুণ-বুদ্ধি চাণক্য ঠাকুরই করেছেন।

চাণ।—না বাপু, ও কথা বোলো না—বরং বল, নন্দকুলদ্বেষী দৈবেরই এই কাজ।

রাক্ষ।—(দেখিয়া স্বগত) এই যে সেই দুরাত্মা অথবা মহাত্মা চাণক্য।

সর্ব্ব-শাস্ত্র জ্ঞানাকর রত্নের সাগর
—মোদের বিদ্বেষ যার গুণের উপর॥

চাণ।—(দেখিয়া সহর্ষে) এই যে, অমাত্য রাক্ষস!—এই সেই মহাত্মা :—

যাঁহা হতে বহু দিন, ভুঞ্জিল বৃষল-সৈন্য
আর, মোর মন
গুরুতর চিন্তা-ক্লেশ, দীর্ঘ-দীর্ঘ নিশি করি'
নিত্য জাগরণ॥

(যবনিকা অপনীত করতঃ নিকটে অগ্রসর হইয়া) অমাত্য রাক্ষস! বিষ্ণুগুপ্তের নমস্কার গ্রহণ করুন।

রাক্ষ।—(স্বগত) অমাত্য এই বিশেষণ পদটি এখন আমার পক্ষে অত্যন্ত লজ্জাকর। (প্রকাশ্যে) বিষ্ণুগুপ্ত! আমি চণ্ডাল-স্পর্শে দূষিত, আমাকে স্পর্শ কোরো না।

চাণ।—অমাত্য রাক্ষস! ইনি চণ্ডাল নন। আপনি পূর্ব্বে এঁকে দেখেছেন, ইনি একজন রাজপুরুষ, নাম সিদ্ধার্থক। আর এই দ্বিতীয় ব্যক্তিও একজন রাজপুরুষ, এঁর নাম সমিদ্ধার্থক। এঁদের সঙ্গে সৌহার্দ্দ ঘটিয়ে আমিই শকটদাসকে দিয়ে সেই কপট-পত্র লিখিয়েছিলেম।

রাক্ষ।—(স্বগত) আ বাঁচা গেল, শকটদাসের উপর থেকে আমার সন্দেহটা চলে গেল।

চাণ।—অত কথায় কাজ কি, সমস্ত বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বলি শুনুন :—

সেই ভদ্রভট্ট আদি, সেই সে কৃত্রিম লিপি,
—সেই সিদ্ধার্থক,
সেই তিন অলঙ্কার, সেই আপনার মিত্র
বৌদ্ধ ক্ষপণক,

জীর্ণোদ্যান-গত সেই আর্ত্ত ব্যক্তি, আর সেই
শ্রেষ্ঠী-কষ্টভোগ
সমস্ত আমারি এ—
(অর্দ্ধোক্তি করিয়া লজ্জিত)
সমস্তই বৃষলের—তব সনে মিলিবারে
—নীতির প্রযোগ॥

এই দেখুন বৃষল আপনাকে দেখ্‌তে এসেছেন।

বাক্ষ।—(স্বগত) কি করা যায়—নিরুপায়। (প্রকাশ্যে) তাই 'তো দেখছি।

সেবকগণে অনুসৃত রাজার প্রবেশ।

রাজা।—(স্বগত) বিনা-যুদ্ধেই ঠাকুর রিপুকুলকে পরাজিত করেছেন, এতে আমি বাস্তবিকই একটু লজ্জিত আছি।

কোন লক্ষ্য বস্তু পরে
না হইয়া শরের প্রয়োগ
তবু ফল লাভ হল,
শর তাই করে লজ্জা ভোগ।
লজ্জিত হইয়া তাই
সর্ব্বদা থাকে অধোমুখে
নিজ তূণ শায়ী হয়ে
অবস্থান করে মনোদুখে॥

অথবা :—

রাজ্যচিন্তা-পরাঙ্মুখ
সদা আমি সুখে নিদ্রাগত।
মম গুরুজন সবে
মোর কার্য্যে সদাই জাগ্রত।
না ধরিয়া ধনুর্ব্বাণ আমাবিধ জন
অরাতি বিজয়ে তাই হয়েছে সক্ষম॥

(চাণক্যের নিকট অগ্রসর হইয়া) আর্য্য। চন্দ্রগুপ্তের প্রণাম গ্রহণ করুন।

চাণ।—বৃষল, তোমার সম্বন্ধে আমার সকল আশীর্ব্বাদই নিঃশেষ হয়ে গেছে—এখন এই মান্যাস্পদ অমাত্য রাক্ষসকে তুমি প্রণাম কর—ইনি তোমার পৈতৃক অমাত্য-প্রধান।

রাক্ষ।—(স্বগত) চাণক্য দেখ্‌চি এই সম্বন্ধের উল্লেখ করে' মিলন ঘটাবার চেষ্টা করচেন।

(দেখিয়া স্বগত) এই যে চন্দ্রগুপ্ত।

শৈশবে দেখিয়া এঁরে, মহোদয় বলি' সবে
ভাবিত গো মনে।
যূথপতি করী যথা, ক্রমে ইনি উঠিলেন
রাজ-সিংহাসনে॥

(প্রকাশ্যে) রাজন্ বিজয়ী হও!

রাজা।—আর্য্য!

আপনি ও গুরুদেব, সন্ধি যুদ্ধ-আদি কার্য্যে
জাগ্রত যখন

তখন কেন না হবে বিজিত গো আমা হতে
সমস্ত ভুবন?

রাক্ষস।—(স্বগত) কুটিলমতি চাণক্য এই কথাটি আমাকে ভৃত্য ভেবে এই কথা বলচেন—না বিনয়ের ভাবে বলচেন? চন্দ্রগুপ্তের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ আমি সকল কথা বিপরীত ভাবে গ্রহণ করচি। যাই হোক, বলশালী চাণক্য সর্ব্বপ্রকারেই যোগ্য নাম লাভ করেছেন বলতে হবে, কেন না—

ভাল হলে সুযোগ্য নৃপ—মন্ত্রী হোক্ যতই অক্ষম—
তবু সে মন্ত্রীর হয় সুযশ অর্জ্জন।
অযোগ্য হইলে নৃপ—শীর্ণাশ্রয়-তট-তরু-সম
সুনেতা মন্ত্রী যে তারো হয় গো পতন॥

চাণ।—অমাত্য রাক্ষস, আপনি কি চন্দনদাসের জীবন রক্ষা করেন?

রাক্ষ।—দেখ বিষ্ণুগুপ্ত, সে বিষয়ে কি কোন সন্দেহ আছে?

চাণ।—অমাত্য রাক্ষস! এখনও দেখ্‌চি আপনি যুদ্ধোপযোগী শস্ত্র ধারণ করে' আছেন—এ অবস্থায় নৃপকে কিরূপে অনুগ্রহ প্রকাশ করবেন? সত্যই যদি আপনি চন্দনদাসের জীবন রক্ষা করেন তাহলে এই শস্ত্রটি গ্রহণ করুন।

রাক্ষ।—দেখ বিষ্ণুগুপ্ত! তা কখনই হতে পারে না। এ শস্ত্র আমার অযোগ্য—বিশেষতঃ যখন তুমি এটি ধারণ করচ।

চাণ।—অমাত্য রাক্ষস! আমি যোগ্য, আপনি অযোগ্য—এ কেমন কথা? দেখুন:—

শত্রুগর্ব্বহারী তব পৌরুষ-বিক্রমে,
অবিরাম-বল্গা-বদ্ধ ক্লান্ত অশ্বগণ।
আমাদের অশ্বারোহী সদা অশ্বাসনে,
ত্যজি' স্নানাহার-পান-বিহার-শয়ন।
কি দশা হয়েছে দেখ
এই সব নিরীহ হাতির,
— সংগ্রামে সজ্জিত সদা
পৃষ্ঠদণ্ড হয়েছে বাহির॥

সে যাই হোক্, আপনি এই শস্ত্র গ্রহণ না করলে, চন্দনদাসের কিছুতেই প্রাণরক্ষা হবে না।

রাক্ষ।—(স্বগত)

নন্দরাজ-স্নেহ কথা জাগে এ হৃদয়ে
কেমনে রিপুর আমি থাকি ভৃত্য হয়ে?
নিজ হস্তে জল দিয়া
যে তরুরে করিনু বর্দ্ধন
কেমনে ছেদিব, করি'
মিত্র-দেহে শস্ত্র-সঞ্চালন?
বিধির এ কার্য্য-গতি বোঝা সুদুষ্কর
কি কার্য্য—কি অকার্য্য তাঁর—বুদ্ধি-অগোচর॥

(প্রকাশ্যে) আচ্ছা বিষ্ণুগুপ্ত! খড়্গ দেও। সর্ব্বকার্য্য প্রবর্ত্তক সুহৃৎ-স্নেহই সকলের শ্রেষ্ঠ—অতএব কি করা যায়—গত্যন্তর নাই। দেখ, এতেও আমি এখন প্রস্তুত।

চাণ।—(সহর্ষে শস্ত্র অর্পণ করিয়া) বৃষল! বৃষল! অমাত্য

রাক্ষস অনুগ্রহ করে' শস্ত্র গ্রহণ করেছেন। তোমার প্রতি অদৃষ্ট এখন সুপ্রসন্ন।

রাজা।—এটি ঠাকুরেরই প্রসাদে ঘটল।

রক্ষীর প্রবেশ।

রক্ষী।—আর্য্যের জয় হোক্। ভদ্রভট্ট ভাগুরায়ণ প্রভৃতি এঁরা মলয়কেতুর হস্ত পদ বন্ধন করে' তাঁকে প্রতীহার ভূমিতে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। এখন তাঁরা ঠাকুরের অনুমতির অপেক্ষায় আছেন।

চাণ।—আচ্ছা, শুন্‌লেম। দেখ বাপু। অমাত্য রাক্ষসকে এ বিষয় জানাও, এখন থেকে তিনিই রাজকার্য্য দেখ্‌বেন।

রাক্ষ।—(স্বগত) চাণক্যের কৌশলে আমি এখন দাস হয়ে পড়লেম—দাসের মত এখন আমার প্রার্থনা জানাতে হবে। (প্রকাশ্যে) রাজন্! চন্দ্রগুপ্ত। সকলেই জানে, আমি মলয়-কেতুর সহিত কিছুকাল একত্র বাস করেছি। অতএব অনুগ্রহ করে' মলয়কেতুর প্রাণরক্ষা করুন।

রাজা।—(চাণক্যের মুখের দিকে চাহিয়া)

চাণ।—বৃষল, অমাত্য রাক্ষসের এই প্রথম প্রার্থনা—এ প্রার্থনা গ্রাহ্য করা উচিত। (রক্ষীকে দেখিয়া) দেখ বাপু। আমার নাম করে' ভদ্রভট্ট প্রভৃতিকে বল, অমাত্য রাক্ষসের অনুরোধে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত মলয়কেতুর পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি মলয়কেতুকে দান করলেন। অতএব তাঁরা যেন তাঁর সঙ্গে গিয়ে তাঁকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করে' এখানে ফিরে আসেন।

রক্ষী।—যে আজ্ঞা ঠাকুর।

চাণ।—একটু দাঁড়াও। দেখ বাপু, বিজয় পাল ও দুর্গ পালকেও এই কথা বল, অমাত্য রাক্ষস মন্ত্রীপদের পদ গ্রহণ করায় রাজা প্রীত হয়ে এই আদেশ করচেন,—শ্রেষ্ঠী চন্দনদাস আজ হতে রাজ্য মধ্যে সমস্ত নগরের শ্রেষ্ঠ পদে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

রক্ষী।—যে আজ্ঞা ঠাকুর। (প্রস্থান)

চাণ।—চন্দ্রগুপ্ত। আর যদি কোন প্রিয় বাসনা থাকে তো বল।

রাজা।—এর পর, প্রিয় বাসনা আর কি থাকতে পারে?

রাক্ষসের সনে হল মিত্রতা বন্ধন,
রাজ সিংহাসনে মোরে করিলে স্থাপন,
সমূলে নির্মূল হল নন্দ রাজগণ
অতঃপর কারবার কি আছে এখন?

চাণ।—দেখ বিজয়! দুর্গপাল ও বিজয়পালকে বল, অমাত্য রাক্ষসের সঙ্গে প্রীত হয়ে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত এই আদেশ করচেন, "হস্তি অশ্ব ছাড়া আর সকলেরই বন্ধন যেন মোচন করা হয়। অথবা, যখন অমাত্য রাক্ষসকে পাওয়া গেছে, এখন হস্তি অশ্বেরই বা কি প্রয়োজন?—এখন অতএব:—

অশ্ব ও হস্তিদেরও, সবার বন্ধন আজি
হউক মোচন।
হইল প্রতিজ্ঞা পূর্ণ, তবে শুধু শিখাটির
হউক বন্ধন।
(শিখা বন্ধন)

রক্ষী।—যে আজ্ঞা ঠাকুর। (প্রস্থান)

চাণ।—অমাত্য রাক্ষস! আপনার এখন কি প্রিয় কার্য্য করতে পারি বলুন।

রাক্ষ।—এর পর, আর আমার কি প্রিয় বাসনা থাকতে পারে? এতেও যদি আপনার পরিতোষ না হয় তবে, ভরত-শিষ্যের এই প্রার্থনাটি পূর্ণ করুন!

স্বয়ম্ভু যেমতি পূর্ব্বে, নিজ বল-অনুরূপ
বরাহ হইয়া
জলমগ্ন ধরিত্রীরে, ধারণ করিলা নিজ
দন্ত-কোটি দিয়া,
সেইরূপ চন্দ্রগুপ্ত, রাজমূর্ত্তি ধরি', নিজ
মহাবাহু করি প্রসারণ
মিলি বন্ধু ভৃত্যসনে, ম্লেচ্ছের উৎপাৎ
হতে ধরণীরে করুণ রক্ষণ॥

সমাপ্ত।

প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটক।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

অনুবাদিত।

কলিকাতা

২৫।১ স্কট্স্ লেন, ভারতমিহির যন্ত্রে,

সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩০৮।

মূল্য ১৲ টাকা।

পাত্রগণ।

পুরুষবর্গ।

সূত্রধার।

কামদেব—মনের প্রবৃত্তি-পক্ষের পুত্র এবং মহামোহের অনুচর।

বিবেক—মনের নিবৃত্তি-পক্ষের পুত্র, ও নিবৃত্তি-পক্ষের রাজা।

দম্ভ—লোভের পুত্র।

অহঙ্কার—মনের প্রবৃত্তি-পক্ষের পুত্র এবং মহামোহের অনুচর।

বটু—দম্ভের পরিচারক।

মহামোহ—মনের প্রবৃত্তি-পক্ষের পুত্র, ও প্রবৃত্তি-পক্ষের রাজা।

চার্ব্বাক—মহামোহের অনুচর।

লোভ—অহঙ্কারের পুত্র।

ক্রোধ—মনের প্রবৃত্তি-পক্ষের পুত্র এবং মহামোহের অনুচর।

দিগম্বর সিদ্ধান্ত—পাষণ্ড মতাবলম্বী ও মহামোহের অনুচর।

বৌদ্ধমতাবলম্বী ভিক্ষু ও কাপালিক সোমসিদ্ধান্ত—মহামোহের অনুচর।

বস্তুবিচার ও সন্তোষ—বিবেকের অনুচর।

বিনীত—বিবেকের দূত।

মন—আত্মার পুত্র।

সঙ্কল্প—মনের মন্ত্রী।

বৈরাগ্য—মনের নিবৃত্তি-পক্ষের দ্বিতীয় পুত্র।

আত্মা—বিবেকের পিতামহ।

নিদিধ্যাসন—বিষ্ণুভক্তির আত্মীয়।

প্রবোধচন্দ্র—বিবেকের পুত্র।

স্ত্রীবর্গ।

রতি—কামদেবের স্ত্রী।

মতি—বিবেকের স্ত্রী ও উপনিষদের সপত্নী।

উপনিষৎ—বিবেকের আর এক স্ত্রী।

তৃষ্ণা—লোভের স্ত্রী।

হিংসা—ক্রোধের স্ত্রী।

বিভ্রমবতী—মিথ্যাদৃষ্টির (নাস্তিকতা) সহচরী।

মিথ্যাদৃষ্টি—মহামোহের উপপত্নী।

শান্তি—শ্রদ্ধার কন্যা।

করুণা—শান্তির সখী।

সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা
ব্যাস-সরস্বতী (বেদান্ত) } বিষ্ণুভক্তির সহচরী।

মৈত্রী, ক্ষমা—বিষ্ণুভক্তির দাসী।

দিগম্বর-সিদ্ধান্তের মতাবলম্বিনী শ্রদ্ধা,
সোম-সিদ্ধান্তের মতাবলম্বিনী শ্রদ্ধা,
বৌদ্ধ ভিক্ষুর মতাবলম্বিনী শ্রদ্ধা, } —ইহারা তামসী শ্রদ্ধা।

প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটক।

মধ্যাহ্নে যেমতিগো মার্ত্তণ্ড-মরীচিকা
জলের প্রবাহ বলি'
মনে হয় অজ্ঞান বশতঃ,
সেইরূপ যে তত্ত্বরে পঞ্চভূতময় এই
ত্রৈলোক্য বলিয়া মনে
সহসাগো হয় প্রতিভাত,
পরে, পুষ্প-মালিকায় সর্প-কায়-ভ্রম-সম
জ্ঞানীদের সন্নিকটে
যার ভ্রান্তি হয় অন্তর্ধান
—সেই সে আনন্দ-ঘন সুবিমল তেজোময়
আত্মজ্ঞান-প্রকাশক
পরম আত্মায় করি ধ্যান ॥

অপিচ :—

অন্তর্নাড়ী-নিয়মিত বায়ু-যোগে যাহা উঠে
ব্রহ্মরন্ধ্র করি' অতিক্রম,
শান্তি-প্রিয় আত্মা-মাঝে প্রগাঢ় আনন্দরূপে
সহসা যা' হয় উন্মীলন,

অর্দ্ধেন্দু-শেখর, স্রেষ্ট যোগীন্দ্র-ললাট-দেশে
নেত্ররূপে যাহার উদয়,
সেই সে জগদ্-ব্যাপী অন্তরস্থ জ্ঞান-জ্যোতি
—হউক তাঁহার জয় জয় ॥

নান্দ্যন্তে সূত্রধার ।

সূত্র।—অতিবাহুল্যে প্রয়োজন নাই। সমস্ত সামন্তগণের চূড়ামণির কিরণ-ছটায় যাঁর চরণকমল উদ্ভাসিত, নরসিংহের ন্যায় যিনি প্রবল শত্রুগণের বক্ষ বিদীর্ণ করেছেন, প্রবলতর নরপতিকুলরূপ প্রবল-মহার্ণবে যখন মেদিনী মগ্ন ছিল, তখন যিনি তাকে বরাহঅবতারের ন্যায় উদ্ধার করেন, যাঁর দিগন্তব্যাপী কীর্ত্তি-ঘোষণায় লোকের শ্রুতি বিবর পরিপূরিত, যাঁর প্রতাপানলের শিখা-সঙ্ঘ চারিদিকে নৃত্য করচে, সেই শ্রীমান্ গোপাল আমাকে এইরূপ আদেশ করেছেন :—

"আমার স্বভাব-সুহৃদ্ রাজা কীর্ত্তিবর্ম্মার দিগ্বিজয়-ব্যাপারে আমি নিযুক্ত থাকায়, পরম ব্রহ্মানন্দের পরিবর্ত্তে, বিবিধ বিষয় রসের আস্বাদনেই আমার বহু দিবস অতিবাহিত হয়েচে। এখন আমরা কৃতকার্য্য হয়েছি, এখন :—

নৃপতির বিপক্ষেরা
হইয়াছে সম্পূর্ণ দমন ;
খ্যাতনামা অমাত্যেরা
বসুমতী করিছে রক্ষণ ;
নৃপতি-মস্তক এবে
অলঙ্কৃত সাম্রাজ্য-মালায়
—সসাগরা বসুন্ধরা
ঘেরা যথা সিন্ধু-মেখলায় ।

অতএব আমরা এখন শান্তি রসাশ্রিত কোন নাটকের অভিনয়ে আত্মবিনোদন করতে ইচ্ছা করি। ইতিপূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র, প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নামক যে নাটকখানি রচনা করে' তোমার হস্তে দিয়েছিলেন, সেইটি আজ শ্রীকীর্ত্তিবর্ম্মার সম্মুখে তোমার অভিনয় করতে হবে। আর, পরিষদের সহিত রাজারও এই অভিনয় দেখবার জন্য কৌতূহল হয়েচে।" আচ্ছা তবে এখন গৃহে গিয়ে, গৃহিণীকে ডেকে সঙ্গীত আরম্ভ করে' দেওয়া যাক্।

(পরিক্রমণ ও নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া)

এইদিকে একবার এসোতো ঠাক্‌রুণ!

নটীর প্রবেশ।

নটী।—এই আমি এসেছি; আজ্ঞা কর, কি করতে হবে।

সূত্র।—প্রিয়ে, তোমার তো জানাই আছে, যিনি প্রতিপক্ষ ভূপতিগণের বিপুল সৈন্যারণ্যে নিজ প্রজ্বলিত প্রতাপ-বহ্নি বিস্তৃত করে' ত্রিভুবন-বিবর আলোকিত করেচেন, যাঁর কীর্ত্তি বিশ্বব্যাপিনী; যিনি কেবল অসিমাত্র-সহায় হয়ে' অন্য রাজাদের সবলে জয় করে', কীর্ত্তিবর্ম্মা নৃপতিকে পুনর্ব্বার রাজ্যে অভিষিক্ত করেচেন, আরও :—

যে সকল রণভূমে আজিও গো উন্মদ
রাক্ষস-তরুণিগণ
কর আস্ফালিয়া দেয় নৃ-কপালে তাল,
সেই তাল-ধ্বনি সাথে পিশাচ-অঙ্গনাগণ
একত্র মিলিয়া সবে
মত্ত হয়ে' নৃত্য করে অতীব করাল,
সেই সব রণভূমে
প্রচণ্ড ক্ষুভিত বায়ু সবে

করি-কুম্ভে ফুকারিয়া
যশোগান গাহে ঘোর রবে॥

তিনি এখন শান্তি-পথে প্রস্থান করায়, আত্ম-বিনোদনের জন্য প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নামক নাটক অভিনয় করতে আমাকে আদেশ করেছেন। অতএব, তুমি এখন নটদের বেশভূষায় সুসজ্জিত হ'তে বল।

নটী।—(সবিস্ময়ে) কি আশ্চর্য্য! যিনি নিজ বাহুবলে সকল নৃপ-মণ্ডলকে পরাজিত ও শর-বর্ষণে জর্জ্জরিত করে', রণক্ষেত্রে মৃত তুরঙ্গের তরঙ্গ উঠিয়েছিলেন, নিরন্তর-নিপতিত শরজালে বিখণ্ডিত শত সহস্র উত্তুঙ্গ মাতঙ্গ-পর্ব্বত সৃজন করেছিলেন; ভ্রমন্ত প্রচণ্ড ভুদণ্ড-মন্দারের আঘাতে, কর্ণরাজের পদাতি সৈন্য-সাগর মন্থন করে' বিজয়-লক্ষ্মী লাভ করেছিলেন, তাঁর চিত্তে কিরূপে এখন মুনিগণ-শ্লাঘ্য শান্তিরসের উদয় হ'ল বল দিকি?

সূত্র।—দেখ প্রিয়ে! ব্রহ্মজ্যোতিঃ স্বভাবতঃই শান্ত; কোন কারণ বশতঃ বিকার প্রাপ্ত হ'লেও, পরে আবার সে স্বভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। দেখ, সকল ভূপাল-কুলের রুদ্র প্রলয়-কালাগ্নি-স্বরূপ চেদিরাজ কর্ণ, চন্দ্রবংশীয় আধিপত্যের মূলচ্ছেদ করায়, সেই আধিপত্য পুনঃপ্রতি-ষ্ঠিত করার জন্যই তিনি এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'য়েছিলেন। দেখঃ—

কল্লান্তে মহা-সিন্ধু হইয়া গো সংক্ষোভিত
পৃথিবীর শেষ গিরি
করয়ে লঙ্ঘন,
পরে সেই মহোদধি হইয়া প্রশান্ত স্থির
আপন সীমায় পুনঃ
করে আগমন॥

আবও দেখ, ভগবান নারায়ণ জগতের হিতের নিমিত্ত অংশরূপে

ক্ষিতিতলে অবতীর্ণ হ'য়ে, পৌরুষের কার্য্য সকল সম্পাদন করে', পরে আবার শান্তিলাভ করেন। পরশুরামও আর এক দৃষ্টান্তস্থল :—

একবিংশতি বার বহুসংখ্য নৃপতির
বসামাংস মস্তিষ্ক-পঙ্কের মাঝারে,
বিগলিত রুধিরের সরিৎ-সলিল-স্রোতে
অভিষেক করিলা গো যিনি আপনারে ;
নৃপ-বাহুচ্ছেদ-পটু সুতীক্ষ্ণ পরশু দিয়া
বধিলেন যিনি বাল-বৃদ্ধ-বনিতারে
—নিজ বীর্য্যে পৃথ্বী-ভার করিয়া লাঘব,
উচ্ছেদ করিয়া রণে নৃপকুল সব,—
প্রজ্বলিত-কোপ সেই ঋষি জামদগ্ন্য
তপ করি' হন শেষে শান্তিরসে মগ্ন ॥

সেইরূপ, ইনিও এখন জয়লাভ করে' পরম শান্তি-নিষ্ঠা লাভ করে-ছেন। যেমন বিবেক প্রবল মোহকে পরাভূত করে' তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদন করে, সেইরূপ এই গোপালও কর্ণকে পরাজিত করে' মহারাজ কীর্ত্তিবর্ম্মার আধিপত্য স্থাপন করেচেন।

নেপথ্যে।—আরে পাপিষ্ঠ নটাধম! কি?—আমরা জীবিত থাক্‌তে, বিবেকের নিকট আমাদের প্রভু মহামোহের পরাজয়ের কথা বলচিস্?

সূত্র :—(সভয়ে দেখিয়া) এই যে!

উত্তুঙ্গ পীবর কুচে করিয়া পীড়ন
দুই ভুজে রতি যাঁরে করে আলিঙ্গন
—এ হেন শ্রীমান্ কাম, নয়নের অভিরাম
মদঘূর্ণিত-লোচন,

মাতায়ে জগত-জনে ওই দেখ রতি সনে

হেথা করে আগমন॥

দেখে মনে হয়, আমার কথায় উনি ক্রুদ্ধ হয়েচেন; অতএব এখান থেকে আমার চলে যাওয়াই শ্রেয়ঃ।

(প্রস্থান)

ইতি প্রস্তাবনা।

প্রথম অঙ্ক।

কাম ও রতির প্রবেশ।

কাম।—(সক্রোধে)—(আরে পাপিষ্ঠ নটাধম ইত্যাদি) দেখ্ নটাধম!

যাবৎ না কমলাক্ষী সুন্দরী ললনাদের
দৃষ্টি-শর হয় গো পতন,
তাবৎ জ্ঞানীর চিত্তে শাস্ত্রজাত বিবেকের
প্রভাব থাকয়ে অনুক্ষণ ॥

হা হা হা!

রমণীয় হর্ম্ম্যতল,
সুনয়না নবীনা নায়িকা,
ভ্রমর-গুঞ্জিত লতা,
বিকচ ফুল নবমালিকা,
—এসব অমোঘ অস্ত্র বরষি' যখন আমি
করি বিশ্ব জয়,
কোথা থাকে তখন সে বিবেক-বিভব, আর
প্রবোধ-উদয়?

রতি।—নাথ! আমার মনে হয়, বিবেকই মহারাজ মহামোহের বিষম শত্রু।

কাম।—প্রিয়ে! বিবেকের নাম মাত্রেই কেন তোমার মনে এই স্ত্রী-সুলভ ভয় উপস্থিত হল বল দিকি? দেখ সুন্দরি!

থাকিতে গো মোর এই পুষ্পময় বাণ, আর
পুষ্প-শরাসন,
সুরাসুর-বিশ্বলোক মুহূর্ত্ত করিতে নারে
ধৈর্য্য ধারণ॥

তুমি তো জানো :—

অহল্যার উপপতি হন সুরপতি,
ব্রহ্মা হন অনুরক্ত সন্ধ্যা-বালা প্রতি,
গুরুর পত্নীরে ইন্দু করিল ভজনা,
আমা-হতে অপথে কে, না যায় বলনা?
বিশ্বনাশে এ বাণের হয় কি গো শ্রম?
—অনায়াসে করিবে সে বিজয় সাধন॥

রতি।—সে কথা সত্য; তবুও এই মহা-সহায-সম্পন্ন শত্রুকে ভয় করতে হয়; কেন না, শুনতে পাই, যম-নিয়মাদি এঁর অমাত্য।

কাম।—প্রিয়ে। এই যে সব বিবেকের প্রবল অমাত্য দেখছ, আমরা আক্রমণ করবামাত্রই এরা পলায়ন করবে। দেখ :—

দাঁড়াইতে পারে কি গো আমাঁর সম্মুখে কভু
তপস্যা, সন্ন্যাস, ব্রহ্মচর্য্য?
—অহিংসা ক্রোধের কাছে?—লোভের সম্মুখে, সত্য,
অপ্রতিগ্রাহিতা অচৌর্য্য?

যাদের মানসিক বিকার নেই, তারাই যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি সাধন করতে পারে; তা ছাড়া স্ত্রীলোকেরাই ওদের মারণ-দেবতা, সুতরাং তারা আমাদের আয়ত্তের মধ্যে। কেননা :—

সুন্দরী কামিনীদের বিলাস ও পরিহাস
দরশন, স্মরণ, ভাষণ,

কেলি-আলিঙ্গন আদি— জেনো মনো-বিকারের
এই সব যথেষ্ট কারণ॥

বিশেষতঃ আমাদের প্রভুর প্রিয়পাত্র মদ, মান, মাৎসর্য্য, দম্ভ, লোভাদি, এই যম-নিয়মাদিকে যখন আক্রমণ করবে, তখন তারা নিশ্চয়ই আমাদেব রাজ-মন্ত্রী-অধর্ম্মের শরণাগত হবে।

রতি।—শুনেছি নাকি, তোমাদেব ও শমদম প্রভৃতিব উৎপত্তি-স্থান একই।

কাম।—প্রিয়ে! কি বল্লে, উৎপত্তি-স্থান একই? শুধু তা নয়, আমাদের জনকও একই।

মায়াতে, ঈশ্বর-যোগে প্রথমেই মন নামে
সুবিখ্যাত পুত্র এক
লভিল জনম;
পরে সেই মন পুন ত্রিলোক করিয়া সৃষ্টি
মোদের এ কুল-দ্বয়
করিল সৃজন॥

তাঁর প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি নামে দুই ধর্ম্মপত্নী; তার মধ্যে, প্রবৃত্তিতে যে কুল উৎপন্ন হয সেটি মোহামোহ-প্রধান, আর, নিবৃত্তিতে যে কুল উৎপন্ন হয়, সেটি বিবেক-প্রধান।

রতি।—আচ্ছা নাথ! যদি তোমাদের জনক একই হল, তবে ভ্রাতৃগণেব মধ্যে পরস্পব এরূপ শত্রুতা কেন?

কাম।—প্রিয়ে!

এক দ্রব্য-ভোগকামী ভ্রাতৃগণ-মাঝে
শত্রুতা তো এজগতে প্রসিদ্ধই আছে।
পৃথ্বীরাজ্য-তরে, দেখ কুরুপাণ্ডুগণ
লোক-ক্ষয়কারীযুদ্ধ করিল বিষম॥

এই সমস্ত জগৎ আমাদের পিতার উপার্জ্জিত, আমরা পিতার প্রিয় পুত্র বলে' আমরাই সমস্ত আক্রমণ করেছি। আর, তারা রাজ্য অধিকার করতে পার্‌চে না বোলে, পিতাকে ও আমাদের বিনষ্ট করতে উদ্যত হয়েচে।

রতি।—(কর্ণ আবরণ করিয়া) ও পাপ কথা শুনতে নেই। তারা কি কেবল বিদ্বেষ বশতই এই পাপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েচে? সে যাই হোক, এখন এর উপায় কি?

কাম।—প্রিয়ে! এর কিঞ্চিৎ নিগূঢ় কারণ আছে।

রতি।—নাথ! সে কারণটা প্রকাশ কচ্চনা কেন?

কাম।—প্রিয়ে! তুমি স্ত্রালোক, স্বভাবতঃ ভীরু, এই জন্যই পাপিষ্ঠদের সেই দারুণ কার্য্যের কথা তোমার কাছে বল্‌চিনে।

রতি।—(সভয়ে) নাথ! বল না, সে কিরূপ কাজ?

কাম।—প্রিয়ে! ভয় পেয়োনা; এইরূপ জনশ্রুতি আছে, আমাদের এই বংশে কাল-রাত্রি-রূপা বিদ্যা নামে এক রাক্ষসীর জন্ম হবে; সেই হতাশদের এই একমাত্র আশা।

রতি।—ওমা কি হবে! তোমাদের কুলে রাক্ষসী?—শুনে যে আমার হৃৎকম্প হচ্চে।

কাম।—প্রিয়ে! এ কেবল জনশ্রুতি।

রতি।—আচ্ছা, সেই রাক্ষসী জন্মে কি করবে?

কাম।—প্রিয়ে! এইরূপ আকাশ-বাণী আছে:—

সেই আদি-পুরুষের গৃহিনী যে মায়া
—পরশ না করিয়াও পুরুষের কায়া—
মন নামে পুত্র এক করে সে প্রসব,
তাহাতে জন্মিল ক্রমে এই লোক সব।

বিদ্যা নামে কন্যা পুন তাঁরি কুলে করিয়া গো

জনম গ্রহণ

পিতা মাতা ভ্রাতৃগণে— সমস্ত আপন কুলে

করিবে ভক্ষণ॥

রতি।—(ভয়ে কম্পমান হইয়া) নাথ! রক্ষা কর! রক্ষা কর! (ভর্ত্তাকে আলিঙ্গন)

কাম।—(স্পর্শসুখে স্বগত)

তরলিত আঁখি-তারা, দৃষ্টিটি আকুল-পারা,

আধীর নয়ন।

উত্তুঙ্গ স্তনদ্বয় ভয়ে বিকম্পিত হয়

—সুখ-পরশন।

মণি-বলয়-গুঞ্জনে বাহু-ব্রততী-বন্ধনে

কিবা আলিঙ্গন!

তনু মোর লোমাঞ্চিত —আনন্দিত সম্মোহিত

হল যে গো মন॥

(প্রকাশ্যে—দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া)

প্রিয়ে ভয় নাই, আমরা জীবিত থাকৃতে কি বিদার উৎপত্তি হতে পারে?

রতি।—আচ্ছা নাথ! সেই রাক্ষসীর উৎপত্তি কি তোমাদের বিপক্ষদের অভিপ্রেত?

কাম।—হাঁ, তাদের অভিপ্রেত বৈ কি। বিবেক নিজ পত্নী উপনিষদ্ দেবীতে, প্রবোধচন্দ্র ও তাঁর ভগিনী বিদ্যার উৎপাদন করবেন; আর, সেই বিষয়ে এই শমদম প্রভৃতি সকলেই উদ্যোগী।

রতি।—নাথ! কেন সেই দুর্বিনীত লোকেরা আত্মবিনাশকারিণী বিদ্যার জন্মকে শ্লাঘার বিষয় মনে করচে বল দিকি?

কাম।—প্রিয়ে যে পাপিষ্ঠেরা কুলক্ষয়ে প্রবৃত্ত হয়, তারা কি আপনার ইষ্টানিষ্ট গণনা করে? দেখ:—

যাহারা গো স্বভাবতঃ মলিন-হৃদয় অতি
আর ক্রুর-মন,
তাদের উৎপত্তি হয় জনক ও আপনার
বিনাশ কারণ।
অনলে উৎপন্ন ধূম প্রথমে গো মেঘ-রূপে
হয় পরিণত;
সেই মেঘ বরষিয়া অগ্নিরে করয়ে নাশ
—নিজেও নিহত॥

নেপথ্যে।—আরে পাপিষ্ঠ দুরাত্মা! আমাদের তুই পাপিষ্ঠ বলে' নিন্দা করচিস্? দেখ্:—

কার্য্যাকার্য্য জ্ঞানহীন কলঙ্কী বিপথগামী
গুরু যদি হয়
তাঁহারেও পরিত্যাগ অবশ্য করিতে হবে
জানিও নিশ্চয়॥

—পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ এইরূপ পৌরাণিকী কথা বলে' থাকেন। দেখ, আমাদের পিতা মন, অহঙ্কারের অনুবর্ত্তী হয়ে, জগৎপতি পিতা-কেও বন্ধন করেছেন; আবার আমাদের পিতা মনও মহামোহ প্রভৃতির দ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ হয়ে আছেন।

কাম।—(দেখিয়া)—প্রিয়ে! ঐ দেখ, আমাদের কুল-শ্রেষ্ঠ বিবেক, মতিদেবীর সহিত এই খানে আসচেন। ঐ দেখ:—

বশীভূত রাগাদির তিরস্কারে হৃতকান্তি
কৃশাঙ্গ লক্ষিত গো এই মানী জন।

ম্লান মতি-দেবী-সহ বিরাজেন ইনি দেখ
শিশির-আচ্ছন্ন-কান্তি শশাঙ্ক যেমন ॥

অতএব এখানে থাকা আমাদের উচিত হয় না।

(প্রস্থান)

ইতি বিষ্কম্ভক।

রাজা বিবেক ও মতি-দেবীর প্রবেশ।

রাজা।—প্রিয়ে! এই বটুর মদগর্ব্বিত বাক্য শুন্‌লে?—আমাদের পাপাচারী বলে' কি না নিন্দা করে!

মতি।—নাথ! আপনার দোষ কি কেউ দেখতে পায়?

দুষ্ট অহঙ্কার-আদি চিদানন্দময় সেই
নিখিল জগৎপতি নিত্যনিরঞ্জনে
বন্ধন করিয়া দেখ শত দৃঢ় পাশ দিয়া
কি দশা করিল তাঁর, দেখ ভাবি মনে ॥

সেই তারা হল পুণ্যকারী, আর আমরা তাঁর পাশ মোচনে প্রবৃত্ত হয়েচি—আমরা কিনা হলেম পাপাচারী। অহো! এ সংসারে দুরাত্মাদেরই জয়!

মতি।—নাথ! শুনেছি নাকি, পরমেশ্বর সহজানন্দ সুন্দর-স্বভাব, নিত্য-প্রকাশমান, আর সকল ভুবনেই তাঁর প্রভাব দীপ্যমান; তবে কি প্রকারে এই দুর্বিনীতেরা তাঁকে বন্ধন করে' মহামোহ-সাগরে নিক্ষেপ করলে বল দিকি?

রাজা।—প্রিয়ে!

কিবা ধীর কিবা শান্ত, মহোদয়, কি নীতিজ্ঞ,
স্বচ্ছ সুবিমল-চিত্ত, কিবা সুধীজন।

সকলেই নারী হতে হইয়া গো প্রতারিত
স্বাভাবিক ধইরজ হারায় আপন।
স্বয়ং আত্মাপুরুষের মায়া-সহবাস-বশে
হ'ল এইরূপে দেখ আত্ম-বিস্মরণ॥

মতি।—নাথ! রেখা-মাত্র অন্ধকারে কি সহস্র-রশ্মি সূর্য্য আচ্ছাদিত হতে পারে, তবে যে দেবতা দীপ্যমান মহা-আলোক-সাগর—তিনি মায়াতে কি প্রকারে অভিভূত হবেন?

রাজা।—প্রিয়ে! এ তত্ত্ব বিচারের অগম্য। বেশ-বিলাসিনী যেমন নানা প্রকার ভাব ভঙ্গীর দ্বারা পরপুরুষকে বঞ্চনা করে, সেইরূপ মায়াও অলীক সত্তার দ্বারা আত্মাপুরুষকে বঞ্চনা করে, দেখ:—

স্বভাবত নির্ব্বিকার —স্ফটিক মণির ন্যায়
যিনি প্রভান্বিত,
সেই দেবে এই মায়া —অনার্য্যা যে অতিশয়—
করিল বিকৃত।
সহবাসে যদিও সে একটুও দীপ্তি তাঁর
নাশিতে অক্ষম,
তথাপি সে পুরুষের অধীরতা উৎপাদিতে
পারে বিলক্ষণ॥

মতি।—আচ্ছা, মায়া যে এইরূপে সেই উদার-চরিত পুরুষকে প্রতারণা করচে—এর কারণটা কি?

রাজা।—কোন প্রয়োজন বা কারণ দেখে যে মায়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েচে তা নয়; স্ত্রীপশাচীদের স্বভাবই এই। তারা:—

কভু করে সম্মোহিত, আনন্দিত, কখন বা
করে বিড়ম্বনা;

চিত্তের চাঞ্চল্য আনে, সুখ দেয়, কভু করে
বিষাদ-ঘটনা।

আরও একটী কারণ আছে।

মতি।—নাথ! সে কারণটি কি?

রাজা।—সেই দুশ্চারিণী মায়া এইরূপ ভেবে ছিল:—"আমার তো যৌবন গেছে, এখন আমি বৃদ্ধা হয়েচি। আর এই প্রাচীন পুরুষও স্বভাবত বিষয়-রসে বিমুখ; অতএব এখন নিজ পুত্রকেই পরমেশ্বরের কাছে প্রতিষ্ঠিত করা যাক্।" সেও মাতার এই অভিপ্রায় জান্‌তে পেরে, পরমেশ্বরের নিতান্ত নিকটে থেকে, পরমেশ্বর পদেই প্রতিষ্ঠিত হয়েচে এইরূপ আপনাকে মনে করলে; তার পর সে নবদ্বার পুর-সকল নির্ম্মাণ করে':—

এক হইয়াও সে গো ভিন্ন ভিন্ন বহুপুরে
করিয়া প্রবেশ
—মণি-প্রতিবিম্ব প্রায়— ভাবিল—যা করে সেই
করে পরমেশ॥

মতি।—যেমন মাতা, পুত্রটিও দেখ্‌চি সেইরূপ জন্মেছে।

রাজা।—তার পর, সেই আত্মা-পুরুষ মনের জ্যেষ্ঠপুত্র ও নিজের পৌত্র অহঙ্কারের সহিত সম্মিলিত হয়ে:—

"আমার হয়েছে জন্ম, আমার জনক ইনি
ইনি গো জননী;
এই কুল, এই পুত্র, এই শত্রু, এই মিত্র,
এই মোর ভূমি;
এই পত্নী, এই ধন, এই সৈন্য, এই বিদ্যা,
এই মোর সুহৃদ বান্ধব,"

—মায়ায় আসক্ত হয়ে —অবিদ্যা-নিদ্রায় মগ্ন—
কল্পনায় দেখে স্বপ্ন সব ॥

মতি।—নাথ! পরমেশ্বর যদি এরূপ সুদীর্ঘ নিদ্রায় অভিভূত রইলেন, তা হ'লে কিরূপে প্রবোধের জন্ম হবে?

রাজা।—(লজ্জায় অধোবদন)

মতি।—নাথ! তুমি লজ্জায় অধোবদন হয়ে মৌন হয়ে রইলে কেন বল দিকি?

রাজা।—প্রিয়ে সপত্নীর প্রতি স্ত্রীলোকদের স্বভাবতই ঈর্ষা জন্মে, তাই অপরাধীর ন্যায় প্রকাশ করে' বলতে আমার শঙ্কা হচ্চে।

মতি। —সামান্য স্ত্রীলোকেরাই সপত্নীর প্রতি ঈর্ষা করে' থাকে; আর, সরস-বিষয়ে প্রবৃত্ত বা ধর্ম্ম ব্যবসায়ে নিযুক্ত যে স্বামী তার মনে ক্লেশ দেয়।

রাজা।—তবে শোনো বলি:—

উপনিষৎ দেবী নামে
আছে মোর অপর পত্নিনী,
—সুচির বিচ্ছেদে সে গো
ঈর্ষা-ভরে হয়েচে মানিনী।
শান্তি-আদি দূতিদের অনুকূলতায় যদি
তাঁর সনে সম্মিলন হয়,
আর যদি ক্ষণকাল তুমি থাকো মৌন হয়ে
ত্যাগ করি' ভোগের বিষয়,
তাহলে জাগ্রৎ-স্বপ্ন সুষুপ্তির অন্তর্ধানে
হইবে গো প্রবোধ উদয় ॥

মতি।—নাথ! যদি এইরূপে দৃঢ়গ্রন্থিবদ্ধ আমাদের সেই কুলপ্রভু আত্মা-পুরুষের বন্ধন মোচন হয়, তাহলে তুমি চিরকাল কেন

উপনিষৎ দেবীর সঙ্গে মিলিত হয়ে থাকো না; তাতে আমি বরঞ্চ সুখীই হব।

রাজা।—প্রিয়ে! তুমি যদি প্রসন্ন থাকো, তা হলে আমাদেরও মনোরথ সিদ্ধ হয়। দেখ:—

যিনি এক অদ্বিতীয় যিনি গো শাশ্বত প্রভু
জগতের আদি,
তাঁরে বহু ভাগ করি' ভিন্ন ভিন্ন গৃহে যারা
রাখিয়াছে বাঁধি,'
আর যারা এইরূপে পরম সে পুরুষেরে
মৃত্যু-বশে করে আনয়ন
—বিদ্যা-যোগে সেই সব ব্রহ্মভেদকারীদের
প্রাণান্তিক প্রায়শ্চিত্ত
করিয়া সাধন
ব্রহ্মের একতা পুন করিব স্থাপন॥

আচ্ছা তবে এই কার্য্য সাধনের জন্য শম-দমাদিদের নিযুক্ত করা যাক্।

(প্রস্থান)

ইতি সংসারাবর্তার নামক প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দৃশ্য।—বারাণসী।

(দম্ভের প্রবেশ।)

দম্ভ।—মহারাজ মহামোহ আমাকে এইরূপ আদেশ করেচেন:—"বিবেক-রাজ, আমত্যের সহিত মিলিত হয়ে, যাতে প্রবোধচন্দ্রের উদয় হয় তদ্বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করে', প্রসিদ্ধ-প্রসিদ্ধ সকল তীর্থস্থানেই শম-দমাদিকে প্রেরণ করেচেন। এখন আমাদের কুলক্ষয় হবার উপক্রম হয়েচে; অতএব এর প্রতিবিধান করা তোমাদের কর্ত্তব্য; আর, পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ মুক্তি-ক্ষেত্র বারাণসী নামক নগরীতে গিয়ে, চতুর্বিধ আশ্রমীদের মুক্তিতে যাতে ব্যাঘাত ঘটে, তারই তোমরা এখন চেষ্টা কর।" তাই আমি এখন বারাণসী নগরীকে বিশেষরূপে বশীভূত করে', মহারাজ যেরূপ আদেশ করেছেন—সমস্তই সম্পাদন করেচি। তাই আমার অধিষ্ঠানে এখন:—

ধূর্ত্তগণ বেশ্যা-গৃহে   সুরা-গন্ধী মুখ মধু
করিয়া সেবন,
মন্মথোৎসব-রসে   সমস্ত চাঁদিনী রাত
করিয়া যাপন,
বলে "মোরা সর্ব্বজ্ঞ,   মোরা চির-অগ্নিহোত্রী
ব্রহ্মজ্ঞ তাপস।"
এইরূপে জগতেরে   করে তারা প্রবঞ্চনা
হইলে দিবস॥

(দেখিয়া) কে এই পথিকটী ভাগিরথী পার হয়ে এই দিকে আস্‌চে ? দেখনা উনি আস্‌চেন :

প্রজ্জ্বলিত অভিমানে
ত্রিলোক করিয়া যেন গ্রাস,
তিরস্কারি' বাক্য-জালে,
প্রজ্ঞারে করিয়া উপহাস।

তাই আমার মনে হয়, ইঁনি দক্ষিণ রাঢ়দেশ হতে আস্‌চেন। ভালই হল, এঁর নিকটে পিতামহ অহঙ্কারের সংবাদ জান্‌তে পারা যাবে।

অহঙ্কারের প্রবেশ।

অহং।—অহো! এ জগতে অধিকাংশ লোকই মূর্খ! দেখনা কেন, অনেকেই :—

মহাগুরু "প্রভাকর" —মীমাংসাকারীর মত
করেনি শ্রবণ ;
"তুতাত-ভট্টের কৃত ন্যায়-দরশন খানি
করেনি দর্শন ;
"বাচস্পতি" দূরে থাক্, "সালিকেরো" বাক্য-তত্ত্ব
জানে না কেমন ;
"মহোদধি-সূক্ত" তাও নহে অবগত ;
আরো, নাহি জানে যজ্ঞ-মীমাংসার মত ;
বস্তুতত্ত্ব না করিয়া সূক্ষ্ম নিরূপণ
কেমনে আছে গো সুস্থ নর-পশুগণ ?

(দেখিয়া) এই যে লোক সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন কচ্চে, এদের কেবল অধ্যয়নই সার ; এরা শাস্ত্রের অর্থ কিছুই বুঝতে পারচে না, কেবল বেদেরই বিপ্লব ঘটাচ্চে। (পুনর্ব্বার অন্য দিকে গিয়া) আরে! এরা

দেখচি ভিক্ষালাভের জন্যই যতি-ব্রত গ্রহণ করেছে; আর, মণ্ডিত-মস্তক হয়ে আপনাদের জ্ঞানী মনে করে' বেদান্ত শাস্ত্রকে আকুল করে তুলেছে। (হাস্য করিয়া)

প্রমা-সিদ্ধ জ্ঞান যেই প্রত্যক্ষ-আদি,
বেদান্ত তাহার যে গো বিরুদ্ধার্থ বাদী
—সেই বেদান্তকে যদি শাস্ত্র বলি' মানো,
কি করিল অপরাধ তবে বৌদ্ধগণ?

(আবার অন্য দিকে গিয়া) এই যে এইখানে এই সব শৈব পাশু-পতাদি পশুর দল, আর দুরভান্ত অক্ষপাদ-দর্শনের মতাবলম্বী পাষণ্ডেরা—এদের দর্শন মাত্রেই লোকে নরকগামী হয়; অতএব দূর হতেই এদের দর্শন-পথ পরিহার করা কর্ত্তব্য। (অন্য দিকে গমন করিয়া) এরা আবার কে? এরা যে দেখ্‌চি:—

জাহ্নবী-তরঙ্গাহত শিলাতলে আছে বসি'
দীপ্যমান আসন পাতিয়া;
সন্মুখে সমুজ্জ্বল কমণ্ডলু; মহাদণ্ড
সুশোভিত কুশমুষ্টি দিয়া;
অক্ষমালা-বীজগুলি অঙ্গুলীতে ব্যগ্রভাবে
একে একে করিছে গ্রহণ;
কি আশ্চর্য্য! এই সব দাম্ভিকেরা ধনীদের
চিত্ত সদা করয়ে হরণ॥

(অন্য দিকে গিয়া) এরা তো নিতান্ত ভ্রান্ত; এদের ত্রিদণ্ড মাত্র জীবনোপায়; এরা দ্বৈত অদ্বৈত উভয় মার্গ হতেই পরিভ্রষ্ট। (অন্যত্র গিয়া) ওহে! কার এই দ্বারদেশে উচ্চ বংশ-দণ্ড পোঁতা রয়েছে? সূক্ষ্ম শুভ্র ধৌত বস্ত্র সকল ঝুলচে; স্থানে স্থানে মৃগ-চর্ম্ম পাতা আছে;

কোথাও বা শিলা-প্রস্তর সকল রয়েছে; চমস উদূখল, মুষল প্রভৃতি যজ্ঞ-পাত্র ইতস্তত বিক্ষিপ্ত; অগ্নিতে অনবরত ঘৃতাহুতি দেওয়ায় তার ধূমে গগনমণ্ডল একেবারে শ্যামবর্ণ হয়ে গেছে। হাঁ তাই বটে, গঙ্গার অনতিদূরে একটী আশ্রম দেখা যাচ্চে। এটী নিশ্চয় কোন গৃহস্থের গৃহ হবে। আচ্ছা তবে এই পবিত্র স্থানটিতে দুই তিন দিন বাস করা যাক্।

(গৃহে প্রবেশ করত দেখিয়া)

এই যে!

ললাট উদর কণ্ঠ বাহু বক্ষ পৃষ্ঠ,
জানু ও চিবুক আর উরু, গণ্ড, ওষ্ঠ
—তিলক-লাঞ্ছিত; আর,
কটিদেশ, কেশ, হস্ত, কাণ
কুশাঙ্কুরে সুশোভিত;
ইনিই তো দম্ভ মূর্ত্তিমান॥

আচ্ছা, ওঁর নিকটেই যাওয়া যাক্। (নিকটে গিয়া) কল্যাণ হোক্!

দম্ভ।—উঁহুঁ (হুঙ্কারে বারণ করত)

বটুর প্রবেশ।

বটু।—ব্রাহ্মণ! দূরে থাকুন; পাদপ্রক্ষালন করে' এই আশ্রমে প্রবেশ করতে হয়।

অহং।—(সক্রোধে) আরে, আমরা দেখ্‌ছি তুরস্ক দেশে এসেছি; তা নইলে অতিথি ব্রাহ্মণকেও গৃহস্থেরা পাদপ্রক্ষালনের জল দেয় না।

দম্ভ।—(হস্ত-ইঙ্গিতে আশ্বস্ত করণ)

বটু।—গুরুদেব এই আদেশ করচেন, আপনি দূর দেশ হতে এসেছেন, আপনার কুলশীল আমাদের জানা নেই।

অহং।—আরে পাপিষ্ঠ! আমাদেরও কুলশীল আবার পরীক্ষা করতে হবে? আচ্ছা তবে শোনো।

অত্যুত্তম রাজ্য এক, গৌড় তার নাম
—তাহারি গো রাঢ় দেশে ভূরিশ্রেষ্ঠী গ্রাম;
সে গ্রামে করেন বাস শ্রেষ্ঠ মোর পিতা,
তাঁর গুণী পুত্রদের কে না জানে হেথা?
তার মাঝে সর্ব্বোত্তম জানিবে আমারে
প্রজ্ঞা শীল বুদ্ধি ধৈর্য্যে বিনয় আচারে॥

দম্ভ।—(বটুকে দর্শন)

বটু।—(তাম্র-ঘটী লইয়া প্রবেশ) মহাশয় পদপ্রক্ষালন করুন।

অহং।—(বটুর হস্ত হইতে তাম্র ঘটী লইয়া) আচ্ছা এতে আর দোষ কি? (তথা করিয়া নিকটে আগমন)

দম্ভ।—(দন্ত পীড়ন করিয়া) ব্রাহ্মণ! আপনি একটু সরে' দাঁড়ান; কি জানি, যদি আপনার গায়ের ঘর্ম্মবিন্দু বাতাসে এই দিকে উড়ে আসে।

অহং।—অহো! অপূর্ব্ব এই ব্রাহ্মণ্য!

বটু।—এইরূপই বটে! দেখুন ব্রাহ্মণ!

যত নরপতিগণ 'না পারি' করিতে স্পর্শ
ও পদ-যুগল
চূড়ামণি-প্রভাজালে পাদপীঠ-ভূমি-দেশ
করেন উজ্জ্বল॥

অহং।—(স্বগত) এ দেখ্‌চি দম্ভের অধিকৃত দেশ; আচ্ছা, এই আসনে বসা যাক্। (বসিতে উদ্যত)

বটু।—(বারণ করিয়া) হাঁ হাঁ করেন কি? করেন কি? গুরুদেবের আসন অন্যে অধিকার কর্‌বে?

অহং।—আরে পাপিষ্ঠ! আমরাও দক্ষিণ রাঢ়ের শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ, আমরা এ আসনে বসবার উপযুক্ত। শোন্‌রে মূর্খ!

মোদের জননী যিনি —তত শুদ্ধ কুলে জাত
নহেন তিনিও
যেমন আমার পত্নী —সুশ্রোত্রিয় কুলোৎপন্ন
শীলে অদ্বিতীয়;
তাই জানিবে গো, আমি পিতা হইতেও শ্রেষ্ঠ
অতি মাননীয়।
মম শ্যালকের যে গো বিমাতা-মাতুল-পুত্র
—মিথ্যা দোষে হয় শাস্তি তার;
সেই সম্বন্ধের বশে স্বগৃহিনী প্রিয়াকেও
করিয়াছি আমি পরিহার॥

দম্ভ।—তা হলেও, আমার বৃত্তান্ত তো আপনার জানা নেই। দেখুন:—

পূর্ব্বকালে একবার গিয়াছিনু শোনো বলি
ব্রহ্মার সদনে;
অমনি গো মুনিগণ উঠিল আসন ছাড়ি'
আমার দর্শনে।
অনুমতি লয়ে ব্রহ্মা গোময়-সলিলে উরু
করিয়া মার্জ্জিত
তদুপরি আমারে গো সমাদরে বসালেন
হয়ে ত্বরান্বিত॥

অহং।—অহো! দাম্ভিক ব্রাহ্মণের কি অত্যুক্তি! (চিন্তা করিয়া) অথবা ইনিই স্বয়ং মূর্ত্তিমান দম্ভ। আচ্ছা একে তবে খুব একটু শুনিয়ে দি (সক্রোধে আঃ কেন এত গর্ব্ব করিস্? ওরে শোন্:—

হোন্ ইন্দ্র, হোন্ ব্রহ্মা,
হউন না ঋষিদের বাবা
তাহারা তো অতি তুচ্ছ
—তারা সবে মোর কাছে কেবা ?
শত ব্রহ্মা, শত ইন্দ্র,
শত শত মুনি ঋষিগণে
পাতিত করিতে পারি
তপোবলে, জেনো ইহা মনে ॥

দম্ভ।—(দেখিয়া সানন্দে) একি ? আমাদের পিতামহ অহঙ্কার এসেছেন দেখচি যে। মহাশয়! আমি লোভের পুত্র, আমার নাম দম্ভ, আপনাকে প্রণাম করি।

অহং।—এস এস ভাই এস, চিরজীবী হও; দ্বাপরের শেষে আমি তোমাকে স্বল্প-বয়স্ক বালক দেখেছিলেম। সম্প্রতি কালবশে তুমি বার্দ্ধক্যগ্রস্ত হয়েছ, তাই তোমাকে ঠিক চিন্‌তে পারি নি। ভাল, তোমার পুত্র অসত্যের কুশল তো ?

দম্ভ।—আজ্ঞে হাঁ; সেও এইখানেই আছে; তাকে ছেড়ে আমি এক মুহূর্ত্তও থাকতে পারি নে।

অহং।—তোমার পিতা লোভ ও মাতা তৃষ্ণাও কি এখানেই থাকেন ?

দম্ভ।—আজ্ঞে হাঁ, মহারাজ মহামোহের আজ্ঞাক্রমে তাঁরাও এইখানে থাকেন। কি প্রয়োজনে মহাশয়ের এখানে আগমন ?

অহং।—ভাই, আমি শুনেছি, বিবেক নাকি মহামোহের বড়ই অনিষ্ট করচে, তাই তার বৃত্তান্ত জানবার জন্য আমার এখানে আসা।

দম্ভ।—আপনার শুভাগমনে ভালই হ'ল; মহামোহ ইন্দ্রলোক হতে এইখানে আসচেন শুনচি; আর এইরূপ জনশ্রুতি যে বারাণসীকে তাঁর রাজধানী করবেন।

অহং।—তাঁর বারাণসীতে অবস্থান করবার কারণটা কি?

দম্ভ।—মহাশয়! বিবেকের কার্য্যে ব্যাঘাত করা, আর কিছু নয়। দেখুন

বিদ্যা ও প্রবোধোদয়-- উহাদের জন্মভূমি
নির্ব্বিঘ্ন ব্রহ্মপুরী সেই বারাণসী;
তাই তিনি তাহাদের উচ্ছেদ-ইচ্ছুক হয়ে
তথায় করিতে বাস সদা অভিলাষী;

অহং।—(সভয়ে) তা বটে; কিন্তু এর প্রতিকার করা দুঃসাধ্য; যে-হেতু বারাণসী পুরীতে স্বয়ং ভগবান মহেশ্বর অজ্ঞানী লোকদের ভব-ভয়-ভঞ্জন তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দিয়ে থাকেন।

দম্ভ।—এ কথা সত্য; কিন্তু যারা কাম ক্রোধে অভিভূত, তাদের জ্ঞানোদয়ের কোন সম্ভাবনা নেই। তাই শাস্ত্রে আছে:—

যার হস্ত পদদ্বয়
আর মন আছে সুসংযত
তারি বিদ্যা, তপ, কীর্ত্তি
—তীর্থ-ফল তারি হস্তগত॥

নেপথ্যে।—ওহে দূরবাসিগণ! তোমরা শোনো, মহারাজ মহামোহ এখানে আগমন কর্চেন।

চন্দনে সিঞ্চিত করি'. স্ফটিক মণির বেদি
এখনি গো কর সংস্কার।
যন্ত্র-মার্গ কর মুক্ত গৃহে গৃহে চতুর্দ্দিকে
জল-ধারা হউক বিস্তার।
উঠাও গো চারিদিকে মণি-প্রভা-উদ্ভাসিত
তোরণের শ্রেণী—
উড়াও গো সৌধ-শিরে ইন্দ্র-ধনু-চিত্রবর্ণ
পতাকা এখনি॥

দম্ভ।—মহাশয়!—মহারাজ নিকটবর্ত্তী; এগিয়ে গিয়ে ওঁর অভ্যর্থনা করুন।

অহং।—হাঁ, চল যাওয়া যাক। (সকলের প্রস্থান)

ইতি বিষ্কম্ভক।

পরিজন-বেষ্টিত মহামোহের প্রবেশ।

মহা।—(উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া) কি আশ্চর্য্য! এই জড়বুদ্ধিরা যা-তা অবাধে বিশ্বাস করে। তারা মনে করে—

দেহ-ছাড়া মূর্ত্তি এক আছে আত্মা-নামে
কর্ম্ম-ফল-ভোক্তা সেগো পরলোক-ধামে।
আকাশ-কুসুম হতে
স্বাদু ফল অলীক যেমনি
ইহাদেরো মনোরথ
অবিকল জানিবে তেমনি॥

দেখ, এই মূঢ়েরা স্বকপোল-কল্পিত আত্মার অস্তিত্ব অবলম্বন করে' জগৎকে বঞ্চনা করচে।

যে বস্তু নাহি, তাহা আছে বলি' মিছামিছি
অবিরত করিয়া জল্পনা
বাচাল সে আস্তিকেরা সত্যবাদী নাস্তিকের
বৃথা নিন্দা করয়ে ঘোষণা;
শোনোগো তোমরা সবে! কালবশে পরিণামে
পঞ্চভূতে মিশে যেই দেহ
সে দেহের অতিরিক্ত পৃথক্ বিভিন্ন জীব
তোমরা কি দেখিয়াছ কেহ?
—তাহা হলে বলিব গো তোমাদের কথা
সমস্তই সত্য—কিছু নহেক অযথা॥

এইরূপে এরা শুধু জগৎকে নয়—আপনাদেরও বঞ্চনা করচে।

মুখ অবয়ব-আদি
সর্ব্বদেহে সমান যখন,
কেমনে থাকিতে পারে
ব্রাহ্মণাদি জাতিভেদ-ক্রম?
পরের বনিতা এই—ইহা পরধন,
মোদের এ ভেদ-জ্ঞান নাহি কদাচন॥
পরস্ব-গ্রহণ, হিংসা,
পরস্ত্রী-গমন ব্যভিচার,
কাপুরুষেরাই তার
কার্য্যাকার্য্য করয়ে বিচার॥

বৌদ্ধ শাস্ত্রই প্রকৃত শাস্ত্র—তাতে প্রত্যক্ষই প্রমাণ; ক্ষিত্যপ্‌ তেজ মরুদ্ব্যোমই তার তত্ত্ব; অর্থ কামই পুরুষার্থ; সে শাস্ত্রমতে পঞ্চভূত হতেই চৈতন্যের উৎপত্তি; পরলোক নাই; মৃত্যুই মোক্ষ। আমাদের এই মত অনুসারেই পণ্ডিত বৃহস্পতি একটী গ্রন্থ প্রণয়ন করে' চার্ব্বাককে সমর্পণ করেন। সেই চার্ব্বাক্ শিষ্যোপশিষ্যের দ্বারায় এই শাস্ত্র জগতে বহুল প্রচার করেচেন।

শিষ্যের সহিত চার্ব্বাকের প্রবেশ।

চার্ব্বা।—(শিষ্যের প্রতি) বৎস! তুমি জেনো, দণ্ডনীতিই প্রকৃত বিদ্যা; অর্থশাস্ত্রও এরই অন্তর্গত। আর, এই তিন বেদ ধূর্ত্তের প্রলাপ-বাক্য বই আর কিছুই নয়।

কর্ত্তা, ক্রিয়া, দ্রব্য নাশে তবু যদি যাজ্ঞিকের
স্বর্গলাভ হয়।

তাহলে দাবাগ্নি-দগ্ধ তরুতেও সুসম্ভব
বহু ফলোদয় ॥

অপিচ :—

মৃত প্রাণীদের শ্রাদ্ধ
যদি হয় তৃপ্তির কারণ,
নির্ব্বাণ দীপের তৈল
করে তবে শিখার বর্দ্ধন ॥

শিষ্য।—আচ্ছা, আচার্য্য মহাশয়! যা ইচ্ছে খাওয়া, যা ইচ্ছে পান করা, —এই যদি পুরুষার্থ হয়, তবে তপস্বীরা সাংসারিক সুখ পরিত্যাগ করে' তীর্থবাসী হয়ে, পরাক, ষষ্ঠকাল প্রভৃতি ঘোরতর কঠোর ব্রতের অনুষ্ঠান করে' নিজ শরীরকে কেন কষ্ট দেয় বলুন দিকি?

চার্ব্বা।—ধূর্ত্ত প্রণীত আগম-শাস্ত্রে যে-সকল মূর্খ প্রতারিত হয়েচে, তারা এই আশা-মোদকেই তৃপ্ত হয়। দেখ :—

আয়তাক্ষী সুন্দরীরে
করি যবে গাঢ় আলিঙ্গন,
বুক-ভরা স্তনদ্বয়ে
হয় কিবা মধুর পীড়ন!
আর দেখ এই সব
কুবুদ্ধি লোকের আচরণ :—
ভিক্ষা, উপবাস, ব্রত
সূর্য্য-তাপে দেহের শোষণ!

শিষ্য।—কিন্তু তপস্বীরা বলে' থাকেন, দুঃখ-মিশ্রিত সাংসারিক সুখ পরিহার করাই কর্ত্তব্য।

চার্ব্বা।—(উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া) আঃ! এ সব দুর্ব্বুদ্ধি পশুদের কথা।

"দুঃখ বিমিশ্রিত বলি' বিষয়-জনিত সুখ
কর ত্যাগ"—ইহা জেনো মূর্খের বিচার;
হিতাকাঙ্খী কোন্ জন তুষ-কণাচ্ছন্ন বলি'
শুভ্র-সুতণ্ডুল-ব্রীহি করে পরিহার?

মহা।—ওহে, বহুকালের পর এই সপ্রমাণ বাক্যগুলি যে আমার কাণে আসূচে। (অবলোকন করিয়া সানন্দে) আরে! আমাদের প্রিয় চার্ব্বাক্ যে!

চার্ব্বা।—(দেখিয়া) একি! মহারাজ মহামোহ যে! (নিকটে গিয়া) জয় মহারাজের জয়। আমি চার্ব্বাক্—প্রণাম।

মহা।—চার্ব্বাক্! এসো এসো, এইখানে বোসো।

চার্ব্বা।—(বসিয়া) মহারাজ! কলি আপনাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানিয়েছেন।

মহা।—কলির সর্ব্বাঙ্গীন কুশল তো?

চার্ব্বা।—মহারাজের প্রসাদেই সমস্ত কুশল। মহারাজের আদিষ্ট কর্ত্তব্য কাজটি শেষ করে' ফিরে এসেই মহারাজের শ্রীচরণ তিনি দর্শন কর্বেন।

অরাতি নিপাত করি', প্রভুর পাইয়া পরে
মহান্ আদেশ,
তখনি ফিরিয়া আসি' দর্শন মানসে সুখী
হইয়া অশেষ,
ধন্য হয়ে সেই দাস, প্রণমে' গো প্রভু-পদে
আসি অবশেষ॥

মহা।—সে কার্য্যটি কি কিছু সম্পন্ন হয়েছে?

চার্ব্বা।—মহারাজ!

বেদ-বহির্ভূত মার্গে হইয়া গো প্রবর্ত্তিত
করিছে যা-ইচ্ছা-তাই
যত সাধুজন।
না কলি, না আমি এ কাজের প্রবর্ত্তক
—প্রভুরি প্রভাবে সব
হতেছে সাধন॥

আর, উত্তর দেশের পথিক ও পাশ্চাত্যবাসীরা বেদ পরিত্যাগ করেছে; কেহ আর শম-দমাদির চিন্তাও করে না। অন্যত্রেও বেদ এখন কেবল জীবিকা মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েচে। তাই আচার্য্য বৃহস্পতি বলেচেন :—

অগ্নিহোত্র, তিন-বেদ ত্রিদণ্ড ধারণ, আর
ভস্মের লেপন
—বুদ্ধি ও পৌরুষ-হীন লোকদের জানিবে গো
জীবিকা-সাধন॥

সেই জন্য কুরুক্ষেত্রাদি স্থানে বিদ্যা ও প্রবোধের যে উদয় হবে, এ কথা মহারাজ স্বপ্নেও আশঙ্কা করবেন না।

মহা।—তা বটে, কলি যে মহাতীর্থস্থান-গুলিকে ব্যর্থ করে' দিয়েছে।

চার্ব্বা।—আরও কিছু নিবেদন করবার আছে।

মহা।—বল।

চার্ব্বা।—বিষ্ণুভক্তি নামে মহাপ্রভাবা একজন যোগিনী আছে; যদিও কলির প্রভাবে সর্ব্বস্থানে তার গতিবিধি নাই, তথাপি তার অনুগৃহীত ব্যক্তিদের যে আমরা দেখ্‌ব—সে ক্ষমতাও আমাদের নাই। এ বিষয়ে মহারাজের একটু মনোযোগী হতে হবে।

মহা।—(সভয়ে স্বগত) আঃ! এই প্রসিদ্ধ মহাপ্রভাব যোগিনী স্বভাবতঃই আমাদের বিদ্বেষী; তাকে উচ্ছেদ করাও কঠিন। আচ্ছা ভাল (প্রকাশ্যে) কোন ভয় নাই; কাম ক্রোধাদি প্রতিপক্ষ

থাক্‌তে বিষ্ণুভক্তি কোথায় আর উদয় হবে? তথাপি, ক্ষুদ্র শত্রুকে উপেক্ষা করা জিগীষু ব্যক্তির কর্ত্তব্য নয়।

ক্ষুদ্র যদিও হয় রাজার অরাতি
বিপাকে ফেলিযা সেও কষ্ট দেয় অতি।
অতি সূক্ষ্ম হইলেও কণ্টক অঙ্কুর
—বিঁধিয়া চরণে দেয় বেদনা প্রচুর॥

ওরে! কে আছিস্ এখানে?

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবা।—আজ্ঞা মহারাজ!

মহা।—কাম ক্রোধ মদ মান মাৎসর্য্যাদিকে আদেশ কর, যেন তারা অবহিত হয়ে বিষ্ণুভক্তি নামে যোগিনীর কার্য্যাদির প্রতিবিধান করে।

দৌবা।—যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান)

পত্র হস্তে একজন দূতের প্রবেশ।

দূত।—আমি উৎকল দেশ হতে এসেচি। সেখানে সমুদ্র-তীর-সমীপে পুরুষোত্তম নামে এক দেবালয় আছে—সেখানে মহারাজ তাঁর অনুচর মদমান প্রভৃতির কাছে আমাকে পাঠিয়েছিলেন। (চারিদিকে দেখিয়া) এই তো বারাণসী—এই রাজবাটী—প্রবেশ করা যাক্। (প্রবেশ করিয়া ও চারিদিক দেখিয়া) এই যে, চার্ব্বাকের সঙ্গে মহারাজ কি মন্ত্রণা কর্‌চেন—এঁরার নিকটে যাওয়া যাক্। (নিকটে গিয়া) জয় মহারাজের জয়! এই পত্রখানি দেখ্‌তে আজ্ঞা হোক্। (পত্র সমর্পণ)

মহা।—(লইয়া) তুমি কোথেকে?

দূত।—আমি পুরুষোত্তম থেকে আস্‌চি।

মহা।—(স্বগত) সেইখানে বোধ হয় আমার বিশেষ কিছু অনিষ্ট ঘটে

থাক্‌বে। (প্রকাশ্যে) চার্ব্বাক। দেখ, কাজ-কর্ম্মে এখন তোমা'র একটু বিশেষ মনোযোগী হতে হবে।

চার্ব্বা —যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান)

মহা।—(পত্র লইয়া পাঠ)

"স্বস্তি। বারাণসীর মহারাজাধিরাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত মহামোহ মহারাজের শ্রীচরণ কমল-যুগলে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক পুরুষোত্তমবাসী মদ মানের নিবেদন এই :—আমরা উভয়ে এখানে ভাল আছি। পরন্তু শ্রদ্ধা এবং তাহার কন্যা শান্তি—এই দুইজনে দূতী হইয়া, উপনিষদ্দেবীর সহিত বিবেকের সহবাস ঘটাইবার নিমিত্ত অহর্নিশ চেষ্টা করিতেছে। এবং কামের সহচর ধর্ম্মকে কাম হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার অভিপ্রায়ে, বৈরাগ্য প্রভৃতি তাহাদের গোপনে পরামর্শ দিয়া থাকেন, ইহাও দেখিতে পাইতেছি। আর, ঐরূপ মন্ত্রণায় ধর্ম্মও কোন কোন সময়ে কামের সংসর্গ ছাড়িয়া গুপ্তভাবে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এক্ষণে সমস্ত অবগত হইয়া মহারাজ যেরূপ আদেশ করেন, আমরা তদনুবর্ত্তী হইব। ইতি"

মহা।—(সক্রোধে) আঃ! এই অতিমূর্খেরা শান্তিকেও ভয় করে? আমি জীবিত থাক্‌তে শান্তির সম্ভাবনা কোথায়? দেখ, সাত্ত্বিক যারা তাদেরই শান্তি—কিন্তু প্রকৃত সাত্ত্বিক কেহই হতে পারে না—এমন কি, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও সাত্ত্বিক নন্।

বিশ্ব-সৃষ্টি-রত ধাতা
—তিনি তো গো রজোগুণান্বিত,
গৌরি আলিঙ্গন-সুখে,
শঙ্করের নেত্র বিঘূর্ণিত
আরো, দক্ষ-যজ্ঞ-নাশী,
—তিনি তাই তমোগুণাশ্রিত,

কমলা-কপোল-খানি
নিজ বক্ষে রাখি নারায়ণ
কামী-জন-সম তিনি
জলধিতে করেন শয়ন।
এইরূপ যদি হয় ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবে
কোথায় বলগো শান্তি অন্য ক্ষুদ্র জীবে ?

(দূতের প্রতি) দেখ জাল্ম, তুমি এখনি কামের নিকটে গিয়ে আমার এই আদেশ জানাও; বল, দুরাত্মা ধর্ম্মের অভিসন্ধি আমরা বুঝ্‌তে পেরেছি, তাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও আর বিশ্বাস কোর না,—তাকে দৃঢ়রূপে বদ্ধ করে' রাখো।

দূত।—যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান)

মহা।—এখন শান্তিকে দমন করবার কি উপায়?—আর অন্য উপায়ের প্রয়োজন কি?—ক্রোধ ও লোভকে নিয়োগ করলেই কার্য্য সফল হবে। ওরে! কে আছিস্ এখানে?

দূতের প্রবেশ।

দূত।—আজ্ঞে মহারাজ।

রাজা।—ক্রোধ ও লোভকে ডেকে নিয়ে আয়।

দূত।—যে আজ্ঞে মহারাজ। (প্রস্থান)

ক্রোধ ও লোভের প্রবেশ।

ক্রোধ।—দেখ সখা! আমি শুনেছি, শান্তি, শ্রদ্ধা ও বিষ্ণুভক্তি, মহা-মোহের প্রতিকূলতাচরণ করচে। আঃ! আমি জীবিত থাক্‌তে তাদের এই দুঃসাহসের কাজ?

অন্ধ করে' রাখি আমি এ তিন ভুবনে,
বধির করিগো আমি ধীর-চিত্ত জনে,

সচেতন যেই জন
তারে আমি করি অচেতন ;
কর্ত্তব্য দেখেনা সে গো,
হিত-বাক্য না করে শ্রবণ,
ধীমান পণ্ডিত—সেও
শাস্ত্র-অর্থ না করে গ্রহণ ॥

লোভ।—আমি যাদের ধরি, তারা আশা-নদীই পার হতে পারে না, তো শান্তি-আদির চিন্তা কি করবে? দেখ সখা!

মদজল-স্রাবী হস্তী দীর্ঘ-বেগ তুরঙ্গম
আছে মোর কত ;
এখনো বাসনা মোর —গজ অশ্ব আরো অন্য
লভি শত শত ;
ইহা লভিয়াছি আমি,
অধিক লভিব আরো আরো
—এই চিন্তাতেই শুধু
মানবের চিত্ত জরজর ;
ইহারি গো তরে দেখ যত আকুলতা,
দূরে রেখে দেও তুমি সে শান্তির কথা ॥

ক্রোধ।—সখা! আমার প্রভাব তো তোমার জানা আছে।

তুষ্ট্-পুত্র বেত্রাসুরে
সুরপতি করেন নিধন ;
ব্রহ্মার মস্তক শিব
নিজ হস্তে করেন ছেদন ;
বিশ্বামিত্র-হতে হত
বশিষ্ঠের শতেক নন্দন ॥

আরো দেখ :—

বিদ্যাবান, কীর্ত্তিমান, সদাচার পুণ্যবান,
উচ্চকুল, পৌরুষ-ভূষণ,
—ইহাদের সবাকারে মুহূর্ত্তের মাঝে আমি
করিতে গো পারি উন্মূলন ॥

লোভ।—(নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) প্রিয়ে তৃষ্ণে! এই দিকে এসো তো।

তৃষ্ণার প্রবেশ।

তৃষ্ণা।—কি বল্‌চ নাথ?

লোভ।—প্রিয়ে! শোনো বলি :—

তুমি যদি তৃষ্ণা দেবি, প্রসন্ন হইয়া কর
তব তুঙ্গ অঙ্গের বিস্তার,
তাহা হলে প্রাণী যত, —আশা-সূত্র-বদ্ধ-মন—
কোথা পাবে বল শান্তি আর?
ক্ষেত্র, গ্রাম, বন, অদ্রি, পত্তন, নগর, দ্বীপ,
সকল ধরণী
লভিলেও আরো চা'বে, লক্ষ ব্রহ্মাণ্ডেও তৃপ্তি
না হবে কখনি ॥

তৃষ্ণা।—নাথ! আমি তো স্বয়ং এর জন্য নিত্য নিযুক্ত, আবার সম্প্রতি আচার্য্য-পুত্র যেরূপ আজ্ঞা করেচেন তাতে কোটি ব্রহ্মাণ্ডেও আমার উদর-পূর্ত্তি হবে না।

ক্রোধ।—হিংসে! এই দিকে এসো তো।

হিংসার প্রবেশ।

হিংসা।—এই আমি এসেছি—আমাকে ডাক্‌চ কেন নাথ?

ক্রোধ।—প্রিয়ে! তুমি আমার সহ-ধর্ম্মিনী, তুমি সঙ্গে থাক্‌লে, পিতা-মাতাকেও আমি অনায়াসে বধ করতে পারি। দেখ :—

জননী পিশাচী সে তো,
জনক কেই বা সেই জন?
ভ্রাতারা তো কীট-প্রায়,
কুটিল সে জ্ঞাতি বন্ধুগণ॥

(হস্ত নিষ্পীড়ন করিয়া)

যাবৎ গো ইহাদের আগর্ভ সমস্ত কুল
করিতে না পারি নিষ্পেষিত
তাবৎ এ ক্রোধানল প্রজ্জলিত রবে সদা
—স্ফুলিঙ্গও না হবে শমিত॥

(অবলোকন করিয়া) এই যে আমাদের প্রভু, এইবার তবে ওঁর নিকটে যাওয়া যাক্‌।

সকলে।—(নিকটে গিয়া) জয় মহারাজের জয়!

মহামোহ।—(অবলোকন করিয়া) দেখ, শ্রদ্ধার কন্যা শান্তি আমাদের কুল-দ্বেষী, তাকে তোমরা বিধিমতে নিগ্রহ করবে।

সকলে।—যে আজ্ঞে মহারাজ!

(সকলের প্রস্থান।)

মহা।—শ্রদ্ধা-তনয়ার দমনের জন্য আর একটা উপায় আমার মনে হয়েচে। দেখ, শান্তি শ্রদ্ধার অধীনা; কোনও উপায়ে উপনিষদের নিকট হতে শ্রদ্ধাকে যদি আকর্ষণ করা যায়, তাহলে শান্তি মাতৃ-বিয়োগ-দুঃখে অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে দেহ ত্যাগ করবে; অথবা, অবসন্না হয়ে শীঘ্র পলায়ন করবে। দেখ, মিথ্যা-দৃষ্টি নামে একজন প্রগল্‌ভা বারবিলাসিনী আছে, শ্রদ্ধাকে আকর্ষণ করবার জন্য তাকেই নিযুক্ত

করা যাক্। (পার্শ্বে অবলোকন করিয়া) দেখ বিভ্রমবতি! শীঘ্র মিথ্যাদৃষ্টিকে এখানে ডেকে আনো।

বিভ্রমবতী।—যে আজ্ঞে মহারাজ!

মিথ্যাদৃষ্টিকে লইয়া বিভ্রমবতীর প্রবেশ।

মিথ্যা।—সখি! বহুকাল মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ হয় নি, আমি এখন কিরূপে ওঁর সম্মুখে যাই; আমাকে দেখে মহারাজ তো তিরস্কার করবেন না?

বিভ্র।—সখি! তোমাকে দেখে যদি তাঁর চেতনা থাকে তবেই তো তোমাকে তিরস্কার করবেন?

মিথ্যা।—কেন অলীক সৌভাগ্যের কথা বলে' আমাকে বঞ্চনা কর বল দিকি?

বিভ্র।—সখি! কেমন তোমার অলীক সৌভাগ্য এখনি তা দেখ্‌তে পাবে। তোমার চক্ষু-দুটি দেখচি ঘুর্‌চে—আচ্ছা প্রিয়সখি, সে কি রাত্রিজাগরণের দরুণ নিদ্রার আবেশে?

মিথ্যা।—সখি! যে নারী একজনের প্রিয়া, তারই যখন নিদ্রা হয় না, তাতে আমি তো বহুজনের প্রিয়া, আমার কি নিদ্রা আস্‌তে পারে?

বিভ্র।—আচ্ছা প্রিয়সখি, তুমি কার কার প্রিয়া বল দিকি?

মিথ্যা।—সখি! আমি মহারাজ মহামোহের, কামের, ক্রোধের, লোভের,—আর বিশেষ করে' কত বল্‌ব—এই বংশে যে যে জন্ম-গ্রহণ করেছে,—কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ—তাহাদের সকলেরই আমি প্রিয়া।

বিভ্র।—সখি। কামের রতি, ক্রোধের হিংসা, লোভের তৃষ্ণা—ইত্যাদি সকলেরই তো একএকটি প্রিয়তমা পত্নী আছে শুনেছি; আচ্ছা, তারা কি তোমার ঈর্ষা করে না?

মিথ্যা।—ও কথা কি বলচ, তারাও আমাকে ছেড়ে এক মুহূর্ত্ত থাক্‌তে পারে না।

বিভ্র।—সখি! যখন তোমার সপত্নীরাও তোমার প্রতি ঈর্ষা করে না, তখন বল্‌তে হবে তোমার মত সৌভাগ্যবতী নারী এ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। আর একটা কথা বলি শোনো, তুমি এইরূপ নিদ্রাকুল হয়ে, স্খলিত চরণে, নূপুরের ঝঙ্কার করতে করতে, মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্চ, আমার মনে হয়, তিনি এতে একটু সশঙ্কিত হতে পারেন।

মিথ্যা।—এতে ভয়ের বিষয় কি আছে? দেখ, মহারাজের বিরহই আমার অধৈর্য্যের কারণ। আর, যে সকল পুরুষ আমাকে দেখবা মাত্রই প্রসন্ন হয়, তাদের আবার মনে ভয় কিসের?

মহা।—(অবলোকন করিয়া) এই যে আমার প্রিয়তমা মিথ্যাদৃষ্টি এসেছেন। আহা!

অলসা নিতম্ব-ভারে, ঈষৎ-স্খলিত মালা
স্বস্থানে স্থাপনের ছলে
উত্তোলিয়া ভুজ-দ্বয় দেখায় নখের চিহ্ন
উন্মুক্ত পয়োধর-স্থলে।
নীলোৎপল-দাম তুল্য সুদীর্ঘ নেত্রের দৃষ্টি
—তাহে চিত্ত হরণ করিয়া
বাহুদ্বয় আন্দোলনে বিলোল কঙ্কণ-হতে
ঝনৎকার কিবা উঠাইয়া
ওই যে গো আসে মোর প্রিয়া॥

বিভ্র।—ঐ আমাদের মহারাজ, নিকটে এগিয়ে যাও।

মিথ্যা।—(নিকটে গিয়া) জয় মহারাজের জয়!

পীন-উরু প্রেয়সি লো!
বোসো আসি' কোলের উপরে,

পড়ুক নখাঙ্ক মোর
ও তব দলিত পয়োধরে ।
শঙ্করের অঙ্ক-স্থিতা
গিরিজার সে বিলাস-লক্ষ্মী,
করগো অনুকরণ
সুন্দরি লো ! অয়ি হরিণাক্ষি !

মিথ্যা ।—(সস্মিত-ভাবে তথা করণ)

মহা ।—(আলিঙ্গন সুখ-অনুভব করিয়া) কি আশ্চর্য্য ! প্রিয়ার আলি-ঙ্গনে যেন আমার নবযৌবন আবার ফিরে এল ।

পূর্ব্বে সে যৌবনকালে চিত্ত-উন্মথনকারী
হ'ত যেই মন্মথ-বিকার,
প্রগাঢ় আনন্দ সেই —বার্দ্ধক্যে বিষয়াভাবে—
উপভোগ করি নাই আর ;
এবে তব আলিঙ্গনে মনোবৃত্তি জড়ীভূত
—প্রেম হল বর্দ্ধিত আবার ॥

মিথ্যা ।—মহারাজ ! আমিও যেন আবার নবযৌবনা হয়েচি ; দেখুন, পূর্ব্বপ্রেমের ভাব-সূত্র কস্মিন-কালেও ছিন্ন হয় না । এখন আজ্ঞা করুন কি জন্য আমাকে স্মরণ করেচেন ।

মহা ।—প্রিয়ে ! তোমাকে আবার স্মরণ করব কি ?

তাকেই স্মরণ করে
যে থাকে গো হৃদয়-বাহিরে ;
তুমি যে পুত্তলি-সম
বিরাজিছ এ হৃদি-মন্দিরে ॥

মিথ্যা ।—সে আপনার নিতান্ত অনুগ্রহ ।

মহা ।—আর একটা কথা বলি শোনো ; সেই দাসী-পুত্রী শ্রদ্ধা দূতী

হয়ে, যাতে বিবেকের সঙ্গে উপনিষদের সংঘটন হয়, তারই চেষ্টা করচে। অতএব :—

প্রতিকূলাচারিণী সে বিপক্ষ-কুল-সম্ভবা
পাপীয়সী পাপানুবর্ত্তিনী;
কেশ আকর্ষিযা, সেই রণ্ডারে পাষণ্ড-হাতে
সমর্পণ করহ এখনি॥

মিথ্যা।—এ তুচ্ছ বিষযের জন্য মহারাজের এত চিন্তা কেন? মহারাজের আজ্ঞা মাত্রেই সে দাসীর ন্যায মহারাজের আজ্ঞা পালন করবে। ধর্ম্ম মিথ্যা, মোক্ষ মিথ্যা, সুখের বিঘ্নকারী শাস্ত্রের প্রলাপ সব মিথ্যা —এই কথা বলে' তাকে বেদমার্গ হতে আমি বিচ্যুত করব। বেদ-মার্গই যদি সে ত্যাগ করে, তাহলে উপনিষদের তো কথাই নেই; তা ছাড়া বিষয়--সুখ-বর্জ্জিত মোক্ষের দোষ দেখিয়ে উপনিষদের প্রতি শ্রদ্ধার বিরাগ জন্মিয়ে দেব।

মহা।—তা যদি করতে পার তা'হলে আমি বড়ই সুখী হই। (পুনর্ব্বার আলিঙ্গন ও চুম্বন)

মিথ্যা।—মহারাজ! প্রকাশ্যভাবে এরূপ করলে আমি লজ্জা পাই।

মহা।—আচ্ছা এসো তবে বিশ্রাম-ভবনে যাওয়া যাক্।

(সকলের প্রস্থান।)

ইতি মহামোহ-প্রধান নামক দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক।

শান্তি ও করুণার প্রবেশ।

শান্তি।—(সাশ্রু নয়নে) মা গো! মাগো!—কোথায় তুমি, উত্তর দেও।

কুরঙ্গ আতঙ্ক-হীন
যে কাননে সতত বিচরে,
যে সকল শৈল হতে
নির্ঝরিণী অবিরত ঝরে,
পুণ্যালয়—যেথা থাকে
তপস্বী সন্ন্যাসী সাধু যতি
সেই সব স্থান তব
ছিল যেগো সাধের বসতি;
—হায় হায় সেই তুমি চণ্ডালের গৃহ-গত
কপিলা গাভিটির মত
কেমনে করিবে মাগো জীবন ধারণ বল
পাষণ্ডের হয়ে হস্তগত ?

অথবা হায়! তাঁর জীবনের আশা করাই বৃথা।

কেননা :—

মোরে না দেখিয়া যেগো না করে আহার স্নান
না করে শয়ন,
আমা-হীন সেই শ্রদ্ধা না করিবে ক্ষণমাত্র
জীবন ধারণ॥

করুণা।—(সাশ্রু লোচনে) সখি! বিষম অগ্নি-শিখা-প্রদীপ্ত শলাকার মত এরূপ দুঃসহ বাক্য বলে' তুমি যে আমাকে প্রাণে বধ্ চ। বলি, তুমি একটু ধৈর্য্য অবলম্বন কর দিকি। এসো আমরা ততক্ষণ মুনিগণের আশ্রমে, বহুবিধ মহাত্মা-জনে অলঙ্কৃত ভাগীরথী-তীরে, ইতস্ততঃ একবার ভাল করে' অন্বেষণ করে' দেখি। বোধ হয় তিনি মহামোহের ভয়ে কোথাও লুকিয়ে আছেন।

শান্তি।—সখি! কোথায় আর অন্বেষণ করবে বল।

সন্ন্যাসীদিগের বাস
—নদীকূল নীবার-চিহ্নিত,
যাজ্ঞিকগণের গৃহ
—সমিৎ-চমস-বিকীরিত,
অন্বেষণ করিলাম
চারি আশ্রমীর যত স্থান,
কোথাও না পাইলাম
শোনো সখি তাঁহার সন্ধান॥

করুণা।—তিনি সত্যই যদি শ্রদ্ধা হন তাহলে তাঁর মত লোকের এরূপ দুর্গতি কখনই হতে পারে না।

শান্তি।—সখি! বিধাতা প্রতিকূল হলে কি না ঘটতে পারে? দেখঃ—

দশানন রাক্ষসের লঙ্কাপুর-মাঝে ছিল
লক্ষ্মী-সম সীতা;
ভগবতী বেদত্রয়ী পাতালে দানব দ্বারা
হইলা গো নীতা;
দৈত্যেন্দ্র পাতাল-কেতু মদালসা নামে সেই
গন্ধর্ব্ব-দুহিতারে করিলা হরণ;

তাই বলি, বিধি যদি হয় প্রতিকূল তবে
কি কার্য্য না পারে সে গো করিতে সাধন ॥

সে যাই হোক্, এখন চল, পাষণ্ডদের গৃহে গিয়ে অন্বেষণ করা যাক্।

করুণা।—(সভয়ে) রাক্ষস!—রাক্ষস!

শান্তি।—রাক্ষস কোথায়?

করুণা।—সখি ঐ দেখ, বিগলিত-মল-লিপ্ত বীভৎস-দেহ, দুর্দ্দর্শন, উড়ন্ত-কেশ, উলঙ্গ, ময়ূরপুচ্ছ-পাখা হাতে এই দিকে আস্‌চে।

শান্তি।—সখি! ও রাক্ষস নয়, দেখ্‌চনা ও অতি নির্বীর্য্য দুর্ব্বল।

করুণা।—তবে ও কে?

শান্তি।—সখি! আমার মনে হয় ওটা পিশাচ।

করু।—সখি! এখন তো দিবস—এখন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড ভূমণ্ডলের উপর জলন্ত কিরণ বর্ষণ করচেন, এ সময়ে পিশাচের আসা কি সম্ভব?

শান্তি।—সখি! তবে বোধ হয়, কোন মহানারকী, নরক-কুণ্ড হতে উঠে এখানে আস্‌চে। (নিরীক্ষণ ও চিন্তা করিয়া) হাঁ চিন্‌তে পেরেছি;—ও যে মহামোহের প্রবর্ত্তিত অনুচর দিগম্বর-সিদ্ধান্ত।

(পরিব্রাজক দিগম্বর-সিদ্ধান্তের প্রবেশ)

দিগ।—অর্হৎকে প্রণাম; যিনি এই নবদ্বার-বিশিষ্ট শরীর গৃহে জলন্ত প্রদীপ—জিনবর বলেছেন—সেই জীবাত্মাই পরমার্থ সুখ মোক্ষ দান করেন। (পরিক্রমণ)

(আকাশে প্রশ্ন) ওরেরে সাধকেরা, তোরা শোন্:—

মলময় দেহ-পিণ্ড
—তার শুদ্ধি জলে হয় কিবা?

(আকাশে উত্তর) দেহ শুদ্ধি হয় যদি
ঋষিদের করা যায় সেবা॥

কি বলচ?—ঋষিদের সেবা কিরূপ—এই কথা জিজ্ঞাসা করচ?

দূর হতে প্রণমিবে তাঁদের চরণ,
সৎকার ক'রিবে দিয়া মিষ্টান্ন ভোজন;
তব পত্নী-পরে যদি
কভু পড়ে তাঁহাদের চোখ,
ঈর্ষা কর্ত্তব্য নয়,
—পাপ জেনো সে ঈরিষা-কোপ॥

(নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ওগো শ্রদ্ধে! এই দিকে এসোতো একবার।

উভয়।—(সভয়ে অবলোকন)

দিগম্বর-সিদ্ধান্তের সদৃশ বেশ-ধারিণী শ্রদ্ধার প্রবেশ।

শ্রদ্ধা।—কি আজ্ঞা করচেন মহাশয়?

শান্তি।—(মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতন)

দিগ।—দেখ শ্রদ্ধে! তুমি সাধকদের ছেড়ে এক মুহূর্ত্তও কোথাও যেওনা।

শ্রদ্ধা।—যে আজ্ঞে। (প্রস্থান)

করুণা।—প্রিয় সখি! শান্ত হও, শান্ত হও, নাম শুনেই ভয় পেয়ো না। আমি আস্তিক ও নাস্তিক এই উভয় মতাবলম্বিনী অহিংসার কাছে শুনেছি, পাষণ্ডদের সঙ্গে তমোগুণের একটি কন্যা আছে, তারও নাম শ্রদ্ধা; তাই, এইচেছ তামসী শ্রদ্ধা!

শান্তি।—(আশ্বস্ত হইয়া) সখি! তাই বটে।

সদাচারী জন যেগো
কেমনে হইবে দুরাচার?
প্রিয় দরশন যেগো
কিসে হবে এ দুর্গতি তার?

তাই বলি, জননীর
অসম্ভব এ হেন আকার ॥

আচ্ছা চল, একবার বৌদ্ধদের গৃহে গিয়ে অনুসন্ধান করা যাক্। (পরিক্রমণ)

পুস্তক হস্তে বৌদ্ধ ভিক্ষুকের প্রবেশ।

ভিক্ষু।—(চিন্তা করিতে করিতে)

নিরাত্মক এই সব ক্ষণস্থায়ী উপস্থিত
মানসিক ভাব
বাহিরে অর্পিত হয়ে বহির্জগৎরূপে
হয় আবির্ভাব।
এক্ষণে সে স্থায়ী জ্ঞান অখিল বাসনা হতে
হইয়া বিচ্যুত
—বিষয়োপরাগ-হীন— দেখ কিবা স্ফূর্ত্তি পায়
হইয়া বিমুক্ত ॥

(পরিক্রমণ পূর্ব্বক শ্লাঘা-সহকারে) অহো! এই বৌদ্ধধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, যেহেতু এতে সুখ মোক্ষ দুইই আছে। দেখঃ—

মনোহর গৃহে বাস; আরামে উপবেশন।
সুখকর সুন্দর আসনে;
মনোমত বেশ্যা-সেবা; দ্রব্যাদ্রব্য কালাকাল
বিচারাদি নাহিক অশনে;
মৃদু আস্তরণ-শয্যা; আনন্দে যাপন আর
জ্যোৎস্না-রাত্রি যুবতীর সনে ॥

করু।—দেখ সখি! তরুণ তাল-তরুর মত দীর্ঘকায় মুণ্ডিত-মস্তক শিখাধারী, রক্ত-বস্ত্র-পরিধান কে ও লোকটি এই দিকে আস্‌চে?

শান্তি।—সখি! উনি বৌদ্ধ ভিক্ষু।

ভিক্ষু।—ওগো উপাসকেরা ও ভিক্ষুক সকল! তোমরা ভগবান বুদ্ধদেবের বাক্যামৃত শ্রবণ কর।

(পুস্তক পাঠ) আমি দিব্যচক্ষে লোকদের সুগতি ও দুর্গতি দেখতে পাচ্চি; সকল বস্তুই ক্ষণিক, স্থায়ী আত্মা নাই; অতএব, ভিক্ষুও যদি পরদারাসক্ত হয়, তার প্রতি ঈর্ষা করবে না; ঈর্ষাই চিত্তের মল।

(নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) শ্রদ্ধে! এই দিকে এসো তো।

বৌদ্ধ-ভিক্ষুর বেশ-ধারিণী শ্রদ্ধার প্রবেশ।

শ্রদ্ধা।—কি আজ্ঞা করচেন মহাশয়?

ভিক্ষু।—তুমি সর্ব্বদাই এইখানে উপাসক ও ভিক্ষুদের গাঢ় আলিঙ্গন করবে, বুঝলে?

শ্রদ্ধা।—যে আজ্ঞে মহাশয়। (প্রস্থান)

শান্তি।—সখি! ইনি কি তামসী শ্রদ্ধা?

করু।—হাঁ, ইনি তামসী শ্রদ্ধা।

দিগম্বর।—(ক্ষপণককে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে) ওরেরে ভিক্ষুক! এই দিকে আয়, আমি তোকে কিছু জিজ্ঞাসা করব।

ভিক্ষু।—(সক্রোধে) আরে পাপিষ্ঠ পিশাচ! কেন তুই এরূপ প্রলাপ বলচিস্?

দিগম্বর।—ওরে রাগ করিস্‌নে। একটা শাস্ত্রীয় কথা তোকে জিজ্ঞাসা করব।

ভিক্ষু।—আরে! ক্ষপণক আবার শাস্ত্র কথা জানে?—আচ্ছা শোনাই যাক। (নিকটে গিয়া) কি জিজ্ঞাসা করবি?

দিগ।—বল্ দিকি, তুই ক্ষণ-বিনাশী হয়ে কি জন্ত এরূপ ব্রত ধারণ করেচিস্?

ভিক্ষু।—ওরে শোন্! আমাদের মতে চলে' লোকে যখন বাসনা ত্যাগ করে, তখনি তার জ্ঞানোদয় হয়; জ্ঞানোদয় হলেই মুক্তি হয়।

দিগ।—ওরে মূর্খ! যদিওবা কোনও মন্বন্তরে কস্মিন্-কালে কোনও ব্যক্তির মুক্তি হয়, তাহলে তোর তাতে কি উপকার হবে? তুই যে অল্প কালের মধ্যেই মর্‌বি। আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, কে তোকে এইরূপ ধর্ম্মের উপদেশ দিয়েছে?

ভিক্ষু।—সর্ব্বজ্ঞ ভগবান বুদ্ধই আমাকে এইরূপ উপদেশ দিয়েছেন।

দিগ।—ওরে! বুদ্ধ যে সর্ব্বজ্ঞ, তা তুই কি করে' জান্‌লি?

ভিক্ষু।—তাঁর শাস্ত্রেতেই এই কথা প্রসিদ্ধ আছে যে তিনি সর্ব্বজ্ঞ।

দিগ।—ওরে বোকা! যদি তার কথাতেই তার সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রতিপন্ন হয়, তবে আমিও বল্‌চি আমি সর্ব্বজ্ঞ; তাহলে তুই পিতা পিতামহ প্রভৃতি সাতপুরুষের সহিত আমারও তবে দাস হয়ে থাক্।

ভিক্ষু।—(সক্রোধে) আরে পাপিষ্ঠ মলপঙ্ক-ধর পিশাচ! কি বল্লি, আমি তোর দাস?

দিগ।—ওরে দাসী-বিহারী দুষ্ট ভুজঙ্গ ভিক্ষুক! এটা কেবল একটা দৃষ্টান্ত দেখালেম মাত্র। এখন তোর হিতের কথা বলি শোন্:— তুই বৌদ্ধধর্ম্ম পরিত্যাগ করে' অর্হৎ-এর মত অবলম্বন করে' দিগম্বর-ব্রত ধারণ কর্।

ভিক্ষু।—আরে পাপিষ্ঠ! তুই স্বয়ং নষ্ট হয়েচিস্—আবার পরকেও নষ্ট করতে চাস্?

উৎকৃষ্ট অনিন্দিত

স্বর্গ-রাজ্য করি' পরিত্যাগ

লোকনিন্দ্য পিশাচত্বে

কার বল হয় অনুরাগ ?

তাছাড়া অর্হৎ যে সর্ব্বজ্ঞ, এই বা কে বিশ্বাস করবে ?

দিগ।—(উচ্চ হাস্য করিয়া) ওরে! গ্রহ-নক্ষত্রের গতি ও চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহণের গণনা দেখেই অর্হৎ-এর সর্ব্বজ্ঞত্ব জানা গেছে।

ভিক্ষু।—(হাঁসিয়া) ওরে অনাদি- প্রবৃত্ত জ্যোতিঃশাস্ত্রের অধীন অতীন্দ্রিয় জ্ঞানে প্রতারিত হয়ে, তুই এই অতি কষ্টকর ব্রত অবলম্বন করেচিস্? দেখ্:—

দেহ-পরিচ্ছিন্ন জীব কেমনে সান্নিধ্য-বিনা

দূর হ'তে ত্রৈলোক্যের

জ্ঞান লাভে বল দেখি হইবে-সক্ষম ?

কুম্ভে যে নিহিত দীপ সুশিখা সে হইলেও

ঘরের ভিতরে থাকি

বহির্বস্তু প্রকাশিতে পারে কি কখন ?

তাই বলচি, এই অর্হৎ-এর মত ত্রিলোকের বিরুদ্ধ; আর বৌদ্ধ-দর্শনই শ্রেষ্ঠ—অতি সুখাবহ—অতি রমণীয়!

শান্তি।—সখি! এসো আমরা অন্য দিকে যাই।

করু।—হাঁ সেই ভাল। (পরিক্রমণ)

কাপালিক-রূপধারী সোমসিদ্ধান্তের প্রবেশ।

সোম।—(পরিক্রমণ করিয়া)

নর-অস্থি-মালা দিয়া বিরচিত মনোহর

এ মোর ভূষণ;

শ্মশান-নিবাসী আমি নৃকপাল-পাত্রে দেখ

করি গো ভোজন;

যোগাঞ্জনে শুদ্ধ দৃষ্টি করিয়া ধারণ
জগতেরে করি আমি সম্যক দর্শন।
জগৎ যদিও হয় ভিন্ন পরস্পর
অভিন্ন ঈশ্বর হতে উহা নিরন্তর।

দিগ।—ওরে! এই লোকটি দেখ্‌চি কাপালিক ব্রত ধারণ করেছে, তা একে কিছু জিজ্ঞাসা করা যাক্‌।

(নিকটে গিয়া) ওরে নরমুণ্ড-ধারি কাপালিক! তোর ধর্ম্মে সুখ মোক্ষ কিরূপ বল্‌ দিকি?

কাপা।—ওরে দিগম্বর! আমাদের ধর্ম্ম কি তা শোন্‌ঃ—

মস্তিষ্ক বসায় সিক্ত নর-দেহ-মাংস মোরা
অনলে আহুতি করি দান;
ব্রাহ্মণ-মাথার খুলি তাহাতে চষক করি'
পারণেতে করি সুরাপান।
সদ্যচ্ছিন্ন সুকঠোর কণ্ঠ হতে বিনিঃসৃত
সুভীষণ শোণিত-ধারায়
—মহাভৈরব-দেবে নরবলি অরপিয়া—
অরচনা করি মোরা তাঁয়॥

ভিক্ষুক।—(কর্ণ ঢাকিয়া) বুঝেছি, বুঝেছি, তোমাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান অতি ভয়ানক।

দিগ।—অর্হৎ! অর্হৎ! না জানি কোন্‌ ঘোর পাপিষ্ঠ এই বেচারাকে প্রতারণা করেচে।

সোম।—(সক্রোধে) আরে পাপিষ্ঠ, পাষণ্ডাধম, চণ্ডালবেশী ন্যাড়া কোথাকারে! যিনি চতুর্দ্দশ ভুবনের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা, বেদান্ত-সিদ্ধান্তে যাঁর বিভবের কথা প্রসিদ্ধ, সেই ভগবান ভবানীপতি কিনা

প্রবঞ্চক? আচ্ছা আমাদের ধর্ম্মের মহিমা তোকে তবে একবার দেখাই;—

হরিহর ব্রহ্মা আদি সুরশ্রেষ্ঠ দেখ আমি
করি আনয়ন;
গগনে বিচরে যেই নক্ষত্রাদি—রুধি দেখ
তার সঞ্চরণ;
জলে মহী করি' পূর্ণ নগ ও নগর-আদি
যত আছে স্থান,
আবার মুহূর্ত্তে আমি সমস্ত সে জলরাশি
করি দেখ পান॥

দিগ।—তাই তো বল্‌চি, কোনও ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার বা ভোজবাজি দেখিয়ে তোমাকে কেউ বঞ্চনা করেচে।

সোম।—(সক্রোধে) আরে পাপিষ্ঠ! তুই আবার পরমেশ্বরকে ইন্দ্র-জাল ব'লে গাল দিচ্চিস্? (চিন্তা করিয়া) এর দৌরাত্ম্য তো আর সহ্য হয় না। (খড়্গ আকর্ষণ করিয়া)

এ করাল করবালে
কণ্ঠ ওর করিয়া ছেদন,
বুদ্‌বুদ্‌-ফেন-যুক্ত
রক্ত-স্রোত করি নিঃসারণ,
কালিকাকে নিবেদিয়া
করি তাঁর সন্তোষ সাধন;
ডমরুর রবে তাঁর
ভূতগণ শুনিয়া আহ্বান,

অবশিষ্ট সে রুধির
করিবে তাহারা শেষে পান ॥

(খড়্গ উত্তোলন)

দিগ।—(সভয়ে) মহাশয়! অহিংসা পরমোধর্ম্ম।

(ভিক্ষুকের ক্রোড়ে প্রবেশ)

ভিক্ষু।—(কাপালিককে নিবারণ করিয়া) আহা, কৌতুকচ্ছলে একটা বাক্‌বিতণ্ডা হচ্ছিল, এর দরুণ বেচারাকে প্রহার করা কি উচিত?

সোম।—(খড়্গ ফিরাইয়া লইয়া স্থির ভাবে অবস্থান)

দিগ।—(আশ্বস্ত হইয়া) মহাত্মন্। যদি আপনি ক্রোধ সংবরণ করে' থাকেন, তবে পুনর্ব্বার কিছু জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করি।

সোম।—জিজ্ঞাসা কর।

দিগ।—আপনার পরম ধর্ম্মের কথা তো শুন্‌লেম, এখন জিজ্ঞাসা করি, আপনার মতে মোক্ষ কিরূপ?

সোম।—শোন তবে :—

বিষয়-আনন্দ ছাড়ি' বল দেখি সুখ-বস্তু
দেখা গেছে কোথা?
জীবের আত্মায় স্থিতি যে মুকতি—কে চাহে সে
উপল-অবস্থা?
চন্দ্র-চূড়-বপু ধরি' পার্ব্বতীর প্রতিরূপ
প্রেয়সীরে মহানন্দে করি' আলিঙ্গন
যেই জন ক্রীড়ামোদে সুখে বিচরণ করে
সেই মুক্ত—বলেন গো
দেব ত্রিলোচন ॥

ভিক্ষুক। —মহাশয়! বাসনা-বিবর্জিত হলেই মুক্তি হয়—এ কথা কি অশ্রদ্ধেয়?

দিগ।—ওবে কাপালিক। যদি রাগ না করিস্ তবে বলি, শরীরীর মুক্তি নিতান্তই যুক্তি-বিরুদ্ধ।

সোম।—(স্বগত) শ্রদ্ধার অভাবেই দেখছি এদের অন্তঃকরণ বিক্ষিপ্ত হয়েচে, অতএব শ্রদ্ধাকে একবার এদের কাছে আনা যাক্। (প্রকাশ্যে)

শ্রদ্ধে! এখানে একবার এসো তো।

কাপালিকের রূপ ধরিয়া শ্রদ্ধার প্রবেশ।

করুণা।—(শান্তির প্রতি) সখি! দেখ দেখ, এ হচ্চে রাজসী শ্রদ্ধা।

অবিকল নীলোৎপল
সুচঞ্চল ইহার নয়ন,
নর-অস্থি মালিকায়
বিরচিত ইহার ভূষণ;
নিতম্ব ও পীন স্তনে
সুমন্থরা ইহার গো গতি
পূর্ণেন্দু-বদনা এই
বিলাসিনী মনোরমা অতি॥

শ্রদ্ধা।—(পরিক্রমণ করিয়া) এই এসেছি নাথ, কি আজ্ঞা হয় বল।

সোম।—প্রিয়ে! এই ভবভিমানী ভিক্ষুককে গ্রহণ কর!

শ্রদ্ধা।—(ভিক্ষুককে আলিঙ্গন)

ভিক্ষু।—(সানন্দে আলিঙ্গন করিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া) আহা! এই কাপালিনী কি সুখস্পর্শা!

কত পীন-পয়োধরা বিধবার অনুরাগে
গাঢ়তর আলিঙ্গন
করিয়াছে এই ভুজদ্বয় ;
কিন্তু হেন পীনস্তনী ললনার আলিঙ্গনে
—বুদ্ধা-দিবা—কভু নাহি
হইয়াছে এত সুখোদয়॥

আহা এই কাপালিক-দর্শন কি পুণ্যজনক! ধন্য সোমসিদ্ধান্ত! আশ্চর্য্য এই ধর্ম্ম! দেখুন মহাশয়! আমি এখনি বুদ্ধ-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে' আপনার ভৈরবী-ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হলেম। আপনি আমার গুরু, আমি আপনার শিষ্য হলেম। আপনি আমাকে ভৈরবী-ধর্ম্মে দীক্ষিত করুন।

দিগ।— ওরে ভিক্ষুক! তুই কাপালিনীর আলিঙ্গনে দূষিত হয়েচিস্ ; দূর হ, আমাকে স্পর্শ করিস্ নে।

ভিক্ষু।—ওরে! তুই কাপালিনীর আলিঙ্গন-সুখে বঞ্চিত, তাই এই কথা বলচিস্।

সোম।—প্রিয়ে! এই দিগম্বরকে গ্রহণ কর।

শ্রদ্ধা।—(দিগম্বরকে আলিঙ্গন)

দিগ।—(রোমাঞ্চিত হইয়া) অর্হৎ! অর্হৎ!

আহা! কাপালিনীর আলিঙ্গন কি সুখস্পর্শ! সুন্দরি! আমাকে আর একবার আলিঙ্গন কর।

(স্বগত) আমার যে অত্যন্ত ইন্দ্রিয়-বিকার উপস্থিত হল—এখন করি কি?

অয়ি পীন-ঘনস্তনী মোহিনী ললনা!
চতুর্দ্দিক-দৃষ্টিপাতী কুরঙ্গ-নয়না!

হও যদি কাপালিনি মম প্রেমাবদ্ধা,
কি করিবে শত্রু মোর ক্ষুদ্র সেই শ্রদ্ধা ?

আহা! কাপালিক দর্শনই একমাত্র সুখ-মোক্ষের সাধন। ওগো আচার্য্য মহাশয়! আমি এখন থেকে আপনাদের দাস হলেম, আমাকেও মহা-ভৈরব ধর্ম্মে দীক্ষিত করুন।

সোম।—তোমরা বোসো।

উভয়ে।—(উপবেশন)

সোম।—(সুরাপাত্র আনিয়া ধ্যানে মগ্ন)

শ্রদ্ধা।—সুরায় পাত্র পূর্ণ করেচি।

সোম।—(পান করিয়া অবশিষ্ট সুরা ভিক্ষুক ও দিগম্বরকে অর্পণ) এই পবিত্র ভব-মহৌষধ-অমৃত পান কর।

এই ভব-মহৌষধ
পবিত্র অমৃত কর পান
পশু-পাশ-ছেদক এ
—ভৈরব ধর্ম্ম-অনুষ্ঠান॥

উভয়ে।—(পরামর্শ)

দিগ।—আমাদের অর্হৎ ধর্ম্মে সুরাপান নাই।

ভিক্ষু।—কাপালিকের উচ্ছিষ্ট সুরা কিরূপে পান করি ?

কাপা।—কি পরামর্শ হচ্চে ? (শ্রদ্ধার প্রতি) প্রিয়ে! এখনও এদের পশুত্ব যাইনি ; তাই এরা আমার উচ্ছিষ্ট সুরা অপবিত্র মনে করচে। অতএব, তোমার মুখস্পর্শে পবিত্র করে' তারপর এদের অর্পণ কর ; কেননা শাস্ত্রকারকেরা বলেন, "স্ত্রীমুখ সদা-শুচি"।

শ্রদ্ধা।—যে আজ্ঞে। (পানপাত্র গ্রহণ করিয়া পীতাবশিষ্ট প্রদান)

ভিক্ষু।—এ মহাপ্রসাদ। (চষক গ্রহণ করিয়া পান)

আহা! এ সুরায় কি সৌরভ, কি মাধুর্য্য!

ইতি পূর্ব্বে কতবার সুবদনা রূপবতী
বেশ্যাদের সাথে আমি
হইয়া মিলিত,
তাহাদের মুখোচ্ছিষ্ট সুরা করিয়াছি পান
বিকচ বকুল পুষ্প-
গন্ধে আমোদিত ;
কিন্তু এবে জানিলাম কাপালিনী-মুখ সুধা
না লভিয়া সুরগণ
সুধা-লালায়িত ॥

দিগ।—ওরে ভিক্ষুক! সব পান করিস্‌নে—কাপালিনীর মুখোচ্ছিষ্ট সুরা আমাকে কিছু দিস্।

ভিক্ষু।—(দিগম্বরকে চষক প্রদান)

দিগ।—(পান করিয়া) আহা! এ সুরার কি মধুরত্ব!—কি স্বাদ! কি গন্ধ! কি সৌরভ! হায়! আমি এতকাল অর্হৎ-ধর্ম্মে থেকে এমন সুরা-রসে বঞ্চিত ছিলেম? ওরে ভিক্ষুক! আমার গা ঘুরুচে, আমি একটু শুই।

ভিক্ষু।—হাঁ, আমিও শুই। (উভয়ের তথা করণ)

কাপা।—দেখ প্রিয়ে! আমি এই অমূল্য দুটি ক্রীত দাস পেয়েছি—এসো এখন আমরা নৃত্য করি। (উভয়ের নৃত্য)

দিগ।—ওরে ভিক্ষুক! এই কাপালিক—নানা—আমাদের আচার্য্য মহাশয় কাপালিনীর সঙ্গে কেমন সুন্দর নৃত্য করচেন, ওদের সঙ্গে এসো আমরাও নৃত্য করি। (পদস্খলিত নৃত্য)

দিগ।—("অয়ি পীন-ঘনস্তনী মোহিণী ললনা" ইত্যাদি গান করণ)

ভিক্ষু।—চমৎকার এই কাপালিক ধর্ম্ম! এতে অক্লেশে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

সোম।—এই ধর্ম্ম কেমন চমৎকার! দেখঃ—

এ ধরমে যাহারা গো কবিয়াছে মুক্তি লাভ
—লভিয়াছে মহাসিদ্ধি না ত্যজি' বিষয়-রাগ;
আকর্ষণ, সম্মোহন প্রমথন, প্রক্ষোভন
উচ্চাটন আদি বলে যায
সে সব তো ক্ষুদ্র সিদ্ধি— বিদ্যাবান সাধকের
সে সকল যোগ অন্তরায়॥

দিগ।—(উন্মত্ত হইয়া) ওরে কাপালিক! অথবা ওরে আচার্য্য! অথবা ওরে আচার্য্য-মশায়।

ভিক্ষু।—(উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া) সুরাপানে অনভ্যাস-বশত ও দেখ্‌ছি মাতাল হয়ে পড়েছে—ওর এখন নেশা ছুটিয়ে দিন।

সোম।—আচ্ছা তাই করচি। (স্বমুখোচ্ছিষ্ট তাম্বূল দিগম্বরকে প্রদান)

দিগ।—(সুস্থ হইয়া) আচার্য্য মহাশয়! জিজ্ঞাসা করি, সুরা আহরণে আপনার যেরূপ ক্ষমতা, স্ত্রী-পুরুষ প্রভৃতি আকর্ষণেও কি আপনার সেইরূপ ক্ষমতা আছে?

সোম।—তুমি অত কেন জিজ্ঞাসা করচ? দেখ:—

কিবা বিদ্যাধরী কিবা স্বর্গ সুরাঙ্গনা,
নাগ-কন্যা অথবা গো যক্ষের ললনা,
এতিন ভুবন মাঝে যারে চাহি আমি
তাহাকেই বিদ্যা-বলে হেথা টেনে আনি॥

দিগ।—ওহ! আমি গণনা করে জেনেছি, আমরা সবাই মহামোহের কিঙ্কর।

উভয়ে।—বাপু, তুমি ঠিক্‌ই জেনেছ।

দিগ।—এখন তবে রাজ-কার্য্য কি করতে হবে, এসো তারি মন্ত্রণা করা যাক্।

সোম।—কি কাজ?—বল।

দিগ।—মহারাজের আজ্ঞা, সত্ত্বগুণের কন্যা সাত্ত্বিকী-শ্রদ্ধাকে আমাদের আকর্ষণ করে’ আন্‌তে হবে।

সোম।—বল, সেই দাসীপুত্রী এখন কোথায় আছে, আমি বিদ্যাবলে এই দণ্ডেই তাকে এখানে আন্‌চি।

দিগ।—(খড়ি লইয়া গণনারম্ভ)

শান্তি।—সখি! হতভাগারা আমার মার কথা বল্‌চে শুন্‌চি যে—মনোযোগের সহিত সমস্ত ব্যাপারটা তবে দেখা যাক্।

করু।—হাঁ সখি! (উভয়ের তথা করণ)

দিগ।—জলে নাস্তি, স্থলে নাস্তি,

নাস্তি সে গো গগনের মাঝে;

আছে বিষ্ণুভক্তি-সনে

—মহাত্মাগণের হৃদে রাজে॥

করু।—(সানন্দে) সখি! বাঁচা গেছে, শ্রদ্ধা এখন বিষ্ণুভক্তির কাছে আছেন।

শান্তি।—(হর্ষ)

ভিক্ষু।—ওহে দিগম্বর! কামনার নিকট হতে বিছিন্ন হয়ে নিষ্কাম ধর্ম্ম এখন কোথায় আছেন তাও গণনা করে’ বল।

দিগ।—(পুনর্ব্বার গণনা করিয়া “জলে নাস্তি স্থলে নাস্তি” ইত্যাদি পুনর্ব্বার পাঠ)

সোম।—(সবিষাদে) হায় হায়! মহারাজের মহাকষ্ট উপস্থিত দেখ্‌চি।

দেবী বিষ্ণু-ভক্তি যিনি

একমাত্র সিদ্ধির কারণ,

তাঁর সাথে হয় যদি

সত্ত্ব-কন্যা শ্রদ্ধার মিলন;

ধর্ম্ম যদি কাম হতে

মুক্ত হয়ে করেন বিরাজ;

তা' হলেই সিদ্ধ যে গো

হবে সেই বিবেকের কাজ॥

এখন অর্থব্যয় করেও আমাদের প্রভু মহামোহের কার্য্য সাধন করা কর্ত্তব্য। অতএব এস, এখন আমরা ধর্ম্ম ও শ্রদ্ধাকে আকর্ষণ করবার জন্য মহাভৈরবী বিদ্যাকে সেখান পাঠাই। (প্রস্থান)

শান্তি।—আমরাও এস এই হতভাগাদের সমস্ত ব্যাপার দেবী বিষ্ণু-ভক্তিকে জানাই গে।

(প্রস্থান)

ইতি পাষণ্ড বিড়ম্বন নামক তৃতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ অঙ্ক।

মৈত্রীর প্রবেশ।

মৈত্রী।—আমি মুদিতার নিকটে শুন্‌লেম, ভগবতী বিষ্ণুভক্তি আমাদের প্রিয়সখী শ্রদ্ধাকে মহাভৈরবীর হাত হতে উদ্ধার করেছেন। না জানি শ্রদ্ধা এখন কোথায়; তাকে দেখবার জন্য আমার হৃদয় উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে। (পরিক্রমণ)

(ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে শ্রদ্ধার প্রবেশ)

শ্রদ্ধা।—কানে দোলে নৃ-কপাল-কুণ্ডল ভীষণ;
দৃষ্টি-হতে বিদ্যুচ্ছটা ছুটে অনুক্ষণ;
মুরতি সে ভয়ঙ্কর, অনলের শিখা-সম
কেশ তার পিঙ্গল-বরণ;
দন্ত চন্দ্রকলাঙ্কুর, তাহার ভিতর হতে
লোল জিহ্বা করে নির্গমন;
—সেই মহা ভৈরবীরে হেরিয়া কদলী-সম
কাঁপিছে এখনো মোর মন॥

মৈত্রী।—(দেখিয়া) ঐ যে, প্রিয়সখী শ্রদ্ধা ভয়ে কদলি-পত্রের মত কাঁপতে কাঁপতে কি বলচেন; আমি ওঁর সম্মুখে আছি, তবু আমাকে দেখতে পাচ্চেন না; আচ্ছা তবে নিকটে গিয়ে ওঁর সঙ্গে কথা কই। (নিকটে গিয়া) প্রিয়সখি শ্রদ্ধা, আজ তোমাকে এত অন্যমনস্ক দেখচি কেন বল দিকি? আমি তোমার সম্মুখে রয়েছি, তবু তুমি আমাকে দেখতে পাচ্চ না?

শ্রদ্ধা।—(মৈত্রীকে দেখিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া) এ কি! প্রিয়সখী মৈত্রী যে।

করাল যে কাল-রাত্রি তাহার দন্তের মাঝে
ছিনু এতক্ষণ,
তোমারে দেখিয়া সখি পাইনু আবার যেন
নূতন জীবন॥

এসো সখি আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন কর।

মৈত্রী ।—(তথা করিয়া) সখি! বিষ্ণুভক্তি তো সেই মহাভৈরবীর প্রভাব নষ্ট করেছেন, তবু এখনও তোমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপচে কেন বল দিকি?

শ্রদ্ধা।—("কানে দোলে নৃকপাল" ইত্যাদি)

মৈত্রী।—(সত্রাসে) উঃ! হতভাগিনীর কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি! সে এসে কি করলে বল দিকি?

শ্রদ্ধা।—সখি! শোনো—

শ্যেন-পক্ষী-সম সে গো
ঊর্দ্ধ হতে সবেগে নামিয়া
এক হস্তে ধরমেয়ে
—অন্য হস্তে আমারে ধরিয়া,
সবেগে উঠিল পুন গগনে তখুনি
নখাগ্রে ধরিয়া মাংস যেমতি শকুনী॥

মৈত্রী।—কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! (মূর্চ্ছিত)

শ্রদ্ধা।—সখি! আশস্ত হও।

মৈত্রী।—(আশ্বস্ত হইয়া) তার পর—তার পর?

শ্রদ্ধা।—তার পর আমার আর্ত্ত-নাদে দেবী বিষ্ণুভক্তির হৃদয় আর্দ্র হল! তিনি তখনঃ—

ভুরুভঙ্গ ভয়ঙ্কর সকোপ কুটিল ঘোর
রক্তিম লোচনে
করিলেন দৃষ্টিপাত ;— অমনি সে নভ হতে
পড়িল গো ভূমে
বজ্রাহত শিলা-সম, —জর্জ্জরিত ভগ্ন অস্থি
হয়ে সে পতনে।

মৈত্রী।—ব্যাঘ্রীর মুখ হতে হরিণীর ন্যায়—কি ভাগ্যি শ্রদ্ধা ভৈরবীর হাত থেকে রক্ষা পেলেন। তার পর প্রিয়সখি, তার পর ?

শ্রদ্ধা।—তার পর, দেবী বিষ্ণুভক্তি নিরুদ্বিগ্ন হয়ে আমাকে বল্লেন ; "দেখ শ্রদ্ধে ! দুরাত্মা মহামোহ আমাকে বড়ই অবজ্ঞা করে ; আমি তাকে সমূলে বিনষ্ট করব। আর তুমি বিবেকের নিকটে গিয়ে বল, তিনি যেন কামক্রোধাদিকে জয় করবার জন্য এখনি উদ্যোগ করেন ; তাহলেই বৈরাগ্যের প্রাদুর্ভাব হবে। আমিও প্রসন্ন হয়ে যথাসময়ে প্রাণায়ামাদি-দ্বারা তোমাদের সৈন্যকে অনুপ্রাণিত করব ; আর ঋতসম্ভাবা আদি দেবীরাও, শান্তি আদির কৌশলে, বিবেকের সহিত উপনিষদ দেবীর সম্মিলনে যাতে প্রবোধের জন্ম হয়, তার উপায় চিন্তা করবেন।" তাই আমি এখন বিবেকের নিকট যাচ্চি। তুমি এখন কি করে' দিন কাটাবে বল দিকি সখি ?

মৈত্রী।—আমি এখন বিষ্ণুভক্তির আজ্ঞায়, মুদিতা দয়া ও উপেক্ষা এই তিন ভগিনীকে সঙ্গে নিয়ে, বিবেকের কার্য্য-সিদ্ধির নিমিত্ত মহাত্মা সাধুদের হৃদয়ে বাস করব।

সুধীজন-প্রতি তারা
করিবেন মিত্র-ব্যবহার

জনমিবে অনুকম্পা

দুঃখীদের হেরি' দুঃখ-ভার ;

পুণ্য-কার্য্যে তাঁহাদের

হইবে গো আনন্দ অপার ;

কুমতি জনের প্রতি

করিবেন উপেক্ষা বিস্তার।

আত্মা কলুষিত হলে'

রাগ লোভ দ্বেষ আদি-জন্য

আমাদের অধিষ্ঠানে

এইরূপে হয়গো প্রসন্ন॥

তাই, আমরা এই চার ভগিনী মিলে, যাতে প্রবোধের জন্ম হয়, এখন তারই চেষ্টায় থাকব। প্রিয়সখি এখন তুমি কোথায় গিয়ে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করবে বল দিকি ?

শ্রদ্ধা।—দেবী বিষ্ণু ভক্তি আরও এই কথা বল্লেন :—রাঢ় নামে একটি জনপদ আছে, সেইখানে ভাগীরথী-তীরের অলঙ্কার-স্বরূপ ভূতচক্র নামে যে তীর্থ, সেইখানে বিবেক ব্যাকুল-চিত্ত হয়ে, মীমাংসা-অনুগত বুদ্ধির দ্বারা কোনরূপে প্রাণ ধারণ করে', উপনিষদের সহিত মিলিত হবার জন্য তপস্যা করচেন।

মৈত্রী।—তুমি তবে যাও প্রিয়সখি, আমিও আমার কাজ করিগে।

শ্রদ্ধা।—আচ্ছা সখি। (প্রস্থান)

ইতি প্রবেশক।

রাজা বিবেক ও প্রতীহারীর প্রবেশ।

রাজা।—আরে পাপিষ্ঠ মোহ হতভাগা! তুই এই মহাত্মা পুরুষকে নিতান্তই বধ করাব দেখ্‌ছি। এই আত্মা পুরুষ এখন :—

অনন্ত-মহিম শান্ত চিদানন্দ নিরমল
নিস্তরঙ্গ এমন যে অমৃত-সাগর-জল
—থাকিয়াও মগ্ন তাহে নাহি করে আচমন;
আর মৃগতৃষ্ণার্ণব —অসার সে যে এমন—
তাতেই আমোদ তার —তাতেই অবগাহন,
সে জলেই আচমন, সে জলই করয়ে পান,
তাহাতেই নিমজ্জিত থাকে সে গো অবিরাম॥

অথবা, সংসারচক্র-বাহক সেই মহামোহের যে অবোধ-মূল, তা' কেবল প্রবোদচন্দ্রোদয়ের দ্বারাই উন্মূলিত হবে। কেননাঃ—

ঈশ্বরোপাসনা-বীজ —যাহা হতে তত্ত্বজ্ঞান
স্বতঃ জনমায়—
তাহা ছাড়া, ভব-তরু -মোহ-মূল নাশিবার
নাহিক উপায়॥

পুরাবেত্তাগণ বলেন, কৃতিদের কার্য্যে দেবতারা প্রায় সহায় হন। দেবী বিষ্ণুভক্তিও আমাকে আদেশ করেছেন যে, তুমি কাম ক্রোধদের জয় করবার জন্য উদ্যোগ করবে; আর, তিনিও এই যুদ্ধে আমাদের পক্ষ অবলম্বন করবেন। কাম তো বস্তুবিচারের অভাবেই বেঁচে আছে— অতএব, কামকে জয় করবার জন্য বস্তু-বিচারকেই পাঠান যাক্। (পার্শ্বে অবলোকন করিয়া) বেত্রবতি! বস্তুবিচারকে ডেকে নিয়ে এসো তো।

প্রতী।—যে আজ্ঞে দেবি! (প্রস্থান করিয়া বস্তুবিচারের সহিত পুনঃ প্রবেশ)

বস্তু।—বাস্তবিক কোন সৌন্দর্য্য আছে কিনা তা বিচার না করে', কেবল সৌন্দর্য্যের অভিমানেই হতভাগা কাম বৃদ্ধি পেয়ে, জগতকে সর্ব্বদাই বঞ্চনা করচে; অথবা, দুরাত্মা মহামোহেরই এই কাজ। দেখ:—

প্রত্যক্ষ গো দেখিয়াও অশুচি-পুত্রিকা নারী,
পণ্ডিতেও উনমত্ত
প্রমোদিত অত্যাসক্ত
হয় কাম-বশে ;
কতই প্রশংসা করে ;— বলে, কিবা পদ্ম-নেত্র
কিবা ভুরু, কিবা গুরু
নিতম্ব, উন্নত স্তন
কমল-বদনা সে ॥

আরও, যে সকল বুদ্ধিমান লোক যথার্থ বস্তুবিচার করে' থাকেন, রক্ত-মাংস-অস্থি পঞ্জর-ক্লেদময়ী নারীতে তাঁদেরও বিরাগ নেই স্পষ্ট দেখা যায়। বস্তুত নারীতে নিজস্ব সৌন্দর্য্যগুণ কিছুই নেই ; তাতে কেবল ইতর গুণের অধ্যাস করা হয় মাত্র। দেখঃ—

চারু মুক্তাহার লতা, রুনু-ঝুনু মণিময়
কনক-নূপুর,
কুঙ্কুম-সম্ভব রাগ, বিচিত্র কুসুম-মালা,
সুগন্ধ মধুর,
বিচিত্র দুকুল-বাস, —এই সবে রমণীর
কল্পিত সৌন্দর্য্য দ্যাখে
অল্প-বুদ্ধি লোক ;
কিন্তু যারা দেখিয়াছে অন্তর বাহির তার,
তাহারাই জানে—নারী
দ্বিতীয় নরক ॥

(আকাশে) আরে পাপিষ্ঠ চণ্ডাল কাম! তুই বিনা-অবলম্বনে আবির্ভূত হয়ে মহাপুরুষদের যে ব্যাকুল করে' তুলচিস্। দেখ, কাম কোন কামিনীকে দেখ্‌লেই মনে করেঃ—

এ ইন্দু-বদনা বালা চাহেগো আমারে ;
সানন্দে আমার পানে কটাক্ষে নেহারে ;
এই কমলাক্ষি নারী স্তন-আলিঙ্গনে
মিলিতে ইচ্ছুক অতি দেখ আমা সনে ॥

কিন্তু ওরে মূঢ় !

কে করে গো ইচ্ছা তোরে,
ওরে পশু ! কে দেখে বল তো ?
মাংসাস্থি-নির্ম্মিত নারী
এর কিছু নহে অবগত ;
কেমনে সে দেখিবে গো
পুরুষেরে—যে গো অনুরত।

প্রতী।—এই দিক দিয়ে আসুন, এই দিক্ দিয়ে।

(উভয়ের পরিক্রমণ)

প্রতী।—ঐ মহারাজ বিবেক বসে আছেন, আপনি নিকটে গমন করুন।

বস্তু।—(নিকটে গমন করিয়া) মহারাজের জয় হোক্ ! আমি বস্তু-বিচার, প্রণাম করি।

রাজা।—(সসম্ভ্রমে) এইখানে বোসো।

বস্তু।—(বসিয়া) মহারাজ ! এই আপনার কিঙ্কর উপস্থিত ; অনুগ্রহ করে' আজ্ঞা করুন।

রাজা।—দেখ বাপু ! মহামোহের সহিত আমার সংগ্রাম উপস্থিত ; এই যুদ্ধে মহামোহের প্রধান বীর হচ্চে কাম ; আর, তোমাকেই তার প্রতিযোগী যোদ্ধা স্থির করা গেছে।

বস্তু।—(সহর্ষে) মহারাজ আমাকে যেরূপ সম্মানিত করেছেন, তাতে আমি ধন্য হলেম।

রাজা।—আচ্ছা, কোন্ শস্ত্রবিদ্যার দ্বারা কামকে তুমি জয় করবে বল দিকি?

বস্তু।—আঃ! যে পুষ্পধনু-কামের পঞ্চশর মাত্র সম্বল, তাকে জয় করতে কি শস্ত্র গ্রহণের অপেক্ষা করে? দেখুনঃ—

নারীরে যখনি কেহ
করিবে গো স্মরণ দর্শন,
অমনি ইন্দ্রিয়-দ্বার
দৃঢ়রূপে করি' আচ্ছাদন,
প্রতি মুহু ধ্যান করি'
শেষের বিরস পরিণাম,
আর দেহ-বীভৎসতা
চিন্তন করিয়া অবিরাম,
—এইরূপে আমা হতে
উন্মূলিত হইবে সে কাম॥

রাজা।—সাধু! সাধু!

বস্তু।—আরও দেখুন:—

বিপুল-পুলিন নদী, পতন্ত নির্ঝর-জলে
সুমসৃণ শৈল-শিলা
যেথা বিদ্যমান;
ঘন-তরু বনরাজি; —ব্যাস-উক্ত শাস্ত্র-বাণী
যেথায় গো উচ্চারিত
হয় অবিরাম;
সত্ত্বগুণ-বিভূষিত পণ্ডিতগণের যেথা
হয় সমাগম;

সেথা কি থাকিতে পারে মাংস-বসাময়ী নারী,

অথবা মদন?

তা ছাড়া:—নারীই কামের প্রধান অস্ত্র; অতএব তাকে জয় করলেই, তার যে সব সহায়, তারাও বিফল-চেষ্ট ও ভগ্নোদ্যম হয়ে পলায়ন করবে। তখন:—

চন্দ্র ও চন্দন, আর

জ্যোস্না-শুভ্র রাতি মনোরম;

ভ্রমর-কুল-গুঞ্জন-

মুখরিত বিলাস-কানন;

সুচারু বসন্তোদয়; মেঘ-মন্দ্র-গরজন

বরষা-দিবস;

কদম্ব-কুসুম গন্ধে সুরভিত সমীরণ

—মৃদুল-পরশ;

শৃঙ্গার-প্রমুখ এই

কামের সহায় আছে যত

নারীরে করিলে জয়

ইহারাও হইবে নিহত॥

অতএব আর বিলম্বে প্রয়োজন কি, আজ্ঞা করুন মহারাজ আমি যুদ্ধ-যাত্রা করি।

কুরু-সৈন্য বিনাশিয়া যথা রণ-মাঝে

অর্জ্জুন করিল বধ শেষে সিন্ধু রাজে,

আমিও গো সেইরূপ আচ্ছন্ন করিয়া দিক্

বিচারের বাণে,

নাশিয়া অরাতি-সৈন্য বধিব গো অবশেষে

দুষ্ট সেই কামে॥

রাজা।—(প্রসন্ন হইয়া) আচ্ছা তুমি তবে এখন শত্রু-বিজয়ের জন্য সজ্জিত হও।

বস্তু।—যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান)

রাজা।—বেত্রবতি! ক্রোধ-জয়ের জন্য ক্ষমাকে ডেকে নিয়ে এসো।

প্রতী।—যে আজ্ঞে মহারাজ! (প্রস্থান করিয়া ক্ষমাকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

ক্ষমা।—(ধৈর্য্য-সহকারে)

বিস্তারি' ক্রোধান্ধকার
সুবিকট ভ্রুকুটী-তরঙ্গ ভয়ঙ্কর,
সান্ধ্য কিরণ সম
নিঃক্ষেপিয়া আরক্তিম দৃষ্টি ঘোরতর,
শত্রুরা যে সুকঠোর পরনিন্দা কটুবাক্য
উচ্চারণ করে শত শত,
ধৈর্য্যশালী জনগণ —নিষ্কম্প নিরমল
সুগভীর সাগরের মত—
সেই সব নিন্দাবাক্য নির্ব্বিকার-চিত্তে দেখ
সহিয়া থাকেন অবিরত॥

(শ্লাঘা-সহকারে) দেখ! আমার—'

'বচনে না হয় গ্লানি, শিরোব্যথা, মনস্তাপ
দন্ত-পীড়ন আদি নাহি যায় দেখা।
হিংসাদি অনর্থ-যোগ তাহাও ঘটে না মোর,
—ক্রোধ-জয়ে আমি শ্লাঘ্য একা॥

(উভয়ে পরিক্রমণ করিতে করিতে)

প্রতী।—প্রিয়সখি! ঐ মহারাজ, এইবার নিকটে এগিয়ে যাও।

ক্ষমা।—(নিকটে গিয়া) মহারাজের জয় হোক্! আমি আপনার দাসী ক্ষমা, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি।

রাজা।—বৎসে! এইখানে বোসো।

ক্ষমা।—(বসিয়া) আজ্ঞা করুন মহারাজ, এ দাসীকে কেন ডেকেচেন।

রাজা।—দেখ ক্ষমা! এই সংগ্রামে দুরাত্মা ক্রোধকে তোমার জয় করতে হবে।

ক্ষমা।—মহারাজের শ্রীচরণ-প্রসাদে আমি মহামোহকেই জয় করতে পারি, তো ক্রোধ;—ক্রোধ তো তার অনুচর মাত্র, তাকে আমি অচিরাৎ জয় করব।

যেই জন অকারণে বাধা দেয় বেদ-পাঠে,
যজ্ঞাদিতে, তপ অনুষ্ঠানে,
অগ্নির স্ফুলিঙ্গ-সম ক্রোধ যার অবিরত
ছুটিতেছে যুগল নয়ানে,
সেই পাপিষ্ঠেরে আমি করিব নিধন
—মহিষেরে কাত্যায়নী বধিলা যেমন॥

রাজা।—আচ্ছা বল দেখি ক্ষমা, তুমি কি উপায়ে ক্রোধকে জয় করবে।

ক্ষমা।—মহারাজ! নিবেদন করি:—

হ'লে কেহ ক্রোধাবিষ্ট উপেক্ষিয়া হাসি-মুখে
দেখাইব সুপ্রসন্ন ভাব;
নিন্দা সে করয়ে যদি কুশল পুছিব তার
কিছুমাত্র না করিয়া রাগ;
প্রহার করয়ে যদি পাপ নাশ হল বলি'
আনন্দিত হইব অন্তরে;
"অজিতাত্মা জীবগণ —দৈববশে দুর্নিবার—
হঠাৎ গো এই কাজ করে

—ধিক তারা কৃপাপাত্র" ! —ইহা ভাবি' দয়াবশে
আর্দ্র যদি হয় গো হৃদয়,
বল দেখি মহারাজ তখন কি হইতে পারে
চিত্ত-মাঝে ক্রোধের উদয় ?

রাজা।—সাধু। সাধু।

ক্ষমা।—মহারাজ। ক্রোধকে জয় করতে পারলেই, হিংসা, কঠোরতা, মদ, মান মাৎসর্য্যও আপনা হতেই পরাজিত হবে।

রাজা।—আচ্ছা তবে তুমি তাদের বিজয়ের নিমিত্ত যাত্রা কর।

ক্ষমা।—যে আজ্ঞে মহারাজ। (প্রস্থান)

রাজা।—(প্রতিহারীর প্রতি) আচ্ছা, এখন লোভকে জয় করবার জন্য সন্তোষকে ডাকো।

প্রতী।—যে আজ্ঞে মহারাজ। (প্রস্থান করিয়া সন্তোষের সহিত পুনঃ প্রবেশ)

সন্তোষ।—(চিন্তা করিয়া অনুকম্পা সহকারে)

নানাবিধ বৃক্ষধরে
কতশত স্বেচ্ছালভ্য ফল,
স্থানে স্থানে পুণ্যনদী
—তাহে মিষ্ট সুশীতল জল,
সুখস্পর্শ শয্যা বহে
সুললিত লতাপল্লব,
তবু কৃপাপাত্রগণ
ধনীর দুয়ারে কষ্ট সয়॥

(আকাশে) ওরে মূর্খ। তোদের এই মোহ কি দুশ্ছেদ্য!

এই তুচ্ছ ধন-তৃষ্ণা
—মৃগতৃষ্ণা সাগর সমান

দেখিয়া তবুও কিরে
নাহি হয় আশার বিরাম ?
শতধা বিদীর্ণ নাহি
হয় কিরে তোদের হৃদয় ?
বজ্জর প্রস্তরে উহা
দেখিতেছি গঠিত নিশ্চয় ॥

তা ছাড়া, এই লোভ চিত্ত-মাঝে ক্রমশই বৃদ্ধি পায়।
পাইয়াছি এত ধন, আরো ধন পাব,
মূলধন করি এরে আরো তা বাড়াব ;
এইরূপ ধন-চিন্তা —অহো কি আশ্চর্য্য দেখি—
করিতেছ তুমি দিবারাত,
ভাবোনা পিশাচী আশা মোহ-রাত্রে ঘেরি তোমা
সবলে গ্রাসিবে অচিরাৎ ॥

অপিচ :—
যদিও গো কোনরূপে লব্ধ হয় ধন,
নিশ্চয় তাহার হবে বিলয় সাধন।

ধন নাশে, তব নাশে
হয়েতেই ধনের বিয়োগ ;
তোমার বিনাশে দেখ
ধন তব না হইবে ভোগ।
ধনলাভ, ধননাশ
—এর মাঝে কোন্‌টিগো পথ্য ?
লব্ধ ধন নাশ, কিম্বা
ধনাভাব—বল দেখি সত্য ?

আরও দেখ :—

মদভরে করে নৃত্য
মৃত্যু এই মাথার উপরে ;
জরারূপী ঘোর সর্প
তোমায় গো দেখ গ্রাস করে ;
বিষয়ের লোভ-গৃধ্র
গ্রাসে' আর সর্ব্ব চরাচরে।
অতএব ধৌত করি' বোধ-জলে
অবোধ-বহুল ধূলিজাল,
সন্তোষ অমৃতার্ণব—তারি তলে
মগ্ন হয়ে থাকো চিরকাল॥

প্রতী।—ঐ আমাদের মহারাজ—আপনি নিকটে এগিয়ে যান।

সন্তোষ।—(তথা করিয়া) মহারাজের জয় হোক—আমি সন্তোষ, প্রণাম করি।

রাজা।—এইখানে বোসো। (আপনার কাছে বসাইয়া)

সন্তোষ।—মহারাজ! আপনার এই ভৃত্য উপস্থিত, এখন অনুগ্রহ করে' আজ্ঞা করুন।

রাজা।—তোমার প্রভাব তো জানাই আছে; তুমি অবিলম্বে লোভ জয়ের জন্য বারাণসী যাত্রা কর।

সন্তোষ।—যে আজ্ঞে মহারাজ :—

নানা-মুখী লোভ সেই
—যে করে গো ত্রিলোক বিজয়—
তারে মহারাজ আমি
অনায়াসে জিনিব নিশ্চয়,

যথা রাম বধিল সে
দুর্বৃত্ত রাজা দশাননে
—যে ছিল প্রবৃত্ত সদা
দেব দ্বিজ-বন্ধন-নিধনে ॥

(পরিক্রমণ করিয়া প্রস্থান)

"বিনীত" দূতের প্রবেশ।

বিনী।—মহারাজ! যুদ্ধযাত্রার মাঙ্গল্য দ্রব্য-সকল আহরণ করা হয়েচে, আর, গণক এসে গমনের শুভ সময় নিরূপণ করে' দিয়েচেন।

রাজা।—আচ্ছা তা হলে সেনাপতিদের সৈন্য পাঠাতে বল।

বিনী।—যে আজ্ঞে মহারাজ! (প্রস্থান)

নেপথ্যে।—ওহে তোমারা শোনো!

যাহাদের কুম্ভচ্যুত মদে মত্ত হয় ভৃঙ্গ
—এ হেন করীন্দ্রগণে করহ সজ্জিত;
যাহাদের বেগ-বলে পরাজিত প্রভঞ্জন
হেন তুরঙ্গম রথে করহ যোজিত;
কুন্তাস্ত্রে, সৃজন করি' দিগন্তে নীলাব্জ-বন
বিচরুক পদাতি প্রথম;
তার পর, অসিলতা করিয়া ধারণ করে
অশ্বারোহী করুক গমন ॥

রাজা—আচ্ছা এখন তবে মঙ্গলাচরণ করে' যাত্রা করা যাক্। (পারিপার্শ্বিকের প্রতি) ওহে! সারথিকে আমার সাংগ্রামিক রথ সজ্জিত করে আন্‌তে বল।

পারি।—যে আজ্ঞে। (প্রস্থান)

রথ লইয়া সারথির প্রবেশ।

সারথি।—মহারাজ! এই রথ সুসজ্জিত করে' আনা হয়েচে, এখন আরোহণ করুন।

রাজা।—(মঙ্গলাচরণ করিয়া রথে আরোহণ)

সারথি।—(রথবেগ দেখাইয়া) মহারাজ! দেখুন, দেখুন :—

খুরাগ্রে চুম্বিয়া ভূমি অশ্বগণ লয়ে যায়
রথখানি গগন-সীমায় ;
এমনি প্রচণ্ড বেগ গতি শুধু অনুমিত
খুরোত্থিত পথের ধূলায়।
কি ঘোর রথের শব্দ ঘর্ঘর ভীষণ।
মনে হয়, হইতেছে সাগর মন্থন॥

মহারাজ! ঐ দেখুন অনতিদূরে ত্রিলোকপাবনী বারাণসী নগরী।

সুধাকর কর-সম শুভ্রবর্ণ এই সব
সউধ শিখর ;
ধারা-যন্ত্র হতে ওই স্খলিত হইয়া জল
ঝরে ঝর ঝর ,
উচ্চে সুশোভিত ওই বিচিত্র পতাকাবলি
—সউধ-শিখরে যায় দেখা
নিরমল শরতের মেঘ প্রান্তে বিলসিত
যেন চারু তড়িতের লেখা॥

(পরিক্রমণ করিয়া)

প্রত্যেক মুকুলে অলি লগ্ন হয়ে করয়ে গুঞ্জন ;
প্রস্ফুটিত পুষ্প হতে বিন্দু বিন্দু ঝরি মকরন্দ
—মনে হয় বর্ষা এল , পুষ্প-গন্ধে দিক্ আমোদিত ;

নিবিড় শ্যামায়মান তরুদের ঘন পত্র-পুঞ্জ
বিস্তারে তরল ছায়া; সমীরণ—সেও দেখ কিবা
পাশুপত-ব্রতধারী তাপসের মত অভিসিক্ত
গঙ্গাজলে;—নাতিদূরে, নগর পর্য্যন্ত-সীমায়
এ হেন অরণ্য-ভূমি মহারাজ ওই দেখা যায়॥
গঙ্গাজলে হয়ে আর্দ্র
মাখি শুভ্র পুষ্প-রেণুকণা,
সমীরণ চ্যুত-পুষ্পে
শিবে যেন করে গো অর্চ্চনা;
ভ্রমর-গুঞ্জনে আর
করে দেখ কিবা স্তুতি পাঠ,
লতা-ভুজ-আন্দোলনে
আরো দেখ কিবা নৃত্য নাট॥

রাজা।—(সানন্দে অবলোকন করিয়া) সাবাশ! দেখ দেখ:—
চন্দ্রচূড়-বাসভূমি এই বারাণসী পুরী
আকৃষ্ট করে মোর মন;
ব্রহ্মানন্দ-বিধায়িনা বিদ্যা যেন তমো নাশি'
মুক্তি পদে করে আনয়ন।
ধরা কণ্ঠ-বিলম্বিনী
সুকুটিল মুক্তাবলী-প্রায়
কেন হাসো গঙ্গা যেন
উপহাস' শশাঙ্ক কলায়॥

সারথি।—(পরিক্রমণ করিয়া) মহারাজ! দেখুন দেখুন; এই সেই ভাগীরথীর তীরের অলঙ্কার-স্বরূপ ভগবান আদি-কেশব নামক বিষ্ণুর পবিত্র মন্দির।

রাজা।—(দেখিয়া সহর্ষে) একি !

এ যে সেই দেব যাঁরে পুরাবেত্তাগণ
এ ক্ষেত্রের আত্মারূপে করেন কীর্ত্তন।
হেথা পুণ্যবান লোক ত্যজি' দেহ, শেষ
মুক্তি লভি' যাঁর মধ্যে করে গো প্রবেশ॥

সারথি।—মহারাজ ! দেখুন, দেখুন,—এই কাম ক্রোধ লোভ আদি আমাদের দর্শন মাত্রেই দূরে পলায়ন করচে।

রাজা।—তাই বটে। এসো এখন আমরা ভগবান দেব আদি-কেশবকে নমস্কার করি। (রথ হইতে নামিয়া, প্রবেশ ও অবলোকন করিয়া)

জয় জয় ভগবন ! দেব-সেনা-চূড়ামণি-শ্রেণী
লুণ্ঠিত ওপাদপদ্মে ; আর তারি নখর-প্রভায়
তব পাদপীঠ-দ্যুতি বিমিশ্রিত ; তুমি দ্বৈত-ভ্রান্তি-
সন্তপ্ত ত্রিলোকের ভ্রম-নিদ্রা হরণে সুদক্ষ ;
বরাহ-মূরতি ধরি জলমগ্ন পৃথিবীরে তুমি
উদ্ধারি'ল ; তাতে ক্লিষ্ট হ'ল তব দংষ্ট্রাগ্রভাগ ;
তবু সেই দংষ্ট্রাগ্রে বিদরিলে কত মহাগিরি।
বামনের পাদদ্বয়ে লোকদ্বয়ে হলে তুমি ব্যাপ্ত ;
শ্রীকৃষ্ণের দেহ ধরি' বাহুবলে করি উত্তোলন
মহা গোবর্দ্ধন গিরি—ছত্ররূপে করি' তা ধারণ,
ইন্দ্রকৃত আকস্মিক সুপ্রচণ্ড অতি বৃষ্টি হতে
রক্ষিলে গোকুল-জনে, বিস্মিত করিয়া সর্ব্ব জন।
বিধবা করিয়া সব অসুর-বধূরে—প্রভু ওগো—
তাদের সীমন্ত-হতে সিন্দূর করিয়া অপনীত
লেপন করিলে তাহা সূর্য্য-দেহে;—তাই সেগো এবে
লোহিত-বরণ ; আর, যবে নর-সিংহরূপ ধরি'

হিরণ্য-কশিপু-বক্ষ দশ নখে বিদারিলে তুমি
—সেই হস্ত-বিগলিত সুবিস্তীর্ণ শোণিত-ধারায়
মগ্ন হল ত্রিভুবন ; আবার, সে ত্রিলোকের রিপু
কইটভ-অসুরের সুকঠিন কণ্ঠ-অস্থি যবে
করিলে ছেদন তুমি,—সুদর্শন-চক্র হতে তব
বহু-জ্যোতি উল্কা-ছটা হইয়া গো বিনিঃসৃত
প্রচণ্ড দোর্দণ্ড তব প্রকটিত করিল জগতে।
চন্দ্র-অর্দ্ধ-শেখরের প্রেমাস্পদ তুমি যে গো প্রভু ;
সমুদ্র-মন্থন-কালে তব বাহুবলের প্রভাবে
ঘুরায়ে মন্দর-গিরি বিক্ষোভিলে ক্ষীরদ-সাগর ;
—তাহা হতে উঠি লক্ষ্মী আলিঙ্গিলা তোমা ভুজ-পাশে
—সেই আলিঙ্গন-ভরে পীনস্তন-পত্রাবলী-চিহ্ন
পড়ে ওই বক্ষ-স্থলে—এবে যাহে শোভে মুক্তামালা।
বৈকুণ্ঠদেব ওগো! করি আমি তোমায় প্রণাম,
সংশয়-বন্ধন কাটি' ভকতেরে দাও প্রভু জ্ঞান॥

(মন্দির হইতে নির্গত হইয়া অবলোকন পূর্ব্বক) দেখ সারথি! এই উৎকৃষ্ট স্থান বারাণসীই আমাদের বাস-যোগ্য ; অতএব এই স্থানেই শিবির সন্নিবেশ করা হোক্।

(উভয়ের প্রস্থান)

ইতি বিবেকোদ্যোগ নামক চতুর্থ অঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক।

শ্রদ্ধার প্রবেশ।

শ্রদ্ধা।—(চিন্তা করিয়া) এই তো প্রসিদ্ধ পন্থা ; কেন না :—

এ বৈর-সম্ভব ক্রোধ কত কত জাতি কুল
করয়ে দহন
—পবন-আহত তরু- ঘরষণ-জাত যথা
বন হুতাশন ॥

(সাশ্রু লোচনে) আহা ! সোদর-বিনাশ-জনিত শোকানল অতি দারুণ দুর্ণিবার ; শতশত বিচার-জলধরও তা মন্দীভূত করতে পারে না।

সিন্ধু, মহী, শৈল, নদী —ইহাদেরি ধ্বংস হবে
ঘটিবে নিশ্চয়,
তখন এ তৃণ লঘু ক্ষণধ্বংসী জীব-নাশে
কিসের সংশয় ?
বন্ধুর নিধনে তবু,
এ বিষম শোক-হুতাশন
বিচার-শকতি নাশি'
করে মোর হৃদয় দহন ॥

কাম-ক্রোধাদি ভ্রাতৃগণ আমার অপকার করলেও তাদের বিনাশে :—

মর্ম্মচ্ছেদ করে মোর,
দেহ মোর করয়ে শোষণ ;

দহে মোর অন্তরাত্মা
জ্বলন্ত এ শোক-হুতাশন ॥

(চিন্তা করিয়া) সে যাই হোক, দেবী বিষ্ণুভক্তি আমাকে এইরূপ আদেশ করেছেন ; "দেখ বৎসে। আমি এখানে থেকে হিংসা ব্যাপারময় সংগ্রাম দেখতে পারব না ; অতএব বারাণসী পরিত্যাগ করে', আমি এখন শালগ্রাম নামক ভাগবত-ক্ষেত্রে গিয়ে কিছুকাল বাস করব। সেখানে তুমি যুদ্ধের যথাযথ বৃত্তান্ত আমাকে জানাবে।" তাই এখন আমি দেবীর নিকটে গিয়ে যুদ্ধ-বৃত্তান্ত নিবেদন করিগে। (পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) এই তো সেই চক্রতীর্থ ; এইখানেই সংসার-সাগর-তরণীর কর্ণধার ভগবান হরি বাস করেন ; (প্রণাম করিয়া) এই যে, ভগবতী বিষ্ণুভক্তি সাধুজন বেষ্টিত হয়ে, আমার কন্যা শান্তির সহিত কি কথা কচ্চেন। এইবার তঁার নিকটে যাই।

বিষ্ণুভক্তি ও শান্তির প্রবেশ।

শান্তি।—দেবি! আপনাকে এত চিন্তাকুল দেখচি কেন?

বিষ্ণু।—বৎসে! এই বীরক্ষয়-মহাযুদ্ধে, প্রবল মহামোহের আক্রমণে বৎস বিবেকের না জানি কি ঘটেচে—তাই আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েচে।

শান্তি।—এর জন্য চিন্তা কি, আপনার অনুগ্রহ থাকলে, নিশ্চয়ই মহারাজ বিবেকের জয় হবে।

বিষ্ণু।—দেখ বৎসে!

সুহৃজ্জন-অভ্যুদয় হইলেও সপ্রমাণ,
তাদের অনিষ্ট-শঙ্কা হৃদে হয় অবিরাম ॥

বিশেষতঃ শ্রদ্ধা বহুকাল না আসায়, আমার মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়েচে।

শ্রদ্ধা।—(সহসা নিকটে আসিয়া) দেব প্রণাম।

বিষ্ণু।—এস, এস শ্রদ্ধা এস,—মঙ্গল তো?

শ্রদ্ধা।—দেবীর প্রসাদে সমস্তই মঙ্গল।

শান্তি।—মা! প্রণাম।

শ্রদ্ধা।—এস বৎসে! আমাকে আলিঙ্গন কর।

শান্তি।—(তথা করণ)

বিষ্ণু।—শ্রদ্ধে! এখন সেখানকার সমস্ত বৃত্তান্ত বল।

শ্রদ্ধা।—দেবীর প্রতিকূলচারীদের সমুচিত শাস্তি হয়েছে।

বিষ্ণু।—সমস্ত সবিস্তারে বর্ণনা কর।

শ্রদ্ধা।—

দেবি! শ্রবণ করুন। আপনি আদি কেশবের মন্দির হতে ফিরে আসবার পর, ভগবান ভাস্কর যখন কিঞ্চিৎ পাটলবর্ণ কিরণ বিকীর্ণ করতে আরম্ভ করলেন', সেই সময়ে বিজয়-ঘোষণায় আহূয়মান বীরবর্গের সিংহ-নাদে দিগ্বিভাগ বধির হয়ে গেল; রথ-অশ্বের খুরোত্থিত ধূলিজালে সূর্য্যমণ্ডল আচ্ছন্ন হল; মদমত্ত করিগণের কুম্ভস্থিত সিন্দূরে দশদিক সন্ধ্যার মত প্রতিভাত হতে লাগল; তাদের ও আমাদের সৈন্য সাগরের মধ্যে প্রলয়-কালীন মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় ভীষণ শব্দ হতে লাগল। সেই সময় মহারাজ বিবেক, ন্যায় দর্শনকে দূত করে' মহামোহের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ন্যায়-দর্শন সেখানে গিয়ে মহামোহকে এইরূপ বল্লেন:—

অনুচর সহ তুমি
ত্যজি' বিষ্ণুদেব-নিকেতন,
নদীকূল, পুণ্যবন,
আর পুণ্যবানদের মন,

যাও চলি' ম্লেচ্ছ-দেশে ; নতুবা খড়্গাঘাতে
প্রতি অঙ্গ হবে খান-খান ;
তাহা হতে বিগলিত রক্তধারা পান করি'
ফেরুগণ সব
ফেউ ফেউ রব করি' মহানন্দ প্রকাশিয়া
করিবে উৎসব।

বিষ্ণু।—তার পর—আর পর ?

শ্রদ্ধা।—তার পর, দেবি ! মহামোহ ললাট-তটে বিকট ভ্রুকুটি বিস্তার করে' বল্লে :—"হতভাগা বিবেক এই দুর্নীতির ফল ভোগ করুক" ; আর, এই কথা বলে', অতিপাষণ্ডদের সহিত পাষণ্ড-শাস্ত্র-সকলকে যুদ্ধে পাঠালে। তারপর, আমাদেরও সৈন্যগণের সম্মুখে,—

পুরাণ বেদ-বেদাঙ্গ স্মৃতি-আদি ধর্ম্মশাস্ত্র
আর ইতিহাস
—এই সবে বিভূষিতা সরস্বতী হইলেন
সহসা প্রকাশ ॥

বিষ্ণু।—তার পর, তার পর ?

শ্রদ্ধা।—তার পর, বৈষ্ণব-শৈবাদি সর্ব্বশাস্ত্র দেবীর নিকটে এসে উপস্থিত হলেন।

বিষ্ণু।—তার পর ?

শ্রদ্ধা।—তার পর :—

মীমাংসা ও ন্যায় সাংখ্য মহাভাষ্য-শাস্ত্রাদিতে
হয়ে পরিবৃত,
ন্যায়শাস্ত্র শতবাহু বিস্তারিয়া, দিকদশ
করি' উদ্ভাসিত,

ত্রিনয়না বেদত্রয়ী —ধরমেন্দু-কান্তিমুখী—
দুর্গার সমান
সমর-উৎসুক হয়ে বাগ্‌দেবী-সনমুখে
হল অধিষ্ঠান ॥

শান্তি।—(সবিস্ময়ে) কি আশ্চর্য্য! স্বভাব-প্রতিদ্বন্দ্বি পরস্পর-বিরুদ্ধ শাস্ত্রদের মধ্যে কিরূপে সম্মিলন ঘটল?

শ্রদ্ধা।—বৎসে!

সমবংশজাত জন
হলেও বিরোধী পরস্পর,
শত্রু-আক্রমণে, লভে
জয়-লক্ষ্মী হয়ে একত্তর ॥

এই হেতু, বেদ-প্রসূত এই সকল শাস্ত্রের মধ্যে তত্ত্ববিচারে অবান্তর-বিরোধ থাক্‌লেও, বেদ-সংরক্ষণ ও নাস্তিকপক্ষ খণ্ডন-বিষয়ে তাদের সকলেরই মধ্যে ঐক্য দেখা যায়।

অনন্ত, অব্যয়, শান্ত,
অজ, জ্যোতি, এক পরব্রহ্ম
বহুবিধ শাস্ত্রাগমে
বহুরূপে হন প্রতিপন্ন।
রজোগুণে মুখ্য করি'
কেহ করে ব্রহ্মারে কীর্ত্তন;
সত্ত্বগুণে মুখ্য করি'
কেহ করে বিষ্ণু আরাধন;
তমোগুণে মুখ্য করি'
কেহ করে শিবেরে স্থাপন,

জলের প্রবাহ-সব নানা পথ দিয়া যথা
শেষে আসি' জলধিতে
হয়গো পতন ;
সেইরূপ নানা শাস্ত্র ভিন্ন পথে, বেদ-মূল
জগদীশ্বরেই সবে
করে নিরূপণ ॥

বিষ্ণু।—তার পর ?—

শ্রদ্ধা।—তার পর দেবি! সহস্রধারায় অজস্র শরবর্ষণ করে' উভয় পক্ষের চতুরঙ্গিণী-সেনা পরস্পর তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হল।

বহুল শোনিত-নদী
খরবেগে হল প্রবাহিত ;
মাংস-পঙ্কে কঙ্ক-পক্ষী
বসে সবে হইয়া ক্ষুধিত।
শর-হত হয়ে যত উত্তুঙ্গ মাতঙ্গ পড়ে
পর্ব্বতের প্রায়,
তাহে স্রোতোবেগ লাগি, প্লবমান ছত্র-সম
চূর্ণ হয়ে যায় ॥

সেই দারুণ সংগ্রামে বৌদ্ধশাস্ত্র, পাষণ্ড-শাস্ত্রের অগ্রে ছিল ; ওদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ থাকায়, পরস্পরের মর্দ্দনে বৌদ্ধ-শাস্ত্রের বিনাশ হল। এইরূপে, পাষণ্ড-শাস্ত্র নির্ম্মূল হয়ে বেদান্তাদি শাস্ত্র-স্রোতে ভেসে গেল। এই দেখে বৌদ্ধেরা সিন্ধু, গান্ধার, পারসীক, মগধ অঙ্গ কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশে প্রবেশ কর্‌লে ; পাষণ্ড দিগম্বর সিদ্ধান্ত, কাপালিক সোমসিদ্ধান্ত প্রভৃতিরা পামর-পূর্ণ পাঞ্চাল, মালব, আভীর দেশে গিয়ে গুপ্তভাবে বিচরণ কর্‌তে লাগল ; আর নাস্তিকদের তর্কশাস্ত্র-সকলও,

ন্যায় ও মীমাংসার দারুণ প্রহারে জর্জ্জরিত হয়ে, বৌদ্ধশাস্ত্রের পশ্চাদ্-গামী হল।

বিষ্ণু।—তার পর, তার পর?

শ্রদ্ধা।—তার পর, বস্তুবিচারের দ্বারা কাম হত হল; ক্রোধ হিংসা ও নিষ্ঠুরতাদের সংহার করলেন ক্ষমা; লোভ তৃষ্ণা দৈন্যাদি চৌর্য্য মিথ্যাবাদ, প্রতিগ্রহ—এদের দমন করলেন সন্তোষ। আর, অনসূয়া জয় করলেন মাৎসর্য্যকে, ও পরোৎকর্ষ-কামনা জয় করলেন মদকে।

বিষ্ণু।—তা বেশ হয়েছে; এখন মহামোহের সংবাদ কি?

শ্রদ্ধা।—দেবি! মহামোহ যোগ-ব্যাঘাতের সহিত কোথায় যে লুকিয়ে আছে তা কিছুই জানা যাচ্চে না।

বিষ্ণু।—তবে তো দেখ্‌চি মহা-অনর্থের অবশিষ্ট এখনও কিছু রয়েছে; এখনি এর পরিহার করা কর্ত্তব্য। কেননা:—

পরম-সম্পদ-কামী
বিজ্ঞ জন উপেক্ষা করিয়া
অগ্নি-শেষ, ঋণ-শেষ
শত্রু-শেষ না দেয় রাখিয়া॥

আচ্ছা, মনের সংবাদ কি বল দিকি?

শ্রদ্ধা।—দেবি! তিনিও পুত্র পৌত্রাদির বিনাশ-জনিত শোকে অত্যন্ত কাতর হয়ে জীবন বিসর্জ্জন করতে উদ্যত হয়েছেন।

বিষ্ণু।—(ঈষৎ হাসিয়া) তার জীবন গেলে, আমরা তো সবাই কৃতার্থ হই, আত্মাপুরুষও পরম শান্তি লাভ করেন; কিন্তু তার মৃত্যু কোথায়?

শ্রদ্ধা।—দেবি! আপনি যে প্রবোধের জন্মদানে কৃতসংকল্প হয়েছেন, সেই প্রবোধের উদয় হলেই, মন আর শরীরের সঙ্গে থাকতে পারবে না।

বিষ্ণু।—আচ্ছা, রোসো, আমি তার বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্য ব্যাস সরস্বতীকে (বেদান্ত দর্শন) পাঠাচ্চি।

(প্রস্থান)

ইতি বিষ্কম্ভক।

মন ও সঙ্কল্পের প্রবেশ।

মন।—(সাশ্রুলোচনে) হা পুত্র কাম ক্রোধ! হা বৎস অহঙ্কার! তোমরা কোথায় গেলে?—উত্তর দেও। রাগ দ্বেষ মদ-মান-মাৎসর্য্য!—তোমরা আমাকে আলিঙ্গন কর। আমার সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন হয়ে পড়চে। (চারিদিকে অবলোকন করিয়া বিহ্বলভাবে) এই অনাথ বৃদ্ধের সহিত যে কেহই সম্ভাষণ করচে না—আমার সেই অসূয়া প্রভৃতি কন্যারা কোথায়? আর আশা তৃষ্ণাদি পুত্রবধূগণ তারাই বা কোথায়? আমার মত হতভাগ্যের সঙ্গে থাকায়, তারাও কি দৈব-কর্ত্তৃক অপহৃত হল? (বিহ্বল হইয়া) ওহোহো!

বিষানল-সম ইহা
সর্ব্ব অঙ্গে করে সঞ্চরণ;
দহে মর্ম্ম-স্থল মোর;
—সর্ব্ব দেহে বেদনা বিষম;
বিবেক বিলুপ্ত হব
—হৃদয়-চেতনা করে নাশ;
অহো! এই শোক-জ্বর
সবলে জীবন করে গ্রাস॥

(মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

সঙ্কল্প।—রাজন্! আশ্বস্ত হোন্।

মন।—(সংজ্ঞালাভ করিয়া) কি ?—আমার এই অবস্থা দেখে দেবী প্রবৃত্তিও আমাকে সান্ত্বনা করচেন না ?

সঙ্কল্প।—(সাশ্রুলোচনে) মহারাজ! দেবী প্রবৃত্তি এখন আর কোথায় ? তিনি যে পুত্রশোকানলে দগ্ধ হযে প্রাণত্যাগ করেছেন

মন।—(আবেশ সহকারে) হা প্রিয়ে! কোথায় তুমি ?—উত্তর দেও।

স্বপনেও দেবি তুমি না করিতে সুখভোগ
আমার বিহনে,
আমিও গো তোমা বিনা মৃতবৎ থাকিতাম
নিদ্রায় শয়নে।
দারুণ বিধাতা এবে তোমারে গো আমা হতে
করিয়াছে দূর,
তবু আমি আছি বেঁচে —তবু এ পাষাণ-প্রাণ
না হইল চুর।

(পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

সঙ্কল্প।—রাজন্! আশ্বস্ত হোন—আশ্বস্ত হোন।

মন।—(আশ্বস্ত হইয়া) আর আমার প্রাণধারণের প্রয়োজন নাই। সঙ্কল্প! তুমি আমার চিতা রচনা কর, আমি চিতানলে প্রবেশ করে' শোকানল নির্ব্বাণ করি।

ব্যাস-সরস্বতীর প্রবেশ।

সরস্বতী।—ভগবতী বিষ্ণুভক্তি এই কথা বলে' আমাকে পাঠিয়ে দিলেন যে, "সখি! মন সন্তান বিয়োগ-দুঃখে অত্যন্ত কাতর হয়েচে— তুমি গিয়ে তাকে প্রবোধ দেও, যাতে তার বৈরাগ্যোৎপত্তি হয় তার চেষ্টা কর।" তা, এইবার আমি তবে নিকটে যাই। (নিকটে গিয়া) বৎস! তুমি শোকে এরূপ অভিভূত হয়েছ কেন ? তুমি

তো জানো সংসারের সকল বস্তুই অনিত্য, আর তুমি ইতিহাস, উপাখ্যানাদিও তো পাঠ করেছ।

কল্পশত দীর্ঘজীবী

ব্রহ্মা ইন্দ্র দেবাসুরগণ,

মনু-আদি মুনি, আর

কোটি কোটি জলধি ভুবন,

সবে হয় কালে নষ্ট,

অতএব সিন্ধু যেন পায়

পঞ্চাত্মক দেহ এই

যখন গো পঞ্চত্বে যায়,

—কেন লোকে করে শোক?

—একি ঘোর মোহ, হায় হায়।

তাই বলি, সংসারের অনিত্যতা চিন্তা কর, নিত্যানিত্য-বস্তু দর্শীকে শোকাবেশ স্পর্শ করতে পারে না।

কেননা :—

একব্রহ্ম অদ্বিতীয়

নিত্য সত্য তিনিই কেবল,

আর সব বিকল্পিত

যাহা কিছু দেখ এ সকল।

একত্বকে দেখে যে বা সর্ব বস্তুময়

—তার কাছে কোথা মোহ, কোথা শোকোদয়॥

মন।—শোক দূষিত মনে বিবেকই স্থান পায় না, তো সংসারের অনিত্যতা-চিন্তা স্থান পাবে কি করে'?

সর।—দেখ বৎস! স্নেহদোষে এইরূপ হয়ে থাকে, তাই স্নেহই সকল অনর্থের বীজ বলে' প্রসিদ্ধ। দেখ :—

প্রিয়া নামে ক্লেশরাশি —বিষ-বহ্নিবীজ সেই—
করে নর প্রথমে বপন ;
শীঘ্র তাহা হতে হয় অশনি-অনল-গর্ভ
স্নেহময় অঙ্কুর উদ্‌গম ;
তাহা হতে জনমিয়া শত দীপ্ত শাখাযুক্ত
শোক-দ্রুম যত
তুষের অনল সম মানব-শরীর করে
দগ্ধ অবিরত ॥

মন।—দেবি! স্নেহ বশতই এইরূপ হয় তা আমি জানি, তবু শোকাগ্নি-দগ্ধ প্রাণ আর আমি ধারণ করতে পারচি নে। যাইহোক, অন্তিম-কালে যে আপনার দর্শন পেলেম এই আমার পরম সৌভাগ্য।

সরস্বতী—দেখ, আত্মহত্যার চেষ্টাও অত্যন্ত গর্হিত। তা ছাড়া, এই অপকারীদের জন্য তোমার কেন এত শোকাবেগ? দেখ:—

এ অপত্য-বান্ধবাদি করেনা, করেনি কভু,
কখনই করিবে না তব উপকার ;
উহারা গো মনুষ্যের সুখের নিমিত্ত নহে
—বিচ্ছেদে মরমচ্ছেদ হয় মাত্র সার।
তবু হায় জীবগণ তাহাদেরি তরে দেখ
কতই আয়াস ক্লেশ সহে অনিবার।
তাছাড়া তাদের জন্য:—
কত ভরা-নদী তুমি না হয়েছ পার ;
কত না গো লঙ্ঘিয়াছ পর্ব্বত পাহাড় ;
কত হিংস্র জীবপূর্ণ সুভীষণ বনভূমে
করেছ প্রবেশ ;

ধনমদ-মসীম্লান ধনী মুখ হেরি' কত
পাইয়াছ ক্লেশ ;
কতই না পাপিষ্ঠেরা তোমা-দিয়া করায়েছে
দুরিত অশেষ ॥

মন।—সে কথা সত্য, তথাপি :—

বহু দিন হ'তে যা'রা যতনে লালিত হয়ে
বিচরে গো হৃদয়ের মাঝে,
সেই সব আত্মজের দারুণ বিচ্ছেদ-কষ্ট
প্রাণমর্ম্মচ্ছেদ-সম বাজে ॥

মর।—বৎস! মমতা-নিবন্ধনই এবং মোহ উৎপন্ন হয়—কথায় বলে :—

গৃহ-কুক্কুটেরে "বিল্লি" ভক্ষণ করিলে, দুঃখ
হৃদি মাঝে যত খানি হয়,
মমতা-বিহীন কোন চটক মূষিকে খেলে
তত দুঃখ না হয় উদয় ॥

অতএব, সর্ব্বানর্থ-বীজ যে মমতা, তাহারই উচ্ছেদার্থ যত্ন করা কর্ত্তব্য। দেখ :—

দেহ হতে কত কীট হয় গো উৎপন্ন
—লোকে তাহা করে দূর করি' কত যত্ন।
জগৎ-জনের হায় একি মোহ-স্নেহ।
—অপত্য-কীটের তরে শোষে নিজ দেহ ॥

মন।—দেবি! তা হলেও, আমার মনে হয়, মমতা-গ্রন্থি দুঃচ্ছেদ্য।

যে মমতা,—ওগো দেবি!—
নিরন্তর অভ্যাসের বশে

জীবদের স্নেহ-সূত্রে

গ্রথিত রয়েছে দৃঢ় পাশে

--জানেন কি ভগবতি!—এ হেন বন্ধন

কি উপায়ে—কেমনে গো হয় বিমোচন?

সর।—বৎস! সংসারের অনিত্যতা-চিন্তাই মমতা-বন্ধন ছেদনের প্রথম উপায়। দেখ:—

কত তব দারাসুত কত পিতা পিতামহ

আর খুল্লতাত,

বিস্তৃত আবহমান এই এ সংসারে আসি'

কোটিবার গত;

বিদ্যুতের প্রভা-সম ক্ষণস্থায়ী এই সব

সুহৃদ-সঙ্গম;

—সুখী হও, এই কথা পুনঃ পুনঃ চিত্ত-মাঝে

করিয়া স্থাপন॥

মন।—ভগবতি! আপনার প্রসাদে আমার মোহ দূর হল। কিন্তু:—

তব মুখ চন্দ্র-হতে বিগলিত যে বিমল

উপদেশামৃত

—ধউত হলেও তাহে— শোক-উর্ম্মি-জলে তবু

ম্লান এই চিত॥

অতএব, এই আর্দ্র স্নেহ-প্রহারের যদি আর কোন ঔষধ থাকে তো আজ্ঞা করুন।

সর।—এর উপদেশ তো মুনিরাই দিয়ে গেছেন;—

সহসা উৎপন্ন যেই

মর্ম্মভেদী গাঢ় শোকভার

—অচিন্তা ঔষধ তার
—উহাতেই হয় প্রতীকার॥

মন।—ভগবতি! একথা সত্য ; কিন্তু আমার চিত্ত যে দুর্নিবার।

বাতাহত মেঘ যথা ইন্দু বিম্বে বারম্বার
করে আচ্ছাদন,
সেইরূপ চিন্তা-রাশি অভিভূত করে চিত্ত
না মানি' বারণ॥

সর।—বৎস, শোনো বলি, তুমি তবে শান্তিরসাশ্রিত কোন বিষয়ে চিত্ত নিবেশ কর।

মন।—সে শান্তিরসাশ্রিত বিষয়টি কি, ভগবতি আজ্ঞা করুন।

সর।—বৎস! যদিও সেটি গোপনীয়, তথাপি শোকার্ত্ত ব্যক্তিকে সে বিষয়ের উপদেশ দিতে দোষ নেই।

স্মরণ করিবে নিত্য
জলধর-শ্যাম সে হরিরে
—কেউর-কুণ্ডল হার
মুকুটাদি ধৃত যে শরীরে।
কিম্বা ব্রহ্মে হয়ে মগ্ন
—যিনি শুদ্ধ আনন্দ কেবল—
লভহ আত্মার শান্তি
গ্রীষ্মে যথা হ্রদ সুশীতল॥

মন।—(চিন্তা করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস) ভগবতি! আপনিই আমাকে ত্রাণ করলেন। (পদতলে পতন)

সর।—বৎস! এখন তোমার হৃদয় উপদেশ-সহিষ্ণু হয়েচে—এখন তবে আরও কিছু উপদেশ দি শ্রবণ কর।

পিতাপুত্র সুহৃদেরা পড়িলে গো মৃত্যুমুখে,

জড়বুদ্ধি মূঢ়জন

শোক-বশে অধীর হইয়া

করে সবে উদর তাড়ন ।

এ বিরস-পরিণাম অসার সংসার-মাঝে,

বিয়োগ, সুধীর মনে,

শান্তি-সুখ আনি' করে

বৈরাগ্যের দৃঢ়তা সাধন ॥

বৈরাগ্যের প্রবেশ ।

নীলোৎপল-প্রান্ত-সম সূক্ষ্মায়ত চর্ম্ম দিয়া

না করিত বিধি যদি দেহ আচ্ছাদন ;

তাহা হলে তৎক্ষণাৎ কাক গৃধ্র ব্যাঘ্র আসি'

দেহ-চ্যুত রক্ত-মাংস করিত ভক্ষণ

—বল তো কে নিবারিত তাদের তখন ?

আরও দেখ :—

বিষয়-জনিত রস চঞ্চল চপলা সম

বিরস অন্তিমে ;

মৃত্যু রাজে দেহে দেহে, নাশ সদা বিদ্যমান

সুপ্রচুর ধনে ;

প্রতি লোক করে শোক,

বহুল অনর্থ ললনায় ;

তবু ভ্রমে ঘোর পথে

—নহে রত ব্রহ্মে কেহ হায় !

সর ।—বৎস ! এই দেখ তোমার বৈরাগ্য উপস্থিত, একে সম্ভাষণ কর ।

মন।—বাছা, তুমি কোথায়?

বৈরাগ্য।—এই যে আমি, প্রণাম করি।

মন।—বৎস! তুমি জন্মগ্রহণ করেই আমায় পরিত্যাগ করে গিয়েছিলে, এখন আমাকে আলিঙ্গন কর।

বৈরাগ্য।—(তথা করণ)

মন।—বৎস! তোমাকে দেখে আমার শোকের উপশম হল।

বৈরাগ্য।—এতে আবার শোক কিসের?

পথিমধ্যে হয় যথা
পান্থ-সনে পান্থের মিলন;
তরুতে তরুতে যথা
নদী-স্রোতে হয় গো সঙ্গম;
মেঘে মেঘে হয় স্পর্শ
যেমতি গো গগনের তলে;
সাগরে মিলন যথা
পরস্পর বণিকের দলে;
সেইরূপ, পিতামাতা ভ্রাতা পুত্র সুহৃদের
জানিবে সংযোগ;
সুবিজ্ঞ পণ্ডিত জন জানিয়া এ সার কথা
করে কি গো শোক?

মন।—(সানন্দে) দেবি! বৎসের কথাই ঠিক্—ওর কথা শুনে:—

নবীন-যৌবনা নারী, মধুপ-ঝঙ্কারী দ্রুম,
প্রফুল্ল নব মল্লিকা—
সুরভিত মন্দ সমীরণ;

—উদাত্ত বিবেক-বলে দূর হয়ে তমোরাশি—

মৃগ তৃষ্ণিকার প্রায়

এ সমস্ত দেখি গো এখন ॥

সর।—বৎস! তা হলেও, গৃহী ব্যক্তির ক্ষণকালও অনাশ্রমী হয়ে থাকৃতে নেই; অতএব, আজ থেকে নিবৃত্তি তোমার সহধর্ম্মিণী হোন্।

মন।—(সলজ্জে) যে আজ্ঞে দেবি।

সর।—দেখ বৎস! শম, দম, সন্তোষ প্রভৃতি তোমার পুত্রগণ তোমার সেবা করুক; যম নিয়মাদি অমাত্যবর্গ তোমার সহচর হয়ে থাকুক; তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিবেক তোমার অনুগ্রহে উপনিষৎ দেবীর সহিত যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হোক্; মৈত্রী, দয়া, ক্ষমা, তিতিক্ষা, এই যে চার ভগিনী—এদের ভগবতী বিষ্ণুভক্তি পরিচারিকা করে' তোমার নিকটে পাঠিয়েছেন—এদের উপর তুমি প্রসন্ন থেকো।

মন।—ভগবতি! আপনার সমস্ত আজ্ঞাই শিরোধার্য্য। (সহর্ষে পদ তলে পতন)

সর।—বৎস! তুমি যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতির প্রতি সাদর দৃষ্টি রেখো; আর, তোমার সঙ্গে এদের রেখে চিরকাল সাম্রাজ্য ভোগ কর। তুমি সুস্থ থাকলে, ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ আত্মাও প্রকৃতিস্থ হবেন। কেন না:—

তব সঙ্গবশে আত্মা জন্মমৃত্যুজরাযুক্ত

ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তি লভি',

—এক, নিত্য, হইয়াও— ধরে বহুমূর্ত্তি, যথা

সাগর-তরঙ্গে দেব রবি।

বহির্বিষয়িনী বৃদ্ধি সংহারিয়া কোন মতে

পার' যদি কারতে গো তুষ্ণীরে ধারণ,

তাহলে লভিবে আত্মা প্রগাঢ় সহজানন্দ
—মুখচ্ছায়া ধরে যথা স্বচ্ছ দরপণ ॥

আচ্ছা এখন তবে, জ্ঞাতিদের তর্পণের নিমিত্ত ভাগীরথী-জলে অবতরণ কর।

মন।—যে আজ্ঞে দেবি!

(সকলের প্রস্থান)

ইতি বৈরাগ্যোৎপত্তি নামক পঞ্চম অঙ্ক।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

শান্তির প্রবেশ।

শান্তি।—মহারাজ বিবেক আমাকে এইরূপ আদেশ করলেন, "দেখ শান্তি, তুমিতো জান :—

মনের তনয়গণ হইলে নিঃশেষ,
মহামোহ পলাইল হয়ে নিরুদ্দেশ।
বৈরাগ্যকে পেয়ে মন প্রশান্ত সুস্থির,
পঞ্চক্লেশ আর তারে না করে অধীর।
সে আত্মা-পুরুষ্ও এবে হয়ে মুক্তদ্বার
তত্ত্বজ্ঞান চারিদিকে করিছে বিস্তার॥

অতএব তুমি উপনিষৎ দেবীকে অনুনয় করে' শীঘ্র আমার নিকটে নিয়ে এসো।"

একি! আমার মা শ্রদ্ধা কি একটা কথা বল্‌তে বল্‌তে এই দিকেই আস্‌চেন যে।

শ্রদ্ধার প্রবেশ।

শ্রদ্ধা।—আহা! আজ অনেক দিনের পর মহারাজ বিবেকের রাজধানী দেখে আমার চক্ষু অমৃত-রসে পূর্ণ হল।

অসাধুর দণ্ড যেথা,
পূজ্য যেথা যম-আদিগণ,
—আর করে বন্ধুবর্গ
জগৎ-পতিরে আরাধন॥

শান্তি।—(নিকটে আসিয়া) মা! তুমি কি-একটা কথা বলতে বলতে কোথায় যাচ্চ?

শ্রদ্ধা।—বৎসে! "অসাধুর দণ্ড যেথা" ইত্যাদি।

শান্তি।—মা! এখন মনের প্রতি সেই জগৎ-পতি আত্মার কিরূপ ভাব বল দিকি?

শ্রদ্ধা।—বধ্য ও নিগ্রহ-যোগ্য ব্যক্তির প্রতি যেরূপ ভাব হয়ে থাকে সেইরূপ!

শান্তি।—তবে কি প্রভু আত্মা স্বয়ংই স্বরাজ্য অলঙ্কৃত করবেন?

শ্রদ্ধা।—হাঁ তাই বটে; কিন্তু মন যদি আত্মার অনুগত হয়ে থাকে, তা হলে, স্বরাজ্যের কেন, মনও সর্ব্বরাজ্যের অধীশ্বর হতে পারে।

শান্তি।—আচ্ছা, মায়ার প্রতি আত্মার কিরূপ অনুগ্রহ বল দিকি?

শ্রদ্ধা।—মায়ার প্রতি নিগ্রহের কথা জিজ্ঞাসা না করে', অনুগ্রহের কথা কেন জিজ্ঞাসা করচ? আত্মা, মায়াকে সকল অনর্থের বীজ জেনে, তাকে নিগ্রহেরই যোগ্য বিবেচনা করেন।

শান্তি।—আচ্ছা, তাহলে এখন রাজকুলের অবস্থা কিরূপ?

শ্রদ্ধা।—শোনো বলি :—

"নিত্যানিত্য-বিচারণা"
"সুমতির" সখী প্রণয়িনী;
যম-আদি "মনী"-মিত্র
—শম দম-আদি সখা গণি;
মৈত্রী, দয়া, ক্ষমা-আদি, আর সে তিতিক্ষা
—ইহারাই জানিবে গো তাহার সেবিকা;
"মুক্তি-ইচ্ছা" আত্মার সে নিত্য-সহচরী;
সবলে উচ্ছেদ-যোগ্য তাঁহার যে অরি
—তার মধ্যে সঙ্কল্প, মমতা, মোহ, ধরি॥

শান্তি।—আচ্ছা, এখন ধর্ম্মের সহিত আত্মার কিরূপ প্রণয়?

শ্রদ্ধা।—বৈরাগ্যের সংসর্গে এসে অবধি, আত্মা ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ ভোগাভিলাষেই বিরত হয়েছেন।

পাপ-ফল নরকেরে
যেরূপ করেন তিনি ভয়,
পুণ্য-ফল স্বর্গাদিও
এবে তাঁর ভয়ের বিষয়;
সকল কামনা-রাশি করি' বিসর্জ্জন
পুণ্য-করমেও তাঁর নাহি এবে মন॥

আর ধর্ম্মও এখন ভাবচেন, আত্মার অন্তর্দৃষ্টি প্রবল হওয়ায় তাঁর কার্য্য সিদ্ধি হয়েছে; তাই, তিনিও এখন শিথিল-চেষ্ট হয়ে পড়েচেন।

শান্তি।—আচ্ছা, মহামোহ যেসকল যোগ-বিঘ্নদের সঙ্গে নিয়ে লুকিয়ে ছিল, এখন তাদের সংবাদ কি?

শ্রদ্ধা।—সেই হতভাগ্য মহামোহ দুর্দশাপন্ন হয়েও, সংসারিক সুখে আত্মাকে প্রলোভিত করবার জন্য, "মধুমতী" নামক সর্ব্বভোগ-সিদ্ধির সহিত যোগ-বিঘ্নদের আত্মার নিকট পাঠিয়েছিল। তাতে মহামোহের অভিপ্রায় এই যে, আত্মা এদের প্রতি অনুরক্ত হলে, বিবেক ও উপনিষদের কথা একবার চিন্তাও করবেন না।

শান্তি।—তার পর, তার পর?

শ্রদ্ধা।—তার পর, তারা আত্মার নিকটে উপস্থিত হয়ে, কোন এক প্রকার ভেল্‌কি দেখিয়ে দিলে। তখন:—

শতেক যোজন হতে পশিল আত্মার কানে
নানা দিক্ হতে নানা শবদ আরাব;

পুরাণ, ভারত, বেদ বাঙময় গাথা-আদি
অশ্রুত হইলেও হ'ল আবির্ভাব ;
ইচ্ছা-অনুসারে আত্মা সংযোজি' বিশুদ্ধ পদ
কত শাস্ত্র, কত কাব্য
করিল রচনা ;
ভ্রমিল সকল লোকে, দেখিল গো অনায়াসে
মেরুস্থিত রত্নস্থলী
—দীপ্তি অতুলনা ॥

এইরূপে আত্মা যখন "মধুমতী" সিদ্ধি লাভ করলেন, তখন সুমেরু বাসাভিমানিনী দেবতা-রূপধারিণী অঙ্গনারা তাঁকে ছলনা করে' এইরূপ বল্‌তে লাগল :—"ওগো! তুমি এইখানে এসো, এখানে জরা নাই, মৃত্যু নাই, এ স্থানটি স্বভাবতই রমণীয়। এই দেখ, বিবিধ-বেশ-বিলাসিনী রূপলাবণ্যবতী প্রণয়-মনোহারিণী বিদ্যাধরী-সকল মঙ্গলার্ঘ্য হস্তে করে' তোমার অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত। এখানে :—

কনক-সিকতাময়ী নদী বহমানা ;
নারী সব ঘন-উরু, কমল-আননা ;
মরকত-মণি-দল শোভে বন-শ্রেণী
পুণ্যার্জ্জিত সর্ব্ব-ভোগ ভুঞ্জহ এখনি" ॥

শান্তি।—তার পর—তার পর ?

শ্রদ্ধা।—বৎসে! এই কথা শুনে মায়া বল্লে, "আত্মার পক্ষে এ অতি শ্লাঘনীয়", ;—মনও অনুমোদন করলে ; সঙ্কল্পও আত্মাকে উৎসাহ দিলে ; আত্মাও তাতে সম্মত হলেন।

শান্তি।—(খেদ সহকারে) হা ধিক্! আত্মা আবার সেই সংসার-মায়া-জালে পতিত হলেন ?

শ্রদ্ধা।—না না, তা নয়।

শান্তি।—তার পর, তার পর?

শ্রদ্ধা।—এই সময়ে আত্মার পার্শ্ববর্ত্তী তর্ক, "মধুমতী"-প্রভৃতিদের প্রতি ক্রোধ-কষায়িত নেত্রে দৃষ্টিপাত করে', আত্মাকে সম্বোধন করে' এইরূপ বল্লেন:—প্রভো! সভা-তর্কের ন্যায় সমাপ্তি-রহিত এই সকল বিষয়ামিষ-লুব্ধ ব্যক্তিদের সংসর্গ ত্যাগ করুন। আপনি যে পুনর্ব্বার বিষয়-রূপ অঙ্গার-রাশির মধ্যে পতিত হয়েচেন, তা কি বুঝতে পাচ্চেন না? দেখুন:—

ভবসিন্ধু তরিবারে বহুদিন হতে যেই
যোগ-তরি করিলেন
অবলম্বন
তাহারে ত্যজিয়া এবে মদ-বশে কেমনে গো
অঙ্গারের নদী-মাঝে
হলেন মগন?

শান্তি।—তার পর, তার পর?

শ্রদ্ধা।—তার পর সেই কথা শুনে, "বিষয়দের মঙ্গল হোক্—তাতে আমার প্রয়োজন নাই"—এই কথা বলে' আত্মা মধুমতীকে উপেক্ষা করলেন।

শান্তি।—সাধু সাধু! মা! তুমি এখন কোথায় যাচ্চ?

শ্রদ্ধা।—প্রভু আত্মা আমাকে এইরূপ আদেশ করলেন, "আমি বিবেকের সহিত সাক্ষাৎ করতে চাই, তুমি শীঘ্র তাঁর কাছে যাও"—তাই আমি এখন মহারাজের নিকট যাচ্চি।

শান্তি।—মহারাজও আমাকে উপনিষৎকে আন্‌তে আদেশ করেচেন। তা এসো, এখন আমরা প্রভুর আদিষ্টকার্য্য সম্পাদন করি।

(প্রস্থান)

ইতি প্রবেশক।

আত্মাপুরুষের প্রবেশ।

অনুচর ;—(চিন্তা করিয়া সহর্ষে) অহো! ভগবতী বিষ্ণুভক্তির কি মাহাত্ম্য! তাঁর প্রসাদে আমি :—

ক্লেশের তরঙ্গ ঘোর হইয়াছি পার ;
করেছি মমতা-ভ্রম সব পরিহার ;
মিত্র কলত্র-আদি মকরের গ্রাস আমি
করেছি লঙ্ঘন ;
নিভায়েছি ক্রোধানল ; তৃষ্ণা-লতা-পাশ সব
করেছি ছেদন ;
সংসার-সাগর ঘোর পার হতে আছে বাকি
অল্পই এখন ॥

উপনিষৎ ও শান্তির প্রবেশ।

উপ।—সখি! যিনি ইতর লোকের স্ত্রীর ন্যায় বহুদিন হতে আমাকে একলা ফেলে চলে গিয়েছিলেন, এখন কি করে' আমি সেই নির্দ্দয় স্বামীর মুখাবলোকন করব ?

শান্তি।—দেবি! কেন তাঁকে ভর্ৎসনা করচেন ? তিনি অত্যন্ত বিপদে পড়েছিলেন বলেই' আপনার নিকটে আসতে পারেন নি।

উপ।—সখি! আমার কি দুর্দ্দশা হয়েছিল তা তো তুমি দেখনি, তাই এইরূপ বল্চ। শোনো তবে :—

দুর্ভাগ্যবশত মোর কোন কোন অরসিক
পাপাত্মা হেথায় আসি'
—বিবেক থাকিলে দূরে— কতনা করেছে চেষ্টা
করিতে গো মোরে দাসী।

বাহুর কঙ্কণ-মণি
করিয়াছে ভগন দলিত
লুটিয়া চূড়ার রত্ন
কেশ পাশ করেছে দূষিত ॥

শান্তি।—দেবি! এ সমস্ত মহামোহেরই দুশ্চেষ্টা ; এতে মহারাজ বিবেকের কোন অপরাধ নাই। কেন না, ইতিপূর্ব্বে সেই মহামোহই কামক্রোধাদির দ্বারা মনকে বুঝিয়ে বিবেককে দূরীভূত করে। আর দেখ, স্বামী কোন বিপদে পড়লে, তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করে' থাকাই কুলবধূদের নৈসর্গিক ধর্ম্ম। এখন তবে আপনি দর্শন দিয়ে ও প্রিয় কথায় আলাপ করে' স্বামীর তুষ্টিসাধন করুন। সম্প্রতি তাঁর সমস্ত শত্রু বিনষ্ট হয়েচে,—সমস্ত মনোরথ পূর্ণ হয়েচে।

উপ।—সখি! আমি যখন এখানে ফিরে এলেম, বাছা গীতা আমাকে এই কথা বল্লে যে, "তোমার স্বামী বিবেকের, ও তোমার শ্বশুর আত্মাপুরুষের প্রশ্নের অনুরূপ উত্তর প্রদান করে' তাঁদের তুষ্ট কর, তা হলেই প্রবোধের জন্ম হবে।" কিন্তু এখন আমি গুরুজনদের সমক্ষে কেমন করে' ধৃষ্টতা করি বল।

শান্তি।—নানা, তাঁর এই বাক্য অবিচারে আপনার পালন করা কর্ত্তব্য। ভগবতী বিষ্ণুভক্তিও প্রবোধ-চন্দ্রোদয়ের কথা, মহারাজ বিবেক ও আত্মাপুরুষের কাছে বলেছেন। এখন তবে নিজ স্বামী ও আত্মাপুরুষকে দর্শন দিয়ে আপনি তুষ্ট করুন।

উপ।—আচ্ছা প্রিয়সখি, তাই করব।

(পরিক্রমণ)

রাজা বিবেক ও শ্রদ্ধার প্রবেশ।

রাজা।—শ্রদ্ধা! শান্তি কি আমার প্রিয়া উপনিষৎকে দেখ্তে পাবে?

শ্রদ্ধা।—মহারাজ! শান্তি তাঁর বাসের সন্ধান জেনেই তাঁর কাছে গেছে, কেন তাঁকে দেখ্‌তে পাবে না?

রাজা।—কি করে' সন্ধান জান্‌তে পারলে?

শ্রদ্ধা।—মহারাজ! দেবী বিষ্ণুভক্তিতো একথা পূর্ব্বেই বলেছেন যে, উপনিষৎ-দেবী তর্কবিদ্যার ভয়ে, মন্দর-পর্ব্বতে বিষ্ণুর-মন্দিরে গীতার সহিত বাস কর্‌চেন।

রাজা।—তর্কবিদ্যা হতে তাঁর আবার ভয় কিসের?

শ্রদ্ধা।—সে কথা তিনি নিজেই আপনাকে বল্‌বেন। তবে আসুন মহা-রাজ! ঐ দেখুন প্রভু আত্মাপুরুষ আপনার আগমন প্রতীক্ষায় নির্জ্জন স্থানে বসে আছেন।

রাজা।—(নির্জ্জনে গিয়া) প্রভো! অভিবাদন করি।

আত্মাপুরুষ।—বৎস! তুমি যে আমাকে প্রণাম করচ—এটা নীতি-বিরুদ্ধ; কেন না, তুমি জ্ঞান-বৃদ্ধ; উপদেশদানে তুমি আবার পিতৃ-স্থানীয় হয়েচ!

পুরাকালে দেবগণ
ধর্ম্মপথে হ'লে হতজ্ঞান,
বলিতেন পুত্রগণে
উপদেশ করিবারে দান।
ধর্ম্ম উপদেশকালে সেই পুত্রগণ
করিত গো পিতাদের পুত্র সম্বোধন॥

তুমিও এখন সর্ব্বপ্রকারে পিতার ন্যায় আমাদের প্রতি ব্যবহার কর—এইটিই ধর্ম্ম-সঙ্গত।

শান্তি।—দেবি! ঐ দেখুন, প্রভু আত্মাপুরুষ মহারাজ বিবেকের সহিত নির্জ্জনে বসে আছেন, ওঁর নিকটে গিয়ে প্রণাম করুন।

উপ।—(আত্মার নিকটে গমন)

শান্তি। প্রভো!—ইনি উপনিষৎ-দেবী, আপনার পাদ-বন্দনা করতে এখানে এসেছেন।

আত্মা।—না না, উনি যেন আমাকে প্রণাম না করেন; কেন না, আমাকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করে' উনি আমার মাতৃতুল্য পূজনীয়া হয়েচেন। অথবা :—

কার অনুগ্রহ বেশি
—একবার কর যদি ধ্যান
—দেবী ও মাতার মাঝে
দেখিবে গো বহু ব্যবধান;
মাতা সে মমতা পাশ করেন বন্ধন,
আর দেবী সেই পাশ করেন ছেদন॥

উপ।—(বিবেককে দেখিয়া নমস্কার করিয়া দূরে উপবেশন)

আত্মা।—মা! বল দিকি এতদিন কোথায় কাটালে?

উপ।—প্রভো!

মঠের চত্বর-আদি আর যেথা যত আছে
শূন্য গর্ভ দেব-নিকেতন।
—সেই সব স্থানে আমি মুখর মুরখ-সনে
করিনু গো দিবস যাপন॥

আত্মা।—আচ্ছা, তারা কি তোমার নিগূঢ় তত্ত্ব জানে?

উপ।—না না—কিছুমাত্র না।

মম বাক্য অর্থ তারা
না করি বিচার যথাযথ
—দ্রাবিড়-স্ত্রী উক্তি-সম—
ব্যাখ্যা করে নিজ ইচ্ছামত॥

তাই আমার মনে হয়, পরের অর্থ গ্রহণই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

আত্মা।—তার পর, তার পর?

উপ।—

পথিমধ্যে একদিন দেখিলাম যজ্ঞবিদ্যা
আছেন বেষ্টিত
কৃষ্ণাজিন, অগ্নি, কাষ্ঠ যজ্ঞ পশু, সোমলতা,
যজ্ঞাদি-সহিত;
কর্ম্মকাণ্ড করিতেছে
উপদেশ কার্য্যের পদ্ধতি,
আর তিনি শুনিছেন
হইয়া গো সমুৎসুক অতি॥

আত্মা।—তার পর, তার পর?

উপ।—তার পর আমি ভাবলেম, এই পুস্তক-ভার-বাহিনী যজ্ঞবিদ্যা কি আমার তত্ত্ব জানতে পারবে?—আচ্ছা, এঁর সঙ্গেই নয় কিছুদিন কাটান যাক্।

আত্মা।—তার পর?

উপ।—তার পর, আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হলে, তিনি আমাকে বল্লেন, "ভদ্রে! তুমি কি মনে করে' আমার কাছে এসেছ?" আমি উত্তর করলেম "আমি অনাথা, আপনার সহিত বাস করতে ইচ্ছা করি!"

আত্মা।—তার পর, তার পর?

উপ।—তিনি বল্লেন, "তুমি এখানে থেকে কি করবে?" আমি বল্লেম:—

যাঁহা হতে হয় এই বিশ্বের উদয়,
যাঁহাতে করয়ে ক্রীড়া, যাঁতে হয় লয়;

যাঁহার প্রকাশে ভায় জগৎ-সংসার,
যিনি গো সহজানন্দ তেজের আধার,
অক্রিয় শাশ্বত শান্ত সর্ব্বভূতেশ্বর,
পুনর্জন্ম এড়াইতে যোগী কৃতী নর
দ্বৈত-অন্ধকার-রাশি করি' অতিক্রম
যাঁর মধ্যে ধ্যান-যোগে হয়েন মগন
—আমি সেই পুরুষেরে করিব কীর্ত্তন ॥

যজ্ঞবিদ্যা চিন্তা করে' বল্লেন :—

অকর্ত্তা পুরুষ যে গো
ঈশ্বর সে হইবে কেমন ?
ভব-পাশচ্ছেদী—ক্রিয়া,
— তত্ত্বজ্ঞান নহে কদাচন।
শান্তমনা জন তাই
মুক্তিপ্রদ ক্রিয়া-কর্ম্ম করি',
করে সদা অভিলাষ
বাঁচিতে গো শতবর্ষ ধরি ॥

অতএব, আমার বিবেচনায় এখানে তোমার থাকবার প্রয়োজন নাই ; তবে যদি পাপ-পুণ্যের কর্ত্তা ও ভোক্তা জীবাত্মার স্তব স্তুতির জন্য এখানে কিছুকাল থাকতে ইচ্ছে কর, তাতে কোন দোষ দেখি নে।

রাজা।—(উপহাস-সহকারে) কি আশ্চর্য্য ! যজ্ঞকুণ্ডের ধোঁয়ায় তাঁর দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে সেই সঙ্গে তাঁর বুদ্ধিশুদ্ধিও দেখ্‌চি লোপ পেয়েচে ; নৈলে তিনি এরূপ কুতর্ক করবেন কেন ?

লৌহ যথা স্বভাবত
অচেতন—নিজে নাহি চলে ;

চুম্বকের কাছে থাকি'

সঞ্চালিত হয় তারি বলে ;

—বিশ্বেশ্বর-ইচ্ছাবলে হইয়া প্রেরিত

মায়াই জগৎসবে করে প্রসারিত ;

—ঈশ্বরের ঐশীশক্তি মায়াতেই স্থিত॥

অতএব ঃ—

তম-অন্ধজনদের ঈশ্বরি গো দৃষ্টি,

অজ্ঞান-প্রভব আর এ সমস্ত সৃষ্টি ;

যজ্ঞবিদ্যা নাশিবেন অজ্ঞানান্ধকার ?

—তম দিয়া তমোনাশ ইচ্ছা দেখি তাঁর !

স্বভাবত নীলবর্ণ

তমোময় এ সপ্ত ভুবন

করেন প্রকাশ যিনি

—তাঁরে জানি' সুবিদ্বান জন

মৃত্যু অতিক্রম করে

—মুক্তি-পন্থা নাহি অন্য কোন॥

আত্মা।—তার পর, তার পর ?

উপ।—তার পর যজ্ঞবিদ্যা একটু চিন্তা করে' এই কথা বল্লেন ঃ—"দেখ সখি ! আমার ছাত্রগণ তোমার সংসর্গে থাক্‌লে বাসনা পরিত্যাগ করে' কর্ম্মকাণ্ডে শ্লথাদর হবে। অতএব তুমি প্রসন্ন হয়ে অন্য কোন অভিলষিত প্রদেশে যাও।

আত্মা।—তার পর ?

উপ।—তার পর, আমি তাঁকে ছেড়ে চলে গেলেম !

আত্মা।—তার পর ?

উপ।—তার পর, কর্ম্মকাণ্ডের সহচরী মীমাংসার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হ'ল।

শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণাদি থাকি' তাঁর অনুগত
করিছে নির্দ্দেশ :—
কি প্রকারে কর্ম্ম-ভেদে হয় অধিকার ভেদ
বিশেষ বিশেষ।
তিনিও সে সব কর্ম্মে
করিছেন নিজে সংযোজন
—উপদিষ্ট অতিদিষ্ট—
নানা অঙ্গ মনের মতন॥

আত্মা।—তার পর, তার পর ?

উপ।—তার পর, তাঁকেও জিজ্ঞাসা করায় তিনি বল্লেন :—"তুমি এখানে থেকে কি কর্‌তে চাও?" আমি বল্লেম :—"যাহা হতে হয় এই বিশ্বের উদয়" ইত্যাদি।

আত্মা।—তার পর ?

উপ।—তার পর মীমাংসা, পার্শ্ববর্ত্তী শিষ্যদের মুখের দিকে তাকিয়ে বল্লেন,"লোকান্তর-ফলোপভোগযোগ্য জীবাত্মার সেবার জন্য একজন লোকের প্রয়োজন আছে বটে, অতএব এই উপনিষৎকেই সেই কার্য্যে নিযুক্ত করা হোক্। শিষ্যের মধ্যে কেউ কেউ এই কথায় অনুমোদন করলে, কিন্তু মীমাংসার হৃদয়-দেবতাস্বরূপ কুমারিলস্বামী নামে লব্ধপ্রতিষ্ঠ অপর একজন শিষ্য এই কথা বল্লেন :—"দেবি! উপনিষৎ কর্ম্ম-ফল-ভোক্তা জীবাত্মার উপাসনা করতে ইচ্ছা করেন না, ইনি অকর্ত্তা অভোক্তা পরমাত্মার উপাসনা করতে চান—তাই বলি, ইনি কর্ম্মকাণ্ডের উপযুক্ত নন।" এই কথা শুনে, অপর একজন শিষ্য, কুমারিলস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলে, "এই

লৌকিক পুরুষ—জীবাত্মা ছাড়া ঈশ্বর নামে আর কেউ আছেন কি ?” তখন কুমারিলস্বামী হেসে বল্লেন, আছেন বৈকি :—

জগতের চেষ্টা-আদি
একজন করেন দর্শন ;
হইয়া মোহেতে অন্ধ
নাহি দেখে অন্য একজন।
একজন চাহে সদা করমের ফল,
অন্যজন ফলদান করেন কেবল।
একজন কর্ম্ম-ফলে হয়গো শাসিত ;
অন্যজন শরীরীর শাস্তা গো নিশ্চিত।
নিঃসঙ্গ পুরুষ যিনি,—কেমনে বলনা—
তাঁহাতে কর্ত্তার ভাব হয় সম্ভাবনা ?

রাজা।—সাধু কুমারিলস্বামি! সাধু কুমারিলস্বামি! তুমিই যথার্থ জ্ঞানী—দীর্ঘজীবী হও।

দুই পক্ষী সহচর সখা পরস্পর
এক বৃক্ষ আলিঙ্গিয়া রহে নিরন্তর।
তার মধ্যে একজন সুপক্ক পিপ্পল-ফল
করেন ভক্ষণ ;
অন্যে অনশন থাকি' শুধু মাত্র তাহারে গো
করেন দর্শন ॥

আত্মা।—তার পর, তার পর ?

উপ।—তার পর আমি মীমাংসার নিকটে বিদায় নিয়ে প্রস্থান করলেম।

আত্মা :—তার পর ?—

উপ।—তার পর, তর্কবিদ্যার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হ'ল। দেখ্লেম, বহু শিষ্য তাঁর সেবায় নিযুক্ত।

কোন এক তর্কবিদ্যা,—"জীবাত্মা ও ঈশ্বর ভিন্ন"
—এ দ্বৈত-বিশেষ-বাদ করিছে কল্পনা ;
কোন এক তর্কবিদ্যা ছল, জাতি, আদি ন্যায়ে
বাদ বিতণ্ডা জল্প করিছে যোজনা ;
অন্য এক তর্কবিদ্যা প্রকৃতি-পুরুষ-ভেদ
করিছে রচনা,
মহৎ অহঙ্কার-আদি সৃষ্টি-ক্রম-তত্ত্ব সব
করিয়া গণনা ॥

আত্মা।—তার পর, তার পর ?

উপ।—তার পর, আমি তাঁদের নিকট উপস্থিত হ'লে তাঁরা আমাকে প্রশ্ন করায় আমি বল্লেম :—"যাঁহা হ'তে হয় এই বিশ্বের উদয়" ইত্যাদি। তখন তাঁরা প্রকাশ্যে উপহাস করে' আমাকে বল্লেন :— আরে পাপিষ্ঠ বাচাল! "পরমাণু হতেই বিশ্ব উৎপন্ন হয়েচে ; ঈশ্বর কেবল নিমিত্ত-কারণ মাত্র।" অপর তর্কবিদ্যাটি সক্রোধে বল্লেন :—"আরে পাপিষ্ঠ! যেমন দুগ্ধের বিকার দধি—সেইরূপ ঈশ্বরকে কেন বিকারী বলে' তুই দাঁড় করাচ্চিস্ ?—নারে না, প্রকৃতিই জগৎ-উৎপত্তির প্রধান কারণ।

রাজা।—কি আশ্চর্য্য! দুর্ব্বুদ্ধি তর্কবিদ্যারা এও জানে না যে, ঘটাদির ন্যায় সকল কার্য্যই প্রেমের কারণ হতে উৎপন্ন ;—পরমাণু-প্রাধান্যও আর একটা কিছুকে অপেক্ষা করে। তা ছাড়া :—

জল-প্রতিবিম্ব-চন্দ্র অন্তরীক্ষ-গত-পুরী,
স্বপ্ন, ইন্দ্রজাল আদি যেমন অলীক,
উৎপত্তি-ধ্বংসযুক্ত সমস্ত জগৎ এই
উহাদেরি মত সব জানিবে গো ঠিক।

এ আত্মা আমার বলি'

যতদিন হয় অনুমান,

না জনমে ততদিন

কাহার ঈশ্বর-তত্ত্বজ্ঞান।

শুক্তিতে রজত বোধ

—মাল্যে বোধ হয় ভুজঙ্গম ;

তত্ত্ববোধোদয় হ'লে

তবে ঘোচে এই সব ভ্রম ॥

ঈশ্বরে যে বিকার শঙ্কা করা হচ্চে, সে মুগ্ধবধূর বিচিত্র বেশভূষার ন্যায়—তাতে প্রকৃত রূপের কোন অন্যথা হয় না, বেশেরই পরিবর্ত্তন হয় মাত্র।

অনুদিত জ্যোতি শান্ত আনন্দস্বরূপ যিনি

নিত্য-ব্যক্ত, নিরমল, নাহি অবয়ব,

—বিশ্ব-উৎপাদন-কার্য্যে স্বরূপে বিকৃতি তাঁর

বল দেখি কি করিয়া হইবে সম্ভব ?

নীলোৎপল-দল-বর্ণ মেঘরাজি সদা নভে

হয় যে উদিত,

তাহাতে সে নভস্থল —বল দেখি—কিছুমাত্র

হয় কি বিকৃত ?

আত্মা।—সাধু, সাধু। বুদ্ধিমান বিবেকের বাক্যে আমি প্রীত হলেম। (উপনিষদের প্রতি) তার পর, তার পর ?

উপ।—তার পর, তর্কবিদ্যারা সকলেই ক্রুদ্ধ হ'য়ে বল্লেন—"এ নাস্তিক-পথাবলম্বিনী হয়ে বল্‌চে কিনা, বিশ্বের লয়েতেই মুক্তি হয়—অতএব একে শাসন করা আবশ্যক"। এই বলে' ক্রোধভরে আমার প্রতি তাঁরা ধাবিত হলেন।

সকলে।—(সত্রাসে)

উপ।—তার পর, আমি সত্বর পলায়ন করে' দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করলেম। তার পর, মন্দর-পর্ব্বতের উপকণ্ঠে মধুসূদন-মন্দিরের অনতিদূরে যখন এলেম তখন তারা আমার :—

বাহুর কঙ্কণ-মণি
করিল গো চূর্ণ বিদলিত ;
লুটিয়া চূড়ার রত্ন
কেশপাশ করিল দূষিত।
ছিন্ন মুকুতার হার হ'ল অপহৃত
অঙ্গ হ'তে বসনাদি হইল স্খলিত॥

রাজা।—তার পর ?

উপ।—তার পর, গদা হস্তে কতকগুলি পুরুষ দেবালয় হতে বেরিয়ে এসে অতি নির্দ্দয়ভাবে সেই তর্ক-বিদ্যাদের প্রহার করায় তারা দিগদিগন্তে পলায়ন করলে।

সকলে।—(সহর্ষে) সাধু, সাধু!

রাজা।—তোমার প্রতি এরূপ অত্যাচার ভগবান বিশ্বসাক্ষী কখনই সহ্য করবেন না।

আত্মা।—তার পর, তার পর ?

উপ।—তার পর, যেতে যেতে আমার পায়ের নূপুর খসে পড়ল—আমি তখন ভীত হয়ে গীতার আশ্রমে প্রবেশ করলেম। সেখানে বৎস গীতা আমাকে দেখে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে, মা মা বলে' আলিঙ্গন করে' আমাকে বস্‌তে বল্লেন, পরে সমস্ত বৃত্তান্ত আমার নিকটে অবগত হয়ে আমাকে বল্লেন :—"দেখ মা! এতে দুঃখ কোরো না। যারা তোমার অপ্রমাণ করে' অসুর সত্তা প্রচার করচে, ঈশ্বরই তাদের শাস্তিদাতা। ভগবানও তাদের সম্বন্ধে এইরূপ বলেছেন :—

সেই সব ধর্ম্মদ্বেষী

অমঙ্গল ক্রূর নরাধমে

দেই গো আসুরী গতি

বারম্বার এ ভব-জনমে॥

আত্মা।—এখন যে ঈশ্বরের কথা বল্লেন, তিনি কে আমি জান্‌তে ইচ্ছা করি। অনুগ্রহ করে' উত্তর দিন।

উপ।—(ঈষৎ হাসিয়া) যে জানে না এই আত্মা কে, তাকে কি বলে' বোঝাব ?

আত্মা।—(সহর্ষে) তবে কি আত্মাই ঈশ্বর ?

উপ।—হাঁ, আত্মাই ঈশ্বর। দেখ :—

সে পুরুষ সনাতন

তোমা হতে নহে কিছু অন্য ;

নরোত্তম দেব হতে

তুমিও নহগো কিছু ভিন্ন ;

ভিন্নরূপে প্রতিভাত

কেবল সে অনাদি মায়ায়,

সূর্য্য যথা হয় দ্বিধা

পড়িয়া গো জলের ছায়ায়॥

আত্মা।—(বিবেকের প্রতি) বৎস! ভগবতী উপনিষদ্ দেবী যা বল্লেন তার তাৎপর্য্য আমি সম্যক্ বুঝ্‌তে পারলেম না।

দেহে দেহে আমি ভিন্ন, দেহাকারে অবচ্ছিন্ন,

জরাও মরণ-ধরমী

—একিগো সম্ভব হয়— নিত্যানন্দ চিন্ময়

বলেন আমারে গো ইনি॥

রাজা।—পদার্থ-জ্ঞানের অভাবে আপনি বাক্যের অর্থ বুঝ্‌তে পারচেন না।

আত্মা।—আচ্ছা, কি করে' পদার্থ-জ্ঞান হয় তার উপায় আমাকে বল দিকি।

রাজা।—আচ্ছা, শ্রবণ করুন :—

ইনিই গো আমি—ইহা
পুনঃ পুনঃ করিয়া চিন্তন,
"ঘট-পট" ইনি নন
—মনে মনে করি বিবেচন
—এইরূপে বহির্বস্তু হইলে গো লয়,
চিদাত্মার জ্ঞান চিত্তে হইলে উদয়,
তখন গো "তত্ত্বমসি"—"তিনি তুমি—তুমি তিনি"
—এই শ্রুতি-বাক্য পুন করিলে শ্রবণ
ব্যক্ত হইবেন সেই শান্ত জ্যোতি স্বপ্রকাশ
আনন্দ-স্বরূপ, ভব-তিমির-মোচন॥

নিদিধ্যাসনের প্রবেশ।

নিদি।—দেবী বিষ্ণুভক্তি আমাকে এইরূপ আদেশ করলেন :—"দেখ বৎস! তুমি আমার অভিপ্রায় বিবেক ও উপনিষৎকে গোপনে বুঝিয়ে দিয়ে আত্মার নিকটে থাক্‌বে।" (অবলোকন করিয়া) এই যে, উপনিষৎ দেবী ও বিবেক আত্মার নিকটেই আছেন; এই-বার তবে ওঁদের নিকটে যাই। (নিকটে গিয়া উপনিষৎকে চুপি চুপি) দেখুন দেবি! দেবী বিষ্ণুভক্তি আপনাকে এই আদেশ করেচেন :—"দেবতারা সঙ্কল্প-যোনি, মনেতেই তাদের সন্তান উৎ-পত্তি হয়। আর, ধ্যানযোগেও আমি জেনেছি, তুমি অন্তঃসত্ত্বা হয়েছ। তোমার গর্ভে বিদ্যানামে এক ক্রূরমতি কন্যা ও প্রবোধচন্দ্র নামে একটি পুত্র বর্ত্তমান। এখন তুমি সঙ্কর্ষণী বিদ্যার দ্বারা কন্যাটিকে মনেতে সংক্রামিত করে' ও পুত্রটিকে আত্মার নিকট সম-র্পণ করে' আমার নিকট আস্‌বে।"

উপ।—যে আজ্ঞে দেবি! (বিবেকের সহিত প্রস্থান)

নিদি।—(আত্মাতে গিয়া অবস্থিতি)

নেপথ্যে।—আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

উদ্দাম জ্বলন্ত তেজে দশ দিশি উজ্বলিয়া
তড়িতের সম
ভেদ করি' মনো-বক্ষ এই কন্যা সহসা গো
লভিয়া জনম
যোগ-বিঘ্নগণে আর মহামোহে করি' গ্রাস
হল অন্তর্ধান ;
—তখন গো জনমিল সুন্দর পুরুষ এই
প্রবোধ শ্রীমান॥

প্রবোধচন্দ্রের প্রবেশ।

প্রবোধ।—এ কি ব্যাপ্ত ?—একি গুপ্ত ?—উদিত না উৎসারিত ?
পরস্পরে অনুস্যূত
কিম্বা কালে রহে প্রসারিত ?
এই বা কি ?—ওই বা কি ?—এ সেই—না আর কিছু ?
—এই সব তর্ক, যার
আবির্ভাবে হয় অন্তর্হিত ;
যাহার গো অভ্যুদয়ে ত্রিলোক প্রকাশ পায়
সহজ আলোকে,
—আমি সে প্রবোধচন্দ্র উদিত হয়েছি হেথা
দেখুক গো লোকে॥

(পরিক্রমণ করিয়া) এই যে আত্মা, এইবার তবে ওঁর নিকটে যাই। (নিকটে গিয়া) ভগবন্! আমি প্রবোধচন্দ্র এখানে এসে উপস্থিত হয়েচি—আপনাকে অভিবাদন করি।

আত্মা।—(শ্লাঘা সহকারে) এসো বৎস! আমাকে আলিঙ্গন কর।

প্রবোধ।—(তথা করণ)

আত্মা।—(আলিঙ্গন করিয়া সানন্দে) কি আশ্চর্য্য! তোমাকে দেখে অন্ধকার দূর হয়ে যেন আমার মোহ-নিশা প্রভাত হল। দেখ :—

মোহ-তম বিনাশিয়া
ভাঙাযে বিকল্প-নিদ্রা ঘোর
অপূর্ব্ব প্রবোধচন্দ্র
উদয হইল হেথা মোর।
শান্তি, যম নিযমাদি,
আর সে বিবেক, শ্রদ্ধা, মতি,
বিষ্ণু-আত্মারূপে সবে
পাইতেছে এবেগো স্ফূরতি।
আমিও গো সেই বিষ্ণু
—এই জ্ঞান লভিনু সম্প্রতি॥

ভগবতী বিষ্ণুভক্তির প্রসাদে এখন আমি সর্ব্বপ্রকারে কৃতার্থ হলেম, এখন আমি :—

নাহি লভি' কারো সঙ্গ,
কারো সনে না কহিযা কথা,
ফলাফল-অবিচারে
ভ্রমণ করিযা যথা তথা,
মুনি যথা সাযংকালে
কোন গৃহে লযেন আশ্রয,
তেমনি হযেছি আমি
ত্যজি ক্রোধ শোক মোহ ভয়॥

বিষ্ণু।—(সহর্ষে নিকটে আসিয়া) তোমাকে নিঃশত্রু দেখে, বহুকালের পর আজ আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল।

আত্মা।—দেবীর অনুগ্রহ হ'লে দুর্লভ আর কি থাক্‌তে পারে?

(পদতলে পতন)

বিষ্ণু।—(আত্মাকে উঠাইয়া) ওঠো বৎস! বল, আর কি তোমার প্রিয় কার্য্য করতে পারি?

আত্মা।—ভগবতি! এর পর, আমার আর কিছুই প্রিয় নেই। কেন না:—

বিবেক কৃতার্থ আজি সমস্ত অরাতি-বৃন্দে
কার' প্রশমিত;
আমিও নির্ম্মল হয়ে নিজ সদানন্দপদে
হনু অবিস্থিত॥

তথাপি আমার এই প্রার্থনা:—

পর্জ্জন্য করে গো যেন
যথোচিত বৃষ্টি বরিষণ;
প্রশমি' উৎপাত নানা
পালুন গো পৃথ্বী নৃপগণ;
তত্ত্বোদয়ে তম নাশি'
তোমারি প্রসাদে যোগিগণ
মমতা-আতঙ্ক পঙ্ক
ভবসিন্ধু করুন তরণ॥

ইতি জীবন্মুক্তি নামক ষষ্ঠ অঙ্ক।

সমাপ্ত।